মিলিন্দ-প্রশ্ন

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীপ্রজালোক স্তবির।
মিলিন্দ-প্রশ্ন

বৌদ্ধ-মিশন গ্রন্থমালা-৬

মিলিন্দ-প্রশ্ন

ধর্ম-সংহিতাদি বিনিধ গ্রন্থ প্রণেতা
শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক স্বরির কর্তৃক
অনুবাদিত।

প্রথম সংস্করণ

চট্টগ্রাম রাউজান নিবাসী
শ্রীসর্বনন্দ বড়ুয়া কর্তৃক
প্রকাশিত।

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

রেঙ্কুন, বৌদ্ধ-মিশন প্রেমে মুদ্রিত।

বুধ্যাব্দ-২৪৭৫
খৃষ্টাব্দ-১৯৩১
মিলিন্দ-প্রশ্ন

উৎসর্গ পত্র

এই ধর্মগ্রন্থ প্রকাশে

সক্ষম পুণ্যাংশ

আমার

পূজনীয় পিতৃদেব

শ্রীযুত গোবিন্দ চন্দ্র বড়ুয়া মহোদয়কে

অপর্ণ করিলাম।

ইহাতে আমার

নির্বাণ

লাভ হউক।

আপনার প্রিয় পুত্র

"সর্বানন্দ"

প্রথম প্রকাশকাল

১৯৩১ সালে
নিবেদন

যবনরাজ, মিলিন্দ ও ভিক্ষু নাগসেনের প্রশ্ন-মীমাংসার ভিতর দিয়া এই মিলিন্দ-প্রশ্ন রচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি কোন পণ্ডিতের দ্বারা কখন রচিত হইয়াছি না, তাহার ইতিবৃত্ত পাওয়া যায় নাই। আধুনিক পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে-রুদ্রের পরিনির্বাণের প্রায় ৫০০ (পাঁচশত) বৎসর পরে এই দুই মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। মূল গ্রন্থেও উহা লিখিত আছে।

রাজা মিলিন্দ সাগল নগরের অধিপতি। তিনি অলসন্দ বীপের কলসি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এই কলসি গ্রাম সাগল নগর হইতে ২০০ (দুইশত) যোজন দূরে অবস্থিত। সাগল নগর ও কাশ্মীরের দূরত্ব বার যোজন। কাজেই সাগল নগর কাশ্মীরের সমীপবর্তী বলিয়া বুঝা যায়। কোন রুদ্র পাণ্ডাত্য পণ্ডিতগণ মিলিন্দকে মিনান্ত নাম দিয়া গ্রীষ্মাভাজ্জ্বের লোক বলিয়া পরিচয় দিতে চাহেন। পালিভাষাভিত্তি পণ্ডিতগণের ইহাতে বিশেষভাবে প্রতিধানযোগ্য।

ভিক্ষু নাগসেন হিমালয়ের পাদদেশে কঙ্কসন নামক ব্রাহ্মণ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতার নাম সোনুন্ত। হিমালয়ের রক্ষিততলে বর্তমান আশ্রমধিপতি রোহণ স্ববির কোটিশত বৃহৎ সমক্ষে নাগসেনকে প্রবর্তন প্রদান করেন। শ্রমণের নাগসেন অভিধমের নিগৃহত তত্ত্ব রোহণ স্ববিরের নিকট শিক্ষা করেন। এক উপাসিকাকে নাগসেন শ্রমণের ধর্মোপদেশ করিবার কালে তিনিও প্রোতাপতি ফল প্রাপ্ত হন। বর্তমান গ্রন্থের পূর্বোক্তে তাহাদের পূর্বজন্মের সংক্ষিপ্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

এই মিলিন্দ-প্রশ্নখানি ছড়ি পরিচ্ছেদ দ্বারা শ্রীযুত রোহণ প্রশ্ন-মীমাংসা। এই গ্রন্থের কোনো দোষ এ পার্ষ্ব মুদ্রিত হয় নাই। কিন্তু ইংরেজি, বার্মা, সিঙ্গলি ও শ্যামী ভাষায় অক্ষরে উহার মূল ও অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। পণ্ডিত শ্রীযুত বিধুশেখর শাস্ত্রী বাঙালী অক্ষরে এই গ্রন্থখানির মূল ও অনুবাদ তৃতীয়াংশ পরিমাণ প্রকাশ করিয়াছেন।
ভায়াতীরিত পুন্তকগুলিতে অনুবাদ বিপর্যয় যথেষ্ট হইয়াছে। অনুবাদকের
অতি প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ধর্মাভ্যের ব্যাখ্যা দুর্বোধ্য হেতু কোন কোন স্থলে ক্রটি-
বিচ্যুতি বড়ো কম হয় না। তাহা কেবল বুঝিবার দোষেই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু
শাস্ত্রী মহাশয় রুদ্রের অনাতাবাদ উপদেশকে আতাবাদে টানিয়া স্বীয় ধর্মের
সমর্থন করিয়াছেন। ঐ অনুবাদ না বুঝিয়া, ভূলে কিংবা ক্রটিতে নাহে। উহা
"কোলের দিকে বোল টানার মত হইয়াছে।" রুদ্রের দেশনায় শাস্ত্র আত্ম
নাই। তাহ ‘অনন্ত’ শব্দের ‘আত্ম’ ব্যাখ্যা করা মনগড়া অনুবাদ
ব্যতীত আর কিছুই নাহে।

আমি অর্থাভাব প্রযুক্ত পুন্তকখানির মূল পালি প্রকাশ করিতে পারিলাম
না। অনুবাদ সরল ও সুস্বাদু করিবার মানসে যত্ন দ্বিরুক্তি বন, অতিরিক্ত
বিশেষণ, এক পর্যায়ভূত শব্দ বাদ দিয়া জানীজনের নিকট দোষী হইয়াছি।
আমার একমাত্র লক্ষ্য-সরলভাবে প্রশ্ন-মীমাংসাগুলি লোক নয়নে প্রকাশিত
করা। তাই প্রত্যেক শব্দের অর্থ এই পুস্তকে পাইবেন না। কেবল ভাবের
প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পাঠক-পাঠকিকাদের সহজে বুঝিবার সুযোগ করিয়াছি
মাতঃ সপ্তশতীঃ বোধিপক্ষীয় ধর্ম, পরিয়োগ, প্রতিপত্তি, অধিগ্রন প্রতৃতি
কতক পরিভাষার শব্দ যথাযথ রাখিয়া দিয়াছি। পাদটীকায় ঐ শব্দগুলির
শব্দার্থ দিলেও পালিভাষাভিত্তিক পঞ্চিত ব্যতীত আর কেহই উহা বুঝিতে
সমর্থ হইবে না। পাঠক-পাঠিকাদের অন্তর্হিত লাভ করিলে দ্বিতীয় খণ্ডের
পরিশিষ্ট অংশে প্রকাশের ইচ্ছা রহিল। প্রত্যেক প্রশ্নের প্রতি মনোনিবেশ
করিলে ভাবের অনিবার ধর্মরস আবাদন করিতে পারিবেন। নাট্য, উপন্যাসের
মত নায়ক-নাযিকার পঞ্চকামগুণ রহস্য ইহাতে পাইবেন না। অধুনা
প্রকাশিত বহু ধ্রুব ও মান্য পরিকায় প্রায়ই যৌন সমস্যার সমাধান
থাকে। তাই অধিকাংশ পাঠকের রুচি-বিকার অদৃশ বদলিয়া গিয়াছে। তাই
ধর্মার্থের বাজার মন্দ। এই ধ্রুবে সাধারণের রুচি-জনক হইবে না। কেবল
ধর্মীয়মর্ণের সন্দেহ নিরাকরণ এই ধ্রুব রচনার মুখ্যতম উদেশ্য।

লক্ষার্থিমূল পান্ডবের সমর্মোদয় কলেজের প্রধানাচার্য শ্রীমণ্ড উপাসন
মহাশয়ের মিলন্দ-প্রশ্নের কতকগুলি দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। যেমন যাই
তীর্থমণ্ডের কথা বুদ্ধ বর্ণিত বিনয় পিটকেও দেখা যায়, মিলন্দ প্রশ্নেও দেখা
যায়, কৃমার কল্যাণের জন্য কথা বিনয় প্রথে বর্ণিত হইয়াছে—‘এক গভীর শ্রী
ভিক্ষুণী নিকায় প্রবৃত্তিত হইলেন, অথচ তিনি জানিতেন না যে, গৃহিণী
মিলিন্দ-প্রশ্ন

অবস্থায় তাঁহার গর্ভ হইয়াছে। যখন গর্ভ ক্রমে পূর্ণ হইতে লাগিল, তখনই প্রকাশ হইয়া পড়িল। বিশাখা মহাউপাসিকা সেই গর্ভ পরীক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন। তিনি বলিলেন—এই গর্ভ গৃহীত কালের, ভিক্ষুরী সময়ের নহে। 
সেই নবীন ভিক্ষুরী কিছুদিন পরে এক পুত্র সত্যান প্রসব করিলেন। পুত্র পালনের ভার লইলেন কোশলরাজ। ভগবান সেই ধনাপুণ্য পুত্রের নাম রাখিলেন—কুমার কশ্যাপ। মিলিন্দ-প্রশ্নে আছে—উদায় ভিক্ষু সুড়ক বন্ধ তাঁহার ভার্যা ভিক্ষুরীকে ধৌত করিতে দিলেন, ভিক্ষুরী সেই পুত্রের একাংশ মুখে ও একাংশ যোনিত্বে গ্রহণ করিলেন। ইহাতে কুমার কশ্যাপের জন্ম পরিত্যাগ হয়। এই প্রকার ততক্ষণে প্রশ্ন ওতপ্রোত হইয়াছে।

এখন বিবেচনা করিতে হয় যে, যখন ব্রাহ্মণদের পুত্র ব্রাহ্মণদত্ত, গোবিন্দের পুত্র মহাগোবিন্দ প্রভৃতির নাম বংশ পরম্পরা এক তীর্থকরের নাম আসিয়াছে কি? ‘তিনি নকলে আসল খাতের’ নাম অনভিজ্ঞ লোকের হাতে পড়া শাখার যে কদর্শ করা হয় নাই, এমন কব যাহা না। তবে যাঁহারা সর্বশাস্ত্র বিশারদ তাঁহারা প্রজ্বালে এই বিমিতির উচ্চে করিয়া সারাংশ চয়ন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন।

এই কথা সকলে এক বাক্যে স্বীকার করিবেন যে—এই মিলিন্দ-প্রশ্নানি বৌদ্ধ দর্শনের তর্কশালা বলিলেও অত্যন্ত হয় না। প্রত্যেক প্রশ্নগুলি মমার্থ উপমা যুক্তিযুক্ত এমন সুবোধে ও প্রাঙ্গল করিয়া দিয়াছেন যে—স্বল্প জানেনও ইহার বিচার করা যায়। যদি কেহ এই ৩০৪টি প্রশ্ন-মীমাংসা মুখ্য করিয়া রাখেন, নিশ্চয় তিনি তর্ক-শাল্লা পরুষ হইতে পারিবেন এবং ধর্ম সম্বন্ধে সন্দেহ শূন্য হইবেন। ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

প্রকাশনীর পরিচয়।

এই পুস্তকখানি রাউজান নিবাসী চিরকুমার দ্বীযুত সর্বনাম বাড়ুয়ার নৌজন্যে প্রকাশিত হইল। আমি যখন কার্য ব্যাপদেশে দিল্লী গমন করি, তখন সর্বনাম বাড়ুর সঙ্গে ধর্মদানের আলোচনা করি। তিনি সেই ধর্মদানের ব্যাখ্যা শুনিয়া গ্রহণ প্রকাশের প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি একজন উদার হৃদয় ও ধর্মপ্রাণ লোক। মহাবোধি সোসাইটিতে তিনি প্রতিদিনে ৫ টাকা করিয়া দান করিয়া থাকেন। ইহা ব্যতীত আরও বহুতর সংক্রান্ত সাহায্য করিয়া থাকেন। বাস্তবিক তাঁহার নায় ধর্মবুদ্ধি সম্পন্ন, সমাজ হিতৈষী পুরুষ যদি
পাওয়া যায়, তাহা হইলে ত্রিপিক গ্রহাবলী হইতে বহু প্রস্ত অনুবাদ করিয়া চাপান যাহীতে পারে । একমাত্র অর্থার্থ প্রযুক্ত আমরা পুনর্ব প্রকাশ করিতে অক্ষম । নচেৎ অনুবাদকের অভাবে নহে । ধর্মপ্রাণ হিন্দু বৌদ্ধগণ এই গৌতম বুদ্ধ ভাষিত ত্রিপিক গ্রহ প্রচার কার্যে মনোযোগী হইলে, বুদ্ধের সত্য ধর্মের মহিমা কিরূপ, তাহা সকলই উপলব্ধি করিতে পারিবেন । বিশেষতঃ বৌদ্ধ-মিশনও সেই মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া কার্যকারী অবতীর্ণ হইয়াছে । সর্বানন্দ বারু মিশনে যে এত বড় দান করিলেন, তাহার এই সদ্বৃত্ত সকলের অনুকরণীয় ।

মিশনের হিতকামী ও পত্রিকার সম্পাদক প্রীতি জয়াজিপাল ভিক্ষু এই পুস্তকখানির জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়াছে, তাই পুস্তকখানি নির্ভরে প্রকাশিত হইয়াছে । তাহার নিরাময় দীর্ঘ জীবন কামনা করি ।

সমগ্র মিলিন্দ-প্রশ্নখানি ৫০ ফর্মা হইতে পারে, তাই আমরা প্রথম খণ্ড ২১৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করিলাম, দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করিতে আরও দুইমাস সময় লাগিবে । প্রথম খণ্ড দুইমাস আটদিনে মুদ্রিত হইল ।

বহুল কার্যবান্ধ জীবনের অবসর সময়ে গ্রন্থখানি অনুবাদ করিতে হয় । রেন্নু ধর্মদূত বিহারে গ্রহাবলী আরম্ভ করিয়া পর্যটন পথে লিখিতে লিখিতে কলিকাতায় ধর্মীয় গৌরিণী প্রায় দুইমাসে অনুবাদ সমাপ্ত করি । আমাকে সহসা স্থানান্তর যাহা হইতে হইলে, তাই অতি তাড়াতাড়ি গ্রন্থখানি চাপিতে হইয়াছে ; ভূল প্রমাণ প্রথম সংস্করণে থাকা স্বাভাবিক, তাহাতে পালিভাষাভিত্তিক পত্রিকার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিতে রহিলাম ।

ধর্মদূত বিহার, 
প্রীতি জয়াজিপাল স্বর্জ।
শুলায়মী
৯ই জৈষ্ঠ ।
দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা

মিলিন্দ-প্রশ্নের অনুবাদ মূল পালিকার সহিত মিলাইয়া পাঠ করিতে করিতে কতবার শব্দের প্রচুর্য, প্রভূত্তরের চাঁতুর্য ও ভাবের মাধুর্য সহিত্যভাষায় চমৎকৃত হইয়াছিল। বড়ই সুখের বিষয় বিব্যা বিশ্বে সমস্ত মিলিন্দ প্রশ্নখানির অনুবাদ বঙ্গীয় পাঠক সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারিলাম।

অনেকাংশ হেতু যাহাদের আধ্যাত্মিক বিষয়ে মনোযোগ যায় না, এই দ্বিতীয় ভাগ মিলিন্দ-প্রশ্ন তাহদের মহৎ উপকার সাধন করিয়া, কেন না ইহাতে কুকুট, বাঁশ, ধনু, বায়স, বানর, অলাবু লতাদি ঘরোয়ানা জীব-জল্লি ও দ্ব্যাদির দ্বারা এমন স্পষ্টভাবে বুঝিতে দেওয়া হইয়াছে যে-উহাদ্বারা সাংসারিক বিষয় নির্দেশ বক্তিরাও সহজে পরমাংশে তত্ত্ব বুঝিতে পারিবেন।

ক্ষেত্রে আগাছা জনিলে, উহা পরিকার না করিয়া যদি কোন কৃষক বহু ফসল লাভের আশা করে, তবে তাহার আশা ফলবতী হইবে না। অদ্রপ মনে বিবিধ পাপ বর্তমান থাকিলে কেহ ধর্মরূপ অমৃত ফলের আশা করিতে পারেন না। পাপ পরিত্যাগ সকল সুখের শ্রেষ্ঠ সুখ, তাই ভগবান বলিয়াছেন-সকসজ্জ দুঃখসজ্জ সুখ পহালা। উপমা কথা-প্রশ্ন অতঃপর্যায়ে পাপ পরিত্যাগের বিশেষ সাহায্য হইবে। উহার দ্বারা ধর্মীয় বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ হইবে। অতএব, আশা করি পুষ্টকথানি বঙ্গীয় পাঠক সমাজে সমাদৃত হইবে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে-সকলের চিন্তা করিয়া দেখা উচিত-কিরূপে দুঃখ সজ্জি অর্থ সার্থক হয় মৃত্যুর পরেও সুখিত ঘোষিত হয় এবং পুনর্জন্মে অধিকতর সুখ-সম্পত্তি লাভ হয়। আমাদের প্রকাশক মহোদয় পুষ্টকথানির জন্য তিনশত টাকা দান করিয়াছেন। এখনও শত শত অপ্রকাশিত বৌদ্ধ গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। যাহারা বৈধ অর্থে ধর্মপুস্তক প্রকাশ
করিয়া সমগ্র বাঙালী জাতিকে উপকৃত করিতে চাহেন, তাহারা বৌদ্ধ-
মিশনের সংগ্রাবে সহজে ইহা সম্পাদন করিতে পারেন।
অঙ্গুত্র নিকায়াদি সুরুহ্ত পালিগ্রন্থ সকল প্রকাশ করিতে হইলে
সহস্রাধিক টাকার প্রয়োজন। পুণ্যার্থ ত্রিপিটক গ্রন্থ প্রচারে যিনি যাহা দান
করিবেন, তাহাই সাদরে গৃহীত হইবে। ইতি-

গুরুস্ম্যুত্মী
বৃষ্টিদ্বা-২৪৭৫
কৃষ্ণাপ্র-১৯৩১

শ্রীজ্ঞানিগুপ্ত ভিক্ষু।
মিলিন্দ-প্রশ্ন

মিলিন্দ-প্রশ্ন
(প্রথম খণ্ড)

বাহির কথা

যবন নগরের সমৃদ্ধি বর্ণনা ................................................................. 1
পূর্বযোগ ........................................................................................................ 2

লক্ষণ প্রশ্ন

পুদাল প্রশ্ন-মীমাংসা ................................................................. 22
বর্ণ-প্রশ্ন-মীমাংসা ................................................................. 22 তে
পণ্ডিত-বাদ ও রাজ-বাদ প্রশ্ন ................................................................. 23
প্রবজ্যা প্রশ্ন-মীমাংসা ................................................................. 25
জন্ম-মৃত্যু প্রশ্ন-মীমাংসা ................................................................. 26
মনসিকারে জন্ম প্রশ্ন-মীমাংসা ................................................................. 26
মনসিকার ও প্রজ্ঞা-প্রশ্ন-মীমাংসা ................................................................. 26
কুশল ধর্মের প্রশ্ন-মীমাংসা ................................................................. 27
শীল-লক্ষণ প্রশ্ন-মীমাংসা ................................................................. 27
সম্প্রসাদন শ্রদ্ধা-লক্ষণ প্রশ্ন-মীমাংসা ................................................................. 28
সম্প্রস্কারন শ্রদ্ধা-লক্ষণ প্রশ্ন-মীমাংসা ................................................................. 29
বীর্য-লক্ষণ প্রশ্ন-মীমাংসা ................................................................. 29
স্মৃতি লক্ষণ প্রশ্ন-মীমাংসা ................................................................. 30
সমাধি-লক্ষণ প্রশ্ন-মীমাংসা ................................................................. 31
প্রজ্ঞা-লক্ষণ প্রশ্ন-মীমাংসা ................................................................. 31
নানা ধর্মের এক কৃত্য সম্প্রসাদন প্রশ্ন-মীমাংসা ................................................................. 32

অধ্বান বর্ণ

ধর্মসন্ততি প্রশ্ন-মীমাংসা ................................................................. 32
পুনর্জন্ম প্রশ্ন-মীমাংসা ................................................................. 33
জন্ম-প্রজ্ঞা প্রশ্ন-মীমাংসা ................................................................. 34
জন্ম-লাভীর অনুভূতি প্রশ্ন-মীমাংসা ................................................................. 36
বেদনা প্রশ্ন-মীমাংসা ................................................................. 36
বর্তমান নাম-রূপসমূহের একার্থ নানার্থ প্রশ্ন-মীমাংসা ................................................................. 37
নাগসেনের জন্যাজন্ম প্রশ্ন-মীমাংসা ................................................................. 39
নাম-রূপ জন্ম প্রশ্ন-মীমাংসা .................................................................... 40
অধ্ব প্রশ্ন-মীমাংসা ...................................................................................... 40
ত্রিকাল-মূল প্রশ্ন-মীমাংসা ..................................................................... 41
কালের পূর্বকোটি প্রশ্ন-মীমাংসা ................................................................. 41
পূর্বকোটি প্রশ্ন-মীমাংসা ........................................................................ 42
সংক্রান্তি প্রশ্ন-মীমাংসা ........................................................................ 42
সঞ্জাত সংক্রান্তি প্রশ্ন-মীমাংসা ............................................................... 43
বিজ্ঞতা প্রশ্ন-মীমাংসা ................................................................................ 44
চক্ষুবিজ্ঞতা ও মনোবিজ্ঞতা প্রশ্ন-মীমাংসা ............................................. 45
স্পর্শ-লক্ষণ প্রশ্ন-মীমাংসা ................................................................... 47
বেদনা-লক্ষণ প্রশ্ন-মীমাংসা ................................................................... 48
সংতা-লক্ষণ প্রশ্ন-মীমাংসা ................................................................... 48
চতুর্থ লক্ষণ প্রশ্ন-মীমাংসা ................................................................... 49
বিজ্ঞত-লক্ষণ প্রশ্ন-মীমাংসা ................................................................... 49
বিতর্ক-লক্ষণ প্রশ্ন-মীমাংসা ................................................................... 49
বিচার-লক্ষণ প্রশ্ন-মীমাংসা ................................................................... 50
স্প্যাশার বিচার প্রশ্ন-মীমাংসা ................................................................. 50
জিহ্বা বিচার প্রশ্ন-মীমাংসা .................................................................... 50

বিমতিচেন্দন-প্রশ্ন

পঞ্চায়তন কর্মোৎপাদক প্রশ্ন-মীমাংসা ..................................................... 52
কর্মের নানা কারণ প্রশ্ন-মীমাংসা ................................................................. 52
প্রথম উদ্যোগ প্রশ্ন-মীমাংসা .................................................................. 53
স্বাভাবিকাল্পি ও নির্যাতাল্পি প্রশ্ন-মীমাংসা .............................................. 54
পৃথিবী সংঘারক প্রশ্ন-মীমাংসা ................................................................. 55
নিরোধ নির্বাণ প্রশ্ন-মীমাংসা ............................................................... 55
নির্বাণ লাভ প্রশ্ন-মীমাংসা ..................................................................... 55
নির্বাণ অলাভেও সুখবোধ প্রশ্ন-মীমাংসা .................................................. 56
বুদ্ধের বিদ্যমানবিদ্যমান প্রশ্ন-মীমাংসা ............................................. 56
ভগবানের অনুসরণ প্রশ্ন-মীমাংসা ............................................................. 56
মিলিন্দ-প্রশ্ন

রুদ্ধের অনুষ্ঠান জ্ঞান প্রশ্ন-মীমাংসা........................................... ৫৭
ধর্ম দর্শন প্রশ্ন-মীমাংসা................................................................. ৫৭
জন্মাত্মবাদ প্রশ্ন-মীমাংসা............................................................... ৫৭
বিজ্ঞানীর উপলব্ধি প্রশ্ন-মীমাংসা...................................................... ৫৮
দেহান্তের সংমান প্রশ্ন-মীমাংসা........................................................ ৫৮
কর্মফলের অনুপচার প্রশ্ন-মীমাংসা.................................................. ৫৮
উৎপত্তি জ্ঞান প্রশ্ন-মীমাংসা............................................................. ৫৯
রুদ্ধ দর্শন প্রশ্ন-মীমাংসা................................................................. ৫৯
প্রকৃতির প্রিয়কায় প্রশ্ন-মীমাংসা..................................................... ৫৯
সর্বজ্ঞতা প্রশ্ন-মীমাংসা................................................................. ৬০
রুদ্ধের দ্বারিত্য লক্ষণ প্রশ্ন-মীমাংসা.............................................. ৬০
রুদ্ধের প্রকৃতির প্রশ্ন-মীমাংসা......................................................... ৬১
রুদ্ধের উপসম্পদা প্রশ্ন-মীমাংসা...................................................... ৬১
অশ্রু তেজস্বি-অতু তেজস্বি প্রশ্ন-মীমাংসা................................. ৬১
সরাগ্য-বীতরাগ ভেদ প্রশ্ন-মীমাংসা.................................................. ৬১
প্রত্য-প্রতিষ্ঠান প্রশ্ন-মীমাংসা...................................................... ৬২
সংসার প্রশ্ন-মীমাংসা................................................................. ৬২
চিরকৃত সৃষ্টি প্রশ্ন-মীমাংসা......................................................... ৬২
অভিজ্ঞতা সৃষ্টি প্রশ্ন-মীমাংসা....................................................... ৬৩
মোড়ত সৃষ্টি-উত্পত্তি প্রশ্ন-মীমাংসা............................................... ৬৩
রুদ্ধগুণে পাপীর দেবতৃলাভ প্রশ্ন-মীমাংসা........................................ ৬৫
দুধ তারের উদ্যাম প্রশ্ন-মীমাংসা.................................................... ৬৬
ক্রমান্তরের দৃষ্টিপথ প্রশ্ন-মীমাংসা............................................. ৬৭
নর-ক্রমান্তরে জন্ম প্রশ্ন-মীমাংসা................................................... ৬৭
বোধ্যত প্রশ্ন-মীমাংসা................................................................. ৬৮
পাপ-প্রতি প্রশ্ন-মীমাংসা................................................................. ৬৮
জ্ঞানেন ক্রমত পাপ প্রশ্ন-মীমাংসা................................................ ৬৯
সশরীরের ক্রমান্তরে গমন প্রশ্ন-মীমাংসা....................................... ৬৯
দীর্ঘত্ব প্রশ্ন-মীমাংসা................................................................. ৬৯
আশ্চর্য-প্রশ্ন নিরোধ প্রশ্ন-মীমাংসা............................................. ৭০
মিলিন্দ-প্রশ্ন

লবণ সমুদ্র প্রশ্ন-মীমাংসা................................................................. ৭০
একরস সমুদ্র প্রশ্ন-মীমাংসা................................................................. ৭০
সূক্ষ্ম ছেদন প্রশ্ন-মীমাংসা................................................................. ৭০
বিজ্ঞান-প্রজা-জীব প্রশ্ন-মীমাংসা...................................................... ৭১
অরুপ ধর্ম প্রশ্ন-মীমাংসা................................................................. ৭১
নাগসেন ও মিলিন্দের কথোপকথন.......................................................... ৭২

মেঘক-প্রশ্ন

আট প্রকার মন্ত্রার অনুপযুক্ত স্থান.................................................. ৭৫
আটজন মন্ত্রার অনুপযুক্ত ব্যক্তি.................................................... ৭৬
ওহে বিষয় প্রকাশক নয়নেন................................................................. ৭৬
বুদ্ধি পরিপক্কতার আটটি কারণ....................................................... ৭৭
শিষ্যের প্রতি আচারের পঞ্চবিংশতি কর্তব্য..................................... ৭৭
উপাসকের দশটি গুণ.............................................................................. ৭৮
বুদ্ধ-পূজা প্রশ্ন-মীমাংসা................................................................. ৭৯
সর্বজ্ঞ প্রশ্ন-মীমাংসা....................................................................... ৮৪
দেবদত্তের প্রত্যক্ষ প্রশ্ন-মীমাংসা.................................................. ৮৮
ভূমিকম্পন হেতু প্রশ্ন-মীমাংসা....................................................... ৯২
শিবিরাজের চক্ষুদান প্রশ্ন-মীমাংসা.............................................. ৯৭
গভীরশয়ে জনান্তরণ প্রশ্ন-মীমাংসা.................................................. ৯৯
সন্ধ্য অন্তর্ভুক্ত প্রশ্ন-মীমাংসা...................................................... ১০৪
অকুশল উচ্ছদপূর্বক সর্বজ্ঞতা প্রাপ্তি প্রশ্ন-মীমাংসা.............. ১০৬
বুদ্ধের উত্তরিতর করণীয় প্রশ্ন-মীমাংসা.......................................... ১০৯
ঝিদিপাদবল দর্শন প্রশ্ন-মীমাংসা..................................................... ১১১
কুদ্রানুকুলে প্রশ্ন-মীমাংসা.............................................................. ১১২
মিলিন্দ-প্রশ্ন

স্থাপনীয় ব্যাকরণ প্রশ্ন-মীমাংসা ................................................................. ১১৩

সত্ত্বগণের মৃত্যুভয় প্রশ্ন-মীমাংসা ................................................................. ১১৪

মৃত্যুপাশ-মুক্ত প্রশ্ন-মীমাংসা ................................................................. ১১৭

বুদ্ধের লাভাত্মকেরা প্রশ্ন-মীমাংসা ................................................................. ১২০

অজ্ঞাত পাপ-পুণ্য প্রশ্ন-মীমাংসা ................................................................. ১২২

বুদ্ধের ভিক্ষুদের প্রতি নিরপেক্ষভাব প্রশ্ন-মীমাংসা ........................................ ১২৩

তথ্যগতের অবলে পরিষদ প্রশ্ন-মীমাংসা ................................................................. ১২৪

শ্রেষ্ঠ ধর্ম প্রশ্ন-মীমাংসা ................................................................. ১২৪

তথ্যগতের সত্ত্বগণের প্রতি হিতাচরণ প্রশ্ন-মীমাংসা ................................................................. ১২৬

বস্ত-গোপন নিদর্শন প্রশ্ন-মীমাংসা ................................................................. ১২৮

অপরিযোগাত্মক তথ্যগত প্রশ্ন-মীমাংসা ................................................................. ১৩০

বৃদ্ধপূর্ণের অচেতন প্রশ্ন-মীমাংসা ................................................................. ১৩২

পিণ্ডময়ের মহাফল প্রশ্ন-মীমাংসা ................................................................. ১৩২

বুদ্ধ-পূজা অনুজ্ঞাত প্রশ্ন-মীমাংসা ................................................................. ১৩৪

বুদ্ধপদে কাঁকর পতন প্রশ্ন-মীমাংসা ................................................................. ১৩৫
মিলিন্দ-প্রশ্ন

উদর সংযত প্রশ্ন-মীমাংসা..............................................................

১৫৪
ভগবানের নীরোগ প্রশ্ন মীমাংসা......................................................

১৫৫
অনুপল্ল মার্গের উৎপল্ল প্রশ্ন-মীমাংসা........................................

১৫৬
লোমদ কশ্যপ প্রশ্ন-মীমাংসা....................................................

১৫৭
ছদ্মন্ত-জ্যোতিপাল প্রশ্ন-মীমাংসা...................................................

১৫৯
ঘটিকার প্রশ্ন-মীমাংসা.................................................................

১৬০
ভগবানের রাজভাব প্রশ্ন-মীমাংসা..................................................

১৬১
গাথাভিগীত ভূজনদান প্রশ্ন-মীমাংসা..............................................

১৬৩
ভগবানের নৈরুৎসূক্য ভাব প্রশ্ন-মীমাংসা...........................................

১৬৬
বুদ্ধের আচার্যনাচার্য প্রশ্ন-মীমাংসা...........................................

১৬৭
জগতে দুই বুদ্ধের অনুপত্তি প্রশ্ন-মীমাংসা........................................

১৬৮

মিলিন্দ-প্রশ্ন
(দ্বিতীয় খণ্ড)

গৌতমীর বন্দনাপ্রশ্ন-মীমাংসা...................................................

১৭১
গৃহী প্রবিষ্ট প্রশ্ন-মীমাংসা......................................................

১৭৩
দুঃখচর্যা দোষ প্রশ্ন-মীমাংসা....................................................

১৭৪
হীনত্ব প্রাপ্তি প্রশ্ন-মীমাংসা................................................................. 175
অরহতের কারিক চৈতন্য বেদনা প্রশ্ন-মীমাংসা................................. 180
পরাজিত পৃথিবি ধর্মলাভ অন্তরায় প্রশ্ন-মীমাংসা................................. 181
শ্রমণ ও পৃথিবি দুর্শীল প্রশ্ন-মীমাংসা.................................................... 182
জলজ সত্ত্ব-জীব প্রশ্ন-মীমাংসা............................................................. 184
নিন্মপঞ্জ প্রশ্ন-মীমাংসা............................................................... 186
পৃথিবি অরহত্ত প্রশ্ন-মীমাংসা.......................................................... 187
অরহতের স্বীকৃতি—বিহবল প্রশ্ন-মীমাংসা........................................ 188
লোকে নাজিতভাব প্রশ্ন-মীমাংসা.......................................................... 189
নির্বাণের অতিভাব প্রশ্ন-মীমাংসা.......................................................... 190
কর্মজাতকর্মজ প্রশ্ন-মীমাংসা.......................................................... 192
যক্ষগণের মৃত্যুভাব প্রশ্ন-মীমাংসা........................................................ 192
শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপঞ্জ প্রশ্ন-মীমাংসা...................................................... 193
সূর্যর রোপভাব প্রশ্ন-মীমাংসা.......................................................... 194
সূর্য-তাপ প্রশ্ন-মীমাংসা............................................................... 194
বেসসত্ত্ব
প্রশ্ন-মীমাংসা..............................................................

১৯৪

dুঃখর সাধন প্রশ্ন-মীমাংসা........................................

২০২

বলবৎ অবলবৎ কুশলাকুশল প্রশ্ন-মীমাংসা..................

২০৫

প্রত উদেশে দান-ফল প্রশ্ন-মীমাংসা..........................

২০৮

স্বপ্ন প্রশ্ন-মীমাংসা..................................................

২১১

কালাকাল মরণ প্রশ্ন-মীমাংসা..................................

২১৩

পরিনির্বিত চৈত্য প্রতিহার্য প্রশ্ন-মীমাংসা..............

২১৮

ধর্মাভিসময় প্রশ্ন-মীমাংসা........................................

২১৮

নির্ভাবে অদুঃখ মিশ্রভাব প্রশ্ন-মীমাংসা....................

২২০

নির্ভাব প্রশ্ন-মীমাংসা.............................................

২২২

পদ্মের একশন...........................................................

২২৪

জলের দূষণ..............................................................

২২৪

অগ্নিতে তিনত্ব......................................................

২২৪

মহাসূদ্ধের চারিত্ব................................................

২২৪

ভোজনের পাঁচগুণ...................................................

২২৫
১৯ মিলিন্ড-প্রশ্ন

আকাশের দশগুণ ................................................................. ২২৫
মণিমণের তিনগুণ ............................................................... ২২৫
লোহিত চন্দনের তিনগুণ .................................................... ২২৬
সর্পিলমণের তিনগুণ ............................................................ ২২৬
গিরিশিখরের পাঁচগুণ ......................................................... ২২৬
নিবৃত্ত সাক্ষাৎ করণ প্রশ্ন-মীমাংসা ............................. ২২৭
নিবৃত্ত প্রশ্ন প্রশ্ন-মীমাংসা ............................................ ২২৯

অনুমান-প্রশ্ন

অনুমান প্রশ্ন-মীমাংসা .................................................. ২৩১
উপমা কথা প্রশ্ন .............................................................. ২৫৫
গর্দভের এক গুণ ............................................................... ২৫৬
কুক্কূটের পাঁচগুণ ........................................................... ২৫৭
কাঠ বিড়ালের এক গুণ ..................................................... ২৫৮
দীপগীর এক গুণ ............................................................. ২৫৮
দীপির দুই গুণ ............................................................... ২৫৯
মিলিন্দ-প্রশ্ন

কুর্মের পাঁচ গুণ

বাঁশের এক গুণ

ধনুর এক গুণ

বায়সের দুই গুণ

বানরের দুই গুণ

অলাবুলতার এক গুণ

পম্পের তিন গুণ

বীজের দুই গুণ

শাল কল্যাণীর এক গুণ

নৌকার তিন গুণ

নঙ্গরের দুই গুণ

পালদের এক গুণ

কর্ণধারের তিন গুণ

দাঁড়ির এক গুণ

সমুদ্রের পাঁচ গুণ
মিলিন্দ-প্রশ্ন

পৃথিবীর পাঁচ গুণ.................................................................

২৬৮
জলের পঞ্চ গুণ.................................................................

২৬৮
তেজের পঞ্চ গুণ.................................................................

২৬৯
বায়ুর পঞ্চ গুণ.................................................................

২৭০
পর্বতের পঞ্চ গুণ.................................................................

২৭০
আকাশের পঞ্চ গুণ.................................................................

২৭২
চন্দ্রের পঞ্চ গুণ.................................................................

২৭২
সূর্যের সাত গুণ.................................................................

২৭৩
শক্তির তিন গুণ.................................................................

২৭৪
চক্রবর্তীর চারি গুণ.................................................................

২৭৪
উপচালার এক গুণ.................................................................

২৭৫
বিড়ালের দুই গুণ.................................................................

২৭৫
মুষিকের এক গুণ.................................................................

২৭৬
বৃষ্টিকের এক গুণ.................................................................

২৭৬
নকুলের এক গুণ.................................................................

২৭৬
জড়োগালের দুই গুণ....................................................................................... ২৭৭
মূঢ়ের তিনগুণ........................................................................................................ ২৭৭
গরুর চারি গুণ......................................................................................................... ২৭৮
বরাহের দুই গুণ..................................................................................................... ২৭৯
হ্রদের পঞ্চগুণ........................................................................................................ ২৭৯
সিংহের সাতগুণ.................................................................................................... ২৮০
চন্দ্রবাক্লের তিন গুণ........................................................................................ ২৮১
দীর্ঘ চন্দ্রুর দুই গুণ........................................................................................ ২৮২
গৃহকপোতের এক গুণ........................................................................................ ২৮২
পেচকের দুই গুণ.................................................................................................... ২৮৩
শতপত্রের এক গুণ.............................................................................................. ২৮৩
বাদুতের দুই গুণ................................................................................................... ২৮৩
জন্মগানের এক গুণ............................................................................................ ২৮৪
সর্পের তিন গুণ.................................................................................................... ২৮৪
অজগরের এক গুণ............................................................................................... ২৮৫
পাষ্ঠ মাকড়সার এক গুণ

স্তন্যপায়ী শিশুর এক গুণ

চিত্রহর কুম্ভের এক গুণ

বনের পাঁচ গুণ

বৃক্ষের তিন গুণ

মেঘের পাঁচ গুণ

মণিরেখের তিন গুণ

মাগবিকের চারি গুণ

বড়শীকের দুই গুণ

সূত্রধরের দুইগুণ

কুক্ষের এক গুণ

কলহংসের দুইগুণ

ছত্রের তিন গুণ

ক্ষেত্রের তিন গুণ

অগদের দুই গুণ
মিলিন্দ-প্রশ্ন

ভোজনের তিন গুণ................................................................. ২৯২
ধানুকীর চারি গুণ............................................................... ২৯২
উপসংহার................................................................. ২৯৪
পরিশিষ্ট................................................................. ২৯৬

সূচীপত্র সমাপ্ত।
মিলিন্দ-প্রশ্ন

সেই ভগবান অরহৎ সম্যক সমুদ্ধকে নমস্কার।

বাহির কথা

পুরীপ্রেষিত সাগরের মিলিন্দ নৃপতি
যেথা ভিক্ষু নাগসেন আসে সেইখানে
সাগরে মিলিত হয় গঙ্গানদী যথা।
জানময় উদারার বিচিত্র কথক
অজ্ঞান-তিমির-হারী নাগসেন কাছে
আসিয়া মিলিন্দ নুপ করেন জিজ্ঞাসা
হেতৃতগু বহুবিধ প্রশ্ন সুনিপুণ।
এই সেই প্রশ্নের পুত্রীরাখ যুত
অভিশয় মরম্পশী, কর্ষ-সুখপ্রদ,
অতীব অশ্রুত আর লোমহর্ষকর।
অভিধান বিন্যের গানীক্ষমণিত
সূত্রচয় সমমিত নাগসেন কথা
বিবিধ উপমা ন্যায়ে অতীব বিচিত্র。
কর জান প্রণিধান যত শ্রোগুপ গণ
আনন্দিত চিন্ত হয়ে, সংশয় খণ্ড
হেতু; এ নিপুণ প্রশ্ন করিহ শ্রবণ।

(যবনরাজ মিলিন্দ অরহৎ নাগসেন স্বরিকে ত্রিপিকের নানা স্থান
হইতে যে সকল জটিল প্রশ্ন করেন, মহাজালী নাগসেন তাহার যে মীমাংসা
করেন) তাহা পণ্ডিত পরম্পরা যেহুৎপদ ক্ষত হইয়াছে, সেইরূপ বর্ণিত হইতেছে।

যবন নগরের সমৃদ্ধি বর্ণনা

যবনদিগের বাণিজ্য ব্যবসায়ে উল্লেখ সাগর নামে একটি নগর ছিল।
সেই নগর নদী-পর্বতদ্বারা অতিশয় শোভিত; ইহার ভূমি ভাগ রমণীয়,
আরাম-উদ্যান-উপবন-তড়াগ পুষ্পরিতুল্য দ্বারা সুসম্পন্ন, নদী-পর্বত-বনে
রমণীয়, যেন বিশ্রমকারিত্ব কোন সুদক্ষ লোকের দ্বারা নির্মিত। শক্রগণের
উপদ্রব তথ্য ছিল না। তথ্য নানা প্রকার কারুকার্য-খেতিত সুদৃশ্য অট্টালিকা ও প্রেক্ষিত বিদ্যমান ছিল। পুরুষার ও ফটকগুলি অতিশয় শ্রেষ্ঠ। চারিদিকে সুগভীরা পরিবে। পীত-কুলিমিশ্রণ প্রাচীরে অস্তঃপুরধানী পরিক্ষিত ছিল। তাহার রাত্রি, প্রাঙ্গণ, চৌরাস্তাগুলি চারিদিকে সুবিষ্কৃত। সৃষ্টিত দোকানগুলি বিবিধ উত্তম দ্ব্যে পরিপূর্ণ ছিল। বহু দানশালা নগরের উপকোণে শোভা পাইত। হিমস্বরি শিখরের ন্যায় উচ্চচূড়াবিশিষ্ট সাজ- সজ্জাপূর্ণ লক্ষ পরিমাণ প্রাসাদ নগরে বিদ্যমান ছিল। উহা হত্তী, অখ, রথ, পদাতিক শৈল্যে সমাকার্ণ। নর-নারীগণের আকৃতি অতি সুন্দর। শহরময় একটা বিশাল জনতা। বহু ক্ষেত্রিয়-ক্ষড়ক-বৈশিষ্ট্য-শুদ্ধ ও বিবিধ শ্রৃষ্ণ, ব্রাহ্মণ সভাসদ এই নগরে বাস করিত। অনেক বিদ্যান নরবীর শাস্ত্রালোচনায় রত থাকিতেন। কাশীজাত বিবিধ মূল্যবান বস্তাদি যথেষ্ট পাওয়া যাইত। সৃষ্টিত মনোহর বিবিধ পুষ্পগঞ্জদ্বারা নগরটি ভরপূর ছিল। অভিলভিত বহু বাল্লসভার পরিপূর্ণ ছিল। নানাদিকে সৃষ্টিত দোকানগুলি শৃঙ্গার বক্ষিকদের ব্যবসায়ে অতিশয় শ্রেষ্ঠস্বায়ী ছিল। টাকা, পয়সা, সোনা, রুপা, কাংস্য ও বহুমূল্য প্রস্তরের অভাব এই নগর ছিল না। মণি-মুক্তার আভায় নগরটি বলিসিয়া থাকিত। ধন-ধান্যে বিভ উপকরণের নূতন ছিল না। ভাগাগারসমূহ সর্বদা পরিপূর্ণ থাকিত। অন্ন-পানীয়-খাদ্য-তোষ্ণ-লেহা-পেয়-স্বাদীন্য বস্ত্র অভাব ছিল না। উত্তর কুরাক ন্যায় বিবিধ সুগুণ জাতীয় শহস্তি উৎপন্ন হইত। এই সাগল নগরটি অলকমন্দা দেবরুপীর ন্যায় শোভা সম্পূর্ণে অতিশয় শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

এই পর্যন্ত নগর বর্ণনা করা হইল। এখন তাহাদের পূর্কৃত কর্মসমূহের কথা বলা হইবে। এইসাথে আবার ছয় ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথা-(
(১) পূর্বোচ্চ, (২) মিলিন্দ প্রশন, (৩) লক্ষ্য প্রশন, (৪) মেওক্র প্রশন, (৫) অনুমান প্রশন, (৬) আপনকথা প্রশন। ইহাতে মিলিন্দ-প্রশন-লক্ষ্য ও বিভিন্নতেজন প্রশনে দ্বিবিধ মেওক্র প্রশন মহাবর্গ ও মোক্তুকখা প্রশনের ভেদে দ্বিবিধ। পূর্বোচ্চ বলিলে-তাহাদের পূর্কৃত কর্মই বুঝায়।

পূর্বোচ্চ।

পুরাকালে ক্ষাপ বুদ্ধের সময় গঙ্গাতীরের নিকটে একটি গৃহে বহুসংখ্যক ভিক্ষু-সঙ্গ বাস করিতেন। তথ্য শীলবান ভিক্ষুরা প্রত্যেকে
উঠিয়া যাই সমাজনী যোগে বিহার প্রাঙ্গনের জঞ্জালরাশি স্থপীকৃত করিতেন ও সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিয়া ভাবনা করিতেন।

একদা এক ভিক্ষু এক শামানেরকে ডাকিয়া বলিলেন, দেখ ঐ স্থপীকৃত জঞ্জালরাশি ফেলিয়া দাও। শামানের যেন কথাটি শুনে নাই, এমনভাবে চলিয়া গেল। ভিক্ষু তিনবার আদেশ করিলেন, তথাপি সে ভাবে করিয়া চলিয়া গেল। তাহাতে ভিক্ষু বলিলেন, এই শামানেরটি বড়ই অবাধ্য, এই বলিয়া ক্রোধভরে হস্তাক্ষি সমাজনী দেও তাহাকে প্রহার করিলেন। তখন শামানের কাঁদিতে কাঁদিতে ভিক্ষুর ভয়ে ময়লাগুলি ফেলিয়া দিল, প্রার্থনা করিল—“আমি যেন এই ময়লা নিক্ষেপজনিত পুণের ফলে যাবৎ নির্বাণ লাভ না করি, তাবৎ জন্যে জন্যে মধ্যাহ্ন সূর্যবৎ মহাতেজশালী হইতে পারি। ” পথমবারে এই প্রার্থনাটি করিয়া রাখিল।

ময়লা নিক্ষেপের পর শামানের গঙ্গাবানে গেল এবং গঙ্গায় তর তর বাহিনী উষ্মিমলা দেখিয়া দ্বিতীয়বার প্রার্থনা করিল যে, “যাবৎ আমি নির্বাণ লাভ না করি, তবে জন্যে জন্যে এই প্রবল বঙ্গভূমি সমুহ যাবতীয় বাধা-বিপ্লব অতিক্রম করিয়া প্রশ্লোপভান্তির সঙ্গে সঙ্গেই এমন উত্তর দিতে সমর্থ হইব যে, যেন আমার বাক্য অক্ষয় থাকে।” সেই ভিক্ষুর সমাজনী-খামি শালায় রাখিয়া গঙ্গা স্নানার্থ গমন করিলেন। গঙ্গাতীরে তাহার এইরূপ প্রার্থনা শুনিয়া তিনি মনে মনে চিন্তা করিয়া লগিলেন, যদি এই শামানের আমার দ্বারা প্রয়োজিত হইয়া এইরূপ প্রার্থনা করিতে পারে, তবে আমি কেন তত্তাত্ত্বিক পারিব না। আমিও যাবৎ নির্বাণ প্রাপ্ত না হই, তবে জন্যে জন্যে এই গঙ্গাতরঙ্গের ন্যায় যথার্থ সদলক্রোত্ত প্রদানার্থ অক্ষয় প্রতিভাসম্পন্ন হইব। এবং এই শামানের দ্বারা জিজ্ঞাসিত প্রশ্নেরমুহূর্তের উত্তর তন্ত তন্ত ভাবে দিতে সমর্থ হইব।

তৎপর উভয়ে দেব-মনুষ্যলোকে এক বুদ্ধিমান কল্প অতিক্রম করিলেন। আমাদের ভগবান যেমন মোগলগি পৃথি ভিত্ত্য স্থবিরকে দেখিয়াছিলেন, তেমন নাগসেন মিলিন্দকেও দেখিয়াছিলেন। তখন বলিয়াছিলেন—'আমার নির্বাণের ৫০০ বৎসর পরে ইহারা জন্মপ্রাপ্ত করিবে। আমি যে ধর্ম-বিনিয় সুন্দরভাবে দেশনা করিয়াছি, ইহারা সেই দুর্বোধ্য প্রশ্লোপের উপমা যুক্তিদ্বারা সুমীমাংসা করিতে সমর্থ হইবে।
উদ্ভয়ের মধ্যে শ্রমণের জমুয়ীরে সাগল নগরে মিলিন্দ নামে রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। তিনি পণ্ডিত, পারদশী, মেধাবী ও সুদক্ষ নরপতি ছিলেন। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সমস্ত যোগ বিধান ক্রিয়াছিলেন। বহু শাস্ত্রে সুপালিত ছিলেন। শ্রুতি, সমারথ, সংখ্যা, যোগ, নীতি, বেশিয়েক গণিত, গন্ধর্ব চিকিৎসা, চতুর্বেদ, পুরাণ, ইতিহাস, জ্যোতিষ, ইন্দ্রজাল, হেতু, মত্ত্ব, যুদ্ধ, ছন্দ, সামুদ্রিক এই উপবিশিষ্ট শাস্ত্রে পারদশী ছিলেন। তিনি তরক-শাস্ত্রে এমন বাণিজ্য ছিলেন যে, তাহার বাণিজ্যতায় কেহ ঠাই দিতে পারিত না। বহু তীর্থক্রিয়ের মধ্যে সক্রিয় ছিলেন। সমস্ত জমুয়ীরে মিলিন্দ রাজের সমন্বয় কেহই ছিল না। যেমন জানেন, প্রাক্তন প্রাণবিখ্যাতী, তেমন শারীরিক বল, শৌর্য, বীর্য, সাহসেও তিনি অভিলাষ ছিলেন। ধন বৈবেদ তাহার সমকক্ষ কেহই ছিল না। অসংখ্য সৈন্য সমস্ত তাহার বিদ্যমান ছিল।

একদা রাজা মিলিন্দ অনন্ত বল বাহন চতুর্বিন্নী সেনাবৃহি দর্শন মানসে নগরের বহির্ভাগে গমন করিলেন। তথাহই সৈন্য গননা সমাপ্ত করিয়া তবে রাজা সূর্যের দিকে দৃঢ়পাতপূর্বক অমাত্যগণকে আহ্বান করিলেন। দেখিলেন বেলা অনেক আছে, এত শীত নগরে যাওয়ার কি দরকার? শ্রমণ-ব্যাপ্তিত মধ্যে এমন কি কেহ পতিত আছেন, যিনি সন্ন্যাস-নায়ক, গণ-নায়ক? অথবা অরহত সমক সম্প্রদায়ের শিষ্য? যিনি আমার সঙ্গে আলাপ করিতে সমর্থ এবং সন্ত্য ভঙ্গন করিতে সুদক্ষ? রাজার কথায় পঞ্চম যবন বলিয়া উঠিল, “হা মহারাজ, ছয়জন পতিত আছে। (১) পূর্ণ কশ্যপ, (২) মক্তালি গোখালি, (৩) লিখিত নাথ পুত্র, (৪) সঞ্জয় বেলুঠি পুত্র, (৫) অজিত কেশ কমলী, (৬) কুকুর কাব্যায়ণ।” তাহারাই সন্ন্য-নায়ক, গণ-পালক, গণাচার্য, শান্তবী, যশীব, তীর্থক্রি, হনজনের প্রশংসিত পুরুষ। মহারাজ, আপনি তাহাদের নিকট গিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন ও সন্ত্য ভঙ্গন করুন।

অতঃপর রাজা মিলিন্দ পঞ্চম যবন পরিবৃত হইয়া সুশোভিত অঞ্চলে আরোহণপূর্বক পূর্ণ কশ্যপের বাসস্থানে উপনীত হইলেন। উভয়রের যথাযোগ্য শিষ্টচার সহায়তার পর এক গ্রামে উপবেশন করিলেন। রাজা জিজ্ঞাসিলেন, “ভুত কশ্যপ, কে এই জীবলোক পালন করিতেছে?” “পৃথিবী, মহারাজ।” যদি পৃথিবী এই লোককে পালন করে, তাহা হইলে
যাহারা অবিচ্ছেদ্য নিষেধ করে, তাহারা পৃথিবীর অতিক্রম করিয়া অবিচ্ছেদ্য যায় কেন? রাজার প্রত্যেকের কষ্ট্য মহাবিভাগে পড়িল, প্রশ্নটি এই দিকে নিতে পারে না, উত্তর দিতেও পারে না, হতভাগ্য হইয়া মাত্র আর তৃলিতে পারিল না। কাজেই হতরূপ হইয়া অধোবদনে বসিয়া রহিল।

তারপর রাজা মিলিন্দ মক্কলি গোমালকে বলিলেন, “ভব্য গোমাল, কুশলকুশল আছে কি? এবং সুকুষ্ট দুষ্ট ফল আছে কি?” মহারাজ, কুশলকুশল কর্মে সুকৃত দুষ্ট কর্মের ফলও নাই। মহারাজ, যাহারা ইহলোকে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, চংলাল, পুকুস জাতি, তাহারা পরলোকেও সেই সেই জাতি হইবে। কুশলকুশল কর্মের প্রায়োজন কি?“ ভব্য গোমাল, যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে ইহলোকে যাহারা হস্ত, পদ, কর্ণ, নাসিকা ছিল, তাহারা পরলোকেও ত্রুব হইবে কি?” গোমাল তখন নির্বাক, হাঁ না কিছুই বলিলে পারিলেন না।

রাজা মিলিন্দ মনে মনে চিন্তা করিলেন, অহে, জষ্মীপখানি শূণ্য হইয়া গিয়াছে। সার কিছুই নাই, সব ভূষি, তূঢ়!! কই শ্রমণ ব্রাহ্মণের মধ্যে কাহাকেও ত দেখিতেছিলা, যে আমার সঙ্গে আলাপ করিতে পারে এবং আমার সন্দেহ ভঙ্গন করিতে পারে।

অতঃপর মিলিন্দরাজ আমাত্যগণকে আহ্বান করিলেন। “অহে কি রমণীয়া জ্যোৎস্নামরী রাত্রি! কেনু শ্রমণ ব্রাহ্মণদের নিকট যাইয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব? কে আমার সহিত আলাপ করিতে সমর্থ? কে আমার সন্দেহ ভঙ্গন করিতে পারবে?” রাজার কথায় আমাত্যগণ নীরব, কেবল সকলে রাজার মুখের দিকেই চাহিয়া রহিল।

তখন সাগল নগরে বার বৎসর পর্যন্ত কোন পণ্ডিত শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি ছিল না। তথাপি রাজা যেখানে পণ্ডিতের সন্ধান পাইতেন, তথায় গমন করিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন। পণ্ডিতগণ রাজার প্রশ্নের দিতে না পারিয়া এদিকে ওদিকে চলিয়া যাইতেন। যাহারা অন্যান্য সরিয়া যাইতে না পারিতেন, তাহারা অধোবদন থাকিতেন। তখন হচ্ছ ভিক্ষু হিমালয়ে গমন করিয়াছিলেন। সেই সময় হিমালয় প্রদেশের ‘রক্ষত’ তলে কোটিশত অরহৎ বাস করিতেন।

একদা আযুষ্মন অশ্বগণ্ধি দিব্যকর্ণ মিলিন্দ রাজার বিবরণ শুনিতে পাইলেন। তিনি যুগলর পর্বত শিখরে সমস্ত ভিক্ষুমণ্ডলী লইয়া এক সভা
মিলিন্দ-প্রশ্ন

আহ্বানপূর্ব্ব ভিক্ষুদিগকে জিজ্ঞাসিলেন, প্রিয় ভিক্ষুগণ, মিলিন্দ রাজার প্রশ্নের দিয়া সদেহ ভজন করিতে কোন সামর্থ্যবান ভিক্ষু তোমাদের মধ্যে আছে কি? তাহার তিনিবার জিজ্ঞাসা করা সঙ্গে কোন ভিক্ষুই প্রত্যন্তর দিলে না। অবশেষে তিনি বলিলেন, প্রিয় ভিক্ষুগণ, ‘তাবতিংস’ সর্গে বৈজ্ঞানি প্রাসাদের পূর্বদিকে কেতুমতী বিমান অবষ্টিত। সেই বিমানে মহাসেন নামে এক দেবপুত্র বাস করেন। তিনিই রাজা মিলিন্দের সহিত আলাপ করিয়া তাহার সদেহ দূর করিতে সমর্থ।

তখন কোটিশত অরহৎ যুগান্ত পবিত্র হইতে আত্মহিত হইয়া ‘তাবতিংস’ সর্গে উপস্থিত হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র দূরে থাকিলে ভিক্ষুদিগকে দেখিতে পাইলেন এবং আঘাতের মধ্যে উপস্থিত হইয়া তাহাকে অতিবাদনপূর্ব্ব একপ্রায় দাড়াইলেন। “ভজনে আজ মহাভিক্ষুগণ দেবলকে সমাগত, আমি সঙ্গের সেবক, কোন অভিধায় আপনাদের শুভভাগ্য? বলুন আপনাদের জন্য কি করিব।” হুইর অংশাঙ্গ দেবদূরকে বলিলেন, “রাজন, জম্বুদ্঵ীপে সাগর নগরে মিলিন্দ নামে এক রাজা আছেন, তিনি বড়ই তল্কিত বিশারদ, তাহার সঙ্গে কেহই আঁটিয়া উঠিতে পারে না। বিদ্রুপে ইনিই সর্বমধ্যে। ইনি ভিক্ষুসঙ্গের নিকট উপস্থিত হইয়া দৃষ্টিবাদ প্রক্ষে ভিক্ষুদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া থাকেন।”

দেবরাজ বলিলেন-ভবত, মিলিন্দরাজ সর্গ হইতে গিয়া মনুজালোকে জনুগ্রহণ করিয়াছেন। এই কেতুমতী বিমানে মহাসেন সামে যে দেবপুত্র আছেন, তিনিই রাজার সহিত আলাপ করিয়া তাহার সদেহ দূর করিতে সমর্থ। এখন সেই মহাসেনকে মনুজালোকে জনুগ্রহণের জন্য অনুরোধ করিব।” দেবদূর ভিক্ষুসঙ্গে লইয়া কেতুমতী বিমানে প্রবেশ করিলেন এবং মহাসেনকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন “মারিষ, ভিক্ষুসঙ্গ আপনাকে মনুজালোকে জনুগ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছেন।” মহাসেন উত্তর করিলেন, “ভজনে মনুজালোকে জনুগ্রহণের আমার সাধ নাই। কারণ মনুজালোকে বড়ই কর্মশুল। আমি এই দেবলকে ক্রমশঃ উক্তিগতি লাভ করিয়া পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইব।” দেবরাজ যথাক্রমে তিনিই অনুরোধ করিলেন, মহাসেন পূর্ব্ব অসম্মত জ্ঞাপন করিলেন।

1। দেবগণের সম্মান-সূচক সমোধন বাক্য।
তখন আযুস্মান অশ্রুপুষ্ট মহাসেনকে বলিলেন, মারিষ, আমারা দেব-মনুষ্যলোক দেখিয়া বলিতেছি, আপনি ব্যতীত মিলিন্দ রাজাকে তর্কে পরাজয় করিয়া বুদ্ধ শাসনের হিত সাধন করিতে আর কাহাকেও দেখিতেছি না। সে কারণে ভিক্ষুদিগকে আপনাকে অনুরোধ করিতেছেন, “হে সৎপুরুষ, মনুষ্যলোকে জন্মোপন করিয়া দুষ্কর্ম শাসনের শ্রীরূপ, সাধন করিতে যত্ন করুন।” ভিক্ষু-সংগের আবেদনে দেবপুত্র সম্পূর্ণ হইলেন, এবং মনুষ্যলোকে জন্মোপনের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন।

ভিক্ষুগণ দেবলোকে আপন কর্তব্য সম্পাদন করিয়া হিমবন্দ পর্বতের ‘রক্ষিত তলে’ উপস্থিত হইলেন। তখন ব্যাপির অশ্রুপ্ত ভিক্ষুদিগকে বলিলেন, ভিক্ষুদের মধ্যে কেহ এই সভাতে অনুপস্থিত আছে কি? এক ভিক্ষু বলিয়া উঠিলেন, এক সপ্তাহ পর্যন্ত হিমবন্ত পর্বতে যাহার আযুস্মান রোহণ নিবদ্ধ সমাপ্তি ধ্যানে নিমগ্ন আছেন। তাহার হইলে ‘তাহার নিকট দুটি প্রেরণ করা হউক।’ তত্ত্বুষ্টে আযুস্মান রোহণ ধ্যান হইতে উঠিলেন এবং জানিলেন, সঙ্গে আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।

তখন তিনি পর্বত গুহা পরিত্যাগপূর্বক রক্ষিততলে কোটিশালি অরহতের সমুদ্রে আসিয়া দেখা দিলেন।

তখন আযুস্মান অশ্রুপূষ্ট রোহণ ব্যাপিরকে বলিলেন, “প্রিয় রোহণ, বুদ্ধ শাসন যে নষ্ট হইয়া যাইতেছে, তুমি কি তাহা দেখিতেছ না? সংগে কর্তব্যের প্রতিও তোমার লক্ষ্য নাই কেন?” “ভবন, বাংলার ইহার প্রতি আমার মনে সত্য ছিল না।” “তাহা হইলে তোমাকে দণ্ডকর্ম ভোগ করিতে হইবে।” “বলুন কি দণ্ডকর্ম করব।” “প্রিয় রোহণ, হিমালয়ের পাদদেশে কেজ্জল নামে এক ব্রাহ্মণ গ্রাম আছে। তথায় সোনুন্ত নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করে। তাহার লগ্নে নামে এক পুত্র হইব। তুমি সাত বৎসর দশ মাস তাহার বাড়ীতে ভিক্ষা করিবে, পরে সেই বালককে গার্ভাপ্রাপ্ত হইতে বাহির করিয়া ধর্মজ প্রদান করিবে। বালক প্রবৃত্ত হইলেই তোমার দণ্ডকর্ম হইতে অব্যাহতি।” আযুস্মান রোহণ সাধুবাদের সহিত সেই ভাব প্রাণ করিলেন।

তৎপর দেবপুত্র মহাসেন দেবলোক হইতে আসিয়া সোনুন্ত ব্রাহ্মণের ঘরে গর্ভে জন্ম লইলেন। গর্ভবস্ত তিনটি আচার্য ঘটনা ঘটিল। (১) অশ্রুশ্লেষ উজ্জল প্রকৃতি হইল, (২) উম্ম শ্বস্য পাকিয়া উঠিল, (৩) প্রচুর
বারিকর্ষণ হইল। আয়ুর্মান রোহী মহাসেনের জন্মগ্রহণ হইতে ৭বৎসর
১০মাসের সোনারের বাড়ীতে ভিক্ষায় মাতায় করিতে লাগিলেন, কিন্তু
একদিনও এক চামচ ভাত, এক মালা যাঁট, এমন কি একটি নমকমাল,একটি অঞ্জলি কর্ম, “বসুন” বলিয়া একটি সদরাভ্যাস লাভ করেন নাই।
বরং তদ্বিপরীত আক্ষরপূর্ণ বাক্য ও ঠাট্টা বিদ্ধপই তাহাকে ভোগ করিতে
হইয়াছিল। কেন দিন“অন্যত্র চলিয়া যান” এইরূপ বলিবারও কাহাকে
পান নাই। ৭বৎসর ১০মাস পরে একদিন ব্রাহ্মণ বাহিরের কাজ হইতে
ঘরে ফিরিবার সময় পথে স্বর্ণরে দেখিয়া, “কি হে প্রব্রজিত, আমার
বাড়ীতে গিয়াছিলে কি?” “হা ব্রাহ্মণ, গিয়াছিলাম।” “তবে কিচু পাইয়াছ
কি?” “হা ব্রাহ্মণ, পাইয়াছি।” ব্রাহ্মণ সমস্ত মনে বাড়ীতে গিয়া জিজ্ঞাসা
করিল, প্রব্রজিতকে কিচু দেওয়া হইয়াছে কি?” “না, কিচুই দেওয়া হয়
নাই।” ব্রাহ্মণ পরদিন গৃহভাগের বসিয়া রহিল, ‘অদ্য এই ভিক্ষাকে মিথ্যা
বলিয়া নিঃস্ব করিব।’ স্বর্ণ দ্বিতীয় দিনে ব্রাহ্মণের গৃহভাগে উপস্থিত
হইলেন, ব্রাহ্মণ তখনি বলিয়া ফেলিলেন যে—‘তুমি গতকল্প আমার গৃহে
কিচুই না পাইয়া পাইয়াছি বলিয়াছিল, মিথ্যা বলা তোমার উচিত কি?
স্বর্ণ বলিলেন, ব্রাহ্মণ, তোমার বাড়ীতে ৭বৎসর ১০মাস ভিক্ষা করিলাম,
অথচ, “অন্যত্র যান” এই বচনটিও আমি পাই নাই। কিন্তু গতকল্প
“অন্যত্র যান” এই কথাটিকে পাইয়াছিলাম। তাই তোমাকে এই বাক্যদান
লাভের কথাই বলিয়াছি।

ব্রাহ্মণ মনে মনে চিন্তা করিল, এই শ্রমশ্রণ বাক্যদানের প্রাপ্তি শীঘ্র
করে এবং জনসভায় প্রশংসা করিয়া থাকে। অন্যকিছু খাদ্য-ভোজ পাইয়া
কেন প্রশংসা করিলে না! এই শিষ্টাচারে ব্রাহ্মণ সমস্ত হইয়া নিজের জন্য
সম্পাদিত আহার্য হইতে এক চামচ ভাত ও সেই পরিমাণ বাঙ্গল
দেওয়াইল এবং প্রত্যহ এই ভিক্ষা পাইবেন বলিয়া নিম্নকণ্ঠ করিল। ব্রাহ্মণ
পর দিবস হইতে স্বর্ণরে সংখ্যম সদাচরণে অতিশয় গীতি লাভ করিল
এবং নিজের ঘরে ভোজন গ্রহণ করিতে প্রার্থনা করিল। স্বর্ণ মৌনভাবে
সম্মতি জানাইলেন। সেই হইতে প্রত্যহ ভোজন করিয়া যাওয়ার সময় অল্প
অল্প বুদ্ধ বচন উপদেশ দিয়া যাইতেন।

এদিকে ব্রাহ্মণ পত্নী দশমস পরে এক পুত্র সম্ভান প্রসব করিল। পুত্রের
নাম রাখিল নাগসেন। ক্রমে ব্রাহ্মণের পুত্র সাথ বৎসরে পদার্পণ করিল।
ব্রাহ্মণ একদিন বালক নাগসেনকে বললে- "প্রিয় পুত্র নাগসেন, তুমি আমাদের ব্রাহ্মণ কুলবিদ্যা শিক্ষা করিতে চাও কি?" "পিতা, সেই ব্রাহ্মণ কুলবিদ্যা কি?" "বৎস, প্রথমে ত্রিবেদ শিক্ষা, পরে শিল্পসমূহ শিক্ষা।" "হা পিতা, তাহা আমি শিখিয়ে ইচ্ছা করি।" তৎপর ব্রাহ্মণ সোনুতের এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে সহস্র মুদ্রা ও রুপ দক্ষিণা প্রদান করিয়া গৃহাভ্যাসের নিভৃতকক্ষের এক প্রাঙ্গণে একটি আসন নির্দেশ করিয়া দিলেন। আচার্য ব্রাহ্মণকে বলিলেন, আপনি ইই বালকে মত্তসমূহ শিক্ষা দেন, আচার্য বালককে মত্ত শিক্ষা দিতে লাগিলেন। বালক নাগসেন একবার আবৃত্তি করার পর সমস্ত ত্রিবেদ কষ্টস্ব করিয়া ফেলিলেন। উহাদের সঠিক উচ্চারণ শিক্ষা করিল, মর্ম আয়ত্ত ও অর্থ শিক্ষা করিল, প্রাপ্ত গাঠার যথাক্রমে স্থান সেখানে সময় হইল এবং যাবতীয় গুণ রহস্য আয়ত্ত করিয়া ফেলিল। অবিলম্বে ত্রিবেদ সমস্ত বালকের এক প্রতাপে অন্তর্নিহিত উদ্ধর হইল। বেদের শম্ভীভান, ছন্দভান, ভাষাভান এবং ঐতিহাসিক বিষয় ইত্যাদি কিছুই বাকি রাহিল না। ক্রমে শর্ববিদ্যা বিশারদ, বৈদিকী, প্রভৃতি মহাপুরুষ লক্ষণাঙ্গে সুবিদ্যা হইয়া উঠিলেন।

তৎপর বালক নাগসেন তাহার পিতাকে বলিলেন- আমাদের ব্রাহ্মণ-কুলকর্মে এতদিক আর বিশেষ কিছু শিক্ষা করিবার আছে কিনা? না এই মাত্র?" "বৎস, এতদিক শিখিয়া আর কিছুই নাই।" বালক নাগসেন আচার্যকে প্রশ্ন প্রদান করিয়া প্রাসাদ হইতে অবতরণপূর্বক এক নিশ্চিত স্থানে বসিয়া পূর্ব কর্মকলা বলবতী বাসনা হইতে গাঢ় হইলেন। বিলাসে এবং তথয় ধারামগ্নি হইয়া ব্রাহ্মণ-ধর্মে যাহা শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার আদি মধ্যে অতি সমালোচনা করিয়া দেখিলেন- অল্পমাত্র সারও বেদ নাই, অহো! তুচ্ছ এই বেদ, তুষ্টুল্য, অসার নিঃসার, এই অনুতাপে সত্যিই লাভ করিতে পারিলেন না।

সেই সময়ে আশ্রম বর্তনীয় আশ্রমে উপবিষ্ট হইয়া বালক নাগসেনের পূর্ববর্তী প্রকার মনোভাব জানিতে পারিলেন। তখন তিনি চীর পরিধানপূর্বক ভিক্ষা পাত্র হইতে বর্তনীয় আশ্রম হইতে অন্তহিত হইয়া কজঙ্গল ব্রাহ্মণ গ্রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। বালক নাগসেন নিজের গৃহাভ্যাস প্রাচীন দাঁড়াইয়া তাহাকে দূর হইতে আসিতে দেখিলেন। ভিক্ষুদের দর্শনে আপ্যায়িত হইয়া ভাবিলেন, 'নিচু এই ভিক্ষু কোন সার ধর্ম
মিলিন্দ-প্রকাশ

জানিতে পারেন।” তৎপর নাগাসেন রোহণ স্বাবিরের নিকট উপাসিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“মারিষ, মৃত্যুত মন্তক গীতববনধারী আপনি কে?”
বৎস, আমি প্রবজ্ঞ। “কি কারণে আপনি প্রবজ্ঞ নামে অভিহিত?”
“বৎস, পাপ-মলসমূহ পরিবর্জন করিতেই আমি প্রবজ্ঞ হইয়াছি, তাই আমাকে প্রবজ্ঞ বল।” “মারিষ, কি কারণে আপনার চুল অন্য সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় নহে?” “বৎস, আমি যোগ্য প্রকার উপদ্রব দেখিয়া কেশ শাশ্র ছেদনপূর্বক প্রবজ্ঞ হইয়াছি। সেই যোগ্য প্রকার উপদ্রব কি? শাশ্র ও চুল থাকিলে-অলঙ্কৃত করিতে হয়; মণ্ড করা, তেল মাখা, ধৌত করা, মালা পরা, গদ্ধ লেপন করা, সুবাসিত করা, হরীতকী ব্যবহার করা, আমালকী ব্যবহার করা, রং দেওয়া, বঞ্চন করা, চিরলী ব্যবহার করা, নাপিতের প্রয়োজন হওয়া, জটা ছাড়ান, মৎকুণ ফেলা, চুল ঝড়িয়া গেলে শোক বিলাপ পরিতাপ বক্সে করায়ত করিয়া ক্রন্দন করা, সমুহ প্রাপ্ত ইত্যাদি উপদ্রব তোগ করিতে হয়। বৎস, সেই কারণে যোগ্য প্রকার উপদ্রবে জড়িত হইয়া মনুষ্যেরা সমস্ত সূক্ষ্ম শিল্প বিনাশ করিয়া থাকে।”

("মারিষ, কি কারণে আপনার বস্ত্র অন্য সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় নহে?"
“গৃহীতের বস্ত্র, কামপূর্ণ ও কমনীয়। সেই বস্ত্র হইতে যে কেন একটি ভয় উৎপন্ন হইয়া থাকে। যিনি কাষায় বস্ত্র পরিধান করেন, তাহার এই উপদ্রব থাকে না। সেই কারণে গৃহীতের বস্ত্র হইতে আমাদের বস্ত্র মর্যাদা।” “তবে আপনি কি কেন শিল্প জানেন?” “বৎস, আমি শিল্প জানি, এবং যাহা জগতে উত্তম মন্ত্র তাহাও আমি জানি।” “আপনি কি তাহা আমাকে দিতে পারিবেন?” “হা পারিব।” “তাহা হইলে আমাকে দেন।” “বৎস, এখন আমার অসময়, আমি গ্রামে ভিক্ষায় প্রবিষ্ট হইয়াছি।”

তাহা শুনিয়া বালক নাগাসেন রোহণ স্বাবিরের হস্ত হইতে ভিক্ষাপাত গ্রহণ করিলেন এবং ভিক্ষুকে আপনার ঘরে নিয়া উত্তম ধাত্য-ভোজ দ্বারা স্বহস্তে পরিবেশন করিলেন। ভিক্ষুরু পরিবার ভোজন করিয়া আর দিওনা বলিয়া নির্দেশ করিলেন। তাহার ভোজনান্তে বালক নাগাসেন বলিলেন-মারিষ, আমাকে মন্ত্র প্রদান করুন। বৎস, যখন তুমি বিবিধ উপদ্রববিহীন হইয়া তোমার মাতাপিতার অনুমতি প্রাপ্ত হইবে এবং আমার গৃহীত প্রবজ্ঞ রেষ্ট ধারণ করিবে, তখন তোমাকে মন্ত্র প্রদান করিব।”)
তৎপর বালক নাগ্ন মাতাপিতার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—
‘মাতাপিতঃ, এই প্রবন্ধব যাহা জগতে উত্তম মন্ত, তাহা জানেন, কিন্তু
তাহার নিকটে প্রবন্ধিত না হইলে মন্ত শিক্ষা দিবেন না। আমি তাহার
নিকটে প্রবন্ধিত হইয়া সেই মন্ত শিক্ষা করিব।” মাতাপিতা ভাবিলেন,
“আমাদের পুত্র প্রবন্ধিত হইয়াও মন্ত শিক্ষা করুক। মন্ত শিক্ষার পর
পুনরায় গৃহে চলিয়া আসিবে।” এই মনে করিয়া পুত্রকে অনুমতি দিলেন।

তদন্তর আয়ুশ্মান রোহণ নাগ্নসনকে লইয়া বর্তনীয় আস্ত্রেমের নিকটস্থ
বিজ্ঞবধূ আশ্রমে উপস্থিত হইয়া একারাত্রি বাস করিলেন। পরদিন রক্তিত
তলে কোটিশত অরহতের সমুদ্রে তাহাকে প্রবন্ধিত করিলেন। নাগ্নসন
প্রবন্ধিত হইয়া রোহণ হবিকে বলিলেন, ভাবে, আপনার বেশ লইয়াছি,
এখন আমাকে মন্ত শিক্ষা দেন। হবির চিত্ত করিলেন—এই বালককে
প্রথমে কি শিখাইব। সুতরাং না অভিধার্ম। নাগ্নসন পাঠিত, সহজেই অভিধার্ম
শিক্ষা করিতে সমর্থ হইলে। এই ভাবিয়া প্রথমে অভিধার্ম শিক্ষা দিতে
লাগিলেন।

কুশলকুশলাযাবৃত্ত ধর্মার্থ ‘শ্রীক দুক’ প্রতিমোক্ষ অভিধার্মের প্রথম গ্রন্থ
‘ধৰ্মসঙ্গি’, রূপ বিভাগ আঠার প্রকার বিভাগ প্রতিমোক্ষ দ্বিতীয় গ্রন্থ
‘বিভাগপ্রকারণ’, সঙ্গহাস্যহাসি চৌদ্দ প্রকার বিভক্ত তৃতীয় গ্রন্থ ধাতু
‘কথাপ্রকারণ’ সূচনা প্রতিষ্ঠা, আয়ত্ত প্রতিষ্ঠা আদি ছয় প্রকার বিভক্ত চতুর্থ
গ্রন্থ ‘পুঁগোল পঞ্চমতি’, বীরয়া বেদ পঞ্চম সূত্র পরবাদে পঞ্চম সূত্র
এই সূত্র সহ বিভক্ত পঞ্চম গ্রন্থ ‘কথাবৃহত্থপ্রকারণ’, মূল্যমাক, কৃষ্ণ
যমভাদী দশ প্রকার বিভক্ত ষষ্ঠ গ্রন্থ ‘যমথপ্রকারণ’, হেতু প্রাত্যায়াদি চব্বিশ
প্রকার বিভক্ত সপ্তম গ্রন্থ ‘পটাঠনপ্রকারণ’, এই সপ্ত ক্ষত্ত অভিধার্ম পিঠক
নাগ্নসন শ্রমণের একবার মাত্র পড়িয়াই মুখস্থ করিয়া বলিলেন—ভাবে
‘এখন অপেক্ষা করুন’, আর পুনরাবৃত্তি করিবেন না। ইহা দ্বারাই আমি
আবৃত্তি করিতে পারিব।

অনন্তর আয়ুশ্মান নাগ্নসন যথায় কোটিশত অরহত ছিলেন, তখায় পিয়া
তাহদিগকে বলিলেন—ভাবে, আমি কুশল অকুশল অব্যাপৃত্ত ধর্ম তিন
শ্রেণীতে প্রকৃতি করিয়া সুবিন্ততর্তরপ অভিধার্ম পিঠক আবৃত্তি করিতে ইচ্ছা
করি। সাধ্য আপনি আবৃত্তি করুন। সাত মাসে তিনি অভিধার্মের সম্প্রক্রণ
আবৃত্তি করিলেন। ধর্মীয় বজ্রনিনাদে কমিত হইল। দেবগণ সাধুবাদ দিয়া
উঠিলেন। ব্রক্ষাগণ করতালি দ্বারা আনন্দ প্রকাশ করিলেন। ত্রিদিব হইতে
দিব্য চন্দন চূর্ণ ও মন্দার পুষ্পরাশি বর্ষিত হইল। তৎপর কোটিতার অরহৎ
বিংশ বৎসর আয়ুষ্মান পূর্ণী আয়ুষ্মান নাগসেনকে “রক্ষিত তলেই”
উপসম্পাদা প্রদান করিয়ালেন।

আয়ুষ্মান নাগসেন ভিক্ষুপদে বরিত হইলেন। রাত্রি অবসানে পরিদিন
পূর্বাহ সময়ে চীবর পরিধান করিয়া পাত্রহত্তে উপাধ্যায়ের সহিত গ্রামে
পিতার প্রবেশকালীন তাহার মনে একটি বিতর্ক উৎপন্ন হইল। আমার
উপাধ্যায় বড়ই ভুল করিয়াছেন, তিনি এত যে অজ্ঞানতা প্রদর্শন
করিয়াছেন, বুদ্ধিবিবিধ উপদেশ বাদ দিয়া আমাকে প্রথমে অভিধারই
শিক্ষা দিলেন। রোহণ স্বর্গ নাগসেনের চিত্ত-বিতর্ক জানিতে পারিয়া
বলিয়া উঠিলেন-নাগসেন, তুমি অন্যায় বিতর্ক করিতেছ, ইহা তোমার
পকে অতিশয় অনুচিত। নাগসেনের জ্ঞান হইল, কি অশ্চর্য! কি অতুল! আমার
মতে ভাব আমার উপাধিযায় জানিতে পারিলেন! তিনি পতিত, আমি তাহার
নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিব। তখনি উপাধিযায়কে
বলিলেন-ভবে আমায় ক্ষমা করুন, এরূপ অন্যায় বিতর্ক আমি আর
উত্পাদন করিব না।

“রোহণ স্বর্গ বলিলেন-কেবল এই কথাই আমি তোমাকে ক্ষমা দিতে
পারিব না। দেখ নাগসেন, সাগর নামে একটি নগর আছে। তথায় মিলিন্দ
নামধেয় রাজা রাজত্র করেন। সে মিথ্যা বাদ দ্বারা প্রশ্ন জিজ্ঞাসিয়া ভিক্ষু-
সাঙ্কে ব্যতিবাদ করিয়া থাকে। যদি তুমি তথায় গিয়া তাহাকে দমন-
পূর্বক প্রসন্ন করিতে পার, তাহা হইলে তোমাকে ক্ষমা করিতে পারি।”

“ভবে শুধু এক মিলিন্দ রাজা কেন, যদি সমস্ত জাতীয়ের রাজগণ আসিয়া
আমাকে প্রশ্ন করে, উচিত প্রাত্যতার প্রদান করিয়া সকলকে পরাজয় করিবার
ক্ষমতা আমার আছে। ভবে, আমায় ক্ষমা করুন”, “না, এখন ক্ষমা
করিতে পারি না, তাহা হইলে এই তিন মাস আমি কাহার নিকটে বাস
করিব?”

দেখ নাগসেন, আয়ুষ্মান অশ্রুগুলি বতনীয় আশ্রমে বাস করিতেছেন, তুমি
তাহাকে নিকটে যাও। আমার বাক্যে তাহার পবে শির স্থাপন করিয়া বন্ধন
কর। তাহাকে এইরূপ বলিয়া-আমার উপাধ্যায় আপনার পবে অবনত শিরে
বন্ধনা জানাইয়াছেন এবং আপনি নীরোগে, নির্ভর্যে, সুখে সুখচন্দ্রে, সবল
শরীরে নিরাপদে আছেন কিনা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এই তিন মাস আপনার নিকটে থাকিতে আমাকে পাঠাইয়াছেন। যদি বলেন, ‘তোমার উপাধ্যায়ের নাম কি? তুমি বলিও ভর্তে, ‘রোহণ স্বরির।’ ‘আমার নাম কি জিজ্ঞাসা করিলে বলিও আমার উপাধ্যায় আপনার নাম জানেন।’

নাগসেন গুরুবাক্যা গ্রহণ করিয়া তাহাকে বন্দনা করিলেন এবং তাহাকে প্রদক্ষণ করিয়া পাত্র-চীবর গ্রহণপূর্বক অনুরূপে চালিতে চালিতে বন্দনীয় আশ্রমে আসিয়া পৌছিলেন। যে স্থানে স্বরির অস্থির আছেন, তথায় আসিয়া তাহাকে বন্দনা করতঃ একপ্রাপ্তে দাঁড়াইলেন এবং গুরুর কথিত মতে যাবতীয় নিবেদন জানাইলেন। “সাধু নাগসেন, এখন তোমার পাত্র-চীবর সামলাইয়া রাখ।” নাগসেন তাহার আদেশ পালন করিলেন।

পরদিন বিহার পরিকার করিয়া মুখ ধুইবার জল ও দেরকাশ আনিয়া রাখিলেন। স্বরির পরিকৃত স্থান আমার পরিকার করিয়া নাগসেন দ্বারত জল ফেলিয়া দিলেন, স্যায় জল আনিলেন, দেরকাশ ফেলিয়া দিয়া অন্য কাঠ গ্রহণ করিলেন। আলাপ-সালাপ কিছুই করিলেন না। ক্রমে সাত দিন অতীত হইল, আবার স্বরির পূর্ব্বৎ প্রশ্ন করিলেন, নাগসেনও ত্রুট উত্তর দিলে বর্ষাবাস করিবার জন্য অনুমতি দিলেন।

সেই সময়ে এক মহা উপাসিকা ত্রিশ বৎসর ব্যাপিয়া স্বরির অস্থিরতার সেবা শুরু করিয়া আসিয়েছিল। উপাসিকা তিনদিন পরে স্বরিরের নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাসিলেন-তাত, আমার নিকট অন্য কোন ভিক্ষু আছেন? হা, মহোপাসিকে, আমাদের নিকটে নাগসেন নামে একজন ভিক্ষু আছে। তাত, তাহার সহিতই আমার বাতিতে কল্য নিম্নলিখিত গ্রহণ করলেন।

স্বরির মৌলিক সমাধি জানাইলেন। অতঃপর স্বরির রাক্তি অবসানে পূর্ব্বে চীবর পরিধান করিয়া পাত্র হস্তে নাগসেনের সহিত উপাসিকার ঘরে গিয়া সজ্জিত আসনে বসিলেন। উপাসিকা তাহাদের দুইজনকে শ্রেষ্ঠ খাদ্য-ভোজ্য স্বহস্তে পরিবেশন করিলেন, ভিক্ষুর পর্যাপ্ত ভোজনের পর আর দিনে নিষেধ করিলেন। স্বরির ভোজনান্তে নাগসেনকে বলিলেন-তুমি উপাসিকার ধর্ম শ্রবণ করাও। এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

উপাসিকা আযুক্ত নাগসেনকে অনুরোধ করিলেন, তাত আমি বৃদ্ধ, একটু গভীর ধর্মমধ্যে আমাকে বলুন। নাগসেন উপাসিকাকে অভিধর্মের লোকান্তর (লোভ-দেশ-মোহের) শূন্যতা বিষয়ক দেশনা করিলেন। সেই
ধর্ম শ্রবণেই উপাসিকার পাপজঙ্গ পাপমল বিগত হইল। ধর্মচক্ষু (প্রায়ভারোতি ফল) উৎপল্ল হইল। যাহা কিছু উৎপল্ল হয়, তাহার সমস্তই নিরোধ হয়। নাগসন ও উপাসিকাকে ধর্ম শুনাইয়া তাহারই দেখিত ধর্মে পুনর্পুন বিদর্শন ভাবনা করিয়া সেই আসনেই প্রায়ভারোতি ফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

স্বাবির অশ্রুগুলি তখন মণ্ডলমালে বসিয়া দেখিলেন-স্বাবির অশ্রুগুলি নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাহাকে বন্ধন করিয়া একপ্রায় বসিলেন। স্বাবির বলিলেন-নাগসন, তুমি পাটলিপুত্র নগরে যাও। তথায় অশোকারে ধর্মরক্ষিত স্বাবির বাস করেন, তাহার নিকটে বুদ্ধবচন শিক্ষা কর। “তত্ত্বে এই স্থান হইতে পাটলিপুত্র কতদূর?” “একশত যোজন”। তত্ত্বে রাস্তাও দূর, পথে ভিক্ষাও বোধ হয় দুর্লভ, কি প্রকারে গমন করিব।” “নাগসন, তুমি যাও বহু সুপ ব্যাপ্তন্ত্রক উপস্থিত শালি চাঁদের ভাত পাইবে। তাহার আদেশে সম্মতি দিয়া বন্ধন ও প্রদক্ষণ করতঃ পাত্র-চীবর লইলেন, এবং পাটলি পুত্রের দিকে যাইল করিলেন।

তখন পাটলিপুত্র শীঘ্র পঞ্চাশ গাড়ী লইয়া পাটলিপুত্রের দিকে যাইতেছিলেন এবং দূরে থাকিতে নাগসনকে আসিতে দেখিলেন। গোড়ে থামাইয়া তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া বন্ধন করতঃ জিজ্ঞাসিলেন—“আপনি কে যাইবেন?” “গাহনাতি, পাটলিপুত্রে যাইব?” “সাধু তাত, আমরাও পাটলিপুত্রে যাইব, আমাদের সঙ্গে সুখে যাইতে পারিবেন।” শীঘ্র তাহার শিষ্টচরণে চীর হইয়া সহতে উত্তম খাদ্য-ভোজ্যদ্বারা পরিবেশন করিলেন। তিনিও পরিমিত ভোজন করিয়া আর দিনে নিষেধ করিলেন। ভোজনাতে শীঘ্র একপ্রায় বসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন—“তাত, আপনার নাম কি?” “গৃহপতি, আমার নাম নাগসন।” “তাত, আপনি বুদ্ধবচন জানেন কি?” “হা, আমি অভিধর্ম সৃষ্টকে জানি।” “তাত, ইহাই আমার যথেষ্ট লাভ হইয়াছে। আমিও অভিধর্ম সৃষ্টকে জানি, আপনিও জানেন, তাত, অভিধর্ম-পদ দেশনা।
করন।” নাগসেন শ্রেষ্ঠীকে অভিধর্ম আবৃত্তি করিয়া শুনাইলেন, দেশনার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রেষ্ঠীর পাপরজঃ পাপমল বিপত্ত হইল, এরূপ ধর্মচক্র উৎপন্ন হইল যে, “যাহা কিছু উৎপন্ন হয়, তাহা সমস্তই নিঃরুদ্ধ হয়।”

শ্রেষ্ঠী গাড়ি পঞ্জঘর আগে পাঠাইয়া দিয়া নিজে নাগসেনের সঙ্গে পাছে পাছে যাইতেছিলেন। পাটলিপুত্রের নিকটে দিয়া-বিভক্ত পথে দাড়াইয়া তিনি নাগসেনকে বলিয়া-তাত, এইটই অশোকারামে যাইবার পথ। তাত, আমার এই কংকলরক্ষানি ১৬ হাট দীর্ঘ ৮ হাট প্রায়। দয়া করিয়া ওষুধ করুন। তিনি কংকলরক্ষানি ওষুধ করিলেন। শ্রেষ্ঠী ইহাতে যারপরনাই সন্ত্রু হইয়া আয়ুর্মান নাগসেনকে বন্দনা ও ওষুধকণি করিয়া চলিয়া গেলেন।

নাগসেন অশোকারামে ধর্মরক্ষিত স্থবিরের নিকটে উপস্থিত হইয়া বন্দনা করতঃ নিজের আগমন অভিধিয়া জানাইলেন। এবং একই পাঠে তিন মাস ব্যাপিয়া তিনি পিটিক বুদ্ধ-বচন স্থবিরের নিকটে মুখখুস করিয়া তাহ তিন মাস মূর্ত্য আয়ত করিলেন।

স্থবির ধর্মরক্ষিত একদিন নাগসেনকে বলিলেন “নাগসেন, রাখাল গর চরায় বটে, কিন্তু গোরস (দুঃখাদি) অপরে ভোগ করে, তুমিও তিনি পিটিক বুদ্ধ-বচন শিক্ষা করিয়া হইয়া তাহ পার নাই।” “ভেয়ে, আমি বুঝিয়াছি, আর বলিলেন না।” তিনি অহোরাত্রি ধ্যান করিয়া “পতিসঙ্গি” অরহত ফল প্রাপ্ত হইলেন। এই সত্য লাদের সঙ্গে সঙ্গেই দেবগণ তাহার কৃতকর্মের সাধনে দিলেন, ধরিয়ী আনন্দে বংশ নিনাদ করিয়া উঠিল। বৃহত্তন করতালিতে আনন্দ জাপন করিলেন। সখী চন্দন চূর্ণ ও মন্দর পুষ্প বর্ষিত হইতে লাগিল।

সেই সময়ে হিমবন্ট রক্তিততলবাসী শতকোটী অরহৎ সমিলিত হইয়া নাগসেনের নিকট দৃত্য প্রেরণ করিলেন। আসুন নাগসেন, আমারা আপনাকে দেখিয়া ইচ্ছা করি।

নাগসেন দুতের বচন শুনিয়া অশোকারাম হইতে অন্তর্বার্তা হইতে অন্তর্বার্তা পূর্বতের রক্তিততলে সমিলিত কোটিবাদ অরহতের সমাপী উপস্থিত হইলেন। তাহারা বলিলেন-নাগসেন, রাজা মিলিন্দ বাদ-প্রতিবাদে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া ভিক্ষুসংগে ব্যতিবদ্ধ করিতেছেন। সাধু নাগসেন, তুমি যাও, মিলিন্দরাজকে দমন কর। ভবে এক মিলিন্দ কেন জায়ুদ্ধীপের সমস্ত
রাজা আসিয়া আমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেও, সকলের কূটতর্ক খণ্ড করিয়া তহাদিগকে দমন করিতে পারি। আপনারা নির্ভরে সাগল নগরে গমন করুন। তৎপর স্ববিরণ কাশ্য বন্ধ প্রভায় ও ধ্বংস্বায়ু প্রবাহে সাগল নগরখানি “তোলপাড়” করিয়া তুলিল।

তখন আযুগ্মান আযুপাল সংহায় বিহারে বাস করিতেছিলেন। ঐ সময়ে রাজা মিলিন্দ অমাত্যগণকে বলিলেন—আহা! এই জ্যোত্স্নাত্মা কি রমণীয়া? আমরা আজ কোনু শ্রমণ-ব্রাহ্মণের নিকট যাইয়া ধর্মালোচনা করিতে ও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারি? কে আমার সহিত আলাপ করিতে ও সন্দেহ ভঙ্গন করিতে সমর্থ?

রাজার কথায় পঞ্চশত যবন তাহাকে উত্তর করিলেন, “মহারাজ, ব্রিগিটকাজ, বঙ্গুরুত্ব, শান্তবিদ, আযুপাল নামে এক স্ববির আছেন, তিনি সংহায় বিহারে বাস করেন। আপনি তাহার নিকট যাইয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন।” “তাহা হইলে তোমারা তাহাকে বলিয়া আস।” তৎপর নৈমিত্তিক আযুপালের নিকট দূত পাঠাইলেন, “ভন্টে মিলিন্দরাজ আপনাকে দেখিতে ইচ্ছুক”—তিনি বলিলেন, “তাহা হইলে তিনি আসুন।”

পঞ্চশত যবন পরিবৃত মিলিন্দরাজ রথারোহণে সংহায় বিহারে স্ববিরের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং পরস্পর শিষ্টাচার সভায়ের পর এক পার্শ্বে বসিয়া স্ববিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভন্টে আযুপাল আপনাদের প্রবাহে প্রয়োজন কি? আপনাদের পরমাণ্য বা কি?” “মহারাজ, ধর্মানুষ্ঠান ও ইন্দ্রিয় সংযম কারণে আমাদের প্রবাহ।” “ভন্টে, গৃহীরের মধ্যে সীমারূপ ধর্মচারী ও সংশয়ী আছে কি? “হই মহারাজ গৃহীরের মধ্যের সীমারূপ ব্যক্তি আছে। যখন ভগবান বারাণসীর ধ্বংসপতন মূর্খায় ধর্মচক্র প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তখন ১৮ কোটি ব্রহ্মগণের ধর্মনবোধ (ধর্মত্ত্বসমূহ) হইয়াছিল। ধর্মজ্ঞান লাভের সংখ্যা অগণিত। তাহারা সকলেই গৃহী, কেহই প্রবর্জিত নহেন।

মহারাজ, মহাসময় সুত্ত, মহামঙ্গল সুত্ত, সমতিতর্পিয়ায় সুত্ত, রাজতন্ত্র সুত, পরাভূত সুত যখন ভগবান দেশনা করিয়াছিলেন, তখন অসংখ্য দেবগণ ধর্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহারাও সকলেই গৃহী, প্রবর্জিত কেহই নহেন।”
ভস্তে আয়ুপাল, তাহা হইলে আপনাদের প্রেরণা নির্দেশক। বরং পূর্বকৃত পাপকর্মের ফলে আপনারা প্রেরিত হইয়াছেন ও ধুতাঙ্গ রক্ষা করিয়া থাকেন। ভস্তে আমার মনে হয়, যাহারা একাসনিক ধুতাঙ্গধারী, তাহারা নিঃশ্চায় পূর্বকৃত পর সম্পত্তি চুরি করিয়াছিল, তাহারা অপরের সম্পত্তি লুটিয়াছে, সেই কর্মের ফলে তাহারা ‘একাসনিক’ পাপ ভোগ করিতেছে। সময়ে সময়ে তাহাদের ঘর বিছানা কিছুই মিলে না। তাহাদের শীল নাই, তপাণ নাই, ব্রহ্মচর্য নাই। আর যাহারা ‘অভ্যবক্ষিক’ ভিক্ষু, তাহারা নিঃশ্চায় পূর্বে গ্রামপাতক চোর ছিল। অপরের ঘর-বাড়ি বিনাশ করিয়া সেই পাপের ফলে এখন ‘অভ্যবক্ষিক’ পাপ ভোগ করিতেছে, তাহাদেরও ঘর নাই, বিছানা নাই এবং শীলাদি নাই। আর যাহারা ‘নৈস্বদিক’ তাহারা পাপ্রাণুক চোর ছিল, তাহারা পথিকদিগকে ধরিয়া বাধিয়া বসাইয়া রাখিয়াছিল। সেই কর্মের ফলে এখন ‘নৈস্বদিক’ পাপ ভোগ করিতেছে, তাহাদেরও পূর্বকৃত কিছুই নাই। রাজার কথায় আয়ুপাল অধোমুখ হইলেন এবং কিছুই বলিতে সাহস করিয়া না। পঞ্চশত ঘনন রাজার বলিলেন-মহারাজ, স্বতঃপতি কিম্বা সঙ্কেত করিয়া কিছুই বলিতেছেন না। রাজা আয়ুপালকে মৌন দেখিয়া করতালি প্রদানপূর্বক উচ্চেক্ষণে বলিলেন-আহা জয়দীপ কৃষ্ণী শূন্য হইয়াছে, তুষ্ণের নায় সারহীন হইয়াছে। আমার সঙ্গে আলাপ করিতে পারে এবং আমার সন্দেহ দূর করিতে পারে, এমন কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই।

অতঃপর রাজা পরিষদের দিকে দৃষ্টি নিকুল করিয়া দেখিলেন যে-যেরূপ নিতিক, তাহাদের মুখের চেহারা বেশ ফরসা। তাহিলেন-নিঃশ্চায় আমার সঙ্গে আলাপ করিতে সমর্থ এমন কোন শ্রমণ আছেন, তা না হইলে

1. ধুতাঙ্গ–বিশিষ্ট মার্গ হইলে ১৩টি ধুতাঙ্গ বিষয় সাবিস্তরূপে আছে। পাপকে ধুনিবার বা বিনাশ করিবার কারণ সেই নীতিতে বিনাসিন তাহারা ধুতাঙ্গ বলে।
2. অর্ধশোদশ হইতে ১২টির পূর্বে এক আসনে বসিয়া যিনি একবার মাত্র আহার করেন, তাহার মত একাসনিক।
3. যিনি ছায়াতে গমন না করিয়া আকাশতলে বাস করেন, তাহার মত অভ্যবক্ষিক।
4. যিনি শয়ন তাগ করিয়া বসিয়াই দিন-নামিনী অতিবাহিত করেন, তাহার মত নৈস্বদিক। বিশিষ্ট মার্গ দ্বিতীয়।
ইহারা নিঃসংক্রান্তে স্ত্রীভাবে বসিয়া থাকিত না। রাজা জিজ্ঞাসিলেন—প্রিয় যবনগণ! এমন কি কেহ আছেন?

তখন ভিক্ষু নাগসেন শ্রমণগণে পরিবৃত। তিনি সঙ্গে ও গণের নায়ক, গণনাচার্য, শাস্ত্রাচার্য, সর্বত্র বিদিত, যশোবী, বহুজনের সাহাসমত, পণ্ডিত, পারদশী, মেধাবী, নিপুণ, বিজ্ঞ, ভিক্ষুবাবী, বিনীত, বিশারদ, বহুশ্রুত, ত্রিপিটকজ্ঞ, বেদজ্ঞ, দর্শন বুদ্ধিসম্পন্ন, শাস্ত্রবিদ্যা, ......ভিক্ষু, ভিক্ষুণী উপাসক, উপাসিকা, রাজা, অমাত্যগণবরা মানিত পুজিত......লাভ শ্রেষ্ঠ......সকলকে ধর্মায়ন বর্ষে বহিঃপ্রতি অনুকূলে সাগল নগরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তখন তিনি অনুরূপ সহস্র ভিক্ষুর সহিত সঙ্গে বিহারে বাস করিলেন। সেই কারণে কথিত হইয়াছে—

বহুশ্রুত, বিশারদ, বিচিত্রকথক,
সুনিপুণ, শাস্ত্রজ্ঞানী, কোশলী প্রবর,
ত্রিপিটকে মহাজানী যত ভিক্ষুগণ
চারি পঞ্চ নিকায়ে দুস্কর্ষ শ্রমণ
পরিবর্তে সকলই ভিক্ষু নাগসেনে
সর্বদা করিত বাস বিহার মাঝারে,
সুপ্রাচী মেধাবী দক্ষ মার্গ ও অমার্গে,
অরহত-ফল প্রাপ্ত ভিক্ষু নাগসেন অতিষার বিশারদ, সত্যবাদী আর
সুনিপুণ ভিক্ষুগণে হ’ যে পরিবৃত।
ভ্রম গ্রাম নগরেতে পৌঁছেন সাগলে।
সঙ্গে বিহারে বাস করিলেন তিনি
জনগণসহ, যথা—পর্বতে কেশরী।

অনন্তর দেবমন্তর রাজাকে বলিলেন—মহারাজ অপেক্ষা করুন, অপেক্ষা করুন, নাগসেন নামে একজন পণ্ডিত হস্তিবি আছেন, তিনি অতিশয় পুষ্পিত...তিনি এখন সঙ্গে বিহারে বাস করেন। আপনি যাইহো তাঁহাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন। তিনি আপনার সহিত আলাপ করিতে ও আপনার সঙ্গে অপননী করিতে উৎসাহী। সস্তাসা ’নাগসেন’ এই শব্দ শুনিয়াই রাজার ভয়, হৃদয় ও লোম-হর্ষ উৎপন্ন হইল। তিনি দেবমন্ত্রে বলিলেন—”নাগসেন আমার সঙ্গে আলাপ করিতে উৎসাহ করিতেছেন কি?”
“মহারাজ, উৎসাহ করিতেছেন।” আপনি কেন? তিনি ইদ্র, যম, বরুণ, কুবের, প্রজাপতি, সুযাম ও সমুদ্রতত্ত্ব এই সকল লোকরাজ দেবগণের সহিত পিরুপিতামহ মহারাজার সহিতও আলাপ করিতে উৎসাহী। মনুষ্যদের সঙ্গে কথাই বা কি?

রাজা দেবমন্ত্রিয়কে বলিলেন, তাহা হইলে তুমি তাহার নিকট দৃঢ় প্রেরণ কর। ‘ইঁঁ দেব’ বলিয়া দেবমন্ত্রিয় নাগাসনের নিকট দৃঢ় পাঠাইলেন। অতঃপর মিলিন্দরাজ আপনার দর্শন ইচ্ছা করেন। নাগাসন বলিলেন—তাহা হইলে তিনি আসুন। মিলিন্দরাজ পঞ্চশত যোদ্ধ পরিবৃত হইয়া রথায়োগে সৈন্য সামগ্রি সহিত সজ্জিত ভিক্ষু নাগাসনের নিকটে উপস্থিত হইলেন।

সেই সময় নাগাসন আশি হাজার ভিক্ষু সহিত মঙ্গলালে বসিয়াছিলেন। রাজা দুর হইতে তাহার পরিষদবৃন্দ দেখিয়া দেবমন্ত্রিয়কে বলিলেন—এই মহতী পরিষদ কাহার? মহারাজ, নাগাসনের। পরিষদ দর্শনে রাজার ভয়-সংগ্রাম, লোম-হর্ষ উৎপন্ন হইল। তিনি তখন গঞ্জার বেষ্টিত গজের নায়, গরুড় বেষ্টিত নাগের নায়, অজগর বেষ্টিত শৃঙ্গালের নায়, মহিষ বেষ্টিত ভূঞাকের নায়, সর্পবাণী মুথকের নায়, বায়ুরাবণর মুগের নায়, অহিতুকি গৃহীত পল্লবের নায়, বিড়ল গৃহীত ইতুপের নায়, ভূতবীদা গৃহীত পিষ্টারের নায়, রাহ মুখগত চন্দ্রের নায়, পোকামাকাঁ মধুগত সর্পের নায়, পিঞ্জরাবন্ধ বিহৃতের নায়, জালমধ্যে প্রবিষ্ট মৎস্যের নায়, গহনবনে প্রবিষ্ট মানুষের নায়, বেশুরবনের নিকটে কূতাপারাচ্য যথেষ্ট নায়, পরিক্ষীণায় দেবপুত্রের নায়, তীত, উদগ্র, উত্তর, সহিত, রোমাজ্ঞিত, বিষমান, দুঃখ, শান্তি, বিপরীত চিন্তা হইলেও মনে মনে সাহস করিলেন, কখনই এই বক্তি আমাকে পরাস্ত করিতে পারিবে না, এই আশায় কথাঘটিত ধৈর্যবলন করিয়া দেবমন্ত্রিয়কে বলিলেন—“দেবমন্ত্রিয়, তুমি আমায় নাগাসনকে বলিয়া দিওনা, তুমি বলিয়া না দিলেও আমি তাহাকে জানিয়া লইব।” “সাধু মহারাজ, আপনি জানিয়া লউন।”

নাগাসন সেই ভিক্ষু পরিষদের পুরোভাগে চলিয়া হাজার ভিক্ষুর চেয়ে কনিষ্ঠ, পঞ্চায়ে উপবিষ্ট চলিয়া হাজার ভিক্ষুর চেয়ে বল্লোভূদ ছিলেন। রাজা ভিক্ষু পরিষদের আগে, পাখে ও মাঝে দেখিতে দেখিতে দুর হইতেই ভিক্ষু-সজ্জিত মধ্যে উপবিষ্ট নাগাসনকে দেখিতে পাইলেন। তিনি কেশর সিংহের
ন্যায়, না তাহার ভয়, না আছে সমৃদ্ধ, ছিরভাবে বসিয়া রহিয়াছেন।
চেহারা দেখিয়াই জানিতে পারিলেন—এই ভিক্ষুমণ্ডলে ইনিই নাগসেন।
রাজা দেবমন্ত্রকেও বলিয়া দিলেন—“ইনিই আয়ুধ্মান নাগসেন। “হা
মহারাজ, আপনি ঠিকই জানিতে পারিয়াছেন।” রাজা তৃষ্ণ হইলেন,
আমাকে কেহ না বলা সত্ত্বেও আমি নাগসেনকে জানিয়াছি। পুনরায় তাহার
ভয়, রোমাঞ্চতাত্তদি উৎপল্লি হইল। সেই কারণে কথিত হইয়াছে :—

সদাচার সুসম্পন্ন সুদান্ত উত্তম
দম-গুণ-যুত ভিক্ষু নাগসেনে হেরি—
বলিল নৃপতি, বহু দেখিয়াছি বাদী,
করিয়াছি আলোচনা পণ্ডিতের সনে
হয় নাই ভয় মম, আজি যথা ত্রাস।
নিশ্চয় হইবে মম পরাজয় আজ।
জয়ী হবে নাগসেন, বুঝিয়াছি আমি
চিত্ত মম উৎকণ্ঠিত হইয়াছে যথা।

********

বাহির কথা সমাপ্ত
লক্ষণ প্রশ্ন
প্রথম বর্গ
পুদাল প্রশ্ন-মীমাংসা।

অতঃপর মিলিন্দরাজ আয়ুর্মান নাগসেনের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং পরস্পর শিষ্টচার আলাপে সন্তুষ্ট হইয়া একপ্রায়ে বসিলেন। নাগসেন নাগসেনের তাহার আলাপে সন্তুষ্ট হইলেন এবং রাজার চিত্তরঞ্জন করিলেন।

রাজা নাগসেনকে বলিলেন-ভাবে, আপনি কেমন বুঝেন? আপনার নাম কি? মহারাজ আমি নাগসেন নামে পরিচিত। আমাকে বুনন্ধারিণ নাগসেন নামে ডাকিয়া থাকেন। মাতা-পিতা পুত্রগণের নাম রাখিয়া থাকেন, নাগসেন, শূরসেন, বীরসেন, সিংহসেন, কিন্তু মহারাজ এই নাগসেন নামটি সংখ্যা, সাধারণ সংজ্ঞা, প্রকৃতি, ব্যবহার নাম মাত্র। কেননা, ইহাতে কোন পুদাল বা ব্যক্তি বিশেষের উপলক্ষ্য হয় না।

মহারাজ।” “রূপ-বেদনা-সঞ্জা-সংঞ্জার-বিজ্ঞান নাগসেন?” “না মহারাজ।” “তবে কি এই পঞ্চবন্দের সমবায়ে নাগসেন?” “না মহারাজ।” “তবে পঞ্চবন্দ হইতে অন্য কিছু নাগসেন?” “না মহারাজ।”
ভব্নে, আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়া কই নাগসেন ত দেখিতেছি না? কেবল শব্দমাত্র নাগসেন কি? কোথায় এখানে নাগসেন? বোধ হয় আপনি মিথ্যা বলিতেছেন। নাগসেন নামে কেহই নাই।”
তখন নাগসেন রাজকে বলিলেন—“মহারাজ আপনি কষ্টিয় কুমার, আপনার দেহও সুকোমল।” আপনি এমন মধ্যাহ্ন সময়ে তথ্যভূমি ও উঃ বালুকার উপর প্রথম কাঁকর, চাঁদ মর্দন করিয়া যে আসিয়াছেন, নিচু ইহাতে আপনার পা বেদনা করিতেছে, শরীর ক্রান্ত হইয়াছে, মনে কোন কষ্ট আসিয়াছে, দুঃখ সহগত কায় বিজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে। আপনি ইঁটিয়া আসিয়াছেন না কেন যানে আসিয়াছেন?” “ভব্নে, আমি ইঁটিয়া আসি নাই, রথে করিয়া আসিয়াছি।” “মহারাজ যদি আপনি রথে করিয়া আসিয়া থাকেন, সেই রথটি কি আমাকে বর্ণনা করুন। রথের ঈষ্ঠা, অক্ষ, চক্র, রথ পঞ্জর, রথ দধ, যুগ, রজ্জু, রথ চালন, যাইতে রথ কি?” “না ভব্নে!” “তবে মহারাজ, এইগুলির সমবায়ে রথ কি?” “না ভব্নে”। “তবে এইগুলি ব্যাংক অন্যতে রথ আছে কি?” “না ভব্নে”। “মহারাজ আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়া কই রথ ত দেখিতেছি না। কেবল শব্দ মাত্র রথ কি? কোথায় এখানে রথ? বোধ হয় আপনি মিথ্যা বলিতেছেন। রথ নামে কিছুই নাই। মহারাজ সমগ্র জমাদিনের মধ্যে আপনি একজন প্রধান নূতন। কাহাকে ভয় করিয়া আপনি মিথ্যা বলিতেছেন? শুন পঞ্চশত যবন ও আশী হাজার ভিক্ষুণ, রাজা বলিলেন—আমি রথে করিয়া আসিয়াছি। যদি মহারাজ আপনি রথে করিয়া আসেন, আমাকে রথটি বর্ণনা করুন। রাজা কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না, এখন ইহা আমার অভিনন্দন করা উপযুক্ত কি? এইরূপ বলিলে পঞ্চশত যবন নাগসেনকে সাহায্য দিয়া বলিলেন, “মহারাজ, এখন সমর্থ হইলে আলাপ করুন।” রাজা বলিলেন—“ভব্নে, আমি মিথ্যা বলিতেছিনা। ঈশ্বর রথের অবয়বগুলি একটা ব্যবহার মাত্র বলা হইয়া থাকে।” “মহারাজ, এবার আপনি ভালই জানিয়াছেন। এইরূপ কেশাদি ৩২ প্রকার ধাতু সমবায়ে যে নাগসেন, তাহাও একটা ব্যবহার মাত্র। কিন্তু
পরমার্থ সত্য বিচারে কোন ব্যক্তিরের অবস্থা রুদ্ধায় না।” সেই কারণে বজ্রা ভিক্ষুপী সংগঠনের সন্থমধ্যে বলিয়াছিলেন—
রথোপকরণ যথা—রথ নামে হয় পরিচিত, 
সঙ্গীর বিদমানে সঙ্গী নামে তথা অভিহিত।

ভন্তে, বড়ই আশ্চর্য, বড়ই অদৃষ্ট, এমন বিচিত্র প্রশ্নের উত্তর আপনি দিলেন। যদি এখন বুদ্ধ থাকিনেন, নিশ্চয় আপনাকে সাধুবাদ দিতেন।
সাধু সাধু নাগেন! অতি বিচিত্রপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

বর্ষ-প্রশ্ন-সীমাণ্যা।

ভন্তে নাগেন, আপনি কত বর্ষ হইয়াছেন? মহারাজ, আমি সাত বৎসর হইয়াছি। ভন্তে এখানে সাত কে? আপনি সাত? না গণনা সাত? তখন রাজার ভূসিদ মণ্ডল দেহের ছায়াখানি পৃথিবীতে ও জলপাতে দেখা যাইতেছিল। নাগেন তাঁহাকে বলিলেন—মহারাজ, এই যে আপনার ছায়া দেখা যাইতেছে—আপনি রাজা? না ছায়া রাজা? ভন্তে, আমি রাজা, ছায়া রাজা নহে। তবে আমাকে আশ্রয় করিয়া ছায়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই প্রকার মহারাজ, বর্ষ সাত, আমি সাত নহি। আমাকে আশ্রয় করিয়া বর্ষ গণনা করা হইয়াছে। রাজা প্রশ্নের উত্তরে আশ্চর্য হইলেন।

পণ্ডিত-বাদ ও রাজ-বাদ প্রশ্ন।

রাজা বলিলেন—“ভন্তে নাগেন, আমার সঙ্গে আলাপ করিবেন কি?”
মহারাজ, যদি পণ্ডিতের ন্যায় আলাপ করেন, আমি আলাপ করিব। যদি রাজার ন্যায় আলাপ করেন, করিব না।” “ভন্তে, পণ্ডিতগণের আলাপ কিরূপ?” “মহারাজ পণ্ডিতগণের আলাপে আবেষ্টন (কোন বাক্যে আবরণ) ও করা হয়, নির্বেষণ (আবরণ রহিত) ও করা হয়। নির্ঘরহ, প্রতিকার, বিশেষ (তারতম্য) প্রতিবিশেষ (অতিশয় তারতম্য) ও প্রদর্শিত হয়।
তাহাতে পণ্ডিতগণ রাগ করেন না। এই প্রকারই মহারাজ পণ্ডিতগণের আলাপ। ভন্তে, রাজাগণের আলাপ কিরূপ? মহারাজ, রাজাগণ আলাপ করিবার সময়ে একটি বস্তু মানিয়া লন, যে এই বস্তুর বিকেলাচরণ করে, তাহার দণ্ডায় প্রদান করেন—যাও, ইহাকে দুই দুই। এই প্রকারই মহারাজ রাজাগণের আলাপ।
"ভতে, আমি পণ্ডিত-বাদে আলাপ করিব, রাজ-বাদে আলাপ করিব না। আপনি বিশ্ব হইয়া আলাপ করুন। যেমন ভিক্ষু, শ্রমণের, উপাসক, আরামিকগণের সহিত আলাপ করা হয়, এইরূপ বিশ্বভাবে আলাপ করুন, ভয় করিবেন না।" স্বাবির ‘ভাল মহারাজ’ বলিয়া অনুমোদন করিলেন। রাজা বলিলেন-ভতে, জিজ্ঞাসা করিব কি?” “জিজ্ঞাসা করুন মহারাজ।” "ভতে, আপনাকে ত জিজ্ঞাসা করিয়াছি।” “মহারাজ আমিও ত উত্তর দিয়াছি।”“ভতে, কি উত্তর দিয়াছেন?” “মহারাজ, আপনি কি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।” রাজা মিলিন্দ বলিলেন, “এই ভিক্ষু পণ্ডিত, আমার সঙ্গে আলাপ করিতে সমর্থ। আমার অনেক বিষয় জিজ্ঞাসা করিবার আছে। হয়ত জিজ্ঞাসা করা না হইতেই সূর্য অস্ত যাইবে। আগামীকল্য অন্তঃপুরে আলাপ করিলে ভাল হয়।” রাজা দেবমন্ত্রীকে বলিলেন-“দেখ তুমি ভদন্ত-কে বল, আগামী কল্য অন্তঃপুরে আলাপ হইবে।” এইরূপ বলিয়া মিলিন্দরাজ আসন হইতে উঠিলেন এবং স্বাবিরের নিকটও বিদায় গ্রহণ করিয়া অশ্বারোহণে নাগসেন নাগসেন বলিতে বলিতে প্রস্থান করিলেন। দেবমন্ত্রী নাগসেনকে বলিলেন-“ভতে, রাজা বলিয়াছেন, কল্য অন্তঃপুরে আলাপ হইবে।” স্বাবির ভাল বলিয়া অনুমোদন করিলেন।

তৎপর সেই রাত্রি অতীত হইলে দেবমন্ত্রী, অন্তঃকায়, মন্দির ও সবাদিন্ম মিলিন্দ রাজের নিকট গিয়া বলিল-মহারাজ, ভদন্ত নাগসেন আসিতেছেন। হই আসুন।” “যতজন ভিক্ষুর সহিত আসিবেন?” “ততজন ভিক্ষু ইচ্ছা করেন, ততজন ভিক্ষুর সহিত আসুন।” সবাদিন্ম বলিলেন-“মহারাজ! দশজন ভিক্ষুর সহিত আসুন।” রাজাও দুইবার, সবাদিন্মও দুইবার পূর্ববৎ বলিলে, রাজা পুনরায় বলিলেন-সমস্ত সৎকার সজ্জিত, আমি বলিতেছি-“যতজন ভিক্ষুর ইচ্ছা স্বাবিরের সহিত আসুন, অথচ সবাদিন্ম অন্য প্রকার বলিতেছে। কেন আমার কি ভিক্ষুদিগকে দিতে অসমর্থ?” এরূপ বলিলে সবাদিন্ম অধোবদন হইল।

অন্তঃ দেবমন্ত্রী, অন্তঃকায় ও মন্দির নাগসেনের নিকট গিয়া বলিল-ভতে, রাজা বলিলেছেন যতজন ভিক্ষু ইচ্ছা করেন, ততজনের সহিত আসুন। স্বাবির পূর্বাংক সময়ে চীবর পরিধান করিয়া পাত্র হইতে আশী হাজার ভিক্ষুর সহিত সাগল নগরে প্রবেশ করিলেন। তখন অন্তঃকায় নাগসেনের নিকটে গমনপূর্বক বলিল-আমি যাহাকে নাগসেন বলিতেছি'
এখানে সেই নাগসেন কে? স্ববির বলিলেন- “তুমি কাহাকে নাগসেন বলিয়া মনে করিতেছ?” “ভব্ধ, দেহের অভ্যন্তরে বায়ুরূপ জীব প্রবেশ করিতেছে ও বাহির হইতেছে, আমি তাহাকে নাগসেন বলিয়া মনে করিয়া।” “আচ্ছা, যদি সেই বায়ু বাহির হইয়া আর প্রবেশ না করে বা প্রবেশ করিয়া যদি আর বাহির না হয়, সেই পুংস্ক জীবিত থাকিবে কি? না ভব্ধ।” শঙ্খ বাদকেরা যখন শঙ্খ বাজায়, বায়ু কি তাহাদের মধ্যে পুনরায় প্রবেশ করে? না ভব্ধ। বেণু বা বাঁশী, শঙ্খ বা শিঙ্গা যাহারা বাজায়, তাহাদেরও অত্রপ বায়ু পুনরায় প্রবেশ করে? না ভব্ধ। তবে তাহারা মরে না কেন? আপনার নায় পাঞ্জীতে সহিত আমি আলাপ করিতে পারিব না। আমাকে একটু বুঝাইয়া দিন। বায়ু জীব নহে, ইহার নাম আধ্যাত্ম-প্রাণ। এইগুলি কায় সংক্ষার (দেহের ধর্ম)। স্ববির অভিধর্ম কথা বলিলেন। অনন্তকায় তাহার উপাসকত্ব জাপন করিলেন।

অতঃপর নাগসেন মিলিন্দ রাজার ভবনে গিয়া সঞ্চিত আসনে বসিলেন। রাজা সপরিষদ নাগসেনকে স্বহৃদে শ্রেষ্ঠ খাদ্য-ভোজ দ্বারা পরিবেশন করিলেন। ভিক্ষুরা পরিমিত ভোজন করিয়া আর দিতে নিষ্ঠে করিলেন। ভোজনের পর এক একজন ভিক্ষুকে দুইখানি করিয়া বস্ত্র দিলেন, আয়ুমন নাগসেনকে ব্রিটিশহঁর দান দিয়া বলিলেন-ভব্ধ, আপনি দশজন ভিক্ষুর সহিত এখানে বসুন, অবশিষ্ট ভিক্ষুরা গমন করুন। মিলিন্দরাজ একখানি নীচ আসন লইয়া একথ্যাপ্তে বসিলেন এবং স্ববিরকে বলিলেন-ভব্ধ, কেন বিষয়ে আমাদের কথাবার্তা হইবে? মহারাজ, আমরা অম্বের প্রাণী, সেই ধর্মার্থ নিয়া আমাদের আলাপ হইক।

প্রবজ্ঞা প্রশ্ন-শীমান্সা।

ভব্ধ, আপনাদের প্রবজ্ঞা গাহের প্রায়জন কি? এবং আপনাদের পরমার্থই বা কি? স্ববির বলিলেন-কেন মহারাজ, আমাদের এই দুঃখ নিরুদ্ধ হইবে, অন্য দুঃখ উৎপাদ হইবে না, এই কারণেই ত আমাদের প্রবজ্ঞা। আসক্তি পরিহার করিয়া পরিনির্বাণ লাভ করাই আমাদের পরমার্থ। সকলেই কি ভব্ধ এই উদ্দেশ্যে প্রবৃত্ত হয়? না মহারাজ। কেহ এই কারণে, কেহ রাজ-ব্যবহার্ষ, কেহ চৌর-ভয়, কেহ খণ্ড-ভয়, কেহ সুখে জীবিকার জন্য প্রবৃত্ত হয়। যাহারা সুদূর্গত্যে প্রবৃত্ত, তাহারা নির্বাণ
লাভের জন্য প্রর্থিত হয়। মহারাজ, আমি বাল্যকালে প্রর্থিত হইয়াছি।
জানিতাম না যে, সদুদ্দেশ্যে প্রর্থিত হইয়াছি। অথচ আমার ভাবনা হইল,
এই শাক্যপুরীয় শ্রমণগণ পতিত। তাহারা আমাকে শিক্ষা দিবেন।
তাহাদের নিকট শিক্ষা করিয়া জানিতেছি ও দেখিতেছি যে-প্রজ্ঞার
এইমাত্র প্রয়োজন। ভবে, আপনি সুদক্ষ।

জন্ম-মৃত্যু প্রশ্ন-মীমাংসা।

রাজা বলিলেন-ভবে, এমন কি কোন মৃত্যু ব্যক্তি আছে, আর জন্মাঙ্গন
করিবে না। স্বাধিক বলিলেন-কেহ জন্মাঙ্গন করে, কেহ করে না। “কে
জন্মাঙ্গন করে, কে করে না?” মহারাজ, যাহার তৃষ্ণা আছে, সে জন্মাঙ্গন
করে, যাহার তৃষ্ণা নাই সে জন্মাঙ্গন করে না। ভবে, আপনি জন্মাঙ্গন
করিবেন কি? যদি মহারাজ, আমি আসক্তি-যুক্ত হই, জন্মাঙ্গন করিব, যদি
আসক্তি-শূন্য হই করিব না। ভবে, আপনি সুদক্ষ।

মনসিকারে জন্ম প্রশ্ন-মীমাংসা।

রাজা বলিলেন-ভবে, যে জন্মাঙ্গন না করে, সে ঠিক জানিয়া জন্মাঙ্গন
করে না? মহারাজ, তাহার ঠিক জানাও থাকে, প্রজা এবং অন্য কুশল ধর্মও
আছে। ভবে, যাহা ঠিকভাবে জানা তাহা প্রজা নহে কি? না মহারাজ, সেই
ঠিকভাবে জানা (মনসিকার) অন্য, প্রজা অন্য। দেখুন এই যে অজ, মেষ,
গো, মহিষ, উষ্ট্র ও গর্ভাভাদি আছে, তাহাদের কোন কোন বিষয় ঠিক জানা
আছে, কিন্তু প্রজা নাই। ভবে, আপনি সুদক্ষ।

মনসিকার ও প্রজা-প্রশ্ন-মীমাংসা।

রাজা বলিলেন-ভবে, মনসিকার ও প্রজার লক্ষণ কি? মহারাজ
মনসিকার (মনোনিবেশ বা ঠিকভাবে জানা) ধারণ লক্ষণ, প্রজা ছোদন
লক্ষণ। কি প্রকারে এই দুই লক্ষণ বহুমায়, তাহার উপমা প্রদান করুন।
মহারাজ, আপনি কি যবচ্ছেদন কারিগণকে জানেন? হ্যাঁ ভবে জানি।
মহারাজ, তাহারা কিরূপে যবচ্ছেদন করে? ভবে, তাহারা বামহাতে
যবকলাপ ধরিয়া, ভানহাতে দাতা (কাংকে) হারণপূর্বক যবচ্ছেদন করে।
সেইরূপ মহারাজ, সাধক মনোনিবেশে বা মনের একায়তাতাতারা মানসকে
ধরিয়া প্রজাতরুপ দাতব্যরা তৃষ্ণাগুলির উচ্চেদ করিয়া থাকে। এই কারণেই মহারাজ মনসিকার ধারণ লক্ষণ, আর প্রজা-চেষ্টন লক্ষণ। ভবে, আপনি সুদক্ষ।

কুশল ধর্মের প্রশ্ন-মীমাংসা।

রাজা বলিলেন-ভবে নাগাসেন, আপনি যে বলিয়েছেন, ‘অন্য কতকগুলি কুশল ধর্মবাদারা’ সেই কুশল ধর্মগুলি কি কি? মহারাজ, শীল-শ্রদ্ধা-বীর্য-স্বীয়-সমাধি এইগুলিই কুশলধর্ম।

শীল-লক্ষণ প্রশ্ন-মীমাংসা।

ভবে, শীলের লক্ষণ কি। মহারাজ, শীলের লক্ষণ প্রতিষ্ঠা। পঞ্চ ইন্দ্রিয় পঞ্চ বল, সপ্তবোধ্যঙ্গ, চারি মার্গ, চারি মৃত্যুপস্থান, চারি সম্বুক চেষ্টা, চারি ঋদ্ধিপাদ, চারি ধ্যান, অষ্ট বিমোক্ষ, চারি সমাধি, অষ্ট সমাপত্তি এই সমস্ত কুশল ধর্মের প্রতিষ্ঠা শীল। মহারাজ, শীলে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির কোন কুশল ধর্ম পরিক্ষণ হয় না। উপমা প্রদান করন। মহারাজ, যে কোন উদ্দেশ্য যে বৃদ্ধি, বিষয়, বিপুলতা লাভ করে, সমস্তই পৃথিবীর আশ্রয়ে থাকিয়া।

এইরূপ সাধক শীলে স্তি হইয়া পঞ্চমিদ্রুয়দিত্ব ভাবনা করে। পুনরায় উপমা প্রদান করন। মহারাজ, যে কোন বাহ্যুবা সাধিত কাজ পৃথিবীর উপর ভার দিয়া করিতে হয়, সেই রূপ সাধক শীলে ভার রাখিয়া ভাবনা সমাধির অনুষ্ঠান করে। পুনরায় উপমা প্রদান করন। মহারাজ, যখন সুতার একটি নগর নির্মাণে রাষ্ট্র হয়, তখন সে প্রথমে স্থানটি পরিক্ষার করে, গাঁজা কাটা ফেলিয়া দেয়, স্থানটি সমান করে, তৎপরে চতুরঞ্জন রাষ্ট্র-ঘাট ঠিক করিয়া নগর নির্মাণ করে। এইরূপ সাধক শীলাশ্রয়ে যাবতীয় কল্পকাণ্ডিনির্মূল করিয়া ভাবনা-সমাধির অনুষ্ঠান করে। পুনরায় উপমা প্রদান করন। মহারাজ, যেমন কোন বাসিন্দার তাহার শিল্প দেখাইতে ইচ্ছা করে, তখন সে পৃথিবী খনিয়া পাঠার চাড়ের তুকরা ফেলিয়া ভূমি ত্যাগ করিয়া সমান করে, সেই সম মূল ভূমিতে বাজি খেলিয়া থাকে। সাধকও শীলবিন্ধ্যের রাত্রি থাকিয়া ভাবনা সমাধির অনুষ্ঠান করে।

মহারাজ, ভগবান দেখনা করিয়াছেন:—

জ্ঞানবান নর হয়ে শীলে প্রতিষ্ঠিত
সমাধি ও বিদর্ষনভাবে অনিবার,
বীর্বান বুদ্ধিমান ভিক্ষু বুধ-সুত
বেগুজটা তুল্য তৃষ্ণা করেন সংহার।
ধরণীতে প্রাণীদের প্রতিষ্ঠার তুল্য
কুশল বুদ্ধির মূল যাহা আছে আর
জিনের শাসনে যাহা মূখ্য বিবেচিত
প্রতিমোক্ষ শীলস্বর্গ অতীব উত্তম।

ভবতে, আপনি সুদক্ষ।

সম্প্রসাদন শ্রদ্ধা-লক্ষণ প্রভু-মহামাংস।

রাজা বলিলেন-ভবতে, শ্রদ্ধার লক্ষণ কি? মহারাজ, প্রসন্নতা উৎপাদন ও অগ্রগতি শ্রদ্ধার লক্ষণ। কি প্রকারে ভবতে শ্রদ্ধার লক্ষণ প্রসন্নতা উৎপাদন?
মহারাজ, উৎপত্তিশীল শ্রদ্ধা পঞ্চ নীরবণকে বাধা প্রদান করে, চিন্ত তখন নীরবণবিহীন হইয়া নির্মল, সুনির্মল ও কলুয়েহীন হয়। ইহাই শ্রদ্ধার প্রসন্নতা উৎপাদন লক্ষণ।

উপমা প্রদান করুন, মহারাজ, চক্রবর্তী রাজা যখন চতুরঙ্গী সেনার সহিত দুরতর রাজা গমন সময়ে অল্পমাত্র জল পার হইয়া যান, তখন সেই জল হইত, অশ্ব, পদাতিক সৈন্যের গমনে কুভিত, কলুবিত, আন্দোলিত,
কর্মকাণ্ড হয়। তখন চক্রবর্তী রাজা নদী পার হইয়া ভৃত্যাদিগকে আদেশ করেন যে-যাহো, আমার জন্য পানীয় জল লইয়া আসা, আমি জল পান করিব। যদি রাজার নিকট জল-শোধক মণি থাকে, তাহা হইলে ভৃত্যেরা বলে-ইঁ দেব আনিতেছি। তখন তাহারা মণিটি ঘোলা জলে যেই ফেলিয়া দিল, অমনি শুঙ্খ-শৈবাল-পানা দূর হইল, কাদাটাও বসিয়া জল নির্মল হইল। সেই নির্মল জল রাজার নিকট আনিয়া বলিল-দেব, জল পান করুন। মহারাজ, এই উপমায় জল তুল্য চিন্ত, সাধক তুল্য ভৃত্য-মনুষ্য,
শৈবাল-পানাধি তুল্য ভৃত্য-ক্রেশ (কিলোস), জল-শোধক মণি তুল্য শ্রদ্ধা
দ্বাই। যেমন মণি জলে ফেলামাত্রই আবরণা দূর হইল, কাদা বসিয়া
গেল এবং জলও বিশ্বদ্ধ হইল, তেমন শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইলে কামাদি
নীরবণকে বাধা দেয়, পঞ্জ নীরবণ দূর হইলেই চিন্ত বিশ্বদ্ধ হয়। ইহাই
মহারাজ, শ্রদ্ধার লক্ষণ প্রসন্নতা উৎপাদন।
সম্প্রসংক্ষণ শ্রদ্ধা-লক্ষণ প্রশ্ন-মীমাংসা।

ভন্তে, শ্রদ্ধার অগ্রাহ্য লক্ষণ কি? যেমন মহারাজ, কোন সাধক অন্যের বিমুখ চিন্তা দেখিয়া, তাহা লাভের জন্য প্রার্থনা পতি, সক্রুদাগামী, অনাৰামী, অরহৎ ফলে চিদের অগ্রাহ্যতে গমন করিয়া থাকে, অতঃপৰ্ব্ব বিষয় প্রাপ্ত হইবার জন্য, অলঙ্ক বিষয় লাভ করিবার জন্য ও অসাক্ষাৎ বিষয়ের সাক্ষাতের জন্য যোগ সাধন করিয়া থাকে, ইহাই শ্রদ্ধার অগ্রাহ্য লক্ষণ।

উপমা প্রদান করুন। মহারাজ, যদি পাথাড়ের আগায় খুব বুঝি হয়, সেই জল নিদিকে নামিবার সময়ে যথাক্রমে পর্বতের গহবর, গর্ত ও শাখাসমূহ পরিপূর্ণ করিয়া অবশেষে নদীকে পরিপূর্ণ করে। ক্রমে সেই জল নদীর দুইকুল বাহিয়া গমন করে। তখন বহুলক্ষ নদী পার হইবার জন্য তথায় আসিল যেটে, কিছু নদীর গতিরত অগত্যরতা না জানিয়া ভয় পাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সেই মুহূর্তে একজন শক্তিশালী পুরুষ আসিয়া কোমরটি দুঢ়ভাবে বাঁধিয়া এক লাফ দিয়া নদী পার হইয়া গেল। সে পার হইল দেখিয়া তীরস্থিত লোকেরাও পার হইয়া গেল। সাধকরূপ শ্রদ্ধার অগ্রাহ্যতে ভব নদী পার হইয়া থাকেন। ইহাকেই বলে শ্রদ্ধার অগ্রাহ্য।

ভগবান সংযুক্ত নিকায়ে দেশনা করিয়াছেন—

শ্রদ্ধায় তরিবে সদা ও চতুষ্ঠব, অলমাদে ভবান্ত তরিবে তেমন; বীর্যবলে দুঢ় হ’তে পায় সবে ভাবে, প্রজ্জাবলে পরিশ্রমিত্ব লভিবারে পারে।

ভন্তে, আপনি সুদৃঢ়।

বীর্য-লক্ষণ প্রশ্ন-মীমাংসা।

রাজা বলিলেন—ভন্তে, বীর্যের লক্ষণ কি? মহারাজ, বীর্যের লক্ষণ দৃঢ়করণ। বীর্যের দ্বারা দৃঢ়কৃত হইলে যাবতীয় কৃশ ধর্ম আর পরিহীন হয় না।

উপমা প্রদান করুন। যেমন মহারাজ, কোন ঘর পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইলে, কোন পুরুষ তাহাতে একটি ঠেলে দিয়া থাকে। তাহা হইলে
ঘরটি আর পড়ে না। এই প্রকারই বীরের দৃষ্টিকরণ লক্ষণ এবং এই দৃষ্টান্তের কুশল ধর্ম বিনষ্ট হয় না।

পুনরায় উপমা প্রদান করুন। মহারাজ, বহুলসৈন্য অন্তর্বাদে করাক করিল। তৎপর রাজা আরও সৈন্য আনিয়া অন্তর্বাদের সহিত যোগ করিয়া দিল, কাজেই যুদ্ধে মহতী সেনা পরাজিত হইল। এই প্রকারই মহারাজ, বীরের দৃষ্টিকরণ লক্ষণে যাবতীয় অকুশল বিনষ্ট হয়।

মহারাজ, ভবানী দেশনা করিয়াছেন—হে ভিক্ষুপ্রণালী, বীরবান আর্য-শ্রাবক অকুশল ত্যাগ করেন, কুশলের শ্রীবৃদ্ধি করেন, দোষ ত্যাগ করেন, নির্দেশের শ্রীবৃদ্ধি করেন এবং নিজকে বিশ্বাস্বত্বে রক্ষা করেন। ভত্তে, আপনি সুদক্ষ।

স্মৃতি লক্ষণ প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন—ভত্তে, স্মৃতির লক্ষণ কি? “মহারাজ, স্মৃতির স্মরণ লক্ষণ ও উপাদান লক্ষণ। ভত্তে, স্মৃতির স্মরণ লক্ষণ কিরূপ? মহারাজ, উৎপত্তিশীল স্মৃতি কুশল-অকুশল, দোষ-নির্দেশ, হীন-শ্রেষ্ঠ, পাপ-পুণ্য এবং তত্ত্বায় ধর্মসমূহ স্মরণ করাইয়া দেয়। চারি স্মৃত্যুপ্রসার, চারি সম্বন্ধিত চেষ্টা, চারি লক্ষিয়া, পঞ্চ অধিবাস, পঞ্চবল, সপ্ত বোধ্য ও আর্য অন্তর্বাদ মার্গ এই ৩৭টি রাধিকার ধর্ম সম্পর্ক-বিদ্যা-বিদ্যা-বিদ্যা-বিদ্যা-বিদ্যা স্মৃতি স্মরণ করাইয়া দেয়। সাধক সেবনীয় ধর্ম সেবন করে, অসেবনীয় ধর্ম সেবন করে না, ভজনীয় ধর্ম ভজন করে, অভজনীয় ধর্ম ভজন করে না, ভাগাও স্মৃতিগুণে। এই প্রকারই মহারাজ স্মৃতির স্মরণ লক্ষণ।

উপমা প্রদান করুন। “মহারাজ, চক্রবতী রাজার ভাষাগারিক প্রতিপত্তি (ষষ্ঠ) স্মরণ করাইয়া দেয়, দেব, আপনার হিতী, অশ্ব, বে, পদাতিক, হিরণ্য, সুর্য সম্পত্তি এই পরিমাণ আছে, মনে রাখুন। এই প্রকারই মহারাজ, সাধক পূর্বের বোধিতেকে ধর্মদি স্মরণ করিয়া থাকেন। ইহাকেই বলে স্মরণ লক্ষণ স্মৃতি।”

ভত্তে, স্মৃতির উপাদান লক্ষণ কিরূপ? “মহারাজ, উৎপত্তিশীল স্মৃতি হিতাহিত ধর্মের গতিকে অনুসারে করে। এই ধর্মগুলি হিতকর, এই ধর্মগুলি অহিতকর, এই ধর্মগুলি উপকারী, এই ধর্মগুলি অনুপকারী। তৎপর সাধক অহিত ধর্মসমূহ ত্যাগ করেন, হিত ধর্মসমূহ গ্রহণ করেন, অনুপকারী
ধর্মসমূহ ত্যাগ করিয়া উপকারী ধর্মসমূহ গ্রহণ করেন। এই প্রকারই মহারাজ, স্মৃতির অন্য লক্ষণ উপপ্রাপ্ত।

উপমা প্রদান করুন।— রাজ চক্রবর্তীর জোটপুরের রাজার হিতাহিত বিষয় অবগত রাখেন, রাজার হিত-অহিত উপকারী-অনুপকারী ধর্মগুলি জানিয়া অহিতকর, অনুপকারী ধর্মসমূহ ত্যাগ করেন, হিতকর, উপকারী ধর্মসমূহ গ্রহণ করেন। এই প্রকারই মহারাজ, উপপ্রাপ্ত লক্ষণ স্মৃতি।

মহারাজ, ভগবান দেশনা করিয়াছেন—“হে ভক্তিগণ, আমি স্মৃতিকে সর্বার্থসাধিকা বলিতেছি ভূতে, আপনি সুদক্ষ।

সমাধি-লক্ষণ প্রশ্ন-মীমাংসা।

রাজা বলিলেন—ভূতে, সমাধির লক্ষণ কি? মহারাজ, সমাধির প্রমুখ লক্ষণ। যাহা কিছু কৃষ্ণল ধর্ম আছে, সেই সমস্ত সমাধি মুখে অবস্থিত এবং সমাধির দিকে কি, কেমন এবং সেইভাবে অবস্থিত।

উপমা প্রদান করুন।— মহারাজ, উচ্চ-চূড়াবিশিষ্ট কোন ঘরে যে গোপালদের (চালের রূপা) দেওয়া হয়, তাহা সমস্ত কৃষ্ণমী চূড়া হইতে নামিয়াছে ও চূড়ার দিকেই প্রবিষ্ট। সুতরাং চূড়াই এখানে প্রধান। এইরূপ কৃষ্ণল ধর্মসমূহ সমাধির দিকেই রহিয়াছে।

পুনরায় উপমা প্রদান করুন। মহারাজ, কোন রাজা চতরুঢ়ে সেনার সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে নামিলে, তাহার সেনা হস্তী, অশ্ব, পদাতিক সমস্তই যুদ্ধের দিকে গমন করিয়া থাকে এবং সেই যুদ্ধক্ষেত্রে বেষ্টন করিয়া থাকে। এই প্রকারই সমাধিমুখে যাবতীয় কৃষ্ণল ধর্ম অবস্থিত থাকে। এইরূপেই প্রমুখ লক্ষণ সমাধি।

মহারাজ, ভগবান দেশনা করিয়াছেন—“ভক্তিগণ, সমাধি কেন বৃদ্ধি কর, যিনি সমাধিত, তিনি যথাবৃত্ত জানিতে পারেন。” ভূতে, আপনি সুদক্ষ।

প্রজ্ঞা-লক্ষণ প্রশ্ন-মীমাংসা।

রাজা বলিলেন—ভূতে, প্রজ্ঞার লক্ষণ কি? মহারাজ, আমি পূর্বেও ত বলিয়াছি, প্রজ্ঞার ছেদন লক্ষণ, তবে অবভাসন লক্ষণও প্রজ্ঞাতে আছে।

ভূতে, সেই প্রজ্ঞার অবভাসন লক্ষন কিরূপ? মহারাজ, উৎপত্তিশীল প্রজ্ঞা অবিদ্যার অন্ধকারকে ধার্য করে, বিদ্যার আলোক উৎপাদন করে।
মিলিন্দ-প্রশ্ন

জানালোকে প্রবেশ করায়, আর্যসত্ত্বসমূহ প্রকাশিত করে। তত্ত্বের সাধক
অর্থসত্ত্ব-দুঃখ-অনন্ত লক্ষণকে সম্যক প্রভাবলো দর্শন করেন।

উপমা প্রদান করন। মহারাজ, কোন পুরুষ প্রদীপ হস্তে অন্নকার গৃহে
প্রবিষ্ট হওয়া মাত্রই অশ্ব হাঁস চলিয়া যায়, দীক্ষিত উৎপাদন করে, আলোকটা
সমস্ত গৃহে পরিবার্ত হয়। রূপসমূহ প্রকাশিত হয়। এই প্রকারই মহারাজ
প্রভাব অবতাসন লক্ষণ। ভঁতে, আপনি সুদক্ষ।

নানা ধর্মের এক কৃত্য সম্পাদন প্রক্র-মীমাংসা।

রাজা বলিলেন-ভঁতে, এই ধর্মসমূহ বিবিধ প্রকার হইয়া একটি অর্থ
সম্পাদন করে কি? তাহামহারাজ, অর্থও সম্পাদন করে, তৃত্তাসমূহও বিনষ্ট
করে।

তাহা কি প্রকার উপমা প্রদান করন। যেমন মহারাজ, সেনা, হস্তী,
অশ্ব, রথ, পদাতিক নানা হইয়াও সংগ্রামে শক্ত সেনাকে পরাজিত করিয়া
একটি অর্থ নিষ্পাল করে; এই প্রকার মহারাজ, বিবিধ কুশল প্রভাবে
একমাত্র ক্ষে বিনষ্ট হইয়া থাকে। ভঁতে, আপনি সুদক্ষ।

মহাবর্গ সমাপ্ত।

অধ্বান বর্গ

ধর্মসভাতি প্রক্র-মীমাংসা

রাজা বলিলেন-ভঁতে, যে উৎপন্ন হয়, সে কি সেই ব্যক্তি, না অন্য?
স্থবির বলিলেন-সেও নহে, অন্যও নহে।

উপমা প্রদান করন। মহারাজ, আপনি এই কোন মনে করেন, যখন
আপনি দুস্ক্র পৌঁছা শিও ছিলেন, বিচারায় উত্তান হইয়া শুইয়া থাকিয়ে;
এই যে আপনি বড় হইয়াছেন এখানও সেই শিও কি? না ভতে, সেই শিও
অন্য, এখন বয়ঃক্রম আমি অন্য। তাহা হইলে মহারাজ, মাতা-পিতা, আচারী,
শিল্পী, শীলবান, প্রজাবান কেহই হইবে না। কোন মহারাজ, ত্রাণের
প্রথম অবস্থার কলার মাতা অন্য, দ্বিতীয়বাস্তব অর্বদের মাতা অন্য,
তৃতীয়বাস্তব পেশীর মাতা অন্য, চতুর্থবাস্তব ঘণের মাতা অন্য? কুঁড়ের
মাতা অন্য? বৃহতের মাতা অন্য? অন্য ব্যক্তি শিও শিখে, অন্য ব্যক্তি
শিক্ষিত হয়? অন্য ব্যক্তি পাপ করে, অন্য ব্যক্তির হঠপদ কাটা যায়? না ভুং। যদি আপনাকে ইহা কেহ বলে, তবে আপনি কি বলিবেন? মহারাজ, আমিই দৃঢ় পোষ্য শিশু ছিলাম, আর এখন আমিই সেই বৃহৎ। এই শরীরকে আশ্রয় করিয়াই সমস্ত একত্র সংগৃহীত হইয়াছে। উপমা প্রদান করুন।— যদি মহারাজ কোন পুরুষ প্রদীপ জ্বালে, তাহা কি সমস্ত রাত্রি প্রদীপ্ত থাকিবে? হা ভূং, সারা রাত্রি প্রদীপ্ত থাকিবে। তবে কি পূর্ব যামে যেকোন শিখা ছিল, মধ্যামহামাত্র সেই সকল শিখা থাকিবে? না ভূং। মধ্যামহামাত্র যামে যে শিখা, শেষ যামেও কি সেই শিখা থাকিবে? না ভূং।

তবে কি মহারাজ, পূর্বায়মানের প্রদীপ, মধ্যা মাত্রের প্রদীপ, শেষ যামের প্রদীপ পৃথক পৃথক ছিল? না ভূং। পূর্বায়মানের প্রদীপশ্রুতে সারা রাত্রি প্রদীপ্ত ছিল। এই প্রকারই মহারাজ, ধর্ম সত্ত্বের একটা প্রমাণ। অন্য উৎপন্ন হয়, অন্যা নিরুদ্ধ হয়। অথচ আগে-পরে নহে, একই কথা হইয়া থাকে। সেই কারণে সেও নহে, অন্যতে নহে। শেষ বিজ্ঞানেই সংগৃহীত হয় মাত্র।

পুনরায় উপমা প্রদান করুন।— ক্ষীর দোহন করা হইলে, কতকক্ষণ পরে তাহা দধিতে পরিণত হয়, দধি হইতে নবনীত, নবনীত হইতে ঘৃতে পরিণত হয়। যদি মহারাজ কোন ব্যক্তি এইরূপ বলে, যাহা ক্ষীর তাহাই দধি, তাহাই নবনীত, তাহাই ঘৃত, তাহা হইলে সে সত্য কথা বলে কি? না ভূং, দুর্গুলকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে। মহারাজ, ধর্ম সত্ত্বি এই প্রকারই। ভূং আপনি সুখ দূরে।

পুনর্জীবন প্রশ্ন-মীমাংসা।

রাজা বলিলেন—ভূং, যে জন্মাহএ করে না, সে কি জানে আমি জন্মাহএ করিব না। হা মহারাজ, সে জানে। ভূং কি প্রকারে জানে? জন্মাহএর যেই হেতু, যেই প্রত্যায়, সে সেই হেতু সেই প্রত্যায়ের নিরুত্তি জানে।

উপমা প্রদান করুন। মহারাজ, কোন কৃষক-গৃহস্থ সে ধানায়ের চাষ করিয়া নিজের গোলাটি পূর্ণ করিল, সে অন্য বৎসরে করিয়া, বরন করিল না, সেই সম্ভো ধানায়ের কতকেক খাইল, কতকেক তাগ করিল, কতকেক প্রয়োজনে লাগাইল। মহারাজ, সেই কৃষক এখন কি জানিতে পারে যে,
আমার ধান্যের গোলা আর পূর্ণ থাকিবে না? হঁই ভত্তে জানে। কি প্রকারে জানে? ধান্যের গোলা পরিপূর্ণতার যাহা হেতু, তাহার এখন নির্বিত হইয়াছে। তাই সে জানে আর আমার গোলা পূর্ণাঙ্গ না। এই প্রকারই মহারাজ, যে জন্মগ্রহণ করে না, সে জন্মগ্রহণের হেতু নির্বিতিতেই জানিতে পারে। ভত্তে, আপনি সুদৃঢ়।

জ্ঞান-প্রজ্ঞা প্রশ্ন-মীমাংসা।

রাজা বলিলেন-ভত্তে, যাহার জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার প্রজ্ঞাও কি উৎপন্ন হইয়াছে? হঁই মহারাজ, যাহার জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, প্রজ্ঞাও তাহার উৎপন্ন হইয়াছে। তবে কি ভত্তে, যাহা জ্ঞান তাহাই প্রজ্ঞা? হঁই মহারাজ, যাহা জ্ঞান তাহাই প্রজ্ঞা। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে সে কি কোন বিষয়ে মোহ প্রাপ্ত হইবে, না হইবে না? মহারাজ, কোন বিষয়ে হয়, কোন বিষয়ে হয় না। ভত্তে, কোন বিষয়ে মোহ হয়, কোন বিষয়ে মোহ হয় না? মহারাজ, যেই শিল্প বিদ্যাস্য তাহার জানা নাই, যেই দিকে সে যায় নাই, যেই নাম প্রজ্ঞালতি তাহার শুনা নাই, এই বিষয়গুলিতে তাহার মোহ আসিবে।

কোন বিষয়ে মোহ আসিবে না? মহারাজ, অনিত্য-দুর্খ-অনাথ জানে যাহা উত্তমতরপে জানা হইয়াছে, তাহাতে আর মোহ আসিবে না। ভত্তে, তবে মোহ কোথায় যায়? মহারাজ যেইস্থানে জান উৎপন্ন হয়, তথায়ই মোহ নির্দূর হয়। উপমা প্রদান করুন। মহারাজ, অন্ধকার গৃহে যদি কোন পুরুষ প্রদীপ জ্বালে, তখনই অন্ধকার নির্দূর হয়, আলোকটা জ্বালিতে থাকে। এই প্রকার জানালোক উৎপাল্লির সঙ্গে সঙ্গেই মোহাঙ্কার চলিয়া যায়।

ভত্তে, প্রজ্ঞা কোথায় যায়? প্রজ্ঞাও মহারাজ, নিজের কার্য সাধন করিয়া তথায়ই নির্দূর হয় বটে, কিন্তু তাহার কার্যক্রম বিনষ্ট হয় না, ভত্তে, আপনি যাহা বলিতেছেন, প্রজ্ঞার কার্য বিনষ্ট হয় না, তাহার উপমা প্রদান করুন। মহারাজ, কোন পুরুষ রাত্রিতে একথানি পত্র পাঠিতে ইচ্ছা করিয়া লেখককে ডাকিলেন এবং প্রদীপ জলিয়া পত্রখানি লেখাইলেন। ঐ পত্র লিখার পর প্রদীপখানি নিরাই দিলেন। প্রদীপ নিবিল বটে, লেখা কিন্তু
বিনষ্ট হইল না। এইরূপ মহারাজ, পাঙ্গা-প্রদীপ নিবিলে ও তাহার লেখারূপে কার্য বিনষ্ট হয় না।

পুনরায় উপমা প্রদান করেন। মহারাজ, পূৰ্ব জনপদের লোকেরা প্রত্যেক ঘরে পাঁচ পাচটি করিয়া জল পূৰ্ব কলসী রাখিয়া থাকে, কারণ যখন ঘরে আঙ্গন লাগিয়া তখন আঙ্গন নিবাইতে পারিবে। আঙ্গন লাগিলে ঐ কলসী ঘরের উপর নিকেপ করে। তদ্ভাবে অগ্ধি নিবিয়া যায়। তবে কি মহারাজ, তাহাদের মনে এইরূপ হয়, ঐ কলসী আমরা পুনঃ ব্যবহার করিব? না মহারাজ, ঐ কলসীর আর প্রয়োজন নাই, তাহাদ্রারা কর্যান্ত বা আর কি হইবে।

যেমন মহারাজ, পঞ্চ কলসী, তেমন শ্রদ্ধা-বীর্য-মূর্তি-সমাধি-প্রজা এই পরেণ্ডিয়। যেমন সেই মনুষ্যোরা, তেমন সাধকণ। ক্রেশগুলি অগ্ধিতুল্য দ্বিত্ব। যেমন পাঁচটি কলসীগুলী আঙ্গন নিবাইয়া দেয়, তেমন পরেণ্ডিয় ক্রেশগুলি নিবাইয়া দেয়; ক্রেশগুলি একার নিবিয়া গেলে, আর জুলিয়া উঠিবে না। ঐ এই প্রকারই মহারাজ, প্রজা নিবিয়া হয়। কিন্তু তাহার কার্যক্রম নিবিয়া হয় না।

পুনরায় উপমা প্রদান করেন। যেমন মহারাজ, কোন বৈদ্য পাঁচটি শিকড় পিথিয়া রোগীকে সেবন করাইল, তদ্ভাবে রোগীর রোগও সেবে গেল, সে কি পুনঃ ঐ পঞ্চ শিকড়ের প্রয়োজন মনে করে? না ভষ্মে, তাহা আর কি করিবে। তেমন মহারাজ, পঞ্চ শিকড় শ্রদ্ধাদি পঞ্চ ইত্যাদিয়। বৈদ্য সাধকতুল্য। ব্যাধি ক্রেশতুল্য। ব্যাধির পূৰ্ব্ব পৃথ্বীর বা সাধারণ লোক।

পাঁচটি শিকড়ে যেমন রোগীর রোগ সারে, তেমন পরেণ্ডিয়ামারা ক্রেশ ব্যাধি সারিয়া যায়, আর পুনরায় উৎপন্ন হয় না। ঐরূপ প্রজার নিরোধ হয় বটে, কিন্তু তাহার কৃতকার্যের নিরোধ হয় না।

পুনরায় উপমা প্রদান করেন। যেমন মহারাজ, পাঁচটি বাণ লাইয়া এক যোদ্ধা যুদ্ধ করিতে গেল। সে পঞ্চ বাণ মারিয়া শক্র-সৈন্য পরাজয় করিল। সে কি ঐ বাণ পাঁচটি প্রত্যাশা করে? বলতে, সে তাহার কি করিবে। তেমন মহারাজ, শ্রদ্ধাদি পরেণ্ডিয় পাঁচটি বাণ; যোদ্ধা সাধক: শক্র-সৈন্য ক্রেশ। যেমন পাঁচটির বাণে শক্র-সৈন্য ধ্বংস করে, তেমন পরেণ্ডিয় ক্রেশসমূহ ধ্বংস করে। ক্রেশ ধ্বংস হইলে আর উৎপন্ন হয় না। প্রজা ও প্রজার কার্যাং তঃপ।' ভষ্মে, আপনি সুদৃঙ্গ।
জন্ম-লাভের অনুভূতি প্রশ্ন-মীমাংস।

রাজা বলিলেন-ভত্তে, যে জন্মগ্রহণ করে না সে কি কোন দুঃখ বেদনা অনুভব করিয়ে পারে? সুবৈর বলিলেন-কোনটি পারে, কোনোটি পারে না। কোনটি পারে, কোনটি পারে না? মহারাজ, কায়িক বেদনা অনুভব করে, চৈতন্য বেদনা অনুভব করে না। তাহা কিরূপ? কায়িক বেদনা উৎপত্তির যাহা হেতু, যাহা প্রতায়, সেই হেতু-প্রতায়ের উপশম না হইলে কায়িক-দুঃখ অনুভব করিয়ে হয়। সেইরূপ চৈতন্য দুঃখ উৎপত্তির যাহা হেতু-প্রতায় তাহার শাস্তিতে চৈতন্য দুঃখের অনুভূতি হয় না। ভগবান বলিলেন-সে একমাত্র কায়িক বেদনা অনুভব করে, কিন্তু মহারাজ চৈতন্য নাহে।

তাহা হইলে ভত্তে নাগসেন, যিনি দুঃখ পান, তিনি পরিনিব্যাং লাভ করেন না কেন? মহারাজ, অর্হতের নিকট আসক্ত নাই, বিদ্যেষো নাই। তাহারা অপকৃত পাত করেন না। পরিপক্ষে জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকেন। অর্থাৎ অর্হতেরা অকালে নিবন্ধ লাভ না করিয়া যথাকালে নিবন্ধিত হন।

মহারাজ, ধর্ম সৈন্যতি সারীপুত্ত সুবৈর বলিলেন-

“নাহি অভিনন্দি আমি জীবনেরে কিংবা মরণেরে,
কালের শৃঙ্খলা করি, দাস যথা বৈতনের তরে।
নাহি অভিনন্দি আমি জীবনেরে কিংবা মরণেরে,
কালের শৃঙ্খলা করি, জ্ঞানযুক্ত হয়ে সৃষ্টি-ভরে।”

ভত্তে আপনি সুদক্ষ।

বেদনা প্রশ্ন-মীমাংস।

রাজা বলিলেন-ভত্তে, সুখ-বেদনা কুশল-অকুশল-অব্যাকৃতের মধ্যে কোনটি? মহারাজ, তিনটিই হইতে পারে। ভত্তে, যাহা কুশল, তাহা দুঃখকার নাহে; যাহা দুঃখকার তাহা কুশল নাহে; তাহা হইলে কুশল দুঃখকার উৎপন্ন হইতে পারে না। মহারাজ, এই আপনি কেমন মনে করেন-একজন পুরুষ ডান হাতে তপ্ত লৌহ গুটিকা লইল, বাম হাতে বরফ পিয়া লইল তবে তাহার দুঃখহ্রাস দাহ করিবে কি? ইহা ভত্তে, দাহ করিবে। কেন মহারাজ, দুইটি গরম কি? না ভত্তে। তবে দুইটি ঠাণ্ডা কি? না ভত্তে। ইহা, এখন
নিজের পরাজয় মানুন। যদি বলেন-গরমের দ্বারা জুলে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, দুইটি ত আর গরম নহে, দুইটি যে দঞ্জ করিবে, তেমন অবস্থা ত সেখানে উৎপন্ন হয় না। যদি বলেন-ঠাণ্ডার দ্বারা জুলে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, দুইটি ত আর ঠাণ্ডা নহে, দুইটি যে দঞ্জ করিবে, তেমন অবস্থা ত সেখানে উৎপন্ন হয় না। মহারাজ, তবে উভয়টি দঞ্জ করে কেন? দুইটি শীতলও নহে। দুইটি গরমও নহে। অর্থাৎ একটা গরম, একটা ঠাণ্ডা।

আমার নিকট তেমন শক্তি নাই যে, আপনার ন্যায় বাদীর সঙ্গে আলাপ করিতে পারি। ভাল আপনি সেই তত্ত্ব নির্ধারণ করুন। তত্ত্ব স্বাভাবিক অভিধার্মিক কথার দ্বারা রাজাকে বুঝিয়েন। মহারাজ, গৃহজাত আনন্দ ৬টি, নৈক্তমাজাত আনন্দ ৬টি, গৃহজাত নিরান্দ ৬টি, নৈক্তমাজাত নিরান্দ ৬টি, গৃহজাত উপেক্ষা ৬টি, নৈক্তমাজাত উপেক্ষা ৬টি, এই ৬টি চক্র; সুতরাং অতীত বেদনা ৩৬টি, অনাগত বেদনা ৩৬টি ও বর্তমান বেদনা ৩৬টি। এই সমস্ত মোট করিয়া ১০৮টি বেদনা। ভাবে, আপনি সুদৃঢ়।

বর্তমান নাম-রূপসমূহের একাধী নানাধী প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিয়েন-ভবে, জন্মগ্রহণ করে কে? স্বাভাবিক বলিয়েন- মহারাজ, নাম-রূপ। এই বর্তমান নাম-রূপ কি? না মহারাজ, এই বর্তমান নামরূপ জন্মগ্রহণ করে না। কিন্তু এই নাম-রূপদ্বারা ভাল-মন্দ যাহাকে কাজ করা যায়, সেই কর্ম প্রভাবে অন্য নাম-রূপ জন্মগ্রহণ করে। ভবে, যদি এই নাম-রূপ জন্মগ্রহণ না করে, তাহা হইলে সে পাপকর্ম হইতে মুক্ত হইবে কি? স্বাভাবিক বলিয়েন-যদি জন্মগ্রহণ না করে, মুক্ত হইবে। কিন্তু জন্মগ্রহণ করে বলিয়া পাপকর্ম হইতে মুক্ত হইবে না।

উপস্থা প্রদান করুন। মহারাজ, কোন পুরুষ একজন লোকের আম চুরি করিল, সে চোরকে ধরিয়া রাজার নিকট আনিয়া বলিল-দেব, এই বাক্তি আমার আম চুরি করিয়াছে। চোর বলে-না দেব, আমি তাহার আম চুরি করি নাই। সে যে আম রূপণ করিয়াছিল, তাহা অন্য, আমি যাহা চুরি করিয়াছি, তাহা অন্য। কাজেই আমি দণ্ড প্রাপ্তির যোগ্য নহি। কেনম মহারাজ, সেই চোর দণ্ড পাইবে কি? ইঁ ভবে, পাইবে। কেন? সে যাহাই
বলুক না, পূর্বের আমটি ছাড়িয়া দিলেও, শেষের আমটি চুরি করার দোষেও, দও প্রাপ্ত হইবে। এইরূপ মহারাজ, বর্তমান নাম-রূপ যাহা ভাল-মন্দ কার্য করে, তদ্বারা অন্য নাম-রূপ জন্মাইহ করে, সেই কারণে পাপ-মুক্ত হয় না।

পুনরায় উপমা প্রদান করন। যেমন মহারাজ, একজন পুরুষ শালি ধান্য চুরি করিল, ... একজন ইক্ষু চুরি করিল,...এই উপমাগুলিও আমের ন্যায়।

যেমন একজন লোক হেমন্তকালে আগুন জালিয়া শরীরের উত্তোল করতঃ আগুন না নিবাইয়া চিলিয়া গেল। সেই আগুনন্দরা একজন লোকের ক্ষেত জালিয়া গেল। ক্ষেত বাম তাহাকে রাজার নিকট আনিয়া বলিল-দেব, এই ব্যক্তি আমার ক্ষেতটি জালাইয়া দিয়াছে। সে বলে-দেব, আমি তাহার ক্ষেত দাহ করি নাই। আমি যে আগুন জালিয়াছি, তাহা অন্য, যেই আগুনন্দরা ক্ষেত জালিয়াছে, তাহা অন্য। কাজেই আমি দওয়াগো নহি। কেমন মহারাজ, সে দো পাইবে কি? হা, দও পাইবে। কি কারণে? সে যাহাই বলুক না কেন, আগুন আগুন ছাড়িয়া দিলেও, পরের আগুন হইলেও জালিয়াছে। কাজেই সে দও পাইবে। এইরূপই মহারাজ, ভাল-মন্দ কাজ লইয়া জন্মাইহণ থাকিলে, নাম-রূপ পাপ-মুক্ত হয় না।

পুনরায় উপমা প্রদান করন। যেমন মহারাজ, কোন পুরুষ প্রদীপ লইয়া একটি ধাপে উঠিয়া ভোজন করিল, প্রদীপটি জলিতে জলিতে তৃণে ধরিল, তৃণ জুলিয়া ঘরে ধরিল, ঘর জুলিয়া গ্রাম দর্শন হইল। গ্রামসারি তাহাকে ধরিয়া বলিল-কেন তুমি আমাদের গ্রামটি জলাইয়া দিলে? সে বলে-আমি তোমাদের গ্রাম জলাইয়া নাই। আমি যে প্রদীপে ভোজন করিয়াছিলাম, সে অগ্নি অন্য, আর আগুনে যে গ্রাম জলাইয়াছে তাহা অন্য। উভয় বিবাদ করিতে করিতে রাজার নিকট উপস্থিত হইল। মহারাজ, এখন আপনি কার পক্ষে থাকিবেন? গ্রামসারির পক্ষে। কি কারণে? সে যাহা বলুক না কেন, তাহার উৎপন্ন অগ্নিভাবে গ্রাম দর্শন হইয়াছে। তদ্রুপ জন্মাইহণ থাকিলে নাম-রূপ পাপ-মুক্ত হয় না।

পুনরায় উপমা প্রদান করন। যেমন মহারাজ, কোন পুরুষ একটি শিশু কুমারীকে বিবাহ মানসে বরণ করিয়া শুক্ত (পণ) প্রদানপূর্বক চলিয়া গেল। কুমারী যখন বয়ংপ্রাপ্তা হইল, তখন অন্য একজন পুরুষ শুক্ত দিয়া তাহাকে
বিবাহ করিল। এমন সময় প্রথম ব্যক্তি আসিয়া বলে-হে পূর্ণ, কেন তুমি আমার ভার্ষা নিয়া গেলে? দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল-না আমি তোমার ভার্ষা নিয়া নাই, তুমি বেই কুমারীকে শুক্ল দিয়াছিলে, সেই কুমারী অন্য, আর আমি বেই বয়ঃপ্রাপ্ত যুবতী বিবাহ করিয়াছি, এই স্ত্রী অন্য। দুইজনে বিবাহ করিয়া যদি আপনার নিকট উপস্থিত হয়, তখন আপনি কি ব্যবস্থা করিবেন? ভবতে, আমি পূর্ব ব্যক্তিকেই দিব। কি কারণে? সে যাহাই বলুক না, ঐ শিং কুমারীই ত যুবতী হইয়াছিল। এই প্রকারই মহারাজ, মরণকাল পর্যন্ত অন্য নাম-রূপ, জন্মগ্রহণ কালে অন্য নাম-রূপ। তথাপি তাহা পূর্ব নাম-রূপ হইতেই উৎপন্ন হয়। সেই কারণে জন্মগ্রহণ থাকিলে নাম-রূপ পাপ-মুক্ত হয় না।

পুনরায় উপমা প্রদান করুন।-যেমন মহারাজ, গোপালকের হাত হইতে কোন পূর্ণ একটা দুষ্কা কিনিয়া পুনঃ তাহার হাতে রাখিয়া চলিয়া গেল। বলিল-কল্য লইয়া যাইব। পরদিন সেই দুষ্কা দধি হইয়া গিয়াছে। সে আসিয়া বলিল-আমার দুষ্কা ঘটিতা দাও। গোপালক দধির ঘটিতা দিল। দুষ্কা কৃত্তা বলিল-আমি তোমার হাত হইতে দধি কিনি নাই, আমাকে দুষ্কা ঘটিত দাও। গোপালক বলিল-আমি ঐ সব জানি না, তোমার ক্ষীরই ত দধি হইয়াছে। যদি তাহারা বিবাহ করিয়া আপনার নিকট আসে, আপনি তাহার কি ব্যবস্থা করিবেন? আমি গোপালকের মতেই মত দিব। কেন? দুষ্কা কৃত্তা যাহাই বলুক না তাহার দুষ্কা ত দধি হইয়াছে। এই প্রকারই মহারাজ, বর্তমান নাম-রূপ অন্য, প্রতিষ্ঠিত (জন্ম) কালে অন্য। কিন্তু পূর্বের নাম-রূপ হইতেই পরবর্তী নাম-রূপ হইয়াছে। সেই কারণে জন্মগ্রহণ থাকিলে নাম-রূপ পাপ-কর্ম মুক্ত হয় না। ভবতে, আপনি সুদক্ষ।

নাগসেনের জন্মগ্রহণ প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন-ভবতে, আপনি জন্মগ্রহণ করিবেন কি? মহারাজ পুনঃ এই প্রশ্ন করা নিম্প্রয়োজন, কারণ প্রথমেই আপনাকে ইহা বলিয়াছি। যদি আমি আসক্তিযুক্ত হই, জন্মগ্রহণ করিব, যদি নিরাসক্ত হই, জন্মগ্রহণ করিব না।

উপমা প্রদান করুন।-যেমন মহারাজ, কোন পূর্ণ রাজার অধিকৃত কার্য সম্পাদন করিল, রাজা তাহার প্রতি তৃষ্ণ হইয়া অধিকার প্রদান
করিলেন। সে অধিকার প্রাপ্ত হওয়ায় পঞ্চ কামওত্ত্ব সৃষ্টি হইয়া বাস করিতে লাগিল। যদি সে লোকজনকে এইরূপ বলে-রাজা আমার কিছুই প্রতীকার করিতেছেন না, কেমন মহারাজ, সে ঠিক কথা বলিতেছে কি? না ভবন্ত, এই প্রকারই আপনার পুনঃ প্রশ্ন নিম্প্রস্তুত। পূর্বেই আপনাকে বলিয়াছি, উপাদান থাকিলে জন্ম হইবে, না থাকিলে জন্ম হইবে না। ভবন্ত, আপনি সুদক্ষ।

নাম-রূপ জন্ম প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন-ভবন্ত, আপনি যে বলিতেছেন, নাম-রূপ, তন্মধ্যে নাম কি? আর রূপ কি? মহারাজ, যাহা স্থল তাহা রূপ। যাহা সৃষ্টি চিত্ত-
চৈতন্য ধর্ম তাহা নাম। ভবন্ত, নাম কি কারণে পৃথক জন্মপ্রাপ্ত করে না?
মহারাজ, এই নাম-রূপ ধর্ম দুইটি-একটি অন্যটির আশ্রিত, এই কারণে
একচেই উৎপন্ন হয়।

উপমা প্রদান করন।-যেমন মহারাজ, কুকুটির রূপ না হইলে ভিন্ন ও
হইবে না। এই রূপও ভিন্ন পরম্পরাগত, একচেই ইহাদের উৎপত্তি। এই
প্রকার মহারাজ, নাম না হইলে রূপও হইবে না। যাহা নাম, আর যাহা
রূপ, দুইটি পরম্পরাগত; একচেই ইহাদের উৎপত্তি হয়। এই প্রকারই
দীর্ঘকাল এই নাম-রূপ প্রবাহ চলিতে থাকে। ভবন্ত আপনি সুদক্ষ।

অধিপ্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন-ভবন্ত, আপনি যে বলিতেছেন ‘দীর্ঘ-কাল’ এই কাল কি?
মহারাজ, অতীত কাল, অনাগত কাল ও বর্তমান কাল। ভবন্ত, সমস্ত
বিষয়ের একটি কাল আছে কি? মহারাজ, কোনটির কাল আছে, কোনটির
কাল নাই। কোনটির আছে, কোনটির নাই? মহারাজ, যেই সংক্রান্ত
অতীত, বিগত, নিরুদ্ধ, বিপর্যয়ভাব প্রাপ্ত, তাহাদের কাল নাই। যেই-গুলির
ফল এখনও বাকী আছে ও সেইগুলি জন্ম প্রদান করে, তাহাদের কাল
আছে। যেই প্রাণিগুলি মরিয়া অন্যত্র উৎপন্ন হয়, তাহাদের কালও আছে।
যেই প্রাণিগুলি মরিয়া অন্যত্র উৎপন্ন হইবে না, তাহাদের কাল নাই। আর
ঊর্ধ্বার নির্বাণ প্রাপ্ত, তাহাদেরও কাল নাই, কারণ তাহারা নির্বাণ প্রাপ্ত
হইয়াছেন। ভবন্ত, আপনি সুদক্ষ।

অধ্বসন বর্ণ দ্বিতীয়।
ট্রিকাল-মূল প্রশ্ন-মীমাংসা


কালের পূর্বকোটি প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন-ভবন, আপনি যে বলিতেছেন-পূর্বপীঠা দেখা যায় না, ইহার উপমাপ্রদান করন। মহারাজ, যেমন কোন পূর্বায়ন অল্পমাত্র বীজ মাটীতে বপন করিল। সেই বীজ হইতে অদৃশ্য উঠিয়া অনুমোদ্ম বাড়িতে বাড়িতে পরে ফল প্রদান করিল। সেই বীজ লইয়া আবার বপন করিল, তাহাও বাড়িয়া ফল প্রদান করিল, এইরূপ এক বীজ হইতে অন্য বীজ পরস্পরা এই যে একটা প্রবাহ সত্তি তাহার অন্ত আছে কি? না ভবন। এই প্রকারই মহারাজ, কালের পূর্বপীঠা দেখা যায় না।

পূনরায় উপমা প্রদান করন।- যেমন মহারাজ, কুকুটী হইতে ডিষ্ক হইয়া। আবার সেই ডিষ্ক হইতে কুকুটী এই যে একটা প্রবাহ তাহার অন্ত আছে কি? না ভবন। এইরূপ কালের পূর্বপীঠা দেখা যায় না।

পূনরায় উপমা প্রদান করন।- সুবির মাটীতে একটা চক্র আঁকিয়া রাজাকে বলিলেন-মহারাজ, এই চক্রের একটা অন্ত আছে কি? না ভবন। এই প্রকারই মহারাজ, ভগবান জন্ম-চক্র দেখিয়াছেন। চক্রের কারণে রূপে চক্র-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, এই চক্র রূপ ও বিজ্ঞানের মিলনে স্পর্শ, স্পর্শের কারণে বেদনা, বেদনার কারণে তৃষ্ণা, তৃষ্ণার কারণে কর্ম, কর্ম হইতে পুনর্জয় চক্র উৎপন্ন হয়। এই প্রকার প্রবাহ সত্তির একটি অন্ত আছে কি? না ভবন। শ্রোত্র, স্রোত্র, জিহ্বা, কায়, মন এইগুলির উপমাও চক্র
পূর্বকোটি প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন-ভবত, আপনি যে বলিতেছেন-পূর্বসীমা দেখা যায় না, সেই পূর্বসীমাটি কি? মহারাজ, যাহার অন্তর্গত কাল, তাহা পূর্বসীমা। তবে কি যাবতীয় পূর্বসীমা দেখা যায় না? মহারাজ, কোনটি দেখা যায়, কোনটি দেখা যায় না। কোনটি দেখা যায়, কোনটি দেখা যায় না? মহারাজ, ইহার পূর্বে সর্বাঙ্গম সর্ববিষয়ে অবিদ্যা যে ছিল না, ইহার পূর্বসীমা দেখা যায় না। যাহা ছিল না তাহা হইতেছে, আবার হইয়া বিলীন হইতেছে, ইহার পূর্বসীমা দেখা যায়। ভবত, যাহা ছিল না তাহা হইতেছে, আবার হইয়া বিলীন হইতেছে, তাহা কি দুইদিকে ভাঙিয়া নষ্ঠ হইতেছে না? যদি মহারাজ, দুইদিকে ভাঙিয়া নষ্ঠ হয়, তাহা হইলে কি দুই ভংলাবন্ধকে বাড়ানও যাইতে পারে না? হঁ, তাহারও বাড়ান যাইতে পারে। "ভবত, আমি উহা জিজ্ঞাসা করিতেছি না। পূর্বসীমা হইতে বাড়ান যাইতে পারে কি?" "হঁ বাড়াইতে পারে।"

উপমা প্রদান করন।- স্বর্গের তাঁহাকে বুনকের উপমা দিয়া দেখাইলেন যে-‘পঞ্চ স্বর্গই সমস্ত দুঃখরাশির বীজ।’ ভবত, আপনি সুদক্ষ।

সংস্কারোৎপত্তি প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন-ভবত, এমন কি কোন সংস্কার আছে, যাহারা উৎপন্ন হইতেছে? আছে মহারাজ। ভবত, সেইগুলি কি? মহারাজ, চক্রু থাকিলে রূপ দর্শনে চক্রু-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়; চক্রু-বিজ্ঞান থাকিলে চক্রু-সংস্পর্শ হয়; চক্রু-সংস্পর্শ থাকিলে বেদনা হয়; বেদনা থাকিলে তৃষ্ণা হয়; তৃষ্ণা থাকিলে উপাদান হয়, উপাদান থাকিলে ভব হয়; ভব থাকিলে জন্ম হয়; জন্ম থাকিলে জরা-মরণ-শোক-পরিবেশন দুঃখ দৌম্যনস্য, উপায়াস উৎপন্ন হয়। এই প্রকারে সমস্ত দুঃখরাশির উৎপন্নত হয়। মহারাজ, চক্রুর অভাবে রূপ দর্শন হয় না, রূপ দর্শন না হইলে চক্রু-বিজ্ঞানাদি কিছুই হয় না। বরঞ্চ সমস্ত দুঃখরাশিরও নিরোধ হয়। ভবত, আপনি সুদক্ষ।
সন্ধাত সংস্কার প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন- ভদ্রো, এমন কি কোন সংস্কার আছে, যেইগুলি না হইয়া জাত হয়? না মহারাজ, তেমন নাই, বরং হইয়াই জাত হয়।

উপমা প্রদান করল।- মহারাজ, এইটি আপনি কেমন মনে করেন, সেই ঘটিতে আপনি বসিয়াছেন, ইহা কি না হইয়া জাত হইয়াছে? ভদ্রো, না হইয়া জাত বন্ধ এই ঘরে নাই, সমস্ত হইয়াই জাত হইয়াছে। ভদ্রো, এই গাছগুলি বনে ছিল, এই মৃদুকার পৃথিবীতে ছিল, তীর্থ পুরুষের উদামে এই গৃহটি নির্মিত হইয়াছে। এই প্রকারই মহারাজ, এমন কোন সংস্কার নাই, না হইয়া জাত হয়, সমস্ত সংস্কার হইয়াই জাত হয়।

পুনরায় উপমা প্রদান করল।- মহারাজ, বীজ কিংবা শাখা মাটিতে রোপণ করিলে উহার অনুক্রমে বাড়িয়া ফল-ফুল প্রদান করে, এই গাছ না হইয়া জাত হয় নাই, হইয়াই জাত হইয়াছে। এই প্রকার মহারাজ, এমন কোন সংস্কার নাই, না হইয়া জাত হইয়াছে, উহা হইয়াই জাত হইয়াছে।

পুনরায় উপমা প্রদান করল।- যেমন মহারাজ, কুলির পৃথিবী হইতে মাটি লইয়া বিবিধ ভাজন নির্মাণ করে, সেই ভাজনসমূহ না হইয়া জাত হয় নাই, হইয়াই জাত হইয়াছে।

পুনরায় উপমা প্রদান করল।- মহারাজ, যদি বীণার পত্র, চর্ম, দ্রোণী, দুঃ, উপবীত, তত্ত্ব কোন না থাকে, তাহা পুরুষের দুই চোখে যদি না হয়, তবে কি বীণা হইতে শঙ্খ নির্গিত হইবে? না ভদ্রো। যদি বীণাতে সমস্ত অবরূপ থাকে, শঙ্খ জাত হইবে কি? হাঁ ভদ্রো। এই প্রকার মহারাজ, এমন সংস্কারসমূহ নাই, না হইয়া জাত হয়, সমস্ত হইয়াই জাত হয়।

পুনরায় উপমা প্রদান করল।- মহারাজ, যদি ছোট বড় অগ্নি মহুপে কাঠ, কাঠ-বদ্ধন রজ্জু, অতিরিক্ত কাঠ, বন্ধ ও পুরুষের দৃঢ় চোখে না থাকে, আগন্তু জ্বালাইতে পারিবে কি? না ভদ্রো। যদি সমস্ত অবরূপ থাকে পারিবে কি? হাঁ ভদ্রো। এই প্রকার মহারাজ, সংস্কারসমূহ এমন নাই, না হইয়া জাত হয়, সমস্ত হইয়াই জাত হয়।

পুনরায় উপমা প্রদান করল।- মহারাজ, যদি মণি, রৌদ্র, গোময় না থাকে অগ্নি উৎপন্ন হইবে কি? না ভদ্রো। যদি তিনিও থাকে অগ্নি উৎপন্ন হইবে কি? হাঁ ভদ্রো। এই প্রক্রারই মহারাজ....
পুনরায় উপমা প্রদান করুন।- মহারাজ, যদি আপনারা, আপনি ও মুখ না থাকে, জীব রূপ দেখা যাইবে কি? না ভুঁতে। যদি তিনি থাকে, দেখা যাইবে কি? হা ভুঁতে। এই প্রকারই সংকারসমূহ হইয়াই জাত হয়। ভুঁতে, আপনি সুদ্ধক।

বিজ্ঞাতা প্রথা-মীমাংসা

রাজা বলিলেন-ভুঁতে, বিজ্ঞাতার উপলব্ধি হয় কি? মহারাজ, আপনি কোন বিজ্ঞাতার কথা বলিতেছেন? ভুঁতে, দেহের অভ্যস্তরে যে জীব চক্ষুগুচ্ছরা রূপ দেখে, শ্রোতগুচ্ছর শব্দ শুনে, নাসিকাগুচ্ছর গন্ধ প্রহর করে, জিহ্বাগুচ্ছর রসাধারণ অনুভব করে, কায়ের দ্বারা স্পর্শ-মোগ্য বক্ষ স্পর্শ করে ও মনের দ্বারা ধর্ম জানে। যেমন আমারা প্রাসাদে বসিয়া যেই যেই জানালা দিয়া দেখিতে ইচ্ছা করি, সেই সেই জানালা দিয়া দেখি। পূৰ্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণের যে কোন জানালা দিয়া দেখিতে পারি। এই প্রকার ভুঁতে, দেহের অভ্যস্তরে যে জীব আছে, সে শরীরের যেই যেই দরজা দিয়া দেখিতে ইচ্ছা করে, সেই সেই দরজা দিয়া দেখিতে থাকে। হুবির বলিলেন, মহারাজ, আমি পঞ্চদ্বার সমস্তে বলিতেছি, তাহা মনোযোগের সহিত শ্রবণ করুন-যদি অভ্যস্তরের জীব আমাদের চারিদিকে জানালা দিয়া দেখার নায় রূপ দেখিয়া থাকে, তাহা হইলে চন্দ্র-শ্রোত, নাসিকা-জিহ্বা, কায়-মন দিয়া সেইরূপই দেখিয়া থাকিবে, যজ্ঞোপবীতের দ্বারা শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ধর্ম জ্ঞাত হইবে কি? না ভুঁতে। তাহা হইলে মহারাজ, আপনার আগের কথার সন্ধিত পরের কথা, পরের কথার সন্ধিত আগের কথা মিলিতেছে না।

মহারাজ, আমরা প্রাসাদে বসিয়া জানালাগুলি যখন খুলিয়া দিয়া এবং বিপুল আকাশ দিয়া মূঢ় বাহির করি, তখন ভালমতে রূপ দেখিয়া থাকি, এইরূপ অভ্যস্তরের জীবও চক্ষুগুচ্ছ খুলিয়া দিয়া বিপুল আকাশটি ভালমতে দেখিয়া থাকিবে, সেইরূপ অপর ইত্যাদিপৃঙ্গুলি ও শাস্ত্রীয় জ্ঞাত হইবে কি? না ভুঁতে। মহারাজ, আপনার আগের সন্ধিত পরের কথা ও পরের সন্ধিত আগের কথা মিল হইতেছে না।

যেমন মহারাজ, দিন্ন নামক এক বক্ষি বাহির হইয়া বহির্ফটকে দাঁড়াইল, তবে কি মহারাজ, আপনি জানিবেন, দিন্ন বহির্ফটকে দাঁড়াইয়া
রহিয়াছে? হঠাৎ, জানিব। মহারাজ, দিন্ন ভিতরে প্রবেশ করিয়া আপনার
সমুখে গিয়া যখন দাঁড়ায়, তখন কি আপনি তাহাকে আমার সমুখে
দেখিতে পাইতেছি বলিয়া জানিবেন? হঠাৎ, জানিব। এই প্রকার
মহারাজ, অভাবে যে জীব আছে, সে কি জিহ্বায় অন্ধকৃত, লবণপত, 
ভিক্ষু, কুটিত, দৈহিত্য, মধুরত সস্নিগ্ধ মাত্রই জানিতে পারে? হঠাৎ,
জানিতে পারে। সেই রসগুলি পেটের মধ্যে প্রবেশ করিলে অন্ধকৃত,
লবণপত, ভিক্ষু, দৈহিত্য, মধুরত জানিতে পারেন; না হঠাৎ। মহারাজ,
আপনার আগের কথার সহিত পরের কথা, পরের কথার সহিত আগের
কথা ঐক্য হইতেছে না।

যেমন মহারাজ, কোন পুরুষ একজন যে মুখ অনায়া মধুর পাত্র পূর্ণ
করিল, তৎপর একজন পুরুষের মুখ বাঁধিয়া মধুপাত্রে ফেলিয়া দিল। 
মহারাজ, সেই পুরুষ যে মুখ পূর্ণ করিল তাহার মধু প্রাপ্ত করে নাই 
কিনা। কি করার? তাহার মুখে মুখ প্রাপ্ত করিয়া নাই বলিয়া। মহারাজ,
আপনার আগের কথার সহিত পরের কথা, পরের কথার সহিত আগের
কথা ঐক্য হইতেছে না।

ভবত, আপনার ন্যায় বাদীর সহিত আলাপ করিতে আমি সমর্থ নহি।
আপনি ইহার অর্থ নির্ধারণ করুন।

স্বার্থ অভিধর্ম সম্যক কথার দ্বারা রাজাকে কুঞ্জমুখ। মহারাজ, চক্ষুর 
কারণে রূপে চক্ষু-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। তাহার সহজত স্পর্শ, বেদনা,
সংজ্ঞা, চেতনা, একাগ্রতা, জীবিতত্ব, মনসিকার। এই প্রকারে এই
ধর্মগুলি এক একটির উপকারকরপে জাত হইয়া থাকে। এই পঞ্চ-ক্ষেত 
কোন নির্দিষ্ট বিজ্ঞান উপলব্ধি হয় না। তত্ত্ব শোভাদিতেও বিজ্ঞান 
উপলব্ধি হয় না। ভবত, আপনি সুদক্ষ।

চক্ষু-বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন—“ভবত, চক্ষু-বিজ্ঞান যেখানে উৎপন্ন হয়, মনোবিজ্ঞানও 
সেখানে উৎপন্ন হয় কি?” “হই মহারাজ।” “ভবত, চক্ষু-বিজ্ঞান ও 
মনোবিজ্ঞানের মধ্যে কোনটি প্রথমে, কোনটি পরে উৎপন্ন হয়? মহারাজ,
প্রথম চক্ষু-বিজ্ঞান পরে মনোবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়।” “তাহা হইলে কি ভবত, 
চক্ষু-বিজ্ঞান মনোবিজ্ঞানকে আদেশ করে—আমি যেখানে উৎপন্ন হইব,
তুমিও সেখানে উত্পন্ন হইয়া? অথবা মনোবিজ্ঞান চক্ষুবিজ্ঞানকে আদেশ
করে-সেখানে তুমি উত্পন্ন হইবে, আমিও সেখানে উত্পন্ন হইব?” “না
মহারাজ”, “পরস্পরের তেমন কোন আলাপ হয় না!” “তবে ভবত, কি
প্রকারে সেখানে চক্ষুবিজ্ঞান উত্পন্ন হয়, সেখানে মনোবিজ্ঞানও উত্পন্ন
হয়?” “মহারাজ, তাহা কিতু, দারুণ, পরিচয়ত, ব্যবহারত ভেদে উত্পন্ন
হয়।” “ভবত, কিতু হেতু কি প্রকারে সেখানে চক্ষুবিজ্ঞান উত্পন্ন হয়,
সেখানে মনোবিজ্ঞান উত্পন্ন হয়?”

উপমা প্রদান করল।- মহারাজ, তাহা কেমন মনে করেন, যখন বৃষ্টি
হয়, তখন জল কোন্ দিক দিয়া গমন করে?” “ভবত, সেইদিকে নি,
সেইদিক দিয়া গমন করে।” যদি অন্য সময় বৃষ্টি হয়, সেই জল কোন্ দিক
দিয়া গমন করে?” “পূর্বে যেই দিক দিয়া জল গিয়াছে, এখানও সেইদিক
দিয়া গমন করিবে।” “কেমন মহারাজ, আমার জল কি শেষের জলকে
এমন আদেশ করে যে-আমি সেইদিক দিয়া যাইতেছি, তুমিও সেইদিক
দিয়া যাইও। শেষের জল কি আমার জলের প্রতি আদেশ করে যে-যেই
দিক দিয়া তুমি যাইবে, আমিও সেইদিক দিয়া গমন করিব।” “না ভবত,
তাহাদের পরস্পরের তেমন আলাপ নাই। কিতু হেতু জল চলিয়া
যাইতেছে।” “সেইরূপ চক্ষুবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞানও কিতু হেতুই উত্পন্ন
হইয়া থাকে।”

ভবত, দারুণ হেতু কি প্রকারে যেইখানে চক্ষুবিজ্ঞান উত্পন্ন হয়,
সেইখানে মনোবিজ্ঞানও উত্পন্ন হয়?

উপমা প্রদান করল।- “মহারাজ, আপনি এইটি কেমন মনে করেন?
রাজার সীমান্ত নগরে সুদৃঢ প্রাচীর ও ফটক আছে, কিন্তু দরজা একটি, যদি
কোন পুরুষ নগর হইতে বাহির হইতে চায়, কোনু ধারদিয়া সে বাহির
হইবে? “ভবত, দরজা দিয়া বাহির হইবে।” “যদি অপর একজন পুরুষ
বাহির হইতে চায়, সে কোনু ধার দিয়া বাহির হইবে?” পূর্ব-ব্যক্তি যেই ধার
দিয়া বাহির হইয়াছে, সেও সেই ধার দিয়া বাহির হইবে। “কেমন
মহারাজ, আপের পুরুষ, শেষের পুরুষকে এইরূপ আদেশ করে কি, আমি
 সেইদিক দিয়া যাইতেছি, তুমিও সেইদিক দিয়া যাইও? অথৰ শেষের
পুরুষ আপের পুরুষকে বলে কি, তুমি সেইদিক দিয়া যাইতেছ, আমিও
সেইদিক দিয়া যাইব।” “না ভবত”, “তাহাদের পরস্পরের আলাপ নাই।”
দ্বার আছে বলিয়া গমন করে। সেইরূপ চক্ষুবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞানও দ্বারত্ব 
হেতুই গমন করে।

ভত্তে, পরিচয়ত্ত হেতু কি প্রকারে যেখানে চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, 
যেখানে মনোবিজ্ঞানও উৎপন্ন হয়?

উপমা প্রদান করন।- মহারাজ, আপনি এইটি কেমন মনে করেন? 
প্রথম একটা গাড়ী চলিয়া গেল, তৎপর দ্বিতীয় গাড়ীটা কেন দিক দিয়া 
যাইবে? ভত্তে, আগের গাড়ী যেই দিক দিয়া গিয়াছে, শেষের গাড়ীটিও 
সেই দিক দিয়া যাইবে। কেমন মহারাজ, আগের গাড়ী কি শেষের গাড়ীকে 
আদেশ করে- আমি যেই দিক দিয়া যাইতেছি, তুমি সেই দিক দিয়া 
যাইও। অথবা শেষের গাড়ী আগের গাড়ীকে কি আদেশ করে-তুমি 
সেই দিক দিয়া যাইবে, আমিও সেই দিক দিয়া যাইব।” “না ভত্তে”, 
“তাহাদের পরস্পরের আলাপ নাই। “পরিচয় হেতুই যাইতেছে।” 
“সেইরূপ চক্ষুবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞানও পরিচয় হেতুই গমন করে।

ভত্তে, কি প্রকারে ব্যবহার হেতু যেইখানে চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, 
মনোবিজ্ঞানও সেইখানে উৎপন্ন হয়?

উপমা প্রদান করন।- “মহারাজ যেমন, মুদ্রা গণনা, সংখ্যা লেখা 
প্রভূতি শিল্প বিদ্যায় প্রথম আর্থিকারির ভুল হইয়া যায়, পরে সাবধানে 
ব্যবহার করায় আর ভুল হয় না। সেইরূপ চক্ষুবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞানও 
ব্যবহার ভেদে উৎপন্ন হয়। 

শ্রোতা, আপনি সুদক্ষ।

স্পষ্ট-লক্ষণ প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন- “ভত্তে, যেখানে মনোবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, বেদনাও কি 
সেইখানে উৎপন্ন হয়?” “হই মহারাজ, যেখানে মনোবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, 
সেইখানে বেদনা, সংজ্ঞা, চেতনা, বিতর্ক বিচারও উৎপন্ন হয়। এমন কি 
স্পষ্ট প্রমুখ সমস্ত ধর্ম তথায় উৎপন্ন হয়।”

“ভত্তে, স্পষ্টের লক্ষণ কি?”- “মহারাজ, স্পষ্টের স্পষ্টের লক্ষণ।” 
উপমা প্রদান করন।- মহারাজ, দুইটি মেশ যুদ্ধ করিতে লাগিল। তন্তুধ্যে 
একটি মেশ চক্ষুর ন্যায়, অপর মেশ রূপের ন্যায়, দুইটির একত্র সমিলন 
স্পষ্ট তুল্য প্রাপ্তব্য।
পুনরায় উপমা প্রদান করন।— মহারাজ, যদি দুই হাতে তালি বাজান যায়, তনুধ্বে একটি হাত চক্ষু, অপর হাত রূপ, দুই হাতের মিলন স্পর্শ তুল্য দৃষ্টিব্য।

পুনরায় উপমা প্রদান করন।—“মহারাজ, যদি দুইঘালি করতাল বাজান যায়, তনুধ্বে একটি করতাল চক্ষু, অপর করতাল রূপ, উভয়ের মিলন স্পর্শ তুল্য দৃষ্টিব্য।” ভাতে, আপনি সুদক্ষ।

বেদনা-লক্ষণ প্রশ্ন-মীমাংসা

ভাতে, বেদনার লক্ষণ কি? “মহারাজ, বেদনার অনুভূতি ও অনুভব লক্ষণ।”

উপমা প্রদান করন।— যেমন মহারাজ, কোন পুরুষ রাজার অধিকৃত কার্য সম্পাদন করিল। রাজা তাহার প্রতি তুষ্ট হইয়া অধিকার প্রদান করিলেন। সেই অধিকার প্রাপ্ত হওয়ায় পঞ্চ কামগুলো সুখিত হইয়া বাস করিতে লাগিল। একদা তাহার এইরূপ চিত্ত হইল—‘আমি পূর্বে রাজার অধিকৃত কার্য সম্পাদন করিয়াছি। সেই কারণে রাজা আমার প্রতি তুষ্ট হইয়া অধিকার প্রদান করিয়াছেন। তন্মধ্যে আমি এইরূপ সুখ বেদনা অনুভব করিতেছি।’ যেমন মহারাজ, কোন পুরুষ কুশল কার্য করিয়া মরণাত্মা সুগতি স্রষ্টিকে উৎপন্ন হয়, সে তথায় পঞ্চ দিব্যকামগুলো সুখিত হইয়া বাস করে। একদা তাহার এইরূপ চিত্ত হইল।“আমি পূর্বে কুশল কর্ম করিয়াছিলাম। তন্মধ্যে এইরূপ সুখ বেদনা অনুভব করিতেছি।” এই প্রকার মহারাজ, বেদনার অনুভূতি লক্ষণ ও অনুভব লক্ষণ।” ভাতে, আপনি সুদক্ষ।

সংজ্বা-লক্ষণ প্রশ্ন-মীমাংসা

ভাতে, সংজ্বা লক্ষণ কি? মহারাজ, সংজ্বা লক্ষণ চিহ্নিতরূপে জানান।
ইহাদারা কি জানেন? নীল, পীত, লোহিত, শ্বেত, মণ্ডিতিদি বর্ণ জানে। এই প্রকার মহারাজ, চিহ্নিতরূপে জানাই সংজ্বা।

উপমা প্রদান করন।— যেমন মহারাজ, রাজার ভাণ্ডাগারিক ভাণ্ডারে প্রবেশ করিয়া রাজত্বের নীলাদি রূপ দেখিয়াই দ্ব্যসমুহ চিনিতে পারে।
ভাতে, আপনি সুদক্ষ।
চেতনা-লক্ষণ প্রশ্ন-মীমাংসা

ভব্য, চেতনার লক্ষণ কি? মহারাজ, চেতনার চেতনিত ও অভিসংস্করণ লক্ষণ।

উপমা প্রদান করন।- “যেমন মহারাজ, কোন পুরুষ বিষ প্রক্ষত করিয়া নিজেও পান করে এবং অপরকেও পান করায়। ইহাতে নিজেও কষ্ট পায়, অপর লোকেরাও কষ্ট পায়। এই প্রকার মহারাজ, কোন পুরুষ নিজে অকুশল চেতনায় কার্য করিয়া মরণাতে তীর্থো-প্রতো-অসূর-নিরীয়ে উৎপন্ন হয়, যাহারা তাহার অনুকরণ করে, তাহারাও তদ্রুপ চারি অপারে উৎপন্ন হয়। আর যদি কেহ নিজেও ঘৃত, নবনীত, তৈল, মধু, গুড় সেবন করে ও অপরকেও সেবন করায়, তাহাতে উভয়েই সুখিত হয়। তদ্রুপ নিজে কুশল কার্য করিয়া সেও স্বর্গলাভী হয়, অপর লোকেরাও তাহার অনুকরণ করিয়া স্বর্গলাভী হয়। এই প্রকার মহারাজ, চেতনার চেতনিত ও অভিসংস্করণ লক্ষণ।” ভব্য, আপনি সুদক্ষ।

বিজ্ঞান-লক্ষণ প্রশ্ন-মীমাংসা

ভব্য, বিজ্ঞানের লক্ষণ কি? মহারাজ, বিজ্ঞানের লক্ষণ বিশেষরূপে জানন।

উপমা প্রদান করন।- “যেমন মহারাজ, নগর-রক্ষক নগরের চৌমাথা ভূমির মাঝামাঝি বসিয়া পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর দিক হইতে কোন পবুক্তকে আসিতে দেখে, এই প্রকার মহারাজ, পুরুষ চক্ষুদ্ধরা যাহা রূপ দেখে, তাহা বিজ্ঞানধারা জানিতে পারে। তদ্রুপ কর্ণধারা যেই শব্দ তুলে, নাসিকাধারা যেই ব্রাহ্মণ লয়, জিহ্বাধারা যেই রসাত্মাদন করে, কাজের দ্বারা যেই স্পষ্ট করে ও মনের দ্বারা যেই ধর্ম জানে, এই সমস্ত বিজ্ঞানধারা বিশেষরূপে জানিতে পারে। এই প্রকারই মহারাজ, বিজ্ঞানের বিজ্ঞানন লক্ষণ।” ভব্য, আপনি সুদক্ষ।

বিতত্ত্ব-লক্ষণ প্রশ্ন-মীমাংসা

ভব্য, বিতত্ত্বের লক্ষণ কি? মহারাজ, বিতত্ত্বের লক্ষণ অস্পষ্ট বা নির্যাজিতকরণ।
উপমা প্রদান করন।—“যেমন মহারাজ, সূত্রধর সুকৃত কাঠঘর সন্ধিস্থলে ঠিকভাবে নিয়োজিত করে। এই প্রকার মহারাজ, বিতর্কের অর্পণ লক্ষণ।” ভব্য, আপনি সুদক্ষ।

বিচার-লক্ষণ প্রশ্ন-মীমাংসা

ভব্য, বিচারের লক্ষণ কি? “মহারাজ, বিচারের লক্ষণ অনুমানজন।

উপমা প্রদান করন।—“মহারাজ, যেমন কাঁসের খালে আঘাত করিলে পরে শন্ত করিতে থাকে। এখানে আঘাত বিতর্ক তুল্য, অনুরব বিচার তুল্য।” ভব্য, আপনি সুদক্ষ।

তৃতীয় বর্গ।

স্পর্শাদির বিভাগ প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন—“ভব্য, স্পর্শ, বেন্দন, সংজ্ঞা, চোর, কিছু বিজ্ঞান, বিতর্ক, বিচার এই ধর্মগুলি যখন একত্রিত হয়, তখন কি এইগুলিকে বিভাগ করিয়া নানা প্রকারে দেখাইতে পারিবেন?” “না মহারাজ, পারিব না।”

উপমা প্রদান করন।—“মহারাজ, রাজার পাচক যুষ বা রস পাক করিল। সে তথ্য দয়া, লবণ, আদ্রক, জীরক, মরিচ প্রভৃতি প্রক্ষেপ করিল। যদি রাজা তাহাকে এইধরণের বলে-দর্শন প্রভৃতির রস পৃথক পৃথকভাবে আনয়ন কর। মহারাজ, সে অমৃত, লবণী, তিন্তু, কঠোর, কষ্টায়ত, মধুর, বেদনা করিয়া আনিতে পারিবে কি?” না ভব্য, পারিবে না, বরং স্বীয় স্বীয় লক্ষণে উহাদের শেষ অনুভূত করা যায়।” “মহারাজ, স্পর্শ বেদনারিতে তৃতীয় জাতীয়।” ভব্য, আপনি সুদক্ষ।

জিহ্বা বিজ্ঞয় প্রশ্ন-মীমাংসা

স্বরিব বলিলেন—“মহারাজ, লবণ চক্ষদ্বারা জানা যায় কি?” “হা ভব্য, চক্ষদ্বারা জানা যায়।” “মহারাজ, ভাল করিয়া জানুন।” “তবে কি ভব্য, জিহ্বাদ্বারা জানা যায়? “হা, মহারাজ, জিহ্বাদ্বারা জানা যায়।” “তাহা হইলে ভব্য, সমস্ত লবণ কি জিহ্বাদ্বারা জানা যায়?” “হা মহারাজ।” ভব্য, যদি লবণ জিহ্বাদ্বারা জানা যায়, তবে, বলীবর্ধণ গাঢ় টানিয়া উহা আনে কেন? লবণই আহরণ করিতে হইবে নয় কি? না মহারাজ, লবণ
আনিতে পারে না। এই লবণতু, গুরুত্ব ধর্মগুলি একৈভাব প্রাপ্ত হইলেও উহাদের বিষয় আশ্রয় (গোচর) কিন্তু নানা প্রকার। লবণ ওজনে ভারী। মহারাজ, লবণ তুলাও ওজন করা যায় কি?” “হা যায়।” মহারাজ, লবণ ওজন করিতে পারে না, কেবল ইহার গুরুত্বই ওজন করা হইয়া থাকে। “ভদ্রে, আপনি সুদক্ষ।

নাগসেন ও মিলিন্দ রাজের
মহা প্রশ্নসমূহ সমাপ্ত।

********

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।
রাজা বলিলেন—“ভত্তে, এই যে পঞ্চ আয়তন আছে, তাহা কি নানা কর্মদ্বারা উৎপাদিত হইয়াছে, না একটি কর্মদ্বারা?” “মহারাজ, নানা কর্মদ্বারা উৎপন্ন, একটি কর্মদ্বারা নহে।”

উপথ প্রদান করল।—“মহারাজ, আপনি এইটি কেমন মনে করেন—একটি ক্ষেত্রে পাঁচ প্রাকার বীজ বপন করা হইল, সেই নানা বীজের সাথে প্রাকার ফল হইবে কি?” “হই ভত্তে, হইবে।” “মহারাজ, পঞ্চ আয়তনও সেইরুপ।” ভত্তে, আপনি সুদৃঢ়।

কর্মের নানা কারণ প্রক্ষে-মীমাংসা

রাজা বলিলেন—“ভত্তে, কি কারণে সমস্ত মনুষ্য এক সমান হয় না? কেহ অল্পায়, কেহ দীর্ঘায়, কেহ বহুলেরাগী, কেহ নৌকাগী; কেহ কুশ্বী, কেহ সুশ্বী; কেহ সামর্থ্যনিহিন, কেহ সামর্থ্যবান; কেহ ধনী, কেহ নির্ধনী; কেহ নীচ-কুলীন, কেহ উচ্চকুলীন; কেহ জাননিহীন, কেহ প্রজ্বালন কি কারণে হয়?

স্তুবির বলিলেন—মহারাজ, সমস্ত গাছগুলী এক সমান নহে কেন? কোনটি অঙ্গ, কোনটি তিতু, কোনটি কুটা, কোনটি কমায়, কোনটি মধুর এই প্রাকারের কারণ কি?”

বোধ হয় ভত্তে, বীজসমূহের নানা কারণে। এই প্রাকার “মহারাজ, সকল মনুষ্য এক সমান না হইয়া নানা প্রাকার হইয়া থাকে। ভগবান শুভ মানবকে বলিয়াছেন—হে মানব, জীবনের নিজের কর্মফল নিজেই ভোগ করে, নিজেই নিজের কর্মের মালিক, নিজের কর্ম মত নানায়োনি লাভ করে, কর্মই নিজের বন্ধ তুল্য, নিজের কর্মই নিজের আশ্রয়, কর্মই জীবনের হীন-উত্তমভাবে বিভাগ করে।” ভত্তে, আপনি সুদৃঢ়।
প্রথম উদ্যোগ প্রশ্ন-গীমাংসা

রাজা বলিলেন-ভব্যত, আপনারা এইরূপ বলেন কি-বর্তমান দুঃখ নির্মৃদ্ধ হইবে, অন্য দুঃখ উৎপন্ন হইবে না? “হা এই কারণেই ত মহারাজ আমাদের প্রবন্ধায় গ্রহণ।” তবে এত আগে চেষ্টা করিবেন কেন? যখন সময় উপস্থিত হইবে, তখন চেষ্টা করা উচিত নহে কি?” হুবির বলিলেন-“মহারাজ, আসন্ন কালের চেষ্টা কার্যকরী হয় না আগের চেষ্টাই কার্যকরী হয়।”

উপমা প্রদান করুন।—“মহারাজ, আপনি এই কেমন মনে করেন-যখন আপনি পিপাসিত হইবেন, তখন “জল পান করিব” ভাবিয়া কুপ খনন করাইবেন কি? না ভব্য। এই প্রকার মহারাজ, আসন্ন চেষ্টা কার্যকরী হয় না।


পুনরায় উপমা প্রদান করুন।—“মহারাজ, এই কেমন মনে করেন-যখন আপনার যুদ্ধ কাল আসন্ন হইবে, তখন কি পরিশধ খনন করাইবেন? প্রাচীর বাঁধাইবেন? ফটক নির্মাণ করাইবেন? প্রাচীরপরি সুদর্ঘ গৃহ করাইবেন? ধান্য সংহার করাইবেন? তখন কি আপনি হস্তী, অশ্ব, রথ, ধনু, অসীবিদ্যা শিক্ষা করিবেন?” “না ভব্য।” এই প্রকার মহারাজ, আসন্ন চেষ্টা কার্যকরী হয় না। আগের চেষ্টাই কার্যকরী হয়। তাই ভগবান দেশনা করিয়াছেন—

নিজ হিত হ’বে জনি ধীর বুদ্ধি জন
প্রথমে করেন চেষ্টা বীরের পরাক্রমে,
নিরোদ্ধ শক্তি তুল্য কভু নাহি চলে।
জ্ঞান হীন শাকটিক সমপথ তাজি,
চলিয়া বিধম পথে-পড়ে মহাফেরে।
সে রূপ অজ্ঞানী জন ধর্মপথ ছুড়ি’
ঝলিয়া অধর্ম পথে পড়ি, মৃত্যুমুখে
অক্ষ ছিল রথ তুল্য শোকাবিষ্ট হয়।

ভবে, আপনি সুদক্ষ।

স্বাভাবিকায়ি ও নিরঞ্জনি প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন— ভবে, আপনারা ঝলিয়া থাকেন—স্বাভাবিক অগ্নির চেয়ে নরকের অগ্নি বেশী গরম। স্বাভাবিক অগ্নিতে ক্ষুদ্র এক তুকরাপাশী কেলিয়া দিলে সারাদিনেও পুড়িয়া ভষ্ম হয় না, অথচ একখানি বৃহৎ পাপাশী খণ্ড নরকের অগ্নিতে ফেলিয়া দেওয়ামাত্রই ভষ্ম হইয়া যায়, আমি এই কথা বিশ্বাস করি না। আরার এইরূপে বলেন—নিরয়ে যেই জীবগণ উৎপন্ন হয়, তাহারা বহু সহস্র বৎসর নিরয়ে পৃক্ত হইলেও ধর্মস হয় না, ইহাও আমি বিশ্বাস করি না।


এরূপ মহারাজ, কর্মবলে নিরূপালীরা বহু সহস্র বৎসর নিরয়ে পাকিয়া ধর্মস হয় না। উহারা নিরয়ে উৎপন্ন হয়, নিরয়ে বর্ধিত হয়, আর নিরয়ে মরে। তহবিলে দেশনা করিয়াছেন— “যেই পর্যন্ত জীবনের পাপকর্ম ধর্মস হয় না, সেই পর্যন্ত নিরয়ে মরে না।”

পুনরায় উপমা প্রদান করুন।— কেমন মহারাজ, সিংহী-ব্যাহী-দীপী-কুকুরীগণ শত্রু অস্থি-মাংস খায় কি? হা ভবে, খায়। সেইগুলি তাহাদের হজম হয় কি? হা ভবে, খায়। তবে তাহাদের উদরের গর্ত হজম হয় কি? না ভবে। কি কারণে? মনে হয় কর্মবলে হয় না। এই প্রকার মহারাজ, নিরয়ের জীবন হাজার হাজার বৎসর নিরয়ে ভোগ করিলেন নষ্ঠ হয় না।

পুনরায় উপমা প্রদান করুন।— কেমন মহারাজ, সুকোমল শরীরা যবন-ক্ষত্রিয়-রাজক্ষণ-গৃহপতিগণের স্ত্রী শত খাদ্য-মাংস খায় কি? হা ভবে, খায়। তবে কি তাহাদের সেইগুলি হজম হয়? হা ভবে, খায়। তাহাদের
উদরের গর্ভ হজম হয় কি? না ভস্মীত। কি কারণে? কর্মবলে ধ্বংস হয় না।
সেইরূপ নারকীরা কর্মফল ভোগ না করিয়া নষ্ঠ হইতে পারে না। ভস্মীত,
আপনি সুদক্ষ।

পৃথিবী সমাধারক প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন- ভস্মীত, আপনারা বলিয়া থাকেন- এই মহাপৃথিবী জনের
উপর স্থির, জল বায়ুতে স্থির, বায়ু আকাশে স্থির, ইহাও আমি বিশ্বাস
করি না। স্বভাবে জল ছাকানী ব্যবহার করিয়া পাত্রের দ্বারা জল লইয়া
রাজাকে বুঝাইলেন- যেমন মহারাজ, এই জল বায়ুতারা ধৃত হইয়াছে,
এইরূপ পৃথিবী ধারক জলও বায়ুতে স্থির। ভস্মীত, আপনি সুদক্ষ।

নিরোধ নির্বাণ প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন- ভস্মীত, নিরোধ হওয়াই নির্বাণ কি? হই মহারাজ। ভস্মীত,
নিরোধ হওয়াই যে নির্বাণ তাহা কিরূপ? মহারাজ, এই জগতে যত অজ্ঞ
বাক্তি আছে, সকলই ভিতরের বাহিরের চক্ষু রূপাদি আয়তনকে অভিনন্দন
করে, প্রশংসা করে এবং সেই আয়তনে আসক্ত হইয়া থাকে। তাহারা সেই
স্ত্রোতে ফ্রুক্তি যায়। জনূ-জরা-মরণ-শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-
উপায়াস হইতে মুক্তিলাভ করে না। সেই কারণে সেই দুঃখ হইতে
অব্যাহতি পায় না বলিয়াই বলিতেছি। যিনি জ্ঞানবান আর্য্যবর্গ তিনি
কখনও ঐ ভিতর-বাহির আয়তনকে ভালবাসেন না, তাহাতে প্রশংসাযোগ্য
কিছুই দেখেন না। উহাতে আসক্তও হন না, এই কারণে তাহার ভীষ্ম
নিরোধ হয়, তৃষ্ণার নিরোধে উপাদান নিরোধ হয়, উপাদানের নিরোধে ভব
নিরোধ হয়, ভবের নিরোধে জন্ম নিরোধ হয়, জন্মের নিরোধে জরা-মরণ-
শোক-পরিদেবন-দুঃখ দৌর্মনস্য উপায়াস নিরুদ্ধ হয়। এই প্রকারে
যাবতীয় দুঃখরাশির নিরোধ হয়। এই কারণেই মহারাজ, নিরোধ হওয়াই
নির্বাণ। ভস্মীত, আপনি সুদক্ষ।

নির্বাণ লাভ প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন- ভস্মীত, সকলই নির্বাণ লাভ করে কি? না মহারাজ,
সকলই নির্বাণ লাভ করে না। কিংবা মহারাজ, যিনি সম্ভবকরূপে ধর্ম-নীতি
রক্ষা করেন অর্থাং যাহা অভিজ্ঞে পরিজ্ঞে দুঃখ সত্য, তাহা জানেন।
যাহা পরিত্যাজ্যা সমুদয় সত্য, তাহা পরিত্যাগ করেন। যাহা ভাবনীয় মার্গ
সত্য তাহা ভাবনা করেন। যাহা প্রত্যক্ষ করণীয় নিরোধ সত্য, তাহা
প্রত্যক্ষ করেন। তিনিই নির্বাণ লাভ করেন। ভবন, আপনি সুদক্ষ।

নির্বাণ অলাভেও সুখবোধ প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন- ভবন, যে নির্বাণ লাভ করে নাই, সে কি নির্বাণের সুখ
জানিতে পারে? হী মহারাজ, জানিতে পারে; কি প্রকারে জানিতে পারে?
কেমন মহারাজ, যাহাদের হস্ত-পদ ছিলু হয় নাই, তাহারা কি জানিতে
পারে, হস্তপদ ছিলু হইলে দুঃখ আছে? হী ভবন, জানে। কি একারে জানে?
ভবন, হস্ত পদ ছিলু হইলা যাহারা বিলাপ করিতেছে, তাহাদের শব্দ শুনিয়া
তাহাতে যে দুঃখ আছে এই কারণে জানিতে পারে। এই প্রকার মহারাজ,
যাহারা নির্বাণ দর্শন করিয়াছেন, তাহাদের শব্দ শুনিয়া, নির্বাণে যে সুখ
আছে, উহা সে জানিতে পারে। ভবন, আপনি সুদক্ষ।

নির্বাণ বর্গ চতুর্থ।

বুদ্ধের বিদ্যামানবিদ্যমান প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন- ভবন, আপনি কি বুদ্ধকে দেখিয়াছেন? না মহারাজ,
তবে আপনার আচারবো বুদ্ধকে দেখিয়াছে কি? না মহারাজ। ভবন, তাহা
হইলে বুদ্ধ নাই। মহারাজ, আপনি কি হিমবতের “উহা” নদী নদী
দেখিয়াছেন? না ভবন। তবে আপনার পিতা কি ঐ নদী দেখিয়াছেন? না
ভবন। তাহা হইলে মহারাজ, ঐ নদী কি নাই? ভবন, আমি ও আমার
পিতা “উহা” নদী না দেখিলেও তাহা আছে। এই প্রকার মহারাজ, আমি
এবং আমার আচারণী ভগবানকে না দেখিলেও, তিনি আছেন, ভবন,
আপনি সুদক্ষ।

ভগবানের অনুত্তরভাব প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন-ভবন, বুদ্ধ অনুতর কি? হী মহারাজ, অনুতর। ভবন,
আপনি বুদ্ধকে না দেখিয়া কিরূপ জানিলেন যে-বুদ্ধ অনুতর? কেমন
মহারাজ, যাহারা কোনদিন সমুদ দেখে নাই, তাহারা কি এই মহাসমুদ
মহারাজ, হেন মহারাজ, যে পঞ্চম মহান জাগির জন্য দেখা দিতে হয় এবং সারার উন্নত পূর্ব জানা যায় না, আপনি জানেন? হাঁ ভত্তে, জানেন। এই প্রকার মহারাজ, বহু প্রাসাদের পরিবর্তন প্রাপ্ত হওয়ায়, দেখিয়া জানিতেছি, ভগবান অনুভব ভত্তে, আপনি সুদক্ষ।

রূপক মহারাজ

রাজা বলিলেন-ভত্তে, রূপক যে অনুভব, তাহা কি জানা যায়? হাঁ মহারাজ, জানা যায়। কি প্রকারে? মহারাজের, অতিষ্ঠ কালে তিষ্ঠ শ্রবণ নামে একজন লিখিত ছিলেন। তাহার যে মৃত্তি হইয়াছে বহু বৎসর অতিষ্ঠ হইয়াছে, কি প্রকারে তাহা জানা যায়। ভত্তে, তাহার লেখাদারা। এই প্রকার মহারাজ, যে ধর্মের দেখা দেখে, সে ভগবানকে দেখে, কেননা মহারাজ, ভগবানই ধর্মের দেখানা করিয়াছেন। ভত্তে, আপনি সুদক্ষ।

ধর্ম ধর্ম সম্প্রদায়-মহামাস্ত

রাজা বলিলেন-ভত্তে, ধর্ম কি আপনি দেখিয়াছেন। মহারাজ, রূপকের প্রাসাদের যাবজ্জীবন রূপক শাক্ত ও রূপকের দেশি নিয়মাবলী অনুযায়ী চলিয়া যায়। ভত্তে, আপনি সুদক্ষ।

জন্মান্তরবাদ প্রশ্ন-মহামাস্ত

রাজা বলিলেন-ভত্তে, কিছুই যায় না, অথচ জন্মান্তর করে কি? হাঁ মহারাজ, তাহা কিরাপ?

উপমা প্রদান করুন। যেমন মহারাজ, কন পুরুষ একটি প্রদীপ হইতে আরেকটি প্রদীপ জ্বালাইল। কোনো পূর্বের প্রদীপ হইতে শেষের প্রদীপে কিছু গেল কি? না ভত্তে। এই প্রকার মহারাজ, কিছুই যায় না বটে, অথচ জন্মান্তরও করে।

পুনরায় উপমা প্রদান করুন। মহারাজ, বাল্যাবলী আপনি কি কন শিক্ষকের নিকট স্লোক মুখ্য করিয়াছেন? হাঁ ভত্তে, করিয়াছি। মহারাজ, সেই স্লোক শিক্ষক হইতে আপনার নিকট চলিয়া আসিয়াছে কি? না ভত্তে,
আসে নাই। এই প্রকার মহারাজ, কিছুই যায় না। অথচ জন্মগ্রহণ করে। ভবতে, আপনি সুদক্ষ।

বিজ্ঞাপত্র উপলক্ষি প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলন-ভবতে, অনুভবকারীর উপলক্ষি হয় কি? স্বভাব বলিলন-মহারাজ, পরমার্থত উপলক্ষি হয় না। ভবতে, আপনি সুদক্ষ।

দেহাত্মীয় সংক্রমণ প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলন-ভবতে, এমন কি কোন জীব আছে, যে এই দেহ হইতে অন্য দেহে চলিয়া যায়? না মহারাজ। ভবতে, যদি এই দেহ হইতে অন্য দেহে কেহ না যায়, তাহা হইলে পাপকর্ম হইতে মুক্ত হইবে না কি? হামহারাজ, যদি জন্মগ্রহণ না করে, পাপকর্ম হইতে মুক্ত হইবে। যেহেতু জন্মগ্রহণ করে, তাই পাপকর্ম হইতে মুক্ত হয় না।

উপমা প্রদান করুন।— যেমন মহারাজ, কোন পুরুষ অপর ব্যক্তির আম চুরি করিল, সে দও প্রাপ্ত হইবে কি? হাঁ ভবতে, দও প্রাপ্ত হইবে। মহারাজ, সেই আম চোর তাহার রোপিত আম ত চুরি করে নাই, কেন দও পাইবে? ভবতে, পূর্বের আম্বকে আশ্রয় করিয়া শেষের আম উৎপন্ন হইয়াছে, সেই কারণে সে দও প্রাপ্ত হইবে। এই প্রকার মহারাজ, এই নাম-রূপ ভাল-মন্দ যাহা কর্ম করে, সেই কর্মদ্বারা অন্য নাম-রূপ জন্মগ্রহণ করে, সেই কারণে পাপকর্ম হইতে মুক্তি পায় না। ভবতে আপনি সুদক্ষ।

কর্মফলের অষ্টিত্র প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলন-ভবতে, এই নাম-রূপ কুশল-অকুশল যাহা কর্ম করে, সেই কর্মগুলি কোথায় থাকে? মহারাজ, ঐ কর্মসমূহ ছায়ার ন্যায় পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া থাকে। ভবতে, আপনি ঐ কর্মগুলি এই এই স্থানে থাকে, এমনভাবে দেখাইতে পারিবেন কি? না মহারাজ, পারিব না।

উপমা প্রদান করুন।— কোন মহারাজ, যেই গাছগুলি ফল দেয় নাই, আপনি কি এই এই স্থানে ফলগুলি আছে, এভাবে দেখাইতে পারিবেন? না ভবতে। এই প্রকার মহারাজ, নিরন্তর প্রবহমান যেই কর্ম সন্ততি, তাহা এই এই স্থানে আছে বলিয়া দেখাইতে পারে না। ভবতে, আপনি সুদক্ষ।
উৎপত্তি জ্ঞান প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন- ভত্তে, যে উৎপত্তি হইবে সে কি জানে আমি উৎপত্তি হইব? হা মহারাজ, জানে।

উপমা প্রদান করুন।- কৃষক জমিতে বীজ নিক্ষেপ করার পর বৃষ্টিও ভালমতে হইল; তখন সে কি জানে ধান উৎপত্তি হইবে? হা ভত্তে, জানে। এই প্রকার মহারাজ, যে উৎপত্তি হইবে সে জানে যে, আমি উৎপত্তি হইব। ভত্তে, আপনি সুদক্ষ।

বুদ্ধ দর্শন প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন- বুদ্ধ আছেন কি? হা মহারাজ, আছেন। ভত্তে, আপনি কি দেখাইতে পারিবেন- বুদ্ধ এই এই স্থানে আছেন? মহারাজ, ভগবান অনুপাদিষেষ নির্বাণ লাভ করিয়াছেন। এই এই স্থানে আছেন বলিয়া দেখাইতে পারিব না।

উপমা প্রদান করুন।- কেমন মহারাজ, দাঁত দাঁত ভাবে বৃহৎ এক অগ্নিশিখা জলিয়া নিবিয়া গেল। আপনি কি এই এই স্থানে অগ্নি জলিয়াছে বলিয়া দেখাইতে পারিবেন? না ভত্তে, সেই শিখা নিবিয়া গিয়াছে, তাহার নাম পন্থা নাই। এই এই প্রকার মহারাজ, নির্বাণ প্রাপ্ত ভগবানকে আর দেখান যায় না। তবে ধর্মকায় বুদ্ধকে দেখাইতে পারে। মহারাজ, ভগবানই ধর্মদেশনা করিয়াছেন। ভত্তে, আপনি সুদক্ষ।

বুদ্ধবর্গ পঞ্চম

প্রবিষ্টের প্রিয়কায় প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন- ভত্তে, প্রবিষ্টগণের দেহ প্রিয় কি? না মহারাজ। যদি ভত্তে, তাহাই হয়, তবে শরীরের প্রতি এত যত্ন মমতা কেন? মহারাজ, আপনি কি কখনও যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া শরবিবার হইয়াছেন? হা ভত্তে, হইয়াছি। তবে কি মহারাজ, ঐ ক্ষত স্থানে আলেপ দিয়াছেন? তৈল মাখিয়াছেন? পটিদীরা বাঁধিয়াছেন? হা ভত্তে, সমস্ত করিয়াছি। তবে মহারাজ, আপনি ক্ষত স্থানকে ভালবাসিয়া এত উষ্ণ-বস্ত্র দিয়াছেন কি? না ভত্তে, আমি ক্ষতকে ভালবাসি না, কেবল মাংস বৃদ্ধির জন্য ঐসব করিয়াছি। এই প্রকার
মহারাজ, প্রজিতেরা দেহকে প্রিয় ভাবেন না, কেবল ব্র্হ্মচর্য রক্ষার জন্য
tাহারা নিরপেক্ষভাবে দেহ পোষণ করেন মাত্র। ভগবান বলিয়াছেন—এই
দেহ ব্র্হ্ম তুল্য। প্রজিতগণ ব্র্হ্ম তুল্য দেহকে নিরপেক্ষভাবে রক্ষা করেন।
তাই বুধ পুনঃ দেশনা করিয়াছেন—
আদি চর্মাবৃত দেহে নয়টি দরজা,
মহাব্র তুল্য আছে অতীব ঘৃণিত
ঝড় সিম পৃতি বন্ধ সেই দার দিয়া
অঞ্চল অসার অন্তি, ভাষিলেন বুধ।

ভূতে, আপনি সুদক্ষ।

সর্বজ্ঞতা প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন—ভূতে, বুধ সর্বজ্ঞ-সর্বদৃশ কি? ইহা মহারাজ, ভূতে, তাহা
হইলে তিনি শ্রবণকথায় শিখিয়াছেন অনুক্রমে স্থাপন করিলেন কন? মহারাজ, এমন কি কোন বৈদ্য আছেন, এই পঞ্চিবীর সম্বন্ধ উপর জানেন?
ইহা ভূতে, আছেন। কেমন মহারাজ, সেই বৈদ্য কি রোগীর রোগ না দেখিয়া
উপর পান করিতে দেন, না রোগের পূর্বে দেন? যথামর্যাদ দেন, অসময়ে
দেন না। এই প্রকার মহারাজ, ভগবান সর্বজ্ঞ-সর্বদৃশ শ্রবণকথায়
শিখিয়াছেন অকালে প্রজাতা করেন না, যথাকালে যাত্রাজীবন অলঙ্কায়
শিক্ষাবদ প্রদান করেন। ভূতে, আপনি সুদক্ষ।

বুধের দ্বাত্রিশ লক্ষণ প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন—ভূতে, বুধের বর্তিশ প্রকার মহাপুরুষ লক্ষণ, অনুমান
প্রকার অনুবর্ষন, দেহ সুরম বর্ষ, কাঞ্জন তুল্য চর্ম ও ব্যামরিনামার বিন্দুত
প্রাণ কি? ইহা মহারাজ। ভূতে, তাহার মাতামিতাত এহতাদৃশ লক্ষণসম্পন্ন
ছিলেন কি? না মহারাজ। তাহা হইল এহতাদৃশ লক্ষণ কেবল তাহার ছিল
কি? সাধারণতঃ দেখা যায় পুত্র মাতার নায় নতুনা মাতৃপক্ষের নায় হয়।
কিংবা পিতার নায় বা পিতৃপক্ষের নায় হয়। হেইর বলিলেন মহারাজ,
শতপত্র পদ্ম আছে কি? ইহা ভূতে, আছে। ইহার উৎপত্তি কোথায়? কাদায়
জন্মে এবং জলে অবস্থান করে। তবে কি মহারাজ, পদ্ম বর্ণ-গঙ্কে-রসে
কাদার নায়? না ভষ্টে। এই প্রকার মহারাজ, ভগবানই লক্ষণ-সম্পন্ন, মাতাপিতা তদ্রুপ নহে। ভষ্টে, আপনি সুদক্ষ।

বুদ্ধের বক্ষচর্চ প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন-ভষ্টে, বুদ্ধ বক্ষচারী কি? হঁ মহারাজ। তাহা হইলে ভষ্টে, বুদ্ধ বক্ষার শিষ্য। মহারাজ, আপনার কি উত্তম হতী আছে? হঁ ভষ্টে, আছে। কেনন মহারাজ, সেই হতী কি কখনও ক্রোধনাদ করে। হঁ ভষ্টে, করে। তাহা হইলে মহারাজ, সেই হতী কি ক্রোধের শিষ্য? না ভষ্টে। কেনন মহারাজ, ব্রক্ষা বৃদ্ধিমান, না অবুদ্ধিমান? বৃদ্ধিমান ভষ্টে। তাহা হইলে মহারাজ, ব্রক্ষা বুদ্ধের শিষ্য। ভষ্টে আপনি সুদক্ষ।

বুদ্ধের উপসম্পদা প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন- ভষ্টে, উপসম্পদা লাভ সুদর কি? হঁ মহারাজ। তাহা হইলে ভষ্টে, বুদ্ধের উপসম্পদা আছে কি, না নাই? মহারাজ, ভগবান বোধিবৃহৃক্ষমূলে সর্বজনা জানালাতের সহিতই উপসম্পদ, অন্যের প্রদত্ত উপসম্পদা ভগবানের নাই। ভগবান শাবকদিগের জন্য যাবজ্জীবন অলঙ্কারীর শিক্ষাদাই প্রজাতি করেন। ভষ্টে, আপনি সুদক্ষ।

অঙ্ক ভেষজ-অধেষজ প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন- ভষ্টে, যে মাতার মৃত্যুতে রোদন করে, আর যে ধর্ম-প্রেমে রোদন করে, এই উভয় রোদনকারীর মধ্যে কাহার অঙ্ক ভেষজ, আর কাহার ভেষজ নয়? মহারাজ, এক ব্যক্তির চক্ষু-জল কাম-হিংসা-মোহদ্রো সমল ও উঁচ। এক ব্যক্তির প্রত্য-সৌন্দরলাভে বিমল ও শীতল। মহারাজ, যাহা শীতল, তাহার ভেষজ তুল্য। যাহাই উঁচ তাহার ভেষজ তুল্য নহে। ভষ্টে, আপনি সুদক্ষ।

সরাগ-বীতরাগ ভেদ প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন- ভষ্টে, সরাগি, ও বীতরাগিদের মধ্যে প্রভেদ কি? মহারাজ, একজন সতৃষ্ণ, একজন বীতজ্ঞে অর্থাৎ সতৃষ্ণ ব্যক্তি আসক্তিতে আবদ্ধ, বীতজ্ঞ ব্যক্তি আসক্তিতে আবদ্ধ নহে। ভষ্টে, এই সতৃষ্ণ-
বীতভূষণ কাহাকে বলে? মহারাজ, একজন প্রাগীক ও একজন অপ্রাগীক।
ভত্ত, আমিও এইরূপ বক্তি দেখিতেছি-অথচ এই সরাগী বীতরাগী
উভয়েই ভাল খাদ্য-ভোজ্য ইচ্ছা করে, খারাপ কেহ ইচ্ছা করে না।
মহারাজ, অবিতরাগী রসাথাদ অনুভব করিয়া ও রসাথাদে আসক্তি
উৎপাদন করিয়া ভোজন করে। বীতরাগী রসটি মাত্র অনুভব করিয়া
ভোজন করেন। আসক্তি উৎপাদন করেন না। ভত্তে, আপনি সুদক্ষ।

প্রজা-প্রতিষ্ঠান প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন-ভত্তে, প্রজা কোথায় বাস করে? মহারাজ, কোন স্থানে
বাস করে না। তাহা হইলে কি ভত্তে প্রজা নাই? মহারাজ, বায়ু কোথায়
বাস করে? ভত্তে, কোন স্থানে বাস করে না। তাহা হইলে কি মহারাজ, বায়ু
নাই? ভত্তে, আপনি সুদক্ষ।

সংসার প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন-ভত্তে, আপনি যে সংসারের কথা বলিতেছেন, সেই
সংসার কি? মহারাজ, এখানে জন্ম, এখানে মৃত্যু; এখানে মৃত্যু, অন্যত
উৎপত্তি; তথায় জন্ম, তথায় মৃত্যু; তথায় মৃত্যু, অন্যত উৎপত্তি, এই
প্রকারই সংসার।

উপমা প্রদান করুন।— যেমন মহারাজ, কোন পুরুষ পাকা আম খাইয়া
আটিটির রোপণ করিল, সেই আটিই হইতে বড় একটি আমৃবৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া
ফল ধরিল। সেই পুরুষ সেই বৃক্ষের আম্বে আটিও রোপণ করিল। সেই
বৃক্ষ বড় হইয়াও ফল ধরিল। এইরূপ এই সকল বৃক্ষের শেষ উৎপত্তির
সীমা জানা যায় না, মানুষের জন্ম মৃত্যুও তদ্রুপ। ভত্তে, আপনি সুদক্ষ।

চিরকৃত স্মৃতি প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন-ভত্তে, কিসের দ্বারা অতি গৌণকৃত কার্য সম্রান করা
যায়? স্মৃতির দ্বারা মহারাজ। ভত্তে, চিত্তের দ্বারাই ত সমর্ন করা যায়,
স্মৃতির দ্বারা নাই। মহারাজ, আপনার কি এমন কোন বিষয় আছে, যাহা
আপনি করিয়া ভুলিয়া গিয়াছেন? হা, আছে ভত্তে। মহারাজ, আপনি কি
সেই সময় চিত্ত ছাড়া ছিলেন? না ভত্তে, তখন স্মৃতি ছিল না। তবে আপনি
এমন কেন বলিতেছেন-চিন্তাবর্ধা স্মরণ করে, স্মৃতিদ্বারা নহে। ভদ্দে, আপনি সুদক্ষ।

অভিজ্ঞাত স্মৃতি প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন-ভদ্দে, সমস্ত স্মৃতি জানিয়া উৎপন্ন হয়, না কার্যঃ উৎপন্ন হয়? মহারাজ, জানিয়াও উৎপন্ন হয়, কার্যঃও উৎপন্ন হয়। ভদ্দে, এইরূপ হইলে সমস্ত স্মৃতি জানিয়া উৎপন্ন হয়, কার্যঃ নহে। যদি মহারাজ, কার্যঃ স্মৃতি না থাকে, তাহা হইলে শিল্প কার্যবাদীয় দরকার নাই, শিল্প শিক্ষার দরকার নাই, বিদ্যা শিক্ষার প্রয়োজন নাই, শিক্ষকও নির্ধর্ক। সেই কারণে কোনটি স্মৃতি উৎপন্ন করিয়া করা যায়, কোনটি অপরের নিকট হইতে স্মৃতি গ্রহণপূর্বক শিক্ষা করা যায়। ভদ্দে, আপনি সুদক্ষ।

স্মৃতি বর্ণ যষ্ঠ।

ষোড়শ স্মৃতি-উৎপন্ন প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন-ভদ্দে, কত প্রকারে স্মৃতি উৎপন্ন হয়? মহারাজ, যৌল প্রকারে। সেই যৌল প্রকার কি কি?

অভিজ্ঞানে, কার্যঃ, চূল বিজ্ঞান, হিত বিজ্ঞান, অহিত বিজ্ঞান, সাদৃশ্য নিমিত্তে, বৈদার্শ্য নিমিত্তে, কথা বিজ্ঞান, লক্ষণ, সম্রেণ, মুদ্রাদে, গন্ধাদে, ধারণ, ভাবনায়, পুনঃক নিবন্ধন, উপনিষ্কেপে ও অনুভূতিতে স্মৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অভিজ্ঞানে স্মৃতি কিরূপে উৎপন্ন হয়? মহারাজ, আযুৰ্ব্বেদ আনন্দ, উপাসিকা খুঁজুক্তরা ও অন্যান্য মহানুবেগণ জাতিস্মার জানসম্পন্ন ছিলেন। তাহারা পুরুষত বিষয় ও জন্ম স্মরণ করিতে পারিতেন। এই প্রকারে অভিজ্ঞানে স্মৃতি উৎপন্ন হয়।

কার্যঃ স্মৃতি কিরূপে উৎপন্ন হয়? সভাবতঃ কার্যঃও নিকট ভ্রম বেষ্টিত হয়, তাহাকে কেহ স্মরণ করাইবার জন্য কোন ব্যবস্থা করিয়া দিল, সে কার্য করিতে পারে, ইহাকে কার্যবাদী স্মৃতি বলে।

চূল বিজ্ঞানে স্মৃতি কিরূপে উৎপন্ন হয়? যখন রাজ্যে অভিষিক্ত হয়, আর প্রাচীনত ফল প্রাপ্ত হয়, ইহাকে চূল বিজ্ঞান-স্মৃতি বলে।
হিত বিজ্ঞান-মৃত্তি কিরূপে উৎপন্ন হয়। পূর্বে যেই বিষয়ে সুখ লাভ করা যায়, তাহা পরে স্মরণ হয় যে, অমুক বিষয়ে সুখ পাইয়াছিলাম। ইহাকে হিত বিজ্ঞান-মৃত্তি বলে।

অহিত বিজ্ঞান-মৃত্তি কিরূপে উৎপন্ন হয়? পূর্বে যেই বিষয়ে দুঃখ লাভ করা যায়, তাহা পরে স্মরণ হয় যে, অমুক বিষয়ে দুঃখ পাইয়াছিলাম। ইহাকে অহিত বিজ্ঞান-মৃত্তি বলে।

সাদৃশ্য নিমিত্ত মৃত্তি কিরূপে উৎপন্ন হয়? নিজের মাতা-পিতা ভাই-ভাইর ন্যায় কোন লোক দেখিয়া মাতা-পিতা প্রভৃতিকে, ও কোন উদ্দী, গরু, গর্ভস্থ দেখিয়া অন্য তাদৃশ উদ্দী, গরু, গর্ভস্থকে স্মরণ করে। ইহাকে সাদৃশ্য নিমিত্ত মৃত্তি বলে।

বৈসাদৃশ্য নিমিত্ত মৃত্তি কিরূপে উৎপন্ন হয়? অমুকের এইরূপ বর্ণ, এইরূপ শব্দ, এইরূপ গণ, এইরূপ রস, এইরূপ স্পর্শ এই প্রকার স্মরণ করে। ইহাকে বৈসাদৃশ্য নিমিত্ত মৃত্তি বলে।

কথা অভিজ্ঞান মৃত্তি কিরূপে উৎপন্ন হয়? যে সভাবতঃ ভয় পূর্ণ, তাহাকে অন্য কেহ স্মরণ করাইয়া দেয়, তদ্বারা সে স্মরণ করে। ইহাকে কথা অভিজ্ঞান মৃত্তি বলে।

লক্ষণ-মৃত্তি কিরূপে উৎপন্ন হয়? যে বলিবদ্ধিয়াকে কোন চিহ্নিতা ও লক্ষণদ্বারা জানিতে পারে, ইহাকে লক্ষণ-মৃত্তি বলে।

স্মরণ-মৃত্তি কিরূপে উৎপন্ন হয়? সভাবতঃ যাহার ভুল বেশী হয়, তাহাকে কেহ বলে-"স্মরণ কর, স্মরণ কর" এই বলিয়া মনে করিয়া দেয়। ইহাকে স্মরণ-মৃত্তি বলে।

মুদ্রা-মৃত্তি কিরূপে উৎপন্ন হয়? লিপিদ্বারা শিক্ষা করিয়া জানিতে পারে যে-এই অক্ষরের পর এই অক্ষর প্রয়োগ করা উচিত। ইহাকে মুদ্রা-মৃত্তি বলে।

গণনা-মৃত্তি কিরূপে উৎপন্ন হয়?

গণনাদ্বারা শিক্ষা করে বলিয়া, গণনার বহু সংখ্যা গণিতে পারে। ইহাকে গণনা-মৃত্তি বলে।

ধারণা-মৃত্তি কিরূপে উৎপন্ন হয়? ধারণাদ্বারা শিক্ষা করে বলিয়া, ধারণাকারীরা বহু বিষয় ধারণা করিতে পারে। ইহাকে ধারণা-মৃত্তি বলে।
ভবনা-স্মৃতি কিরূপে উৎপন্ন হয়? এই বুদ্ধিশাসনের মধ্যে ভিক্ষুরা অনেক প্রকার পূর্ববিশালকে অনুসম্মতি করিয়া থাকে। যেমন-এক জন্ম, দুই জন্ম...সেই সেই জন্মে আকার কিরূপ ছিল, নাম কি ছিল, কোথায় ছিল, কি কার্য করিত, এই সমস্ত অনুসম্মতি করিতে পারে। ইহাকে ভবনা-স্মৃতি বলে।

পুষ্টক-নিবদ্ধন স্মৃতি কিরূপে উৎপন্ন হয়? রাজারা অনুশাসনের নিয়মাবলী স্মৃতি করিয়া জন্য বলেন-‘একটি পুষ্টক আনয়ন কর’ সেই পুষ্টকবারা তাঁহারা স্মৃতি করেন। ইহাকে পুষ্টক-নিবদ্ধন স্মৃতি বলে।

উপাসনচ্ছেদ-স্মৃতি কিরূপে উৎপন্ন হয়? উপাসনিক্ষেপ ভাঙ দেখিয়া স্মৃতি হয় যে ‘আমি ইহা রাখাইয়াছিলাম ইহাকে উপাসনচ্ছেদ-স্মৃতি বলে।

আনুভূতি-স্মৃতি কিরূপে উৎপন্ন হয়? পূর্বে দেখিয়াছে বলিয়া রূপটি, শুনিয়াছে বলিয়া শব্দটি, দাত্ত লইয়াছিল বলিয়া গণ্ডটি, আমাদান করিয়াছিল বলিয়া রসাটি, স্পর্শ করিয়াছিল বলিয়া স্পর্শটি ও জানা ছিল বলিয়া ধর্মটি স্মৃতি করে। ইহাকে আনুভূতি-স্মৃতি বলে।

মহারাজ, এই মৌল প্রকারে স্মৃতি উৎপন্ন হয়। ভাতে, আপনি সুদক্ষ।

বুদ্ধগুণে পাপীর দেবতালাভ প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন-ভাতে, আপনারা এইরূপ বলেন যে-যে শত বৎসর পাপ করে, যদি সে মরণকালে বুদ্ধগুণের একবার স্মৃতিতে আনিতে পারে, নিশ্চয় সে দেবলোকে উৎপন্ন হইবে। আমি ইহা বিশ্বাস করি না। আবার এইরূপও বলিয়া থাকেন-একটি প্রাণীহত্যায়ারা নরকে যাইতে হইবে। ইহাও আমি বিশ্বাস করি না। কেমন মহারাজ, ভূমে এক টুকরা পাপাণীকে বিনা জলে ভাসিয়া থাকিতে পারে কি? না ভাতে। মহারাজ, একশত বাহু পাপাণী নৌকায় করিয়া জলে ভাসাইয়া দিলে ভাসিবে কি? ইঁদু মহারাজ। মহারাজ, কুশল করম নৌকা তুল্য জানিবেন। ভাতে, আপনি সুদক্ষ।

1. মুলে ১৭ টি স্মৃতি আছে।
2. ১ বাহু=১৩২ মণ।
দুঃখ ত্যাগের উদ্যম প্রশ্ন-মীমাংসা


পুনরায় উপমা প্রদান করন।- কেমন মহারাজ, যখন আপনি পিপাসিত হইবেন, তখন জলপাই করিবার জন্য কূপ-পুঁজরণী-তড়াগ খনন করাইবেন কি? না ভবত, পূর্বই প্রস্তুত করা হয়। ঐরুপ করেন কেন? অনাগত পিপাসা নিবারণের জন্য প্রস্তুত করা হয়। আপনার অনাগত পিপাসা আছে কি? না ভবত, মহারাজ, আপনারাও ত অতিপণ্ডিত যেহেতু অনাগত পিপাসা নিবারণকল্পে কূপাদি প্রস্তুত করিয়া রাখেন।

পুনরায় উপমা প্রদান করন।- কেমন মহারাজ, যখন আপনি কৃষ্ণান্ত হইবেন, তখন “ভাত খাইব” ভাবিয়া ক্ষেত্র কর্ষণ, ধান্য বণ্টন করাইবেন কি? না ভবত, পূর্বই প্রস্তুত করা হয়। ঐরুপ করেন কেন? অনাগত কৃষ্ণান্ত নিবারণকল্পে। মহারাজ, অনাগত কৃষ্ণা আছে কি? না ভবত। মহারাজ,
অপনারাও ত অতিপণ্ডিত, অপনারা কুঠা না হইতে নিবারণের জন্য প্রকৃত থাকেন। ভত্তে, আপনি সুদক্ষ।

ব্রন্ধলোকের দূরত্ব প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজাবলিলেন-মহারাজ, মনুষ্য ভূবন হইতে ব্রন্ধলোক কতদূর? মহারাজ, ব্রন্ধলোক মনুষ্য ভূবন হইতে বড়ই দূরে। কৃষ্ণগার প্রমাণ একখানি শিলা ব্রন্ধলোক হইতে ফেলিয়া দিলে যদি দিবারাত্রি ২৪ ঘণ্টায় ৪৮ হাজার যোজন পড়িতে থাকে, তবে চারিমাসে পৃথিবীতে আসিয়া পতিত হইবে। ভত্তে, অপনারা এইরূপ বলেন-কোন বলিষ্ঠ পুরুষ সম্ভাবিত বাহক প্রসারিত, আর প্রসারিত বাহকে সম্ভাবিত করিতে যত সময় লাগে, এই সময়ের মধ্যে ওদিমান দাত চিত্ত ভিক্ষু জন্মীযোপ হইতে অত্যন্ত হইয়া ব্রন্ধলোকে পৌঁছিতে পারেন। আমি এই কথা বিশ্বাস করি না যে, এত শীঘ্র বহুহিত যোজন যাইতে পারে। সুবির বলিলেন-মহারাজ, আপনার জন্মভূমি কোথায়? ভত্তে, অলসন্দ নামে একটি দীর্ঘ আছে, তথায় আমি জন্মগ্রহণ করি। মহারাজ, এখান হইতে অলসন্দ কতদূর হইবে? দুইশত যোজন ভত্তে। মহারাজ, আপনার কি এমন কোন একটি বিষয় জানা আছে, তথায় আপনাকে কৃতকার্য সম্মরণ করিতে পারেন? যা ভত্তে, সম্মরণ করিতেছি। মহারাজ, আপনি এত শীতে কি করিয়া দুইশত যোজন চলিয়া গেলেন? ভত্তে, আপনি সুদক্ষ।

নর-ব্রন্ধলোকে জন্ম প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজাবলিলেন-ভত্তে, যে মনুষ্য-ভূবন হইতে মরিয়া ব্রন্ধলোকে উৎপন্ন হয়, আর যে এখানে মরিয়া কাশীরে উৎপন্ন হয়, ইহাদের মধ্যে কে বিলম্ব, আর কে শীঘ্র জন্মগ্রহণ করিবে? একক্ষণেই মহারাজ।

উপমা প্রাপ্ত করণ।- মহারাজ, আপনার জাত নগর কোথায়? ভত্তে, কলসি নামে একটি গ্রাম আছে, তথায় আমার জন্ম হইয়াছে। মহারাজ, কলসি গ্রাম এখান হইতে কতদূর হইবে? দুইশত যোজন ভত্তে। এখান হইতে কাশীরে কতদূর হইবে? বার যোজন ভত্তে। আচার মহারাজ, আপনি কলসি গ্রামের কথা চিন্তা করণ দেখি। চিন্তা করিলাম ভত্তে। পুনঃ কাশীরের কথা চিন্তা করণ দেখি। চিন্তা করিলাম ভত্তে। আপনি কোনটি
বিলম্বে, আর কোনো শীত চিত্তা করিলেন? দুইটি এক সমান ভাবে। এই প্রকার মহারাজ, দূরে ব্র্যাকুলোকে হউক, নিকটে কাশীরে হউক, একই সমান জন্মগ্রহণে সময় লাগিবে।

পুনরায় উপমা প্রদান করুন।- কেমন মহারাজ, দুইটি পাথি আকাশদিয়া গমন করিল, তাহাদের মধ্যে একটি উচ্চ বৃক্ষে বসিল, আরেকটি নীচ বৃক্ষে বসিল। বলুন দেশি-কাহার ছায়া পৃথিবীতে প্রথমে পড়িবে, আর কাহার ছায়া বিলম্বে পড়িবে? একই সমান ভাবে। এই প্রকার মহারাজ, নর-ব্র্যাকুলোকের উৎপত্তি ক্ষণ একই সমান। ভাবে, আপনি সুদীর্ঘ।

বোধ্যক্ষ প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন-ভন্তে, বোধ্যক্ষ কত প্রকার? সাত প্রকার মহারাজ।

ভন্তে, কয়টি বোধ্যক্ষরা বুঝিয়ে পারা যায়? মহারাজ, একমাত্র ধর্মবিচয় বোধ্যক্ষরা বুঝিয়ে সমর্থ হয়। তবে কেন ভন্তে, সম্প্রতি বোধ্যক্ষের কথা বলা হয়? কেমন মহারাজ, অসি যদি অসি-কোকে থাকে, তাহা হাতেও না ধরিলে, কোন বস্তা কাটিতে পারা যায় কি? না ভন্তে। এই প্রকার মহারাজ, ‘ধর্মবিচয় সমোধ্যক্ষ’ বিনা অপর ছয় বোধ্যক্ষ বুঝিয়ে পারে না। ভন্তে, আপনি সুদীর্ঘ।

পাপ-পুণ্যের প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন-ভন্তে, পুণ্য বেশী, না পাপ বেশী? মহারাজ, পুণ্য বেশী, পাপ অল্প। ইহার কারণ কি? মহারাজ, পাপ করিয়া অনুতাপ করিতে হয়–’আমি পাপ করিয়াছি’ সহ কারণে পাপ বাড়ে না। পুণ্য করিয়া অনুতাপ আসে না। বরং অনুতাপহীনের প্রমোদ উৎপন্ন হয়, প্রমুদিতের প্রীতি উৎপন্ন হয়, প্রীতিতের ভয় শান্ত হয়, কায় শান্ত হইলে সুখ বোধ হয়, সুখিতের চিন্তা সমাধিত হয়। যিনি সমাহিত তিনি স্বাভাবিক জানিতে পারেন, সেই কারণে পুণ্যের বৃদ্ধি হয়। মহারাজ, ছিন্ন হস্ত-পদ এক পুরুষ ভগবানকে একমুহা উৎপল পুষ্প দিয়া ৯১ কল্প দুঃখ হৃদয়ে জন্মগ্রহণ করে নাই। এই কারণে আমি বলিতেছি-পুণ্যের ফল বেশী, পাপের ফল অল্প। ভন্তে, আপনি সুদীর্ঘ।
জানান্তাকৃত পাপ প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন-ভবতে, যে জানিয়া পাপকর্ম করে, আর যে না জানিয়া পাপকর্ম করে, ঈহাদের মধ্যে কাহার পাপ বেশী। সুবির বলিলেন-মহারাজ, যে না জানিয়া পাপকর্ম করে, তাহার পাপ বেশী। তাহা হইলে ভবতে, আমাদের রাজপুত্র ও রাজমাতৃদের মধ্যে যাহারা না জানিয়া পাপ করে, আমরা কি তাহাদিগকে দ্বিগুণ দোষ দিব? কেমন মহারাজ-অতিশয় প্রজুলিত লৌহগুলি এক ব্যক্তি না জানিয়া ধরিল, অপর এক ব্যক্তি জানিয়া ধরিল, কাহার বেশী পোড়া যাইবে? ভবতে, যে না জানিয়া ধরিয়াছে। এই প্রকার মহারাজ, না জানিয়া বা অজ্ঞানে পাপ করিলে বেশী পাপ হইয়া থাকে। ভবতে, আপনি সুদক্ষ।

শশরীরে ব্রক্ষলোকাদি গমন প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন-ভবতে, শশরীরে কেহ উত্তরকৃতে, ব্রক্ষলোকে বা অন্য কোন ধীরে যাইতে পারে কি? হাঁ মহারাজ, যাইতে পারে। ভবতে, কি প্রকারে যায়? মহারাজ, আপনি কি কোনদিন বিভিন্ন প্রমাণ বা একস্তু প্রমাণ লাফাইয়া দেখিয়াছেন? হাঁ ভবতে, দেখিয়াছি, আমি আট হাত লাফাইতে পারি। আপনি কি মনে করিয়া আট হাত লাফাইয়া থাকেন? ভবতে, আমি প্রথমতঃ চিত্তে এইরূপ সংকল্প করি-এইখানে পড়িব, চিত্ত উৎপত্তির সংসে সংসেই আমার শশির হাস্কা হয়। এই প্রকার মহারাজ, দান্ত-চিদ ছাত্মার ভিক্ষা দেহেকে চিত্তে রাখিয়া চিত্তবলেই আকাশপথে গমন করিয়া থাকেন। ভবতে, আপনি সুদক্ষ।

দীর্ঘায়ষি প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন-ভবতে, আপনারা এইরূপ বলেন-শতযোজন দীর্ঘ অহিস্মূহও আছে। বৃক্ষও ত শতযোজন উচ্চ নাই, এত দীর্ঘায়ষি কোথায় থাকিবে? কেমন মহারাজ, আপনি কি মহাসমূহে পাঁচশত যোজন মৎস্য আছে বলিয়া শুনিয়াছেন? হাঁ ভবতে, শুনিয়াছি। তাহা হইলে মহারাজ, পঞ্চশত যোজন মৎস্যের অথু একশত যোজন হইতে পারে। ভবতে, আপনি সুদক্ষ।
আধ্যাত্ম-প্রশ্ন নিরোধ প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন-ভদ্রে, আপনারা বলেন-আধ্যাত্ম-প্রশ্ন নিরোধ করিতে পারে। হা মহারাজ, পারা যায। ভদ্রে, কি প্রকারে নিরোধ করিতে পারে। কেমন মহারাজ, আপনি কি নিদ্রিত লোকের নাসিকা শষ্ঠ শুনিয়াছেন? হা ভদ্রে, শুনিয়াছি। মহারাজ, শরীর নমিত হইলে সেই শষ্ঠ থামিবে কি? হা ভদ্রে, থামিবে। মহারাজ, যাহার দেহ শীল, চিত্ত, প্রজা অভাবিত তেমন ব্যক্তির শরীর নমিত হইলে শষ্ঠ থামিয়া যায়, আর যাহার দেহ শীল, চিত্ত, প্রজা ভাবিত ও যিনি চতুর্থ ধ্যান প্রাপ্ত, তাহার আধ্যাত্ম-প্রশ্ন নিরোধ হইবে না কেন? ভদ্রে, আপনি সুদক্ষ।

লবণ সমুদ্র প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন-ভদ্রে, লোকেরা ‘সমুদ্র সমুদ্র’ বলিয়া থাকে, কি কারণে জলকে সমুদ্র বলে? হুহুর বলিলেন-মহারাজ, সমুদ্রে যত জল, তত লবণ; যত লবণ তত জল, সে কারণে ‘সম সম’ বলিয়া সমুদ্র বলিয়া থাকে। ভদ্রে, আপনি সুদক্ষ।

একরস সমুদ্র প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন-ভদ্রে, কি কারণে সমুদ্রে একমাত্র লবণ রস? মহারাজ, দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া জল একঘাতে থাকায় সমুদ্র একমাত্র লবণ রসে পরিণত হইয়াছে। ভদ্রে, আপনি সুদক্ষ।

সূক্ষ্ণ ছেদন প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজা বলিলেন-ভদ্রে, স্বর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ণ বিষয়কে ছেদন করিতে পারা যায় কি? হা মহারাজ, পারা যায। ভদ্রে, স্বর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ণ কি? ধর্মই মহারাজ, স্বর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ণ। কিন্তু মহারাজ, আবার সমস্ত ধর্ম সূক্ষ্ণ নহে; সূক্ষ্ণ-সূত্র ইহা ধর্ম-পর্যায় বচন। যাহা কিছু ছেদন করিতে সমর্থ হয়, সমস্ত প্রজাত্বরা ছেদন করিতে হয়। প্রজার চেয়ে ছেদনের উপযোগী আর দ্বিতীয় অন্য নাই। ভদ্রে, আপনি সুদক্ষ।
বিজ্ঞান-প্রজ্ঞা-জীব প্রশ্ন-মীমাংসা

রাজ্য বিলিয়সন-তত্ত্বে, বিজ্ঞান, প্রজ্ঞা ও ভূতে জীব এই তিনটির নানারূপ, নানাব্যঞ্জন অথবা এক অর্থ এক ব্যঞ্জন কি? মহারাজ, যেই লক্ষণ বিশিষ্টরূপে জানা যায়, তাহা বিজ্ঞান; যেই লক্ষণ প্রকৃতিতে জানা যায়, তাহা প্রজ্ঞা; ভূতে কিন্তু জীবের উপলব্ধি হয় না। যদি জীবের উপলব্ধি না হয়, কে এখন চক্ষু দ্বারা দেখিতেছি? কে কর্ণের দ্বারা শব্দ জানিতেছে? কে নাসিকার দ্বারা মাণ লইতেছি? কে জিহ্বার দ্বারা রসায়ন করিতেছে? কে কায়র দ্বারা স্পষ্টেরীয় বন্ড স্পর্শ করিতেছে? কে মনের দ্বারা ধর্ম জানিতেছে? স্বহির বিলিয়সন-যদি জীব চক্ষুদ্বারা রূপ দেখে মনের দ্বারা ধর্ম জানে, তাহা হইলে সং জীব চক্ষুদ্বারা মহৎ আকাশের মধ্যদিয়া বহিমুখ হইয়া ভালমত রূপ দর্শন করিবে। সেইরূপ কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, কায় ভাল করিয়া শব্দ শ্রবণ, গন্ধ প্রাণ, রস আবাদন ও স্পষ্টেরীয় বন্ড স্পর্শ করিবে কি? না ভূতে। তাহা হইলে মহারাজ, ভূতে জীব নাই। ভূতে, আপনি সুদৃঢ়।

অরুপ ধর্ম প্রশ্ন-মীমাংসা

স্বহির বিলিয়সন-মহারাজ, ভগবান দুঃখ কার্য করিয়াছেন। ভূতে, দুঃখ কার্য কি? অরুপ চিত্ত চৈতন্য ধর্মসমূহের একটি ‘আরম্ভে’ বর্তমান ব্যবস্থা সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে-“এই স্পর্শ, এই বেদনা, এই সংজ্ঞা, এই চৈতন্য, ইহা চিত্ত।”

উপমা প্রদান করন।- মহারাজ, কেন পূর্ণ নৌকাযোগে মহাসমূদ্রে প্রবেশ করিয়া হৃদপুটের দ্বারা জল লইয়া জিহ্বায় দিল, জল আবাদন করিয়া সেই পূর্ণ কি জানিবে যে ইহা গঙ্গার জল, ইহা যমুনার জল, ইহা অচিরব্তীর জল, ইহা সরুভূর জল, ইহা মহী নদীর জল? ভূতে, তাহা জানা দুঃখ। মহারাজ, ইহা অপেক্ষা দুঃখ অরুপ চিত্ত চৈতন্যকাদি নির্ধারণ। রাজা, ‘ভূতে উভয়’ বলিয়া অনুমোদন করিলেন।

অরুপ ধর্ম ব্যবস্থান বর্ণ সত্ত্ব।
নাগসেন ও মিলিন্দের কথোপকথন

স্বর্জির বলিলেন-মহারাজ, এখন সময় কত হইয়াছে জানেন কি? হই ভবে, জানি, এখন প্রথম যাম অতিক্রান্ত হইয়া মধ্যম যামে পতিত হইয়াছে। মশাল জঙ্গল হইয়াছে। চারিটি পতাকা উত্তোলনের জন্য আদেশ করা হইয়াছে। ভাও হইতে রাজার দানীয় বন্ধ এখন যাইবে।

যবনগণ বলিয়া উঠিলেন-মহারাজ, নাগসেন ভিঞ্চু কলাবিৎ (শাপক) পতিত। হই যবনগণ, স্বর্জির পতিত। এই প্রকার আচার্য হইলে আর আমার ন্যায় শিষ্য হইলে শীঘ্রই ধর্মবিষয়ক জানা যাইবে। রাজা স্বর্জিরের প্রশ্নান্তরে তুষই হইয়া লক্ষ টাকা মূল্যের একখানি কবর্স তাঁহাকে দান করিলেন।

ভবে, নাগসেন অদ্য হইতে একশত আটজনের অন্য নিত্য আমার বাটী হইতে পাইবেন। অতঃপুরু যাহা ভিঞ্চুর উপযোগী বস্তু আছে, তাহাদারাও আপনাকে নিম্নতাকরি করিতেছি-যখন দরকার হয়, তখন বলিবেন। মহারাজ, আমার কিছুই প্রায়োজন নাই, আমি সুখে জীবনযাপন করিতেছি।

ভবে, আপনি যে সুখে আছেন, তাহা আমি জানি, অপি নিজকেও রক্ষা করিব, আমাকেও রক্ষা করিব। নিজকে রক্ষা করা কিরূপ? লোকেরা বলিয়া-নাগসেন মিলিন্দ রাজাকে সম্পূর্ণ করিলেন, অথচ কিছু পাইলেন না।

তেমন অপরের অপবাদ আসিতে পারে, এই প্রকারে নিজকে রক্ষা করিব।

কি প্রকারে আমাকে রক্ষা করবেন? মিলিন্দরাজ প্রসন্ন হইয়াছেন বটে, কিন্তু প্রসন্নতা কিছুই দেখাইলেন না, এই প্রকারে পরের অপবাদ আসিতে পারে, এইরূপে আমাকে রক্ষা করিব। মহারাজ, তাহাই হউক।

ভবে, মূগরাজ সিংহ যেমন সুবর্ষ পিপঃের প্রক্ষিপ্ত হইলেই বাহিরের দিকে মুখ করিয়া থাকে, এই প্রকার আমিও ঘৃতির বাস করিলেও বাহিরের দিকেই মুখ রখিয়াছি। যদি আমি আগর তাগ করিয়া অনাগরে প্রবত্তি হই, বচ দিন বাঁচিব না, কারণ, আমার শৈলা অনেক। তত্ত্ব আয়ুষ্মান নাগসেন মিলিন্দ রাজের প্রশ্নান্তর প্রদান করিয়া সঙ্গারামে চলিয়া গেলেন।

স্বর্জির চলিয়া যাওয়ার পরেই রাজার মনে একটি চিন্তা আসিয়া পড়িল। আমি কি কি জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তিনি আমাকে কি কি উত্তর দিলেন। মনে পড়িল-আমি সমস্ত প্রশ্ন উত্তমরূপে করিয়াছি, তিনিও উত্তমরূপে উত্তর
দিয়াছেন। স্ববিরও সমারামে গিয়া ভাবিলেন-রাজা আমাকে কি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আমি কি উত্তর দিয়াছি। স্ববিরেরও মনে পড়িল, রাজাও উত্তমরূপে প্রশ্ন করিয়াছেন, আমিও উত্তমরূপে উত্তর দিয়াছি।

স্ববির নাগালে রাত্রি অবসানে পূর্বাহু সময়ে পাত-চীতর লইয়া মিলিন্দ রাজের গৃহে উপস্থিত হইলেন। তথায় আসন প্রাণ করিলে রাজাও স্ববিরকে বন্দনা করিয়া একপ্রাণে বসিলেন। তখন রাজা স্ববিরকে বলিলেন-ভবে, আপনার কি এইরূপ মনে হয় নাই, আমি আপনাকে যে প্রশ্ন করিয়াছিলাম-এই আনন্দে অবশিষ্ট রাত্রি আমার নিদ্রা হয় নাই, আপনি এমন ভাবিলেন না-আপনার যাওয়ার পর আমার এইরূপ চিন্তা হইয়াছিল-আমি কি প্রশ্ন করিয়াছি, আপনি কি উত্তর দিয়াছেন, আমিও উত্তম প্রশ্ন করিয়াছি, আপনিও উত্তম উত্তর দিয়াছিলেন। মহারাজ, আপনার ন্যায় আমারও সেইরূপ চিন্তা হইয়াছিল, আমিও উত্তম উত্তর দিয়াছি, আপনিও উত্তম প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

এই প্রকারে দুই মহানাগতুল্য পুরুষ পরস্পরের সৃষ্টিতে বাক্যের অনুমোদন করিলেন।

ইতি-মিলিন্দ-প্রশ্নের-প্রশ্নের সমাপ্ত।
মেওক্ক-প্রশ্ন

বহুভাবী তক্রিয়া বিচক্ষণ জ্ঞানী
জ্ঞানলাভ তরে আসে মিলিন্দ নৃপতি,
নাগসেন ভিক্ষু যেথা । বসিয়া নিকটে
পুনঃপুন প্রশ্ন করি ভিক্ষু নাগসেনে, 
ত্রিপিটকে মহাজান লভিলেন তিনি। 

নবাঙ্গ শাস্তার ধর্ম করে আলোচনা—
নিজেনে নিশীথে বসি দেখিলেন তিনি—
নিন্দিতের উপযোগী অতীত জটিল,
মেওক নামক প্রশ্ন বিবিধ পরিষ্কার
হেতুগত ব্যভাবত ভাষিত বচন,
ধর্মজাত শ্রীবৃদ্ধের পবিত্র শাসনে।

জিনবর সুভাসিত মেওক প্রশ্নের,
না বুঝিয়া ব্যাখ্যাসার অনাগতকালে
বিগ্রহ উঠিবে এই শাসন মাঝারে।

সুকথক নাগসেনে প্রসন্ন করিয়া,
দুর্বোধ্য মেওক প্রশ্ন করিব ছেনন।
তাহার নিদিষ্ট পথে অনাগত কালে,
সাধুগণ ধর্ম-পথ করিবে নির্দেশ।

অন্তর মিলিন্দরাজ প্রভাতে উঠিয়া মাথা ধুইলেন এবং করজোড়ে
অতীত-অনাগত-বর্তমান সম্যকসমুদ্রের গুণ স্মরণ করিয়া আটটি বৃত্ত গ্রহণ
করিলেন। অদ্য হইতে সাতদিন পর্যন্ত আটটি শীল-গুণ গ্রহণ করিয়া
আমাকে তপাচরণ করিতে হইবে। আমি তপোতীর্ণ হইয়া আচার্যকে
আরাধনা করিব এবং মেওক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব।

অতঃপর মিলিন্দরাজ সাধারণ বসন যুগল ত্যাগ করিলেন, আবরণ
খুলিয়া ফেলিলেন, কাষ্যায় বন্ধ পরিধানপূর্বক মুক্তিতে কেশ তুল্য উদ্দীয়
মাথায় লাগাইয়া মুনিতাব অবলম্বন করিলেন ও অষ্টশীলগুণ গ্রহণ
করিলেন।

স্থির করিলেন—এই সাতদিন আমি রাজার ন্যায় অনুশাসন করিব না।
কামরাগচিত্ত উৎপাদন করিব না। কাহারও প্রতি হিংসা-চিত্ত পোষণ করিব
না। মোহ-চিন্তা উৎপাদন করিব না। দাস, কর্মচারী ও অপরাপর লোকের প্রতি আমাকে শান্তচিত্ত হইতে হইবে। কায়-বাক্য সংযুক্ত করিতে হইবে। চক্ষু প্রভূতি ছয় আয়তনকে বিশেষরূপে রক্ষা করিতে হইবে। মৈত্রী ভাবনায় চিন্তকে নিকেতন করিয়া রাখিতে হইবে। এই অষ্ঠোণ গ্রহণ করিয়া, ইহাতে চিত্ত স্থাপন করিব। তিনি এইরূপ সাতদিন পর্যন্ত বাহিরে না যাইয়া অষ্ঠ দিনে রাধিকা প্রভাত হওয়ামাত্রেই প্রথমেই প্রাতঃভোজন করিলেন, চক্ষুদৃষ্টি অধঃ দিক করিয়া ও বাক্য সংযুক্ত করিয়া সুস্থির গমনে শান্তমনে প্রসন্ন-চিন্তে নাগসেন স্বভাবের নিকট উপস্থিত হওত তাহার পদ বন্দনাপূর্বক একপ্রায়ে বসিয়া বলিলেন—

ভূত নাগসেন, আপনার সহিত আমার একটা মন্ত্রণার বিষয় আছে। আপনি ব্যতীত তৃতীয় ব্যক্তি আমি ইচ্ছা করি না। শুনুন, প্রথমেই লক্ষণে কিংবা অষ্ঠোণ সম্পন্ন শ্রামণ্য ধর্মের উপযোগী স্থানে সেই প্রস্ত জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। আমাকে কোন কথা গোপন করিবেন না, কোন রহস্য তথ্য বাকী রাখিবেন না। আমি রহস্য তথ্য জানিবার উপযোগী, যদি তাহা সম্ভব্য হয়। উপমাদ্ধারাও সেই পরিক্ষা বাঙ্গালী। ইহা কিরূপ? যেমন ভানে, মাটিতে কোন বস্তু রাখিলে, মাটি তাহা রাখিতে সমর্থ হয়, এই প্রকার সুমধ্য্য-ঘরস্ত হইলে আমিও তাহা রাখিতে সমর্থ হইব।

আট প্রকার মন্ত্রণার অনুপযুক্ত স্থান

রাজা মিলিন্দ ওরূ নাগসেনের সহিত সুনির্জন উপবনে প্রবেশ করিয়া এইরূপ বলিলেন—ভদ্রে, কোন পূর্ণ মন্ত্রণা করিতে হইলে আটটি স্থান বর্জন করে, কোন বিন্যাসপূর্বক আটটি শ্রান্ত মন্ত্রণা করে না, যদি মন্ত্রণা করে, উদ্দেশ্য নষ্ঠ হইয়া যায়, সুফলের সত্তাবাদ থাকে না। সেই আটটি স্থান কি? বিসম স্থান, সভয় স্থান, বায়ু প্রবল স্থান, প্রতিচ্ছবি স্থান, দেবস্থান, পথ, সুন্তু এবং জলতীর্থ এই আটটি স্থান পরিবর্জন করা উচিত।

স্বভাবের বলিলেন—এই আটটি স্থানে আলাপে সোজ কি? ভনে, বিসম বা উচ্চ-নীচ স্থানে আলাপে মন্ত্রণার অর্থ বিকৃত হইয়া যায়। সভয় স্থানে চিত্তে ভয় উৎপন্ন হয়, ভয় হইলে অর্থটি ঠিকান্তে রুখা যায় না। অতি বাতাসে শব্দটি অস্পষ্ট হয়। আড়ালে মন্ত্রণা করিলে কেহ গোপনে থালিয়া জানিতে পারে। দেবালয়ে মন্ত্রণা করিলে কখনো বড় হইয়া যায়। পথে মন্ত্রণা
করিলে ইহার কোন মূল্য থাকে না। পোলে কিংবা সেতুতে মন্ত্রণা করিলে চলাচল হেতু চঞ্চলতা অস্ত। জলের ঘাটে মন্ত্রণা করিলে কথাটি প্রকাশ হইয়া পড়ে।

উচ্চ-নীচ, ভয়াবহ, অতিবাহু, স্থান প্রতিচ্ছন্ন, দেবালয়, পথ, সেতু, তীর্থ, এতাদৃশ অষ্ঠ স্থান সদা বজ্রনীয়, মন্ত্রণা ব্যাঘ্যাত হেতু, কহেন মিলিন্দ।

আটজন মন্ত্রণার অনুপযুক্ত ব্যক্তি

ভতে, আটজন লোক মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হইয়া মন্ত্রণার অর্থ বিনষ্ট করিয়া থাকে। সেই আটজন কে কে? কামচরিত, দ্বেষচরিত, মোহচরিত, মান-চরিত, লুঠ, অলস, একচিঠ্ঠি ও মূর্ধ এই আটজন মন্ত্রণা নষ্ট করিয়া থাকে।

তাহাদের দেখি কি? কামুক ব্যক্তি কামের বশীভূত হইয়া, হিংস্তুক হিংসার বশীভূত হইয়া, মোহপরায়ণ ব্যক্তি অজ্ঞানতার বশীভূত হইয়া, অহংকারী মানের বশীভূত হইয়া, লোভী লোভের বশীভূত হইয়া, অলস-ব্যক্তি আলস্যের বশীভূত হইয়া, একচিঠ্ঠি একটি চিত্তা ব্যতীত অন্য উপায়ে চিত্তাকরিতে না পারে বলিয়া ও মূর্ধ ব্যক্তি নিজের মূর্ধতাবশতঃ মন্ত্রণার অর্থ বিনষ্ট করিয়া থাকে। সেই কারণে কথিত হয়—

কামুক, হিংস্তুক আর মোহাস্ত, দাতিক,
লোভী ও অলস, মূর্ধ, একচিঠ্ঠাকারী,
এই অষ্ঠ জন করে, সদর্শ বিনাশ
কহেন মিলিদরাজ ভিক্ষু নাগাসেনে।

গুহ্য বিষয় প্রকাশক নয়জন

ভতে, নয়জন ব্যক্তি গুহ্য মন্ত্রণা প্রকাশ করিয়া থাকে, ধারণা করিতে পারে না। সেই নয়জন কে কে? কাম-দ্বেষ-মোহ চরিত, তীর্থী ঘুষেখান, কী, সুরাপারী, কীব ও বালক। স্বর্বির বলিলেন—তাহাদের দেখি কি? কামুক কামের বশীভূত হইয়া, হিংস্তুক হিংসার বশীভূত হইয়া, মোহাস্ত মোহের বশীভূত হইয়া, তীর্থীত ভয়ের বশীভূত হইয়া, ঘুষখানি কিছু পাইবার আশা করিয়া, কী নিজের হীন প্রকৃতি হেতু, সুরাপারী সুরালোকে মত হইয়া, কীব
অসম্পূর্ণতা হেতু, বালক চপলতা হেতু গুরু মন্ত্রণা প্রকাশ করিয়া থাকে, ধারণা করিতে পারে না। সেই কারণে কথিত হয়—

কামকুক, হিংসুক, ভীরু, মোহ মনীভূত,
আমিষ লোলুপ, নারী, সুরাপারী আর,
ক্রীব ও বালক এই নয়নজ লোকে
অতিশয় নীচমতি হয় বিচিত ই।
ইহাদের সহ গুরু মন্ত্রণা করিলে,
অচিরে প্রকাশ পায়, কহেন মিলিন্দ।

বুদ্ধি পরিপক্কতার আটটি কারণ

ভস্তই, আটটি কারণে বুদ্ধি পরিণত বা পরিপক্ক হয়। সেই আটটি কি? বয়োবৃদ্ধ হইলে বুদ্ধি পাকা হয়, ষষ্ঠ বৃদ্ধি হইলে, পুনঃপুনঃ প্রশ্ন ধারা, তীর্থ সংবাসে বা গুরুর সহিত ধারিলে, প্রকৃত মনোনিবেশাদ্বারা, আলোচনাদ্বারা, উপবৃক্ত আচরণ করায় ও অনুরূপ দেশে বাস করায় বুদ্ধি পাকা হয়। সেই কারণে কথিত হয়—

বয়াধিকো, কীর্তিলাভে, পুনঃপুন প্রশ্নে,
গুরুসহ বাসে আর, মনোযোগ বলে,
প্রতিরূপ দেশে বাস, আলোচনা হেতু,
হে আচরণ এই আটটি কারণে
বুদ্ধির বিকাশ পায়, যদি কেহ পারে,
সঞ্চিত এ’ গুরুরাশি, অ্যানে তারা বাড়ে।

শিষ্যের প্রতি আচারের পঞ্জবিংশতির কর্তব্য

ভস্তই, এই ভূমিভাগ মন্ত্রণার অষ্ট দোষ বর্জিত। আমিও লোকের মধ্যে মন্ত্রণাকারীদের পরম সহায়। যতদিন বাঁচিব, গুরু বিষয় রক্ষা করিতে সমর্থ হইব। অষ্টবিংশাদ্বারা আমার বুদ্ধি পরিপক্ক হইয়াছে। আমার ন্যায় শিষ্য বর্তমানে দুর্লভ। আচারের যে পঞ্জবিংশতি গুণ আছে, সেই গুণসমূহ বিনিমে শিষ্যের প্রতি আচরণ করা উচিত। সেই ২৫টি গুণ কি কি? আচার্য শিষ্যকে নিয়ত রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন, সেবনীয় অসূন্দরী বিষয়ে তত্ত্ব।

১। মূলে ২৪ টি কর্তব্য দেখা যায়।
লইবেন, প্রমাণ-অপ্রমাণ বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবেন, শয়ন স্থান জানিবেন, রোগ হইলে দেখিবেন, বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিবেন, পাত্রে যাহা থাকে ভাগ করিয়া দিবেন, ‘ভয় করিওনা তোমার উদ্দেশ্য সফল হইতে চালিল’ এই বলিয়া আশ্চর্য দিবেন, সে যাহার সহিত ভ্রমণ করিতেছে, সেই ভ্রমণ কি উদ্দেশ্যে জানিতে হইবে, এখানে কোথায় বিচরণ করে জানিবেন, বিহারে কোথায় বিচরণ করে জানিবেন, শিষ্যের সহিত বৃথা বাক্যালাপ করিবেন না, সামান্য দোষ দেখিলে সহ্য করিবেন, সৎকারের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, অথবা শিক্ষা দিবেন, কিছুই গোপন করিয়া শিক্ষা দিবেন না, আচার্যের অভিজ্ঞতার অনুরূপ শিক্ষা দিবেন, শিল্প বিষয়ে ইহাকে জন্ম প্রদান করিব এই রূপে জনবিচরণ পোষণ করিবেন, যাহাতে শিষ্যের পরিহাস না হয়, এই রূপে শ্রীবৃদ্ধিকামা হইবেন, শিক্ষাবলে ইহাকে বলীয়ান করিব এই প্রকার চিন্তা স্থান দিবেন, শিষ্যের প্রতি মৈত্রীবাদ পোষণ করিবেন, বিপদে ভাগ করিবেন না, কর্তব্য কার্যে ভুল করিবেন না, কোন বিষয়ে স্থলে হইলে ধারণ করিবেন। ভবে, এই ২৫টি আচার্যের গুণ, আপনি এই সমস্ত গুণ আমার প্রতি আচরণ করুন। আমার সম্পদ উৎপন্ন হইয়াছে। বুদ্ধ দেহিতে যে মেঘ প্রশ্ন আছে, ভিত্যযাতে বহু লোকের এই বিষয়ে বিগ্রহ উপস্থিত হইবে। আপনার ন্যায় বুদ্ধিমান ভিক্ষু ভিত্যযাতে দুর্লভ হইবে। পরবাক্যকে নিঃখ্য করিবার জন্য সেই সকল প্রশ্নে আমাকে চক্ষু দান করুন।

উপাসকের দশটি গুণ

স্থবির রাজার বচনে সাধুবাদ দিয়া দশটি উপাসকের গুণ প্রকাশ করিলেন। মহারাজ, উপাসকের দশটি গুণ, সেই দশটি কি কি? মহারাজ, এই বুদ্ধ শাসনে উপাসকের সংখ্যার সুখে সুখী ও সহের দুঃখে দুঃখী হইতে হইবে; ধর্মকে অধিপতিরূপে অর্থণ করিতে হইবে; যথাশক্তি বলত্ব করিয়া খাইবে; বুদ্ধ শাসনের পরিহাস দেখিয়া শ্রীবৃদ্ধির চেষ্টা করিতে হইবে; সমকা দৃষ্টি রাখিতে হইবে; মঙ্গল হইবে ভাবিয়া কোন প্রকারে ধর্মের বিচ্ছেদাচরণ করিবে না; গ্রাণ যায় যাউক, তথাপি অন্য অধারিক শাস্ত্রার অনুসরণ করিবে না; কায়-বাক্য সংযত করিবে; একতা গুণে রমিত হইবে, পাপ বিষয় পোষণ করিবে না, ভগ্নীত্যল মুখে এক কার্যে অন্য দেখাইয়া বুদ্ধ শাসনে চলিবে না; বুদ্ধ-ধর্ম-সঙ্গে এই গ্রিন্তেল্লের শরণাগত
হইবে। মহারাজ, এই দশটি উপাসক গুণ। এই সমস্ত গুণ আপনার নিকট
বিদ্যমান আছে। ইহা আপনার পক্ষে অতিশয় উপযুক্ত যে আপনি বুদ্ধ
শাসনের অবনতি দেখিয়া শ্রীবৃহত্তর জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। আপনাকে আমি
অবকাশ দিতেছি, যথাসাধ্যে আমাকে প্রশ্ন করুন।

বুদ্ধ-পুজা প্রশ্ন-মীমাংসা

মিলিন্দ রাজ স্বর্বিরের নিকট অবকাশ প্রাপ্ত হইলেন। গুরুভক্তি
প্রদর্শনপূর্বক তাহার চরণে শির স্থাপন করিয়া ভক্তির অগ্নি জানাইলেন
এবং সর্বনাশ বলিলেন-ভক্তে, তৈর্য্কিকণ বলিয়া থাকেন—যদি বুদ্ধ পূজা
গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তিনি পরিনিবৃত্ত প্রাপ্ত হন নাই, লোকের সহিত
সংযুক্ত ও লোকের মধ্যে অবস্থিত: তিনিও সাধারণ লোকের মধ্যে গণ্য।
সেই কারণে তাহার জন্য কিছু পূজা সৎকার করা নিফল, বদ্ধ্যা তুলন
হইবে। যদি তিনি নির্বাচন প্রাপ্ত হন, লোকের সহিত তাহার সম্বন্ধ না থাকে,
সর্বনাশ অতিক্রম করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহার পূজা উৎপন্ন হইতে
পারে না। পরিনিবৃত্ত প্রাপ্ত যিনি, তিনি কিছুই গ্রহণ করেন না। পূজা গ্রহণ
না করিলে, তাহার জন্য পূজা করা নিফল। এই প্রশ্ন উভয়কোটিক, যে
জানে না তাহার পক্ষে মীমাংসা করা কঠিন, মহজ্ঞানের চিন্তাভূত বিষয়, এই
দৃষ্টিজল ভেদ করণ, একদিকে স্থাপন করণ, এখন আপনাকে ইহার
সমাধান করিতে হইবে। পরবর্তী বাক্যের নির্ধারণ অন্তঃত জিন পুনর্বিদ্যকে
চক্ষু প্রদান করণ।

স্বর্বির বলিলেন—মহারাজ, ভগবান পরিনিবৃত্ত লাভ করিয়াছেন। ভগবান
পূজা গ্রহণ করেন না। বোধিমূলেই তথ্যজ্ঞের পরিগ্রহণ পরিত্যাক্ত হইয়াছে।
অনুপাদিতে নির্বাচন প্রাপ্ত তাহার কথা আর কি বলিলেন। মহারাজ, ধর্মসনাতনি সারপুত্ত স্বর্বির বলিয়াছেন—

অন্য বুদ্ধ সম বুদ্ধ হরেন পূজিত
দেব নরদারা যদি, তবু বুদ্ধগণ
সে পূজা সৎকার কভু করে না গ্রহণ
সমুদ্রগণের নিত্য হইতে ধর্মতা।

রাজা বলিলেন—ভক্তে, পুত্র পিতার গুণ বর্ণনা করে, পিতা পুত্রের গুণ
বর্ণনা করে। পরবর্তী নির্ধারণ এই কোন কারণ নহে। ইহাদ্বারা প্রসন্নতার
প্রকাশ হয় মাত্র। নিজের বাক্য প্রতিষ্ঠার জন্য ও দৃষ্টিজলের আবরণফিরি করিবার জন্য আপনি ইহার যথার্থ কারণ-বলুন।

স্বর্গের বলিলেন- ভগবান পরিবর্তন গ্রাহ, তিনি কাহারও পূজা গ্রহণ করেন না। ভগবান পূজা গ্রহণ না করিলেও দেব-মনুষ্যগণ ধাতু-রত্ন নিধানপূর্বক চৈত্য নির্মাণ করেন এবং বুদ্ধের জান্নাটকে নিমিত করিয়া শীলানী উত্তমরূপে পালনপূর্বক চৈত্য (নর-দিৰ্ব্য-মোক্ষ) সম্পত্তি লাভ করিয়া থাকেন। মহারাজ, প্রথম অগ্নি যদি নিবিয়া যায়, তবে কি সেই অগ্নি, তৃণ-কাঠ উৎপাদন গ্রহণ করিয়া থাকে? ভত্তে, জুলিলার সময়েও সেই অগ্নি, তৃণ-কাঠ উৎপাদন গ্রহণ করে না, যখন নিবিয়া যাইবে, তখন আর বি গ্রহণ করিবে। মহারাজ, সেই অগ্নি নিবিয়া গেলে জগৎ কি অগ্নি শূন্য হইবে? না ভত্তে, কাঠ অগ্নি উৎপত্তির স্থান। যে কোন লোকের অগ্নির দরকার হইলে, সে নিজের বীর্যবলে কাঠ মধুর করিয়া অগ্নি উৎপাদন করে এবং সেই অগ্নিবারী নিজের প্রায়োজনীয় কর্ম সাধন করিয়া থাকে।

তাহা হইলে মহারাজ, ‘যে গ্রহণ করে না, তাহার জন্য কার্য করা নিজক্ষণ।’ তৈর্থিকদিগের এই বচন মিছা হয়। যেমন মহা অগ্নি জুলিলার উঠিল, তেমন দশসহস্র লোকঘোলী ভুমতেজ ভগবান জুলিলার উঠিলেন। যেমন মহা অগ্নি জুলিলার নিবিয়া গেল, তেমন ভগবান দশসহস্র লোকঘোলী ভুমতেজে জুলিলার অনুসাধিশী নির্মাণ ধাতুতে পরিবর্তিত হইলেন। যেমন অগ্নি, তৃণ-কাঠ গ্রহণ করে না, তেমন লোকহিত বুদ্ধের পরিধিহ পরিতাঙ্ক হইয়াছে। যেমন অগ্নি নিবিয়া গেল, মনুষ্যগণ নিজের বীর্যবলে কাঠ মধুর করিয়া অগ্নি উৎপাদনপূর্বক সেই অগ্নিবারী নিজের প্রায়োজনীয় কর্ম সাধন করিয়া থাকে, তেমন দেব-মনুষ্যগণ পরিবর্তন গ্রাহ বুদ্ধ পূজা গ্রহণ না করিলেও ধাতুচৈত্য নির্মাণ করিয়া বুদ্ধের জান্নাটকে নিমিত করতঃ শীলানী ধর্ম পালনপূর্বক বিবিধ সম্পত্তি লাভ করিয়া থাকে। এই কারণে মহারাজ, পরিবর্তন গ্রাহ বুদ্ধ পূজা গ্রহণ না করিলেও যে পূজা করে সে ফল প্রাপ্ত হয়, পূজা কখনও বদ্ধ হয় না।

মহারাজ, পরিবর্তন গ্রাহ বুদ্ধের পূজা করিলে যে ফল প্রাপ্ত হয়, তেমন আরেকটি কারণ শ্রবণ করুন। যেমন মহাবায়ু প্রবর্তিত হইয়া ক্ষান্ত হইল, সেই বায়ু কি পুনঃ প্রবাহ উৎপাদনে সম্মতি গ্রহণ করে? না ভত্তে। সেই বিগত বায়ুর পুনরায় উৎপাদন বিষয়ে কোন মনোযোগ বা ইচ্ছা নাই।
কারণ বায়ু অচেতন। মহারাজ, সেই বিগত বায়ুর বায়ু-সংজ্ঞা আবার আসে কি? না ভবতে, তাল পাতার পাখাই বায়ুর উৎপত্তির কারণ। যেমন কোন লোকের গর্ম বোধ হইলে, শরীরে জলা হইলে নিজের বীর্যবলে তাল পাতার পাখাদ্বারা বায়ু উৎপাদন করিয়া গর্ম ও দাহ উপশম করিয়া থাকে।

তাহা হইলে মহারাজ, ‘নির্বাণ প্রাপ্ত বুদ্ধকে পূজা করিলে যে অফল হয়, তৈরিকগণের এই বচন মিছা। যেমন মহারাজ, মহাবায়ু বহিয়া গেল, তেমন ভূগবান দশসহস্র লোকমণ্ডলে শীতল, মধুর, শান্ত, সুস্মৃতি, মৈত্রী বায়ু প্রবাহিত করিয়া পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইলেন। যেমন বিগত বায়ু পুনরায় বায়ু উৎপাদনে সম্মতি দেয় না, তেমন বুদ্ধের পূজা গ্রহণ ও পরিতৃত হইয়াছে।

যেমন মনুষ্যেরা গর্ম ও দাহ বোধ করে, তেমন দেব-মনুষ্যগণ লাভ-দেয়াল অগ্নির গর্ম-দাহ বোধ করিয়া থাকে, যেমন তালপাতার পাখা বায়ু উৎপত্তির হেতু, তেমন ত্রিবিধ সম্পতি লাভের জন্য তথাগতের ধাতু-চৈত্য ও জ্ঞানযোগ্যতা হেতু হয়। যেমন মনুষ্যগণ গর্ম ও দাহ তালপাতার পাখার বায়ু উৎপাদনে উপশম করে, তেমন দেব-মনুষ্যগণ নির্বাণ প্রাপ্ত বুদ্ধ, পূজা গ্রহণ না করিলে ধাতু ও জ্ঞানরত্নকে পূজা করিয়া যেই পুন্য লাভ করে, সেই পুন্য প্রভাবে লাভ-দেয়াল অগ্নি নিবাইয়া থাকে, উপশম করিয়া থাকে। এই কারণেও মহারাজ, নির্বাণ প্রাপ্ত বুদ্ধ, পূজা গ্রহণ না করিলেও, যে তাহাকে পূজা করে, তাহার পূজা সফল হইয়া থাকে।

মহারাজ, পর বাক্যকে নিহই করিবার জন্য আরেকটি কারণ শ্রবণ করুন। যেমন মহারাজ, কোন পুরুষ ভূরীতে আঘাত করিয়া শঙ্ক উৎপাদন করে। সেই পুরুষদ্বারা যে ভূরী শঙ্ক উৎপাদিত হইল, সেই শঙ্কটি অতীত হইয়া গেল। মহারাজ, সেই শঙ্ক কি পুনরায় উৎপাদনের জন্য সম্মতি গ্রহণ করে? না ভবতে। সেই শঙ্কটি বাহির হইয়া গিয়াছে, তৎজন্য তাহার মোক্ষের বা ইচ্ছা নাই। কেননা, একবার শঙ্ক বাহির হইয়া গেলে, তাহা সমুদ্রে বিনাশ হইয়া যায়। ভবতে, ভূরীই শঙ্ক উৎপত্তির কারণ, কোন পুরুষ প্রয়োজন মনে করিলে স্বীয় উদ্যতে ভূরীতে আঘাত করিয়া শঙ্ক উৎপাদন করিয়া থাকে।

এই প্রকার মহারাজ, ভগবান শীল-সমাধি প্রজা-বিমুক্তি বিমুক্তি-জ্ঞানের প্রতিভাবিত ধাতু-রত্ন, ধর্ম-বিনয় অনুশাসনরূপ শান্তাকে রাখিয়া স্বয়ং অনুপাদিশেষ নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভগবান নির্বাণ লাভ করিয়াছেন।
বটে, কিন্তু তাহার সম্পত্তি লাভ উপচূড় হয় নাই। সংসার-দুঃখ পীড়িত জীবগণ ত্রাসম্পত্তি কামনা করিয়া ধাতুরত্ন, ধর্ম-বিনয় ও অনুশাসনকে হেতু করিয়া ত্রাসম্পত্তি লাভ করিয়া থাকেন। এই কারণে মহারাজ, নির্বাণ প্রাপ্ত বুদ্ধ, পূজা গ্রহণ না করিলেও, যে পূজা করে তাহার পূজা সফল হয়।

মহারাজ, ভগবান পূর্বেই দেখিয়াছেন এবং তাহাৎ বাণিজ্য উচ্চারণ করিয়াছেন যে--‘আনন্দ, তোমাদের মনে এইরূপ আসিতে পারে, শাস্তা শাসন-ধর্মের অতীত হইয়াছেন, যখন আর শাস্তা নাই। আনন্দ, এইরূপ সই মনে করিও না। আনন্দ, আমি যাহা ধর্ম-বিনয় দেশন করিয়াছি, স্থাপন করিয়াছি, সেই ধর্ম-বিনয় আমার অবতর্নমানে তোমাদের শাস্তা।’

নির্বাণ প্রাপ্ত বুদ্ধকে পূজা করিলে দাতা যে ফল লাভ করে না, তৈরিকদিগের এই বচন মিথ্যা, বিরুদ্ধ, বিপরীত, দুঃখদায়ক ও অপারে গমনের প্রধান হেতু।

মহারাজ, পরনির্বাণ-প্রাপ্ত বুদ্ধ, পূজা গ্রহণ না করিলেও সেই পূজা যে সফল হয়, তোমাদের অপর একটি কারণ প্রত্যয় করে। মহারাজ, এই পৃথিবী কি কখনও এইরূপ চিহ্ন করে, সমস্ত বীজ আমার উপর অক্ষুরিত হউক।

না ভিন্ন। মহারাজ, সেই বীজসমূহ পৃথিবী গ্রহণ না করিলেও সেই বীজ কি পৃথিবীতে অক্ষুরিত হইয়া দৃঢ় মূল, জটিয়া প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শাস্তা-শাসকা বিস্তৃত হইয়া ফল পুষ্প ধারণ করে? ভিন্ন, মহাপৃথিবী গ্রহণ না করিলে পৃথিবী সেই বীজসমূহের প্রতিষ্ঠাতৃত হয়, অক্ষুরিত হইবার জন্য সহায়তা করে। সেই বীজসমূহ উঠাকে আশ্রয় করিয়া দৃঢ় মূল বদ্ধ হয়, জটিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়, শাস্তা-শাসকা বিস্তৃত হইয়া ফল পুষ্প ধারণ করে।

তাহা হইলে মহারাজ, যদি তাহারা বলে--পূজা গ্রহণ না করিলে কৃত্ত কার্য সফল হইবে না, তবে তৈরিকদিগু নিজের বাক্যে নিজেই নষ্ট হইল। যেমন মহারাজ, মহাপৃথিবী, তোমাদের তথাকাটি অরহৎ সম্যকস্মুদ্র। যেমন পৃথিবী কিছুই গ্রহণ করে না, তোমাদের তথাকাটি কিছুই গ্রহণ করেন না। যেমন সেই বীজসমূহ পৃথিবীকে আশ্রয় করিয়া ... বিস্তৃতি লাভ করিয়া ফল পুষ্প ধারণ করে--তোমাদের দেব-মনুষ্যগণ নিবার্ণ-প্রাপ্ত বুদ্ধ, পূজা গ্রহণ না করিলেও ধাতু ও জ্ঞানসত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া দৃঢ় কুশলমূলে প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই সমাধি রক্ষা, ধর্মসার, শীল শাখা সুবিস্তৃত হইয়া বিমুক্তি-পুষ্প এবং শামণ্ড ফল
ধারণ করে। মহারাজ, এই কারণে নির্বাণ-প্রাপ্ত তথাগত পূজা গ্রহণ না করিলেও দাতার কৃত কার্য সফল হয়।

মহারাজ, অপর�কটি কারণ শ্রবণ করুন, যেই কারণে নির্বাণ-প্রাপ্ত তথাগত পূজা গ্রহণ না করিলেও দাতার কৃত কার্য সফল হয়। মহারাজ, এই উদ্দেশ্যে, গরু, গর্ভভাণ্ড, অজ, পণ্ডিত ও মনুষ্যেরা পেটের মধ্যে কৃষির উৎপত্তি ইচ্ছা করে কি? না ভবতে। যদি মহারাজ, তাহাই হয়, কেন কৃষি-কুল তাহাদের অনিচ্ছায় পেটের মধ্যে জনিয়া বহু পুত্র-নন্দয় বিপুলতা প্রাপ্ত হয়? ভবতে, পাপকর্মের প্রাপ্লয় হেতু ইচ্ছা না করিলেও সেই কৃষি-কুল পেটের মধ্যে বাড়িয়া উঠে। এই প্রকার মহারাজ, নির্বাণ-প্রাপ্ত তথাগত পূজা গ্রহণ না করিলেও ধাতু ও জান নিমিত্তের প্রায়ণ হেতু দাতার কৃত কার্য সফল হয়।

মহারাজ, অপর�কটি কারণ শ্রবণ করুন, যেই কারণে নির্বাণ-প্রাপ্ত তথাগত পূজা গ্রহণ না করিলেও দাতার কৃত কার্য সফল হয়। মনুষ্যেরা কি এইরূপ ইচ্ছা করে-এই ৯৮ প্রকার রোগ শরীরের উৎপত্তি হউক। না ভবতে। কেন মহারাজ, ইচ্ছা না করিলেও রোগ শরীরে আসিয়া জাত হয়? ভবতে, পূর্বকৃত দুঃখরিতের হেতু। যদি মহারাজ, পূর্বকৃত অকুশল ইহজনেই ভোগিতে হয়, তাহা হইলে পূর্বকৃত ও ইহজনে কৃত কুশলা-কুশল কর্ম সফল হয়।

মহারাজ, আপনি কি শুনিয়াছেন, নন্দ নামক যক্ষ সারীপুত্ত স্বর্বিরের মাধ্যমে আয়ত করিয়া পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়াছিলে? হই ভবতে শুনিয়াছি, এই কথা জগতেও প্রসিদ্ধ আছে। মহারাজ, স্বর্বির সারীপুত্ত কি নন্দ যক্ষের পৃথিবী গ্রাস ইচ্ছা করেন? ভবতে, সদেবলকে উল্লিখ্যায় গেলেও, চন্দ্রের সূর্য মাটিতে পড়িলেও, সুমেরু পূর্ব ছড়াইয়া পড়িলেও স্বর্বির সারীপুত্ত অপরের দুঃখ ইচ্ছা করিবেন না। তাহার কারণ কি? যেই হেতু দ্বারা সারীপুত্ত রাগ করিবেন, চিন্ত দৃষ্টি করিবেন, সেই হেতু তাহার ধ্বংস হইয়াছে। হেতু ধ্বংস হওয়ায় তাহাকে হত্যা করিলেও রাগ করিবেন না।

মহারাজ, যদি স্বর্বির সারীপুত্ত নন্দ-যক্ষের পৃথিবী প্রবেশ ইচ্ছা না করেন, নন্দ যক্ষ কি কারণে পৃথিবীতে প্রবেশ করিল? ভবতে, অকুশল কর্মের প্রায়ণ হেতু। যদি মহারাজ, অকুশলের প্রায়ণ হেতু পৃথিবীতে প্রবিভূত হয়, এই গ্রহণ না করিলেও কৃত অপরাধ সফল হয়। তাহা হইলে মহারাজ, কুশল
কর্মের প্রাবল্য হেতু গ্রহণ না করিলেও কৃত্ত কার্য সফল হয়।’ এই কারণে নির্বাণ-প্রাপ্ত তথাগত পূজা গ্রহণ না করিলেও দাতার কৃত্ত কার্য সফল হয়।

মহারাজ, কতজন লোক এ-যাবৎ পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা আপনার শনা আছে কি? হা ভতে, শনা আছে। তাহা হইলে আপনি তাহাদের নাম করুন দেখি। ভতে, চিংহা মানবিকা, শাক্য সুপ্রবৃদ্ধ, স্বির দেবদত্ত, নন্দযক্ষ, নন্দ মানব; আমি শুনিয়াছি এই পাঁচজন মহাপৃথিবীতে প্রবেশ করিয়াছে। মহারাজ, তাহারা কোন বিষয়ে অপরাধী? ভতে, ভগবানের প্রতি ও শাবকগণের প্রতি অপরাধ করিয়া। মহারাজ, ভগবান ও শাবকগণ তাহাদের পৃথিবী প্রবেশ ইচ্ছা করিয়াছেন কি? না ভতে। তাহা হইলে মহারাজ, নির্বাণপ্রাপ্ত তথাগত পূজা গ্রহণ না করিলেও দাতার কৃত্ত কার্য সফল হয়।

ভতে নাগসেন, আপনি এই প্রশ্ন সুন্দররূপে রুক্মিনী দিলেন, যাহা অতি গভীর ছিল, তাহা ভাসাইয়া তুলিলেন, ওহে বিষয় প্রকাশ করিলেন, এহি ভাবিয়া দিলেন, গহনকে অগহন করিলেন, পরবাদ নষ্ট হইল, কুুুুুুুুুুুুু হইল, কুতুর্বিকির্ণ নিস্প্রভ হইল ও আপনি গণমধ্যে শ্রেষ্ঠত লাভ করিলেন।

সর্বজ্ঞ প্রশ্ন-মীমাংসা

ভতে, বুদ্ধ সর্বজ্ঞ কি? হা মহারাজ, সর্বজ্ঞ। তবে ভগবানের জ্ঞানদর্শন সত্ত প্রাতুপস্থিত থাকে না, তাহার সর্বজ্ঞতা জ্ঞান পরিচিত্ত প্রতিবদ্ধ অর্থাৎ সর্বজ্ঞতা জ্ঞান প্রাপ্তে যখন তিনি কোন বিষয় জানিতে ইচ্ছা করেন, যতদূর ইচ্ছা ততদূর জানিতে সমর্থ হন। তাহা হইলে ভতে, বুদ্ধ সর্বজ্ঞ নহেন। যদি তাহার সর্বজ্ঞতা জ্ঞানে অনুর্বান রত হয়। মহারাজ, শতবাহ (১২০ মণ) অর্থ চূুঃ, সপ্ত অর্থন (২৮ মণ) দুই তুষ (৮ সে) প্রীতি এক হস্তধারীক্ষণে যেই চিত্ত প্রবর্তিত হয়, এই চিত্ত লক্ষ্য করিয়া মাত্রা স্থাপন করিলে এতজোধি প্রীতি নিঃশেষ হইয়া যাইবে।

প্রথম চিত্ত বিভাগ এই :- এই যে মহারাজ, সত্ববিধ চিত্ত প্রবর্তিত হয়, তন্মধ্যে যেই চিত্ত সকাম, সদ্ধে, সমোহ, সক্রেষ্ট এবং যেই কায়, শীল, চিত্ত, প্রজা অভাবিত, সেই চিত্ত গুরুভাবে উৎপন্ন হয়, ধীরে প্রবর্তিত হয়, কারণ কি? চিত্ত অভাবিত বলিয়া। যেমন মহারাজ, বিশাল, বিতৃত শাখা-
পত্রে জটাজট বাঁশ আকর্ষণ করিলে ভারী বোধ হয়, আত্ম নোয়াইয়া পড়ে, কারণ কি? শাখায় শাখায় সংযুক্ত বলিয়া। এই প্রকারে মহারাজ, চিত্ত কাম-ব্যথ-মোহ-ক্রোশ যুক্ত হইলে এবং কায়, চিত্ত, শীল, প্রত্য, অভাবিত হইলে, সেই চিত্ত গুরুভাবে উৎপন্ন হয়, ধীরে প্রবর্তিত হয়, কারণ কি? ক্রশধারা পরস্পর সংযুক্ত বলিয়া। ইহা প্রথম চিত্ত বিভাগ।

দ্বিতীয় চিত্ত বিভাগ এই :-অপার গৰ্মনব্দু, সদৃষ্টপ্রাপ্ত শাস্তাশাসন জাত সেই স্বাতান্ত্র্য আছেন। তাহাদের সেই চিত্ত ত্রিবিধ হচ্ছান শীত উৎপন্ন হয়, শীত প্রবর্তিত হয়। তথাপি উর্ধতন ভূমিতে (আর্ব মার্গে) গুরুভাবে উৎপন্ন হয়, ধীরে প্রবর্তিত হয়। কারণ কি? ত্রিবিধ হচ্ছান চিত্রের পরিণত থাকিলেও উর্ধতন ক্রশসমূহ নষ্ঠ হয় নাই বলিয়া। যেমন মহারাজ, যেই বাঁশের তিন পর্ব পর্য্যন্ত গৃঢ় পরিশ্রম, তাহার উপরে শাখা জটাজট, সেই বাঁশ ধরিয়া তানিলে তিন পর্ব পর্যন্ত হাণ্ডা থাকায় শীত আসে, তাহার উপরে শক্ত, কারণ কি? নির্দিত পরিশ্রম, উপরের শাখা জটাজট বলিয়া। এই প্রকার মহারাজ, অপার গৰ্মনব্দু সদৃষ্টপ্রাপ্ত ও শাস্তাশাসন জাত স্বাতান্ত্র্য আছেন। সেই চিত্ত ত্রিবিধ হচ্ছান শীত উৎপন্ন হয়, শীত প্রবর্তিত হয়। উর্ধতন সকৃদাগামী ভূমিতে গুরুভাবে উৎপন্ন হয়, ধীরে প্রবর্তিত হয়। কারণ কি? ত্রিবিধ হচ্ছান পরিশ্রম বলিয়া এবং তদুপরি ক্রশসমূহ নষ্ঠ হয় নাই বলিয়া।

ইহা দ্বিতীয় চিত্ত বিভাগ।

তৃতীয় চিত্ত বিভাগ এইঃমহারাজ, যেই সকৃদাগামীগণের কাম-ব্যথ-মোহ তনুভূত বা হাস্য, তাহাদের সেই চিত্ত পঞ্চস্থানে শীত উৎপন্ন হয়, শীত প্রবর্তিত হয়। তদুপরি অনাগামী ভূমিতে গুরুভাবে উৎপন্ন হয়, ধীরে প্রবর্তিত হয়, কারণ কি? পঞ্চস্থানে পরিশ্রম বলিয়া, তদুপরি ক্রশসমূহ নষ্ঠ হয় নাই বলিয়া। যেমন বাঁশের পাঁচটি পর্ব গৃঢ় পরিশ্রম, উপরের শাখা জটাজট, উহা টানিলে পঞ্চ পর্ব পর্যন্ত শীত নামিয়া আসে, তদুপরি শক্ত। কারণ কি? নির্দিত পরিশ্রম, উপরের শাখা জটাজট বলিয়া। মহারাজ, এই প্রকার যেই সকৃদাগামীগণের কাম-ব্যথ-মোহ তনুভূত, তাহাদের চিত্তে পঞ্চস্থানে শীত উৎপন্ন হয়, শীত প্রবর্তিত হয়... ইহা তৃতীয় চিত্ত বিভাগ।

—

1। সত্বকায়দৃষ্টি, বিচিত্রিতা ও শীলবৃত্ত এই ত্রিবিধ।
চতুর্থ চিত্ত বিভাগ এই-মহারাজ, যাহারা অনাগামী, যাহাদের নির্ভারীয় পঞ্চ সংযোজন নষ্ট হইয়াছে, তাহাদের সেই চিত্ত দশ স্থানে শীত্র উৎপন্ন হয়, শীত্র প্রবর্তিত হয়, উপরি অরহৎ ভূমিতে গৌরভাবে উৎপন্ন হয়, ধীরে প্রবর্তিত হয়। কারণ কিছুদিন শান্ত চন্দ্র পরিণীত বলিয়া, তদুপরি চলাকালীন নষ্ট হয় নাই বলিয়া। বাশের দশপর্ব উপমা দ্রষ্টব্য।...ইহা চতুর্থ চিত্ত বিভাগ।

পঞ্চম চিত্ত বিভাগ এই-মহারাজ, যাহারা অরহৎ ক্ষীণাসব হৃদয়মল, ক্রীত্যেক বমি করিয়াছেন, তৃঙ্গচর্চ পূর্ণ করিয়াছেন, করতব্য কার্য শেষ করিয়াছেন, পঞ্চদ্বিতীয় ভাব নামাইয়া ফেলিয়াছেন, নির্বাণ-সার প্রাপ্ত, ভবসংযোজন ক্ষয় প্রাপ্ত, অত্যন্ত জ্ঞান প্রাপ্ত ও শ্রবণ ভূমিতে পরিণীত লাভ করিয়াছেন, তাহাদের চিত্ত শারবক বিষয়ে শীত্র উৎপন্ন হয়, শীত্র প্রবর্তিত হয়। পঞ্চম শুদ্ধভূমিতে গৌরভাবে উৎপন্ন হয়, ধীরে প্রবর্তিত হয়। কারণ কিছু শ্রবণ বিষয়ে পরিণীত বলিয়া, পঞ্চম শুদ্ধভূমিতে অপরিণীত বলিয়া। যেমন পরিণীত বাঁশ শীত্র নামিয়া আসে...ইহা পঞ্চম চিত্ত বিভাগ।

ষষ্ঠ চিত্ত বিভাগ এই-মহারাজ, যাহারা পঞ্চম বুদ্ধ, সযাদু আচার্যহীন, একাচারী, গঠার তুলা বিচরণশীলী, আপন বিষয়ে পরিণীত, বিমল চিত্ত, তাহাদের সেই চিত্ত আপন বিষয়ে শীত্র উৎপন্ন হয়, শীত্র প্রবর্তিত হয়। কিন্তু সর্বজন বুদ্ধ ভূমিতে গৌরভাবে উৎপন্ন হয়, ধীরে প্রবর্তিত হয়। কিছু করণে। আপন বিষয়ে পরিণীত বলিয়া এবং সর্বজন বুদ্ধ বিষয়ের মহস্তত হেতু। যেমন মহারাজ, কোন পুরুষ নিজের দেশে মুদ্র নদী রাখিয়া হুক দিয়া হুক ইচ্ছামত নির্ভর্যে পার হইয়া যায়, কিন্তু পরভাগে গতীর, বিনোদন, অগাধ, অপর মহাসমুদ্র দেখিয়া হয় পাইয়া থাকে, যা ইতে চাহে না ও নামিতে সাহস করে না। কিছু করণে। নিজের দেশে পরিচয় আছে বলিয়া এবং মহাসমুদ্র মহৎ বলিয়া। এই একার পঞ্চম বুদ্ধগণ আপন বিষয়ে পরিচ্ছিন্ত, সর্বজন বিষয়ে অপরিচিত...ইহা ষষ্ঠ চিত্ত বিভাগ।

সপ্তম চিত্ত বিভাগ এই-মহারাজ, যাহারা সমাক্সমুদ্ধ, সর্বজন, দশবলদ্ধ, চারিবেশারদা প্রাপ্ত, আঘার একার বুদ্ধ-ধর্মে সুপরিচিত; অনন্ত জিন, অনাবণ জানী, তাহাদের সেই চিত্ত সকল সময় শীত্র উৎপন্ন হয়, শীত্র প্রবর্তিত হয়, কিছু করণে। সর্ববিষয়ে পরিণীত বলিয়া। যেমন
মহারাজ, সুধীর, বিমল, গ্রহিতীন, সুক্ষ্মধার, সরল, অবকাত, অকুটীল, দূঢ়চাপ সমারু নারাচ, (লৌহ নির্মিত বাণ বিশেষ) সুক্ষ্ম, ক্ষীয়, কার্পাস কমলে জোড়ে পড়িলে অগ্রে যায় কি, অথবা লাগিয়া থাকে কি না ভূতে। কি কারণে বস্ত্র সুখ্স বলিয়া, নারাচের জোড়ে পড়িয়াছে বলিয়া। এই প্রকার মহারাজ, অত্য গুণ-সম্পন্ন ভগবানের চিত্ত সর্ববিষয়ে শীঘ্র উৎপন্ন হয় ও প্রবর্তিত হয়। কি কারণে সর্ববিষয়ে পরিশীল্য বলিয়া। ইহা সুমূহ চিত্ত বিভাগ।

মহারাজ, সর্বজ্ঞ বুদ্ধগণের সেই চিত্ত গণনাক্রমে ছয়টি চিত্ত অতিক্রম করিয়া (সম্ভব চিত্ত হইতে) অসংখ্য গুণ পর্যন্ত পরিশীল্য ও লয়। যেহেতু ভগবানের চিত্ত পরিশীল্য ও শীঘ্রগমী, তাই যমক প্রতিহার্যঃ ঋষি দেখাইতে পারেন। এই ঋষি প্রদর্শনে বুঝিতে পারেন, ভগবানের চিত্ত কিরূপ লয় পরিবর্তনশীল। এখানে তদতিরিক্ত কিছুই বলিবার নাই। সেই ঋষি প্রতিহার্যে বুঝের চিত্ত গণনার সঙ্গে তুলনা করিলে কলা, কলাভাগও উপস্থিত হয় না। ভগবানের সর্বজ্ঞতা জ্ঞান “আর্জন (চিত্ত) প্রতিবিধ” সর্বজ্ঞতা জ্ঞান প্রভাবে যত ইচ্ছা, তত জানিতে তিনি সম্ভব। যেমন মহারাজ, কোন মুক্ত এক হাতে একটা জিনিস লইয়া শীঘ্র অন্য হাতে লইতে পারে, বিবৃত মুখে কথা বলিতে পারে, মুখগত ভোজন খিলিতে পারে, চক্ষু কিরূপে ইচ্ছা হয়, তদপক্ষে ভগবান সর্বজ্ঞতা জ্ঞান প্রভাবে শীঘ্রই যাতা ইচ্ছা তাহ জানিতে পারেন। চিত্ত করিতে যেই সময়ে কিছু লাগে, তাহার দ্বারা ভগবান সর্বজ্ঞ নহেন, এইরূপ বলা ঠিক নহে। তথাপি অন্বেষণ আর চিন্তারও ত একট অন্বেষণ আরে। আমাকে অন্য উপায়ে বুঝাইয়া দিন।

যেমন মহারাজ, প্রত্যক্ষ ধন-ধান্য-বিত্ত-উপকরণ সম্পন্ন কোন মহাদেবীর গৃহে যথেষ্ট ধান, যব, চাউল, তিল, মূগ, মাস, তৈল, নবনীত, ক্ষীর, দধি, মধু, মিথা, কলসী, পাত আছে, বাজীতে যাতা বানানাবনা হইয়াছিল, সব খাওয়া হইয়াছে, এমন সময় প্রবাসী আসিয়া হাজির হইল, তাহারাই ভাত খাইতে চাইয়া। কাজেই পাচক ভাত হইতে চাউল লইয়া ভাত পাক করিল। তাহা হইলে কি মহারাজ, আপনি এইরূপ বলিবেন—সেই বাজীতে ভাত না থাকায় পুনঃ পাক করিয়া দিতেছে বলিয়া গৃহাস্তী নির্ধারী বা কৃপণ? না
ভত্তে। চক্রবর্তী রাজার ঘরেও অসময়ে এইরূপ হইয়া থাকে। মূল্য
গৃহপতির আর কি কথা! এই প্রকার মহারাজ, ভগবানের স্মরণ করিতে
নেইটকু সময় লাগে, তাহার দ্বারা যত ইচ্ছা তত জানিতে পারেন।
মহারাজ, একটি গাছে এমন ফল ধরিয়াছে যে, ফলভাবে পাঁচটি নোয়াইয়া
pড়িয়াছে, ফল-পিঁপ পিঁপ হইয়া রহিয়াছে, কিন্তু একটি ফলও মাটিতে পড়ে
নাই। তাহা হইলে কি আপনি বলিবেন, এই গাছ হইতে একটি ফলও পরে
নাই, কোথায় গাছে ফল আছে? না ভত্তে; এই ফলের পতন ক্রম, যখন
pড়িলে তখন যত ইচ্ছা তত পাওয়া যাইবে। এই প্রকার মহারাজ, বুদ্ধের
চিন্তাপ্রসূত সর্বস্বত্ত জানে যত ইচ্ছা তত জানিতে পারেন। ভত্তে, তবে
কি তিনি চিন্তা করামাইকে যত ইচ্ছা তত জানিতে পারেন? হা মহারাজ।
চক্রবর্তীরাজ যখন চক্রত্ন আসুক বলিয়া স্মরণ করেন, তাহার স্মরণ
করামাইকে তখন চক্রত্নে উপস্থিত হইয়া থাকে। এইরূপ বুদ্ধের চিন্তিত
চিন্তিতক্ষণেই যাহা ইচ্ছা তাহার জানিতে পারেন। ভত্তে, এত দূরভাবে কারণ
প্রদর্শন করিলেন যে, বুদ্ধ সর্বজ্ঞ; আমিও সর্বজ্ঞ বলিয়া উঠিয়া করিলাম।

দেবদত্তের প্রবর্জ্যা প্রশ্ন-মীমাংসা

ভত্তে, দেবদত্তকে কে প্রবর্জ্যা দিয়াছেন? মহারাজ, কথিয়া কুমার ভদ্যো, অনুরুদ্ধ, আনন্দ, ভূষা, কিছুলি, দেবদত্ত ও নাপিত উপালি এই সাতজন
ভগবান রুদ্ধু লাভ করিলে শাক্তকুলের আনন্দ জননতরুপ ভগবানের
নিকট প্রবর্জ্যা অহেীচ্ছায় বাড়া হইতে বাহির হইয়াছিল। ভগবান
তাহাদিগকে প্রবর্জ্যা দিয়াছিলেন। ভত্তে, দেবদত্ত প্রবলিত হইয়া সংঘবেদ
করিয়াছিলেন কি? হা মহারাজ, দেবদত্ত প্রবলিত হইয়া সংঘবেদ
cরিয়াছিল। গৃহী, ভিক্ষু, শিক্ষামানা, অ্য শামণ্ডে ও শামণ্ডেরী
সংঘবেদ করিতে পারে না। যিনি অদালিত ভিক্ষু, এক সীমায় সংঘের সহিত বিনয়
কার্য্য করেন এবং এক নিকায়ের ভিক্ষু, তিনিই সংঘবেদ করিতে পারেন।
ভত্তে, যে সংঘবেদ করে, সে পাপের প্রতিফল কিরূপ ভোগ করে? মহারাজ,
সে এক কল্পকাল নিয়ে দুঃখ ভোগ করে। ভত্তে, বুদ্ধ কি
জানিতেন-দেবদত্ত প্রবলিত হইয়া সংঘবেদ করিবে ও সংঘবেদ করিয়া

১। ধারণীহত্যা, চুরি, অব্রুচর্য্য, মিথ্যা, নেশাপান ও বিকাল ভোজন বিরতি এই ছাড়
শীলনীতি পালনকারী।
কলকাল নিরয় যক্ত্রা ভোগ করিবে ই জানিতেন। যদি বুদ্ধ জানিন-দেবদত্ত প্রবৃত্তি হইয়া সংযুক্ত করিবে, সংযুক্ত করিয়া কলকাল নিরয়ে যক্ত্রা পাইবে, তাহা হইলে ভগবান যে কারুণিক, দয়ালু, সমস্ত জীবগণের হৃদয়ে, আহিত দূর করিয়া হিত সাধনে তৎপর, এই বচন মিথ্যা, যদি বুদ্ধ তাহাকে না জানিয়া প্রবৃত্ত্যা দিয়া থাকেন, তাহা হইলে বুদ্ধ সর্বজ্ঞ নহেন। এই উভয়-কোটিক প্রশ্নে আপনাকে মীমাংসা করিতে হইবে। এই মহাজটাকে জটাহীন করুন, পরের অপবাদ ভগু করুন।
ভবিষ্যতে আপনার ন্যায় বুদ্ধিমান ভিক্ষু দূরবর্ত্য হইবে। এই প্রশ্নে আপনার শক্তি প্রকাশ করুন।

মহারাজ, ভগবান কারুণিক, সর্বজ্ঞ। তিনি সর্বজ্ঞতা জান প্রভাব দেবদত্তের গতি দেখিয়াছিলেন। দেবদত্ত অপরাপর (জনুজনানার্থ পরিভোগ্য) কর্ম প্রভাবে অনেক লক্ষকোটি বৎসর নিরয়া হইতে নিরয়া, দুঃখ স্থান হইতে দুঃখ স্থানে যে যাইবে, তাহা ভগবান সর্বজ্ঞতা জানে জানিয়াছিলেন। তাহার সেই অসীম কর্ম, আমার শাসনে প্রবৃত্তি হইলে সসীম হইবে। পূর্ব কর্ম হেতু সে নিদিষ্ট দুঃখ ভোগ করিবে, প্রবৃত্তি না হইলেও এই তুচ্ছ পুরুষ কলকাল দুর্ঘট কর্ম সংযুক্ত করিবে। তাই দয়া করিয়া তাহাকে প্রবৃত্ত্যা দিয়াছেন। তাহা হইলে ভগুতে, ভগবান প্রহার করিয়া তৈল মাতানের ন্যায়, পরে ফেলিয়া হাত দেওয়ার ন্যায় ও হত্যা করিয়া জীবন তালাসের ন্যায় করিতেছেন কি? প্রথমে দুঃখ দিয়া পরে সুখের ব্যবস্থা করিলেন কেন?

মহারাজ, তথাসত্য প্রহার করুক বা অন্য যাহাই করুক, জীবগণের হিতার্থই করিয়া থাকেন। যেমন মাতাপিতা পুত্রকে প্রহারদি করিলেও বা পুত্রের হিতকল্পই করিয়া থাকেন, এই প্রকার মহারাজ, বুদ্ধ প্রহারদি করিলেও জীবগণের মঙ্গলের জন্যই করিয়া থাকেন। যেই যেই কারণে জীবগণের গুণ বৃদ্ধি হয়, তিনি সেই সেই উপায় অবলম্বন করেন। যদি বুদ্ধ দেবদত্তকে প্রবৃত্ত্যা না দিতেন, গুহবাসে থাকিয়া সে নিরয়যৌবন বহু পাপ করিত এবং লক্ষকোটি বৎসর নিরয় ভোগ করিত। সে নিরয় হইতে নিরয়ে যাইয়া দুঃখ পাইবে, ভগবান ইহা জানিয়া দয়াপূর্বক তাহাকে প্রবৃত্ত্যা দিয়াছেন। সে আমার শাসনে প্রবৃত্তি হইলে, তাহার অসীম দুঃখ সসীম হইবে, দয়া করিয়া তাহার গুরুতর দুঃখ লম্ব করিয়া দিয়াছেন।
যেমন মহারাজ, কোন ধনবান, যশস্বী ও জাতিবিন্দে বলবান লোক গুরুতর রাজ-দোঁ প্রাপ্ত জাতি-মিত্রকে নিজে বিশ্বস্ত প্রমাণ যুক্তি প্রয়োগ করিয়া গুরুতর দোঁকে লম্ব করে, এই প্রকার ভগবান বহু লক্ষকোটি বর্ষ দুর্খদায়ক যাত্রা হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাহাকে প্রবর্ত্যা দিয়া শীল, সমাধি, প্রজা, বিমুখি বলে গুরুতর দুর্খ লম্ব করিয়া দিয়াছেন। যেমন সুদক্ষ কবিরাজ গুরুতর ব্যাধিকে পুষ্টিকর ঔষধ বলে লম্ব করে, এই প্রকার বহু লক্ষকোটি বর্ষ দুর্খ ভোগ দেখিয়া ভগবান দেবদত্তকে প্রবর্ত্যা দিয়া করিয়া বলে ধারণ করিলেন এবং ধরমীষ্ঠ বলে গুরুতর দুর্খ লম্ব করিলেন। মহারাজ, ভগবান দেবদত্তকে বহু দুর্খ ভোগ হইতে রক্ষা করিয়া অস্মাতঃ দুর্খ ভোগে যে রাখিলেন, ইহাতে কি ভগবানের অপূৰ্ণি হইবে? না ভন্তে, কিছুই অপুৰ্ণ হইবে না, এমন কি একটি গোদাহন কাল সুখ দিলেও ত মহাফল। মহারাজ, আপনি এই কারণপূৰ্ব্বের অস্ফুচিত গোপন করেন, যেই কারণে ভগবান দেবদত্তকে প্রবর্ত্যা দিলেন।

মহারাজ, আরেকটি কারণ শ্রবণ করুন, কি কারণে ভগবান দেবদত্তকে প্রবর্ত্যা দিলেন। যেমন কোন এক ব্যক্তি চোর ধরিয়া রাজাকে দেখাইল, দেব, এই ব্যক্তি চোর। ইহাকে যেইরূপ ইঙ্গা সেইরূপ দোঁ প্রদান করুন। তাহাকে রাজা বলিলেন—তাহা হইলে এই চোরকে নগরের বাহিন্দে নিয়া বধযোগ্য দেশে শিয়াল কর। তাহারা ‘হা দেব’ বলিয়া রাজার কথায় সমত হইল এবং তাহাকে বধযোগ্য দেশে লইয়া গেল। এমন সময় রাজ-বর্লামী, ধনে যশস্বি পূৰ্ণ সর্বজন সমানিত এক দয়ালু পুরুষ আসিয়া যাত্রায় গগনে বলিল— ওহে যাতকগণ, তোমরা যথা ইহার শিরায় চোর করিয়া কি ফল পাইবে? বরং ইহার হস্ত বা দোঁ কাটিয়া জীবন কর। আমি ইহার কারণ রাজাকে বলিতে হইলে বলিব। যাতকগণ তাহার দৃষ্ট কার্যে চোরের হস্ত-পদ কাটিয়া জীবন রক্ষা করিল। তবে কি মহারাজ, আপনি এইরূপ বলিতে চান, ঐ পুরুষ চোরের হস্ত-পদ কাটিয়া সাহায্য করিতেছে? ভষ্টে, সে চোরের জীবন দাতা, জীবনদাতাই তাহার কৃত কার্য, সে বিষয়ে তাহার আর কি করিবার আছে। তবে চোরের হস্ত-পদ ছেদনে যে দুর্শ বেদনা ভোগিতেছে, ইহাতে কি তাহার অপূৰ্ণি হইবে? ভষ্টে, চোর নীজের কৃত কার্যের দোঁকে দুর্শ বেদনা পাইতেছে, জীবন দাতা পুরুষের কিন্তু মাত্র অপূৰ্ণ হইবে না। এই প্রকার মহারাজ, ভগবান দয়া করিয়া দেবদত্তকে
প্রবন্ধ দিয়াছেন। কারণ তাঁহার শাসনে দেবদত্ত প্রবন্ধিত হইয়া অগৌত্র দুঃখকে সেসাধী করিবে। সেসাধী দুঃখের দুঃখজনক, সে মৃত্তিকালে বলিয়াছিল-  

উত্তম পুরুষ আর দেব অতিদেব  

নরের দমনকারী সার্থকীর সম,  

‘সমন্ত’ নায়ন যার শত পৃথক চিহ্ন  

রুদ্ধের শর্ণে আমি করিনু গমন,  

এই আছি এই প্রাণে অন্তম সংবলে।  

মহারাজ, দেবদত্ত জীবনের শেষ সীমায় রুদ্ধের শরণাপন্ন হইল। এক কলকাপে ছয় ভাগ করিয়া এক ভাগ গত হইলে তখন দেবদত্ত সত্বভেদ করে, অবশিষ্ট পাঁচ ভাগ নিয়োগ নিত্যকালো ভোগ করিয়া মৃত্তিকালে সে অটিভূসর নামক পচেক রুদ্ধ হইবে। এখন কি মহারাজ, আপনি বলিবেন ভগবান দেবদত্তের কিছু কার্য করিয়াছেন? ভতে, ভগবান দেবদত্তকে সমস্তই দিলেন, যেহেতু দেবদত্তের ‘পচেকেবোধ’ প্রাপ্ত করাইলেন, আর কি না করিবার আছে; তবে মহারাজ, দেবদত্ত যে সত্বভেদ করিয়া নির্যাপ্ত দুঃখ পাইবে, ইহাতে কি ভগবানের অপুশ্য হইবে? না ভতে। দেবদত্ত নিজের আচরিত কার্য্যদারী কল্পকাল নিয়ে ভোগ করিবে। তথাগত বরঞ্চ একটি সীমা নিদর্শ করিয়া দিয়াছেন, ইহাতে ভগবানের অপুশ্য হইবে না। মহারাজ, এই কারণে আপনি অর্থতঃ জ্ঞাত হউন, কি কারণে ভগবান দেবদত্তকে প্রবন্ধা দিয়াছিলেন।  

মহারাজ, আরেকটি কারণ শ্রবণ করুন, যেই কারণে ভগবান দেবদত্তকে প্রবন্ধা দিয়াছেন। যেমন সুদক্ষ শল্য চিকিৎসক বায়, পিত, শ্রেষ্ঠ, সন্মিতাত, ঋতু পালনে ভান্দা-ভোজ্যের বাটিকম, বধ বন্ধনাদির কারণে পৃতি মাংস, দুর্গুণ্ড পূর্ণ, অত্যাবশ্যক হতু পুথ রক্ত ভরা গর্ত তুল্য, ব্রহ্ম উপশম করিবার ইচ্ছায় ব্রহ্ম মুম্বো অতি তীক্ষা, ফ্রাঙ, কটু, ভেষজ্জাত্রী ব্রহ্ম পরিপূর্ণ হইবার জন্য অনুলেপ দিয়া থাকে। উহা পাকিরা মৃদু হইলে অস্ত্রধারা কাটিয়া দেয়, প্রজ্জলিত লৌহ শল্কাকার ক্ষত্তৃপুরা পোড়াইয়া দেয়, পুড়িয়া গরে ফ্রাঙ লবণ দেয়, ঔষধ লেপন করে, যাহাতে ব্রণে মাংস বৃদ্ধি হয় এবং শীত রোগীৠ আরোগ্য হয়। মহারাজ, বৈধী কি রোগীর অহিতকামী হইয়া ঔষধাদি লেপন করে, অস্ত্রধারা কাটে, শল্কাম্বকারা
দহন করে ও ক্ষার লবণ প্রয়োগ করে? না ভন্তে, যাহাতে রোগী আরোগ্য হয়, সেই প্রকার হিত চিন্তা করিয়াই বৈদ্য নানা কিয়া করিয়া থাকে। উভয় প্রয়োগের সময়ে রোগীর যে দুঃখ বেদনা হয়, তাহাতে বৈদ্যের কি অপুণ্য হইবে? ভন্তে, বৈদ্যের অপুণ্যের কথা দুরে থাকুক, বরং সে স্বর্গার্থ হইবে। এই প্রকার মহারাজ, ভগবান দেবদের দুঃখ লাঘব করিবার জন্য দয়াদ্রি চিন্তে প্রবজ্জা দিয়াছেন।

মহারাজ, অপর একটি কারণ শ্রবণ করুন।- দেবদেরকে কেন ভগবান প্রবজ্জা দিলেন। যেমন মহারাজ, একজন পুরুষ কাঁটা ফুটিয়াছে, তাহার হিতকামী একজন লোক সুতীক্ষ কাঁটাঘাটিয়া বা অন্যের মুখের দ্বারা রক্ত বাহির হইলেও চারিদিকে বিদ্ধ করিয়া কাঁটা বাহির করিল। মহারাজ, সে কি অহিতকামী হইয়া তাহার কাঁটা বাহির করিতেছে? না ভন্তে, সে হিতকামী হইয়া কাঁটা বাহির করিতেছে, হয়ত কাঁটা বাহির না করিলে তাহার মৃত্যু হইত, নতুবা মৃত্যু সম দুঃখ পাইত। সেইরূপ ভগবান দেবদের হিতকামী, তিনি দয়া করিয়া তাহাকে দুঃখ মুক্ত করার মানসে প্রবজ্জা দিয়াছেন। যদি ভগবান তাহাকে প্রবজ্জা না দিতেন, লক্ষকোটি কলুম্বে নির্যাত দুঃখ ভোগ করিত। বরং দেবদের প্রাতের দিকে নামিয়া গিয়াছিল, ভগবান উজান চলাইয়া দিলেন। পথের উপর হইতেছিল, পথ দেখাইয়া দিলেন, বরং পড়িতেছিল, ভগবান তাহার প্রতিষ্ঠা হইলেন। সে বিসম স্থানে যাইতেছিল, ভগবান সম স্থানে টানিয়া রাখিলেন। ভন্তে, এত সুদর দৃষ্টান্ত ও কারণ আপনার নায় রুদ্ধিমান ভিক্ষু ব্যাখ্যাত অন্য কেহই দেখাইতে পারিবে না।

ভূমিকপ্ন হেতু প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, ভগবান বলিয়াছেন-ভিক্ষুগণ, আটটি কারণে ভূমিকপ্ন হইয়া থাকে। ইহা ভগবানের চরম বাক্য। ভূমিকপ্নের আর নয়টি কারণ হইতে পারে না। ভন্তে, নয়টি কারণ থাকিলে ভগবান নিশ্চয় বলিতেন। আমি কিন্তু নবম কারণ দেখিতেছি, উহা বলিয়া নাই। যখন রাজা বেস্সস্তর মহাদান দিয়াছিলেন, তখন সাতবার পৃথিবী কাপিয়া উঠিয়াছিল। ভন্তে, যদি ভগবান ভূমি-কম্পনের আটটি কারণ বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে রাজা বেস্সস্তরের মহাদান সময়ে যে সম্ভব কম্পন হইয়াছিল তাহা
মিথ্যা। নতুন বেসস্টারের দানে সাতবার পৃথিবী কাপিলে রুজ যে ভূমি-কম্পনের আটটি কারণ বলিয়াছেন, তাহা মিথ্যা। এই বুট প্রশ্ন মীমাংসা করুন। মহারাজ, ভগবান ভূমিরক্ষকের আটটি কারণ বলিয়াছেন, রাজা বেসস্টারের দানে যে সাতবার ভূমিরক্ষক হইয়াছিল, তাহা অসম্ভব, আটটি কারণ ব্যতীত কদাচিৎ কম্পন বলিয়া এখানে গণনা করা হয় নাই।

মহারাজ, এই জগতে বর্ষক, হিমন্তক ও প্রাঙ্গণ্ডি এই তিনটি মেঘ গণনা করা হয়। যদি এই তিন মেঘ ব্যতীত অন্য সময়ে মেঘ বর্ষণ করে, তবে মেঘ গণনা করা হয় না, ইহা অকালমেঘ নামে কথিত হয়। এই প্রকার মহারাজ, বেসস্টারের সাতবার যে ভূক্ষণ তাহা অকালিক, কদাচিত ইহা হইয়া থাকে, অী কারণের অন্তর্গত নহে বলিয়া উহা গণনা করা হয় নাই। যেমন মহারাজ, হিমবন্দ পর্বত হইতে পঞ্চম নদী প্রবাহিত হয়, তন্তুযুদ্ধে কেবল দশটি মাত্র নদীর নাম করা হইয়াছে--গঙ্গা, যমুনা, অচিরভূতি, সরেথা মহী, সিপ্পু, সরস্বতী, বেদবতী, বীতো ও চন্দ্রভাগ। ইহা ব্যতীত আরও অন্যিন্ত নদী আছে, কিন্তু সেই নদীসমূহ গণনা করা হয় নাই। কারণ সেই নদীসমূহে নিত্য জল থাকে না। এই প্রকার বেসস্টারের দানে ভূক্ষণ গণনা করা হয় নাই। যেমন মহারাজ, রাজার একশত কি দুইশত অমাত্য আছে, তন্তুযুদ্ধে মাত্র ছয় জন অমাত্যের নাম গণনা করা হয়। যথা-সন্নাতিতি, পুরোহিত, অক্ষদেশ, ভাঙ্গারিক, ছত্রাহী ও বাড়োগারী। কারণ এই ইহা রাজপুণ্যক্ষ আরও অন্যিন্ত অমাত্য আছে, তাহার কেবল অমাত্য নামে কথিত হয়। এই প্রকার বেসস্টারের দানে ভূক্ষণ গণনা করা হয় নাই।

মহারাজ, এই জিনগণেন অবিশ্বাস্ত প্রাপ্ত, ইহজনেই সুখ ভোগী, কীৰ্তি-যশো, দেব-মনুষ্যের মধ্যে সুপরিচিত, এমন মহানবাগণের নাম আপনি শুনিয়াছেন কি? হা ভোক্ত, সাতজনের নাম আমি শুনিয়াছি। কে মহারাজ? মালাকার সুমন, এক শাক্ত ব্রাহ্মণ, ভূতা-পুন, মুলনাদীবী, গোপালমাতাদীবী, দুলিয়া উপাসিকা ও পুনাদাসী এই সাতজন ইহজনেই ফল ভোগ করিয়াছেন ও দেবমনুষ্যলোকে ইহাদের সূক্তি বিশ্বাসিত।

মহারাজ, আপনি কি এমন অতীত ঘটনা শুনিয়াছেন, ঘাঁথারা শশীরের তাবতীর্স যুগে গিয়াছিলেন? হা ভোক্ত, শুনিয়াছি। তাহারা কে কে? হৃদিল গণ্ডবর্দ্ধন, সাধীন রাজা, নিমিত্তা ও মাধাতা রাজা এই চারিজন শশীরের
সর্বে গিয়াছেন বলিয়া শুনিয়াছি। তাহারা দীর্ঘদিন এই জগতে সুকৃত-দুঃখ্য কর্ম সাধন করিয়াছিলেন।

মহারাজ, অতীতকালে ও বর্তমানকালে অমুকের দানবলে একবার, দুইবার, তিনবার মহাপৃথিবী কাপিয়াছে বলিয়া শুনিয়াছেন কি না ভেতে। মহারাজ, শাস্ত, অধিগম, ত্রিপিতক, শ্রবণ, শিক্ষা, বল, শ্রুতি, প্রশ্ন, আচার্য উপাসনা এই জগতে আছে। অমিও কিন্তু অমুকের দানবলে এক, দুই, তিনবার মহাপৃথিবীর কম্পন শুনি নাই। কেবল বেসস্তরের দানে ব্যতীত। কষ্ণপ ও গৌতমবুদ্ধ এই দুইজন ভগবানের মধ্যে গণনাতীত ও কোটি কর্ম অতিক্রমিত হইয়াছে, দানবলে আর কাহারও পৃথিবী কম্পনের কথা শুনি নাই।

মহারাজ, অসাধারণ বীর্য পরাক্রমে মহাপৃথিবী কাপিয়া থাকে। মহাপুরুষগণ শুনিতে ক্রিয়াগুণে এত পূর্ণতা লাভ করেন যে, মহাপৃথিবী তাহাদের ভার ধরিতে না পারিয়া কাপিয়া উঠে।

মহারাজ, গাঢ়তে বোঝা বেশী হইলে যেমন গাঢ়র নাভি নেমি ফাটিয়া যায় ও অক্ষ ভাঙিয়া যায়, তেমন মহাপুরুষগণের পরিকল্পনের গুণভার পৃথিবী ধারণ করিতে না পারিয়া কাপিয়া উঠে।

যেমন মহারাজ, গণন বায়ু জল বেগে আচ্ছাদিত ও অতিশয় জলপূর্ণ হইয়া প্রবল বায়ুমূর্তি হওয়াতে কল কল রবে গজন করে, এইরূপ রাজা বেসস্তরের মহাদান বলে বিপুল ভার পূর্ণ হওয়ায়, পৃথিবী ধারণ করিতে না পারিয়া কাপিয়া উঠিয়াছিল।

মহারাজ, বেসস্তরের চিত্তে কাম, ত্রয়োদশ, মোহ, মান, দৃষ্টি, ক্রেশ, বিতর্ক, উৎকষ্ঠা কিছুই ছিল না। চিত্তে কেবল দানবল প্রবল হইয়াছিল। তিনি ভাবিতেন-অনাগত যাচকগণ আমার নিকটে কিরূপে আসিবে, আগত যাচকগণ যাহা ইচ্ছা লাভ করিয়া কিরূপে সম্বন্ধ হইবে, তিনি সতত দানকালে এই বিষয় মনে করিতেন।

মহারাজ, রাজা বেসস্তরের চিত্তে সতত এই দশটি বিষয় স্থান পাইত-দম, শয়ন, ব্যথায়, ক্সম, নিয়ম, অক্রোধ, অবহিংসা, সত্য, ষোঁটে। তাহার কামাক্ষে বিনিম হইয়াছিল, ভবাক্ষে উপশান্ত হইয়াছিল। তিনি কৃষ্ণচর্যাক্ষে সতত উৎসুক ছিলেন। তাহার আত্মক্ষুর ইচ্ছা বিনিম হইয়াছিল, তিনি অপরকে রক্ষা করিবার জন্য সর্বদা উৎসুক ছিলেন।
কিরুপে জীবণ একতাবদ্ধ থাকিবে, নীরোগী হইবে, ধন পূর্ণ হইবে ও দীর্ঘায়ু লাভ করিবে, বারবার এই চিন্তাই করিতেন। যখন তিনি দান দিতেন তখন ভব সম্পত্তি রূপসির ইচ্ছায়, ধনলাভের ইচ্ছায়, প্রতিদান পাইবার ইচ্ছায়, উপহার লাভ হেতু, আহ্বে, বর্ষ, মুখ, বল, যশ, পুত্র, ভীতা লাভের ইচ্ছায় দান দিতেন না। সর্বজ্ঞতা জ্ঞানতত্ত্ব লাভের ইচ্ছায় অতুল, বিপুল, অনুতরভাবে দান দিতেন। তিনি সর্বজ্ঞতা জ্ঞানলাভ করিয়া এই পাথাটি বলিয়াছিলেন-

যেহেতু বেস্তসার জন্য পুত্র জালি মম
ধীতা কৃষ্ণাজিনা, আর পতিব্রতা মদ্রী,
করিনু প্রদান সবে, চিন্তা পরিহরি
আমি দিনু অকাতরে, বোধিলাভ তরে।

মহারাজ, রাজা বেস্তসার অক্কোভাবিয়া ক্রোধকে, অসাধ্যতাবারা সাধুতাকে, দান দ্বারা কৃপণতাকে, সত্যদারা মিথ্যাকে, কুশলদারা অকুশলকে পরাজয় করিতেন।

রাজা বেস্তসারের এই ধর্মতঃ দান প্রভাবে ধীরে ধীরে মহাবায়ু চালিত হইত, এক একবার আকুল বিকুলভাবে বায়ু তরঙ্গ উঠিত, বৃক্ষসমূহ উন্নত অবনত হইত, মেঘুটি গণে ধাবিত হইত, ধূলামিশ্রিত বায়ু দারুণভাবে প্রবাহিত হইত, গঞ্জ উৎপীড়িত হইত, সহসা দমকা বায়ু প্রবাহিত হইত, মেঘসমূহ তীরমবে গর্জন করিত, যখন বায়ু প্রকোপিত হইত, তখন আত্মা আসায় জল করিতে থাকিত, জল কোষার হইলে মৎস্য কচ্চাপাদি বিকুল হইত, যুগা যুগ তরঙ্গ প্রবাহ জমিত, জলচরেরা ভয় পাইত, একটির পর একটি জল তরঙ্গ উঠিলে তরঙ্গ ফাটিয়া শব্দ উৎপন্ন হইত, ইহাতে ঘোরতর বৃষ্টি উঠিত, ফেনমালা উৎপন্ন হইত, মহাসমুদ্র উল্লিখিত উঠিত, জল একদিক ওদিক ধাবিত হইত, উদ্ধর্ণগামী, অধোগামী জলদারা প্রবল বেগে প্রবাহিত হইত, ইহাদেখি অসুর, গরুড়, যক্ষ, নাগরা কি হইল কি হইল বলিয়া উদ্ধপল হইত, সাগর উল্টাপাল্ট হইতেহে দেখি ভোরিতে গমন পথ বুঝিত। সনসাগরা মহাপৃথিবী করিতে হইলে সিনের পর্বতও নোয়াইয়া পড়িত, তখন অহি, নকুল, শূকর, মূর্খ, পক্ষীসূচী ভয়ে চেঁচাইত, দুর্বল যক্ষরা রোদন করিত, মহাযক্ষরা হাসিতে থাকিত।
মহারাজ, একটি পাত্রে চাউল ও জলদিয়া উনানে তুলিয়া দিলে, প্রথমে পাত্র গরম হয়, পাত্র গরম হইলে জল গরম হয়, জল গরম হইলে চাউল গরম হয়, চাউল গরম হইলে একবার নীচে একবার উপরে উঠে, বন্ধ হয়, ফেন-মালা হয়, এই প্রকার মহারাজ, রাজা বেসুস্তর যাহা ত্যাগ করা কঠিন, তাহা ত্যাগ করিয়াছেন। এই দুঃখ ত্যাগ বলে পৃথিবীতেলর বায়ু তাহার গুণবল ধারণ করিতে পারে না, তাই মহাবায়ু কৃত্তিত হইয়া জল কাঁপিয়া উঠে, জলের কম্পণে জলাস্তি পৃথিবী কাঁপিয়া উঠে, এই মহাবায়ু, জল ও পৃথিবী এই তিনটি এক চিত্রের ন্যায় হয়। তাই মহাদান প্রভাবে ভূক্ষণ হয়। বেসুস্তর ব্যতীত অন্য কাহারও তেমন দান প্রভাব নাই, সেই দরুন অন্যের দানে ভূক্ষণ হয় না।

মহারাজ, পৃথিবীতে বহুবিধ মণি দেখা যায়-ইন্দ্রনীল, মহানীল, জ্যোতির্সু, বৃষ্ণীরিয়, উমাপুল্ল, শিরীষপুল্ল, মনোহর, সূর্যকাত, চদ্রকাত, বজ্র, ‘কঞ্জো’ পক্রমকো, স্পন্ধরাগ, লোহিতকঙ্ক, মসারগান প্রভৃতি। এই সমস্ত মণির চেয়ে চঞ্চলতা রাজার মণিই প্রধান। এই মণি চারিদিকে এক মোজন ব্যাপিয়া আলোকিত করে।

মহারাজ, পৃথিবীতে যত দানানুষ্ঠান আছে, সর্বাপেক্ষা ‘অসদিস’ দানই প্রধান। আবার এই দানের চেয়ে রাজা বেসুস্তরের দান সর্বপ্রধান। এই দানবলেই সাতবার ভূক্ষণ হইয়াছিল।

ভবন না দৃষ্টে, বুদ্ধগণের লীলা বড়ই আশ্চর্য, বড়ই অদৃষ্ট। তাহাদের বোধিসত্ত্ববস্ত্রাদি লোকের মধ্যে তাহাদের সমান কেহ ছিল না। তাহাদের এমন ক্ষতি চিত্ত, অধিকুলতা অভিপ্রায়।

ভবন না দৃষ্টে, বোধিসত্ত্বগণের পরাক্রম প্রদর্শিত হইয়াছে, জিনগণের পারমী পূর্ণতা বহু পরিমাণে উদ্ভাসিত হইয়াছে, তথাপি যে দেব-মুংখুলকে বিচ্ছেদ করিয়াছেন, তাহা শ্রেষ্ঠভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

ভবন, জিনশাসন প্রশংসিত, জিনপারমী জ্যোতির্ময়, তৈবিখান বাস্তে প্রথম ছিন্ন হইয়াছে, পরগঙ্গাতূষ্ম ভগ্ন হইয়াছে, গঙ্গীর প্রশ্ন সহজবোধ হইয়াছে, গহন অগহন হইয়াছে, জিনপুরকণ উচিত পথা পাইয়াছেন। ইহা গণী-শ্রেষ্ঠের বচন, আমি অবনত শিষে এই উপদেশ গ্রহণ করিয়াছি।
শিবিরাজের চক্ষুদান প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, আপনারা বলিয়া থাকেন—শিবিরাজ যাচককে চক্ষুদান করিয়া অন্ধ হইলেন বটে, আবার কিন্তু দিব্যচক্ষু উৎপন্ন হইল। এই কথাটি নিঃসন্দেহে ও দোষাহয়। হেতু ধধঃ হইলে, অহেতুকে অবিশ্যে দিব্যচক্ষুর উৎপন্ন হয় না, ইহা সুস্পষ্ট কথিত হইয়াছে। শিবিরাজ যাচককে চক্ষু দিলেন, সেই কারণে দিব্যচক্ষু পাইলেন, এই যে বচন, তাহা মিছা, যদি দিব্যচক্ষু উৎপন্ন হয়, যাচককে চক্ষু দিলেন এই যে বচন, তাহাও মিছা, এই প্রশ্নের মীমাংসা করুন।

মহারাজ, শিবিরাজ যাচককে চক্ষু দিলেন, দিব্যচক্ষুও উৎপন্ন হইল এই কথায় আপনি সদেহ করিবেন না। ভন্তে, যদি তাহাই হয়, হেতু না থাকিলে দিব্যচক্ষু উৎপন্ন হয় কি? না মহারাজ। তাহা হইলে ইহার যথার্থ কারণ আমাকে বলুন। মহারাজ, জগতে সত্য আছে কি? সত্যবাদীরা সত্যক্রিয়া করে কি? হা ভন্তে। সত্যবাদীরা সত্যক্রিয়া প্রভাবে বৃদ্ধি করাইতে পারেন, অগ্নি নিবাহটি পারেন, বিষ ধধঃ করিতে পারেন, ইহা ছাড়া আরও বহুবিধ কার্য সম্পাদন করিতে পারেন। তাহা হইলে মহারাজ, সত্য বলে যে শিবিরাজের দিব্যচক্ষু উৎপন্ন হইয়াছে তাহা যুক্তিসঙ্গত। সত্য বলে দিব্যচক্ষু উৎপন্ন হইতে পারে, তাহার দিব্যচক্ষু উৎপত্তির সত্যই প্রাধান বস্তু বা বিষয়।

যেমন মহারাজ, সিদ্ধ পুরুষেরা ‘মহামেঘ বর্ষণ করুক’ বলা মাত্রই সেই সত্য ব্যাক প্রভাবে মহাবৃষ্টি হইয়া যায়। মহারাজ, আকাশে কি বর্ষণ হেতু সঞ্চিত থাকে, যেহেতু মহামেঘ বর্ষণ হয়? না ভন্তে। সত্যই বৃষ্টির হেতু। তাই মহারাজ, তথায় স্বাভাবিক হেতু নাই, দিব্যচক্ষু উৎপত্তির একমাত্র সত্যই হেতু।

মহারাজ, সিদ্ধ পুরুষের এইরূপ সত্যক্রিয়া করেন—'এই মহামেঘ যে জলিয়া উঠিয়াছে, তাহা ফিরিয়া যাইক।' তাহাদের সত্যক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রজঙ্গিত মহামেঘে ফিরিয়া যায়। মহারাজ, অগ্নিতে কি হেতু সঞ্চিত আছে, যেহেতু অগ্নি ফিরিয়া যায়? না ভন্তে। এইখানে সত্যই প্রাধান। এইরূপ এইখানে স্বাভাবিক হেতু নাই, সত্যই দিব্যচক্ষু উৎপত্তির হেতু।

সেইরূপ সিদ্ধ পুরুষেরা হলাহল বিষয়ে উষ্ণে পরিণত করিতে পারেন।
মহারাজ, চারি আর্ধ সত্যে উপলব্ধির অন্য বিষয় নাই, সত্যকেই হেতু
করিয়া আর্ধ সত্যে জান লাভ করিয়া থাকে। মহারাজ, চীনদেশে চীন রাজা
আছে, সে চারিমাস অতর পৃষ্ঠা করিবার জন্য সত্যকিয়া প্রভাবে সিংহ
যোজিত রথে করিয়া মহাসমুদ্রের ভিতরে এক যোজন পর্যন্ত প্রবেশ করিয়া
থাকে। যখন সমুদ্রে তাহার রথ চলিয়ে থাকে, তখন রথের সম্ভব্য জল
দুই দিকে চলিয়া যায়। বাহির হইবার সময় রথ ধূর জলপূর্ণ হইয়া যায়।
মহারাজ, সকল দেব-মনুষ্যগণ মিলিয়া বাস্তবিক বলে সমুদ্রের জল ফাঁক
করিয়া রাস্তা করিতে পারিবে কি? ভবে, সমুদ্রের কি কথা! একটা
পুঞ্জদিনীর জলও ফাঁক করিতে পারিবে না। এইসব কারণে সত্য বলের
গুণ জাত হউন। সত্য বলে করিতে না পারে, সংসারে এমন কিছুই নাই।

মহারাজ, ধর্মরাজ অথচ একদা নগর জনপদের অমাত্যবৃন্দ পরিবৃত
হইয়া পঞ্জত যোজন দীর্ঘ এক যোজন বিন্দু তোমার সমান জলপূর্ণ খর-
বুটা গহনাণী দেখিয়া বলিয়াছিলেন—প্রিয় অমাত্যগণ, তোমাদের মধ্যে
এমন কেহ সামর্থ্যবান আছ কি, এই গঙ্গার জল প্রায় বিপরীত দিকে
প্রবাহিত করিতে? অমাত্যরা বলিল-দেব, ইহা বড়ই দুরহ। তখন
গঙ্গাকুলে স্থিতা বিন্দুমাতী নলী বেশ্যা এই কথা শুনিয়া বলিল-আমি এই
নগরে বেশ্যাবৃত্তি করি, আমার জীবকাও অতিরিক্ত। এখন রাজা
আমার সত্যকিয়া দর্শন করক। এই ভাবিয়া বিন্দুমাতী বেশ্যা সত্যকিয়া
করিল। সেই সত্যকিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মহাগঙ্গার জল কল কল করিয়া
উজান চলিতে লাগিল। বহুলোক ইহা দেখিয়ে পাইল। রাজা মহাগঙ্গার
বর্ণ ধনী শুনিয়া বিশ্বনিত হইলেন। এই আশ্চর্য ব্যাপার দর্শনে
অমাত্যনিস্কে বলিলেন—প্রিয় অমাত্যগণ, আজ কি কারণে গঙ্গার জল
উজান চলিতেছে? মহারাজ, বিন্দুমাতী বেশ্যা আপানার কথা শুনিয়া
সত্যকিয়া করিয়াছে। তাহারই সত্যকিয়া প্রভাবে গঙ্গার জল উজান
চলিতেছে। এই কথা শুনিয়া রাজা উদ্দীপ্ত হদয়ে তাড়াতাড়ি গণিকার নিকট
বাহির জিজ্ঞাসা করিলেন—কি হে সত্যই কি তোমার সত্যকিয়ায় গঙ্গার জল
উজান চলিতেছে? ইহাঁ দেব। রাজা বলিলেন—সেই বিষয়ে তোমার এমন কি
শক্তি আছে, কোন অনুমতী তোমার এই বচন প্রহ্রণ করিবে? কোন
শক্তিবলে মহাগঙ্গার জল উজান চালাইতেছ? বিন্দুমাতী বলিল-মহারাজ,
বাস্তবিক আমার সত্য বলেই গঙ্গার জল উজান চলিতেছে। রাজা
বলিলেন-তোমার নায় চৌরী, ধূতা, সেচাচারিণী, অন্ধজন বিলোপকারিণী গ্রীর আবার সত্য বল কি? মহারাজ, সত্যই আমি পাপীয়সী, কিন্তু যদি আমার সত্যক্রিয়া থাকে, আমার ইচ্ছানুরূপ সেবলোককে পরিবর্তন করিতে পারি। রাজা বলিলেন-তোমার সেই সত্যক্রিয়া কি, তাহা আমাকে বর্ণনা কর। মহারাজ, যে বাক্তি আমাকে ধন দেয়, সে ক্ষত্রিয় হউক, ব্রাহ্মণ হউক, বৈশ্য হউক, শূদ্র হউক বা অন্য কেহ হউক, আমি সকলের সহিত সম ব্যবহার করি। ক্ষত্রিয় বলিয়া বিশেষত দেখাই না, শূদ্র বলিয়াও তুচ্ছ করি না। অনন্য ও ক্রোধের অধীন আমি নহি। যে ধনস্বামী তাহারই উচিত পরিচর্যা করি। মহারাজ, ইহাই আমার সত্যক্রিয়া যেই সত্য বলে মহাগণার জল প্রান্তের বিপরীত দিকে ছুটিয়াছে।

স্কৃতির বলিলেন-মহারাজ, যাঁহারা সত্যে স্থিত, তাহারা সমস্তই লাভ করিতে পারেন। শিবিকার্তী যাচককে চক্তি দিলেন, তাহার দিব্যচক্তি উৎপন্ন হইল, ইহাও সত্যক্রিয়ায়। সূত্রে কথিত হইয়াছে-‘মাংস চক্তি নষ্ঠ হইলে অহেতুতে অবিষয় দিব্যচক্তি উৎপন্ন হয় না,’ তাহা ভাবিন মাংসর কারণে কথিত হইয়াছে। এই প্রকারই মহারাজ ধারণা করুন। ভত্তে, সুমীমাংসত প্রশ্ন, অবনত মন্তকে এক্ষণ করিলাম।

গভাশয়ে জনুঘরহন প্রশ্ন-মীমাংসা

ভত্তে, ভগবান বলিলেন-‘তিনির মিলনে গভাশয়ে জনুঘরহন হয়; মাতাপিতার মিলন, মাতা ঝুঁকবিতা হয় ও গঞ্জবর্কর (যেই সত্য জনুঘরহন করিবে তাহার) উপস্থিত কাল, এই তিনির মিলনে গর্ভ সঞ্চার।’ ইহা ভগবানের একান্ত সত্য কথা। আবার তিনি দেব-মনুষ্যদের মধ্যে বসিয়া বলিলেন-‘দুইজনের মিলনে গর্ভ সঞ্চার’, তাপস দুকুল ঝুঁকবিতা তাপসী পারিকার নাভিস্থানে দক্ষিণ হতাঙ্গু বুলাইয়া দিলেন, ইহাতে নাকি সাম কুমারের জন্য। ঋষি মাতঙ্গ ব্রাহ্মণ-কন্যা ঝুঁকবিতা হইলে দক্ষিণ হতাঙ্গু নাভিস্থানে বুলাইয়া দেন, তাহাতে মণ্ডল মাণবকের জন্য। যদি ভত্তে, ভগবান তিনির মিলনে গর্ভ সঞ্চার বলেন-তাহা হইলে সাম-কুমার ও মণ্ডল মাণবক দুইজন নাভি স্পর্শে জনিয়াছে, এই যে বলন তাহা মিছা, যদি তথাকথ বলেন-নাভি স্পর্শে দুই বালকের জন্য, তাহা হইলে তিনির মিলনে যে গর্ভ সঞ্চার তাহাতে মিছা, এখন এই প্রশ্নের মীমাংসা করুন।
মহারাজ, তিনির মিলেনে যে গর্ভ সঞ্চার, সাম ও মদ্যের যে নাভি স্পর্শ জন্য, এই দুইটি বুদ্ধ বাক্য। তাহা হইলে ভূত, এই কারণ আমাকে বর্ণনা করেন। মহারাজ, আপনি কি সংকিতা কুমার, ইসিসিঙ্গ তাপস ও স্বর্বির কুমার ক্ষয়ির জন্য কথা ঘূরিয়াছেন? হা ভূত, ঘূরিয়াছি। তাহাদের জন্য সুবিদিত। দুইটি মূলী ঋতুকালে তাপসচর্যের প্রশ্রাব স্থানে আসিয়া সংকুচি প্রশ্রাব পাল করিয়াছিল, সেই পালে সংকিতা কুমারের ও ইসিসিঙ্গ তাপসের জন্য হয়। উদায় স্বর্বির ভিক্ষুকীর আশ্রমে উপস্থিত হইয়া কামচিত্তে ভিক্ষুকীর যোনিতার লক্ষ্য করিয়াছিল, সেই কারণে তাহার শুক্র মোচন হয়, তখন উদায় ভিক্ষুকীকে বলিল-‘যাও ভগ্নি, জল লইয়া আস, পরিধেয় বন্ধু বৌত করিব।’ ভিক্ষুকী বলিল-‘আমাকে দেন, আমি ধূহি আনন্দ।' ভিক্ষু পরিধেয় বন্ধু দিলে সেই ঋতুবতী ভিক্ষুকী বন্ধ হইতে শুক্র লইয়া কতক যোনিতার নিক্ষেপ করিল, আর কতক খাইয়া ফেলিল। সেই শুক্তির শুরু কর্মের জন্য। বহুজন এই কথা বলিয়া থাকে, আপনি ইহার বিশ্বাস করেন কি? ভূত, ইহার বিশ্বাস করিবার বলাৎ কারণ আছে, মহারাজ, কি কারণ আছে? ভূত, সুসমাপ্তি কাদায় ভীম পড়িলে শীঘ্র গজাইয়া উঠে কি? হা মহারাজ। এই প্রকার ভূতে, সেই ভিক্ষুকী ঋতুবতী হওয়ায় সংস্থিত কলঙ্ক কর্কত রোধ হইল, শরীরজ ধাতু স্পী প্রাপ্ত হইল, তখন সেই শুক্র গ্রহণ করিয়া কলঙ্ক প্রকৃষ্ট হইয়াছিল। সেই কারণে তাহার গর্ভ সঞ্চার হয়। জনের এই মাত্র কারণ দেখিতেছি। মহারাজ, আমিও এই কারণ গ্রহণ করিনি। আপনি কি কুমার ক্ষয়ির গর্ভ সঞ্চার বীকার করেন? হা ভূত। সাধু মহারাজ, আপনি আমার পথে আসিয়াছেন, একটামাত্র গর্ভ সঞ্চারের কারণ বলায় আপনি আমাকে অনুবল দিলেন। মূলী দুইটির সংকুচি প্রশ্রাব পালে যে গর্ভলভ, তাহা আপনি বিশ্বাস করিলেন কি? হা ভূত, যাহা কিছু তুক পীত, খায়িত, লেহিত সমস্ত কলঙ্ক প্রবেশ করে ও স্থান প্রাপ্তে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। যেমন ভূতে, নদীমাত্রেই মহাসমূহে গিয়া পাতিত হয়, কিন্তু স্থান প্রাপ্তে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। সাধু মহারাজ, আপনি আমার অভিপ্রায় ভালমতে বৃদ্ধিয়াছেন। মুখদিয়া পান করায় দুয়ারের মিলন সংকিত ও ইসিসিঙ্গের জন্য।

মহারাজ, সামকুমার ও মদ্যব মাণবক তিনটি মিলনের মধ্যে গৃহীত ও পূর্বের সহিত একরস। তাহার কারণ বলিতেছি-তাপস দুকূল ও তাপসী
পারিকা তাহারা দুইজন অরণ্যে বাস করিত। উভয়ে ধ্যানবিবেক ও উত্তমার্থ অব্যবধানে রহিল। তাহাদের তপঃস্তেজে ব্রহ্মালোক পর্যন্ত উত্তপ্ত হইয়াছিল।
তখন ইদ্রেরাজ প্রাতঃসন্ধ্যা দুইবারা তাহাদের সেবার্থ আগমন করিয়াছিলেন।
ইদ্র তাহাদের মৈত্রীকামী হইয়া দেখিলেন যে—‘অনাগতে তাহারা দুইজন অন্ধ হইবে।’ এই কারণে তাহাদিগকে বলিলেন—‘হে মহাপুরুষ, আমার একটি কথা গ্ৰহণ করুন। আপনাদের একটি পুত্র হইলে আমি তাহার মনে করি। সেই পুত্র আপনাদের সেবক ও অবলম্বন হইবে। হে ইদ্র, পুত্রের প্রয়োজন নাই, আপনি এইরূপ অনুরোধ করিবেন না। ইদ্রের অনুরোধ তাহারা প্রত্যাখ্যান করিলেন। দয়ালু ইদ্র তিনবার অনুরোধ করিলে তাহারা বলিলেন—আপনি আমাদিগকে অনর্থমূলক কার্যে নিয়োজিত করিবেন না।
কখন এই শরীর না ভাধিবে? শরীর ভগ্ন হউক, কারণ দেহ ভগ্নশীল। ধরণী ভগ্ন হইলেও, শৈশবের পালিত হইলেও, আকাশ বিদীর্ণ হইলেও, চন্দ্র সূর্যের পতন হইলেও তথাপি আমরা লোকধর্মে মিশিব না অথবা মৈথুন করিব না। আপনি আর আমাদের সম্যুখে আসিবেন না। আপনার আগমনে এইমাত্র বিশার হইল, বোধ হয় আপনি আমাদের অহিতকামী। দেবদেব তাহাদের মন না পাইয়া কৃতাঙ্গলিপুটে পুনঃ যাইতেন যে—‘যদি আমার বচনে আপনারা উৎসাহিত না হন, যখন তাপসীর ঋতু হইবে, তখন আপনি দক্ষিণ হেন্দ্রুপত্রের তাহার নাভিটি বুলাইয়া দিবেন। ইহাতে তাহার গর্ভ হইবে।’ গর্ভ সঞ্চারের ইহাই মিলন। বদ্ধ ইদ্র, আপনার এই কথাটিকে আমি রক্ষা করিয়া রাজী আছি। ইহাতে আমাদের তপঃস্ত হইবে না। সেই সময়ে দেবলোকে এক পুণ্যবাহ দেবপুত্র ছিল। তাহার আয়ু ভাস্ম হইয়া আসিয়াছে। যথায় ইচ্ছা তথায় জন্মগ্রহণ করিয়া সমর্থ। এমন কি রাজা চক্রবর্তী হইবারও তাহার পুণ্যবাহ আছে। ইদ্র সেই দেবপুত্রের নিকট গিয়া বলিলেন—‘হে দেবসূত্র, আপনার আজ সুপ্রভাত, আপনার মনোরথ পূর্ণ হইবে। আমি যে আজ আপনার সেবায় আসিলাম, রমণীয় স্ত্রী আপনি বাস করিয়া পারিবেন, অনুরূপ কৃতি আপনার জন্য হইবে। উত্তম মাতাপিতার আশ্রয়ে বর্তিত হইতে পারিবেন। ব্যাগত হউন, আমার বচন রক্ষা করুন, শিরে অঙ্গলি স্থাপনপূর্বক দেবরাজ ইদ্র তিনবার এইরূপ প্রার্থনা করিলেন। মহাশয়, আপনি যে আমাকে বারবার অনুরোধ করিতেছেন, কোনো কুল আমার জন্য নিদর্শী করিয়াছেন? তাপস দুঃকুল ও তাপসী
পারিকার কুলে। ইহা শুনিয়া দেবপুত্র সন্ন্যাসিতে বলিলেন—ভাল আপনার প্রস্তাবে আমি সম্মত আছি। তবে আওজ, জরায়ুস, ষেদাহ, ঔপনিবন্ধ যোণি চতুষ্ঠোত্তরে মধ্যে কোনো যোগিতে জন্য পরিহার হইবে? আপনি জরায়ুস যোনীতে উৎপন্ন হইবেন। অতঃপর ইদ্রেফজ জন্মিল নিরাকারণ করিয়া দুকুল তাপসকে বলিলেন—‘অমুক দিনে তাপসীর মাত্র হইবে, তখন আপনি দক্ষিণ অনুষ্ঠিত তাহার নাথিতে বুলাইয়া দিবেন। ইদ্রেফদের আদিত্ত দিনে দুকুল তাহাই করিলেন। নাভি স্পরশমাদ্ধেই পারিকার কামরাগ উৎপন্ন হইল, এই কামরাগের নাভি স্পর্শে, মৈথুনে নাহে। সেই কারণে কামচিত্ত হাস্যে, আলাপে, দর্শনে, স্পর্শেও মিলন হয়, এই মিলনে গর্ভ সঞ্চার হইয়া থাকে।

মহারাজ, মৈথুন ব্যতীত এই প্রকারে গর্ভ সঞ্চার হয়। যখন আৰ্ণ জুলিয়া উঠে তখন আঁধান না ফুলিলেন নিকটে গেলে যেমন শীত দূরিযোগ হয়, এই প্রকার মহারাজ, বিনা মৈথুনে স্পর্শেও গর্ভ সঞ্চার হয়। কর্ম, যোনি, কুল ও প্রার্থনা এই চারি কারণেও গর্ভ সঞ্চার হয়। সমস্ত জীবিকা কর্মকলার জন্য লক্ষ্য থাকে। ভবতে, কর্মেয়ে জন্মোৎসর্গ কিরূপ? মহারাজ, অতিশয় পুণ্যশীল জীবিকা কর্তৃয়া, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি মহাধাচকুলে, দেবকুলে ও অওজ জরায়ুস, সাংবেদন, ঔপনিবন্ধ যোণিতে ইচ্ছামত জন্মোৎসর্গ করিতে পারেন। যেমন মহারাজ, ধনকুলের ব্যক্তিগণ দাস-দাসি, ক্ষেত-বস্তু, গ্রাম-নগর-জ্ঞানে যাহাই ইচ্ছা করেন, তাহা দিও ইচ্ছা থাকে দিয়া কিনিতে পারেন, এইরূপ পুণ্যশীল ব্যক্তিগণ যে কোনো কুলে ও যে কোনো যোণির ইচ্ছামত জন্ম লইতে পারেন। ইহাই কর্ম ভেদে জন্ম বলে।

যোনি ভেদে কিরূপ? কুকুটীদিগের বায়ুবেগে ও বলাকাদিগের যে শংস গর্ভ সঞ্চার হয়। দেহগণ গর্ভাশয়ে জন্মোৎসর্গ করে না, তাহাদের নানাবর্ণে গর্ভ সঞ্চার হয়। যেমন মনুষ্যগণ নানাবর্ণে পৃথিবীতে চলাচলের করে—কেহ সমুখ তাহ ঢাকে, কেহ পশ্চাদভাগ ঢাকে, কেহ উলঙ্গ, কেহ মাথা মুড়ানো, কেহ শেষভাগ, কেহ বীণীবদ্ধ, কেহ মাথা মুড়াইয়া কায়ায়বসনাধারী, কেহ বীণীবদ্ধ কায়ায়বসনাধারী, কেহ জটাধারী, কেহ বক্ষালীচারী, কেহ চর্মবসনাধারী, কেহ রজ্জীপরিধানকারী। তাহারা সকলেই মানুষ, কিন্তু বিভিন্ন বর্ণে বিভিন্ন হইতে পারে। এই প্রকার সমস্ত সত্ত্ব হইলেও নানা বর্ণে জন্য পরিহার করে। ইহাই যোনি ভেদে জন্ম বলে।
কুল ভেদে কিরূপ? অঙ্গ, জরায়ুস, সংষ্কার, উপপত্তিক ভেদে কুল চারি প্রকার। কেহ কেহ যে কোন স্থান হইতে আসিয়া এই কুলসমূহে জন্ম লইয়া থাকে। যেমন, হিমবাঘের সিনেরু পর্বতে যে কোন মৃগ পশ্চিমা উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু সকলে ধীর বর্ষ ত্যাগ করিয়া সুরূপ বর্ষ ধারণ করিয়া থাকে, এই প্রকার যে কোন জন্মোৎপত্তিক সত্ত্ব যে কোন স্থান হইতে আসিয়া অঙ্গ মোটির জন্ম লইলে পূর্বের স্থায়ী বর্ষ ত্যাগ করিয়া অঙ্গ হইয়া থাকে। সেইপ্রকার অপরাপর সত্ত্বকপার জন্মোৎপত্তি করিয়া থাকে।

ইহাকেই কুল ভেদে জন্ম বলে।

প্রার্থনা ভেদে কিরূপ? এই জগতে এমন সম্পন্নহীন কুল আছে, তাহারা বহু সম্পত্তিশালী, শ্রদ্ধা-প্রসন্ন, শীলবান, কল্যাণের ধর্মপরায়ণ ও তপঃপরায়ণ। তখন অতিশয় পুণ্যবান এক দেবপুরের স্ত্রী চুরি হইলে, ইংরেজ সেই পুণ্যশিল কুলের প্রতি দয়া করিয়া দেবপুরের নিকট প্রার্থনা করেন যে, হে দেব, আপনি অমুক মহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করুন, দেবপুরগুলি উন্মত্তকূলে জন্মগ্রহণ করিতে বীর্যকৃত হন। যেমন পুণ্যকামী মনুষ্য শীলবান ভিক্ষুকে প্রার্থনা করিয়া ঘরে নিয়া আলিয়া, কেননা তাহার আগমনে এই কুলের সুখ-সুমৃদ্ধি শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই প্রকার ইন্দ্রজাত, যাহিচাই দেবগণকে নিঃসন্তান কুলে জন্ম দিয়া থাকেন।

ইহাকেই প্রার্থনা ভেদে জন্ম বলে।

মহারাজ, সাম কুমার ইন্দ্রের প্রার্থনাবলে পারিকার গর্ভে জন্ম লইলেন।

সাম কুমারও পুণ্যবান; মাতা-পিতাও শীলবান, কল্যাণের ধর্মপরায়ণ; প্রার্থনাকারীও সামর্থ্যবান। এই তিনজনের চিত্ত প্রণালী সাম কুমারের জন্ম। যেমন মহারাজ, সুদক্ষ পুরুষ সুকুমারী উপযোগী ক্ষেত্রে যদি বীজ রোপণ করে, বীরের কোন অন্তরায়ে যদি না ঘটে, তবে শ্রীবৃদ্ধির অন্তরায় হইবে কি? না ভবে। কোন দুর্ঘটনা না ঘটিলে বীর্য শীল গজাইবে। এই প্রকার সাম কুমার উপত্যকির অন্তরায় মুক্ত; তিনজনের চিত্ত প্রণালী বলে জন্মোৎপত্তি করিয়াছেন।

মহারাজ, আপনি কি শুনিয়াছেন, ঋষিদের চিত্ত দৃষ্টি হওয়ায় উন্মত্ত জনপদও সজনে উৎসন্ন হইয়াছিল? ইহা ভবে, শুনিয়াছিলেন এই জগত দুর্ঘটনার, মেধার্থ, কল্যাণ, মাতঙ্গার্থ এই সমস্ত স্থানের ঋষিদের অতিশয়ের অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল। এবং সমস্ত জনপদসমূহে ঋষিদের
মলিন্দ-প্রশ্ন

অভিশাপে ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। যদি ঋষিদের অভিশাপে জনপদ উৎসন্ন হইতে পারে, তাহা হইলে তাহাদের আশীর্বাদ বা চিন্তা প্রসন্নতায় সুখ উৎপন্ন হইতে পারে কি? ইহা ভবে। তাহা হইলে মহারাজ, সাম কুমার তিনজন মহানুভবের চিন্তা প্রসন্নতায় জন্ম লইয়াছেন, তিনি ঋষিরিমিত, দেবরিমিত ও পূণ্যরিমিত। এই প্রকার মহারাজ, আপনি ধরণ করুন, তিনজন দেবপুত্র ইদ্রের প্রার্থনায় নরকুলে উৎপন্ন হইয়াছিলেন—সাম কুমার, মহাপাদ ও কুশরাজ। এই তিনজনই বোধিসত্ত্ব। ভবে, জন্মহ্রণ প্রশ্ন সুমীমাংসিত হইল। আমি সাদরে গ্রাহণ করিলাম।

সন্ধ্যা অন্তর্ভুক্ত প্রশ্ন-মীমাংসা

ভবে, ভগবান বলিয়াছেন—‘আনন্দ, পঞ্চসঙ্গ বৎসর সন্ধ্যা স্থিত থাকিবে!’ পুনঃ পরিনিবারণ সময়ে যখন সুভূদ্র প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তখন ভগবান বলিয়াছিলেন—‘সুভূদ্র, যদি ভিক্ষুরা সম্বর্ণে শীলাদি ধর্ম পালন করে, জগৎ অরহৎ শূন্য হইবে না।’ ইহাও ভগবানের সত্য কথা। ভবে, ভগবান যে পাঁচ হাজার বৎসর শাসন থাকিবে বলিয়াছেন, তাহা হইলে জগৎ অরহৎ শূন্য হইবে না এই বচন মিছা, আর জগৎ অরহৎ শূন্য হইবে না, এই বচন যদি সত্য হয়, তাহা হইলে পাঁচ হাজার বৎসর শাসন থাকিবে, এই যে বচন তাহা মিছা। এখন আপনার জন্মবল প্রদর্শন করুন, মকরের ন্যায় সাগরের মধ্যে পড়িয়া গেলেন।

মহারাজ, ভগবানের পূর্বোক্ত বচন দুইটি সত্য, ভগবানের বচন নানাবিধ নানাব্যঞ্জন—পূর্ণ। ইহাতে প্রথমে শাসনের পরিচ্ছেদ ও দ্বিতীয়টি ‘প্রতিপত্তি ধর্ম’ প্রকাশিত হইয়াছে। এই দুইটি বিষয় দূর হইতে দূরতরে। যেমন মহারাজ, আকাশ পৃথিবী হইতে দূরে, নিরাম স্বর্গ হইতে দূরে, কুশল অকুশল হইতে দূরে, সুখ দূঃখ হইতে দূরে, এই প্রকার ঐ দুইটি দূর হইতে দূরতরে। মহারাজ, আপনার প্রশ্ন জিজ্ঞাসাটা বৃথা না হউক, দুইটি রসসুকে একত্র করিয়া বলিতেছি—‘আনন্দ, পাঁচ হাজার বৎসর শাসন থাকিবে।’ ইহা যে ভগবান বলিয়াছেন, ইহাতে সন্ধ্যার ক্ষয়কাল প্রার্থনা করিয়া অবশিষ্ট বিষয়ের একটি সীমা দেখিয়াছেন—‘আনন্দ, যদি ভিক্ষুরা প্রব্রজয়া প্রাণ না করিত, তবে হাজার বৎসর সন্ধ্যা স্থিত থাকিত।’ ভগবান যে পাঁচ হাজার বৎসর সন্ধ্যা থাকিবে বলিয়াছেন, ইহাতে কি মহারাজ, অন্তর্ভুক্ত
বলিতেছেন, ও অভিসময় (মার্গফল লাভ) নিবারণ করিতেছেন? না ভবে।
মহারাজ, নটি কাল গণিতে গিয়া অবশিষ্ট বিষয়ের একটি সীমা নির্ভারন
করিলেন মাত্র। যেহেতু কোন পূর্ব নটির শেষ সীমা পর্যন্ত ধরিয়া, লোক
সমাজে প্রকাশ করে যে ‘এতগুলি আমার ভাঙ্গ নটি হইয়াছে, এইমত
অবশিষ্ট আছে’। এই প্রকার ভগবান নটি বিষয় বলিতে গিয়া অবশিষ্ট
বিষয়টি দেব-মনুষ্যাদিগকে বলিলেন—‘আনন্দ, পাঁচ হাজার বৎসর সদর্ম
থাকিবে। রুদ্রের এই যে বচন ইহা একটা শাসন পরিচ্ছেদ মাত্র। ভগবান
পরিনির্বাণ সময়ে মূভুদ্দ পরিভাসকে শ্রমণ সমবেদে প্রকাশ করতঃ
বলিয়াছেন—‘ভিক্ষুরার শীলাদি প্রতিপালন করিলে জগৎ অরহৎ শুন্য হইবে
না।’ ইহা ‘প্রতিপত্তি’ প্রকাশক বাক্য। তাহা হইলে আপনি সেই পরিচ্ছেদ
ও প্রতিপত্তি প্রকাশক বাক্য একবার করিয়া ব্যাখ্যা করুন। যদি আপনার
ইচ্ছা হয় তদৃপ ব্যাখা করিব। আপনি অবচিত চিত্তে মনোযোগের সহিত
শ্রবণ করুন। মহারাজ, মনে করুন, সুগভীর জলপূর্ণ একটি দীঘি আছে।
উহার চারি পার বাঙ্গা। বৃষ্টির জল যাহা পড়ে একবিন্দু জলও বাহির হইবার
উপযোগ নাই। এইরূপ জলপূর্ণ দীঘির জল কোন দিন শুক্ল হইবে কি? না
ভবে। কি কারণে মহারাজ? মেহের জল পতিত হয় বলিয়া। এই প্রকার
মহারাজ, জিনশাসন শ্রেষ্ঠ সদর্মরূপ দীঘির ন্যায়; আচার, শীলাগণ, ব্রত
ও প্রতিপত্তি বিধুদ্ধ জলের ন্যায়। এই দীঘি ভ্রাত পর্যন্ত বিস্তৃত। যদি
বুদ্ধপূর্ণ ঐ শাসন-দীঘির আচার, শীলাগণ, ব্রত ও প্রতিপত্তির মেহের
জল বর্ষণ করেন, তাহা হইলে দীঘির দিন ঐ শাসন-দীঘি শুকাইবে না।
কাজেই জগৎ আর অরহৎ শুন্য হইবে না। ভগবান এই কারণেই
বলিয়াছেন—‘ভিক্ষুরার শীলাদি প্রতিপালন করিলে জগৎ অরহৎ শুন্য হইবে
না।’
মহারাজ, যখন একটা মহাআভ্রী জলিলা উঠে, তখন উহাতে শুক্ল তৃণ,
কষ্ঠ, গোময় নিক্ষেপ করিলে ঐ আঞ্চল নিবিতে কি? না ভবে, বরঞ্চ
পুনঃপুনে জলিলা উঠিবে ও অমিষ্টিঃ আরও বাড়িয়া উঠিবে। এই প্রকার
মহারাজ, অমূল্য লোকমণ্ডলে শ্রেষ্ঠ জিনশাসন আচার, শীলাগণ, ব্রত,
প্রতিপত্তিদ্বারা আরও উদ্ভাসিত হইবে। যদি মহারাজ, বুদ্ধপূর্ণ দৃষ্টির
সহিত ধ্যানে তপ্ত হন, সত্ত ধ্যানে মুখে অগ্নির হন, ত্রিবিধ (অধিশীল,
অধিচিত্র ও অধি প্রভৃতি) শিখায় মনোযোগ দেন, চারিদিকে ও বারিদিকে শীলে
(আচারে সংযমে) পূর্বতা লাভ করেন, তাহা হইলে জিনিষান সুদীর্ঘকাল স্থায়ী থাকিবে। জগৎ আর অরহৎ শূন্য হইবে না। এই কারণেই ভগবান সুদূরে বলিয়াছিলেন—‘ভিক্ষুরা শীলাদি প্রতিপালন করিলে জগৎ অরহৎ শূন্য হইবে না।’

যেমন মহারাজ, সমস্ত, স্বীকার একথানি আয়না কোন সুশ্রু চূর্ণারী মর্দন করিলে, তাহাতে ময়লা জনিতে পারিবে কি? না ভবে, বরং অধিকতর স্বাভাবিক হইবে। এই প্রকার মহারাজ, জিনিষান স্বীকার আয়না তুল্য, একবিধ পাপরঞ্জ উহাতে নাই। যদি বুদ্ধপুরুষ আচার, শীলাযুক্ত প্রতিপালক, ধৃতাঙ্গ ওন্নারা পরামর্জন করেন, তাহা হইলে জিনিষান দীর্ঘকাল স্থায়ী থাকিবে এবং জগৎও অরহৎ শূন্য হইবে না। এই কারণে ভগবান সুদূরে বলিয়াছিলেন—যদি ভিক্ষুরা শীলাদি প্রতিপালন করে, জগৎ অরহৎ শূন্য হইবে না।’ মহারাজ, বুদ্ধ শাসনের মূল ও সার প্রতিপালি। প্রতিপালিরই শাসন স্থায়ী থাকে। ভবে, আপনি যে সদ্ব্যাপারে অন্তর্ধান বলিতেছেন, তাহা কিরূপ? মহারাজ, তাহা তিনি প্রকাশ। সেই তিনটি কি? অধিগম, প্রতিপালি ও প্রব্যাবেশ অন্তর্ধান। মহারাজ, অধিগম অন্তর্ধান হইলে শীলাদি ব্যক্তিভিত্তির মাত্র-ফলাদি লাভ করিতে পারে না। প্রতিপাল অন্তর্ধান হইলে শিক্ষাপদমূহু নষ্ঠ হইয়া যায়। কেবল চিহ্ন মাত্র থাকে। চিহ্ন বা প্রব্যাবেশ অন্তর্ধান হইলে শাসন ধর্ম হইয়া যায়। এই তিনটি মহারাজ, শাসন অন্তর্ধানের কারণ। সাধু ভবে, গভীর প্রশ্নের সুমিঃমাসা করিলেন।

অকুশল উচ্চপূর্বক সর্বজ্ঞতা প্রাপ্তি প্রশ্ন-মীমাংসা

ভবে, বুদ্ধ সমস্ত অকুশল দর্শন করিয়া সর্বজ্ঞতা প্রাপ্ত হইয়াছেন? না অকুশল অবশিষ্ট রাধিয়া প্রাপ্ত হইয়াছেন? মহারাজ, সমস্ত অকুশল দর্শন করিয়া, তিনি সর্বজ্ঞ হইয়াছেন। একটি বিন্দু অকুশলও তাহার অবশিষ্ট নাই। ভবে, কোন দিন বুদ্ধের শরীরে দুঃখ বেদনা জাত হইয়াছে কিত হইয়াছে যখন মহারাজ, রাজগুলো ভগবানের পদ পাশাপাশি তাহা হইয়াছিল, তখন তাহার রজ্জীতিসার রোগ উৎপন্ন হইয়াছিল। শরীরের দোষযুক্ত হইলে কবিজাত জীবক বিরচিত হইয়াছিল। যখন তাহার বাত ব্যাধি হইয়া, তখন সেবক হৃদির গরম জল সঞ্জিত করিয়া দিয়াছিল। যদি ভবে, যাবতীয়
অকূশল দন্ত করিয়া বুদ্ধি সর্বজন হন, তাহা হইলে তাহার পায়ে পাদরের ঘাটে হইবে, রক্তাতিসার হইবে, এই যে বচন তাহা মিছা। যদি এই বিপদ তাহার উপর হিয়া থাকে, তিনি যে অকূশল দন্ত করিয়া সর্বজন হইয়াছেন তাহাও মিছা। ভুংতু, কর্ম বিনা কি কিছু ভোগ হইতে পারে? সমস্ত অনুভূতি বিষয় কর্মমূলক। কর্মই অনুভূতি প্রদান করে। ইহাও উভয় সমস্যার বিষয়, মীমাংসা করেন।

মহারাজ, সমস্ত অনুভূতি কর্মমূলক নহে। আই প্রকার কারণে ঐ কর্ম-ফল ভোগ করিতে হয়, যেই বেদনা বহু প্রাণী ভোগিয়া থাকে। সেই আই প্রকার কি? কোন কোন প্রাণী বাতজ, পিতৃজ, শ্রেষ্ঠা, সন্নিপাতজ, ধৰ্ম্ম, বিদ্যা আহার বিহার জাত, পরের উপক্রমজাত ও কর্মক্ষেত্র জাত ব্যাধি ভোগ করিয়া থাকে। তথ্যের কর্ম সেই সত্রুদগকে পীড়িত করে, তাহারা যে রোগের হেসুকে বিনাশ করে, তাহাদের সেই বচন মিছা। ভুংতু, বাতজ হইতে উপক্রম জাত ব্যাধি পর্যন্ত যে সাত প্রকার ব্যাধি, এই সমস্ত কর্মক্ষেত্রই উৎপাদিত, তাই এই ব্যাধিসমূহ কর্মজাত বলিতে হইবে।

মহারাজ, যদি সমস্তই কর্মজাত ব্যাধি হয়, তাহা হইলে এইগুলির একটা বিভিন্ন প্রকার লক্ষণ দেখা যাইত না।

মহারাজ, শীত, উষ্ণ, কৃষ্ণ, পিপাসা, অতিভোজন, স্থান ভেদ, অতিরিক্ত পরিশ্রম, আধাবন, উপক্রম ও কর্ম বিপাক এই দশটি কারণে বায়ু কোপিত হয়। কর্ম বিপাক বায়ীত নয়টি কারণ অতীতেও ছিল না, বিষয়ে এইগুলি হইবে না। তথ্য বর্তমান হেবেই উৎপন্ন হয়। সেই কারণে এইরূপ বিলিত না যে সমস্ত বেদনা কর্ম-জাত।

মহারাজ, তিনটি কারণে পিতৃ কোপিত হয়-শীত, উষ্ণ ও বিদ্যা ভোজনবার। তিনটি কারণে শ্রেষ্ঠা কোপিত হয়-শীত, উষ্ণ ও অন্ন পানীয়বার। মহারাজ, যাহার বায়ুকর, যাহার পিতৃকর ও যাহা শ্রেষ্ঠাকর উহারা শীত শীত কারণে কোপিত হইয়া মিশ্রিত হইয়া শীত শীত বেদনা আকর্ষণ করিয়া থাকে। ধৰ্ম্ম পরিবর্তনে যে বেদনা তাহা ধৰ্ম্ম হইয়া উৎপন্ন হয়। একেবারে এক ঘরে, বেদনার বহুলিন বাস করার দরুন যে বেদনা উৎপন্ন হয়, তাহা বিদ্যা আহার বিহারেই হয়। উপক্রমের রোগটি দুই প্রকারে হয়। অপরের মৃত্যু প্রয়োগে ও কর্ম বিপাকে জাত হয়। কর্ম বিপাকজ বেদনা পূর্বকৃত কর্মক্ষেত্র হইয়া থাকে। এই আটটি কারণে
মহারাজ, কর্ম বিপাক জাত অন্ত, বেশীরভাগ অপরাপর কারণে হয়। যাহারা মূর্ধ তাহারা মনে করে, সমস্ত কর্ম বিপাক জাত। সেই কর্মফলের ব্যবস্থা বুদ্ধজানে ব্যতীত অন্য কাহারও নির্ণয় করিবার সাধ্য নাই।

মহারাজ, ভগবানের পায়ে যে পাথর পড়িয়া ক্ষত হইয়াছিল, সেই অনুভূতি বায়ু, পিঠ, চোখ, শুক্রপাত, ঋতু পরিবর্তন জাত, বিরুদ্ধ আহর-বিহার জাত ও কর্ম বিপাক জাত ব্যাধি নহে। তাহা পরের উপক্রমবলেই হইয়াছে বলিয়া সুপ্রকার বেদনা। মহারাজ, বহুলক্ষ বৎসর ব্যাপিয়া দেবদৌ বুদ্ধের প্রতি শক্ততা আচরণ করিয়া আপিতেছিল, দেবদৌ সেই আক্রমে শূন্ত শিলাখো বুদ্ধের মাধ্যম কোলিবার ইচ্ছায় ছড়িয়াছিল। তত্ত্বাং দুইটি লৈলাম আসিয়া বুদ্ধের মাধ্যম না পড়িতেই আটক করিয়াছিল। সেই পর্বত দুইটির পরস্পর সজ্জাতে একটিকৃত পাথরকণা উঠিয়া ভগবানের পায়ে পড়ে, উহাতে সামান্য রক্ত দেখা দিয়াছিল।

মহারাজ, হয়ত কর্ম বিপাকে, নচেৎ ক্রিয়া হইতে বুদ্ধের বেদনা হইয়াছিল, তাহা ছাড়া অন্য বেদনা নাই। যেমন মহারাজ, হয় ক্ষেত্রের দোষে বীজ গজায় না, নয় বীজের দোষে। যেমন হয়ত উদরের দোষে ভোজন জীর্ণ হয় না, নচেৎ আহারের দোষে। কিন্তু মহারাজ, এই কথা ঠিক যে বুদ্ধের কর্ম বিপাক বেদনা নাই ও আহার বিহার বেদনাও নাই। অবশিষ্ট কারণ ভগবানের বেদনা উপক্রম হইতে পারে, কিন্তু সেই বেদনাতারা বুদ্ধের জীবন নাশ সত্ত্ব নাই। মহারাজ, এই চারিভূতযুক্ত কায়ে ইত্যাদিত্ব ও শুভাব্দ বেদনা দেখা দিবেই। যেমন আকাশে চিল বুঝিলে মাটীতে পড়া সাহাবিক, তাই বলিয়া কি পূর্বকৃত কর্মে চিল মাটিতে পড়ে? না ভবে, এমন কোন হেতু মহাপৃথিবীর নাই, যেহেতু মহাপৃথিবী কুশলাকুশল বিপাক অনুভব করিতে পারে। কেবল বর্তমান অকর্ম হেতুদ্ধারা সেই চিল পৃথিবীতে পড়ে মাত্র। এই উপমায় যেমন মহাপৃথিবী তেমন রুদ্ধ। যেমন চিল স্বভাবতঃ মহাপৃথিবীতে পড়ে, এই প্রকার বুদ্ধের পূর্বে অকৃত কর্মদ্ধারা সেই শিলাখো পায়ে পড়িয়াছে। মহারাজ, এই জগতে মনুষ্যরা মহাপৃথিবীকে ভেদ করে, খনন করে, তাই বলিয়া কি তাহারা পূর্বের কৃত পৃথিবীকে ভেদ করে ও খনন করে? না ভবে, এই প্রকার মহারাজ, যেই শিলাখো ভগবানের পায়ে পড়িয়াছিল, তাহা পূর্বকৃত কর্মদ্ধারা বুদ্ধের পায়ে পড়ে নাই। বুদ্ধের নিকট মে রক্তাতিসার হইয়াছিল, তাহাও পূর্বকৃত কর্মদ্ধারা হয় নাই। 

১৩২ মিলিন্ড-প্রশ্ন
মিলিন্দ-প্রশ্ন

সম্প্রতিবলেই হইয়াছে। ভগবানের যাহা কিছু কার্যক রোগ হয়, সেই সমস্ত কর্মফলে হয় না। ষড়বিধ কারণের অন্যতম কারণেই হইয়া থাকে।

তাই ভগবান সংযুক্‌ নিকায় ‘মোলিয়া সীবেক, বর্ণনায় বলিয়াছেন—
“সীবেক, এই শরীরে যাহা কিছু অনুভূতি জাত হয়, তুমি তাহা নিজেই জাত হইবে, যেমন কোন কোন ব্যক্তির পিতৃরোগাদি উপপন্ন হইয়া থাকে। জগতেও ইহা সত্যসম্মত যে, পিতৃরোগে অনেক দুঃখ ভোগে। ইহার মধ্যে কোন কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এইরূপ বাদি ও এইরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন আছে, এই পুরুষ সুখ-দুঃখ উপেক্ষা যে ভোগিতেছে, তৎ-সমস্ত পূর্বীকৃত কর্মহেতু। ইহাতে যাহা নিজে জানে তাহাও অতিক্রম করে, যাহা লোকে সত্যসম্মত, তাহাও অতিক্রম করে, সেই কারণে আমি এই শ্রমণ-ব্রাহ্মণদিগের মতকে মিথ্যা বিশ্বাস বলিয়েছি।” এই কারণে মহারাজ সমস্ত বেদনা কর্ম বিপাকক নহে। সমস্ত অকুশল দণ্ড করিয়া রুদ্ধ সর্বজন্তা প্রাপ্ত বলিয়া ধারণা করুন। সাধু ভন্তে, তাহাতে আমি সম্মতি প্রকাশ করিতেছি।

বুদ্ধের উদ্ভিদর করণীয় প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, আপনি বলিতেছেন—বুদ্ধের যাহা কিছু কর্তব্য কার্য হয়, সেই সমস্ত তিনি বোধিভূষণমূলক সম্পাদন করিয়াছেন। তাহার আর কোন ধান বিবেকের প্রয়োজন নাই। কিন্তু আমি দেখিতেছি একতা তিনি তিন মাস বিবেকের বাস করিয়াছিলেন। ভন্তে, যদি বলন বুদ্ধের আর কোন কর্তব্য নাই, তাহা হইলে এই যে তিন মাস বিবেকের বাস সেই কথা মিথ্যা। নচেৎ বোধিভূষণ যাবতীয় কর্তব্য নিঃশেখ হইয়াছে এই কথা মিথ্যা। যাহার কর্তব্য সাক্ষী থাকে তাহারই জন্য বিবেক। যেমন পীড়িত ব্যক্তিরই উষ্ণের প্রয়োজন, নীরোগীর উষ্ণের প্রয়োজন কি? কুষ্ঠাতুরেরই আহারের প্রয়োজন, যাহার কষ্ঠ নাই, তাহার আহারের প্রয়োজন কি? সেইমত ভন্তে, যাহার কর্তব্য নাই, তাহার বিবেকের দরকার কি? যাহার কর্তব্য আছে, তাহার বিবেকের দরকার ও আছে। এই উত্তরকার্কিক প্রশ্নের মীমাংসা করুন।

মহারাজ, বুদ্ধের যাবতীয় কর্তব্য বোধিভূষণে নিঃশেখ হইয়াছে। তাহার আর কোন ধান-বিবেকের প্রয়োজন নাই। তথাপি বিবেকের বাস বহু ফলদায়ক। সমস্ত রুদ্ধ বিবেক ধানে বসিয়া সর্বজন্তা প্রাপ্ত হইয়াছেন।
মহারাজ, বিবেক বাসের ২৮টি গুণ। বুদ্ধধর্মেই গুণ পুনঃপুনঃ স্মৃতি করিয়া বিবেক সেবন করিয়া থাকেন, সেই ২৮টি গুণ কিছু বিবেক-বাস প্রভাবে নিজকে রক্ষা করে, আয়ু বর্ধন করে, বল উৎপন্ন হয়, দোষ আচ্ছাদন করে, আশ্চর্য দূর হয়, যশোঁ উৎপন্ন হয়, তুক্তভাবে দূর হয়, রতি বিনষ্ঠা করে, ভয় দূর হয়, বিশারদ ভাব উৎপাদন করে, আলস্য দূর হয়, বীর্য উৎপন্ন হয়, কামরাগ দূর হয়, দেব বিনষ্ঠা হয়, মোহ দূর হয়, মান নিহত হয়, বিতর্ক ভগ্ন হয়, চিত্ত একাত্ম হয়, মানস শোভিত হয়, সম্পত্তি উৎপাদন করে, গভীর প্রকৃতি হয়, লাভ সংক্রান্ত উৎপাদিত হয়, প্রমাণ হয়, প্রীতি প্রাপ্ত করায়, প্রমোদ উৎপন্ন করে, সংকরমূহুত ভক্তি জ্ঞাত হয়, পায়, তব প্রতিবিধি উদ্ভাটন করে, সর্বব্যবহার সকল শ্রামাঙ্গণ প্রদান করে। মহারাজ, এই ২৮টি গুণ বিবেক বাসে দেখিয়া বুদ্ধধর্ম বিবেক সেবন করিয়া থাকেন এবং শান্ত সুখময় ধারণ-বিভাগ আনুভব করিলার ইচ্ছায় পরিপূর্ণ সৌন্দর্যায় বিবেক সেবন করিয়া থাকেন।

পুনঃ চারিটি কারণে বুদ্ধধর্ম বিবেক সেবন করিয়া থাকেন। সেই চারিটি কিছু নিরাপদ বিহারতেু তথাগতত্ত্ব বিবেক সেবন করেন, পবিত্রত্ব বহুল হেতু তথাগতত্বা বিবেক সেবন করেন, অশেষ আর্থীরিতু তথাগতত্ত্ব বিবেক সেবন করেন ও বুদ্ধধর্মের স্তর বর্ধিত প্রশংসিতেু তথাগতত্ত্ব বিবেক সেবন করেন। মহারাজ, এই চারিটি কারণে বুদ্ধধর্ম বিবেক সেবন করেন, কর্তব্য অবশিষ্ট আছে বলিয়া নাহে ও কৃতকর্মের পরিচয়ের জন্য নাহে। গুণ বিশেষ প্রদর্শন হেতুই তাঁহারা বিবেক সেবন করিয়া থাকেন।

সাধু ভক্ত, আমি ইহা অবনত নিবে প্রাহণ করিতেছি।

ঋদ্ধিপাদবল দর্শন প্রশ্ন-মীমাংসা
ভঙ্গে, ভগবান বলিয়াছেন—'আনন্দ, বুদ্ধের চারি ঋষিপাদ অতিশয় সুভাবিত ও সুপরিচিত, যদি বুদ্ধ ইচ্ছা করেন, এক কল্প বা কল্পবিশ্ব কাল বাস করিতে পারেন।’ পুনরায় বলিয়াছেন—‘তিন মাসের পর বুদ্ধের নির্বাণ লাভ হইবে।’ ভঙ্গে, যদি ভগবান পূর্বেক্ষ প্রকার বলেন, তাহা হইলে তিন মাস পরে নির্বাণ লাভ করিবেন এই কথা মিছা, যদি মাসের কথা সত্য হয়, কল্পকাল অবস্থানের কথা মিছা, এই কথাও খাটি সত্য যে বুদ্ধের অকারণে গর্জন করেন না। তাহারা সত্‌বাদী। এই প্রকারের মীমাংসা করুন।

মহারাজ, সত্‌াই ভগবান কল্পকাল অবস্থানের কথা ও তিনমাস পরে নির্বাণ লাভের কথা বলিয়াছেন। এই যে কল্পের কথা বলিয়াছেন, তাহা আচ্ছাদন। আর ভগবান যে বলেন কথা বলিয়াছেন, উহাতে নিজের বল কীর্তন করেন নাই, তিনি ঋষিবলের কথা কীর্তন করিয়া চারি সুভাবিত ঋষিপাদের কথা ও কল্পকাল অবস্থানের কথা বলিয়াছেন। মহারাজ মনে করিয়া, রাজার বায়ুর নায় দ্রুত গমনী একটা আজানে অশ্র আছে। রাজা সেই অনেকের দ্রুতগামীতা সবসময় সর্বসাধারণের সমক্ষে বলিয়াছেন—যদি আমার এই অষ্টবর্ণের ইচ্ছাপূর্বক সাগরা পৃথিবী বিচ্ছেদ করিয়া ক্ষেণকের মধ্যে এখানে আগমন করে, তাহার সেই দ্রুতগতি এই পরিষদ দেখিতে পাইবে না। উহার এমন দ্রুতগতি বিদ্যমান আছে যে, সে মুহূর্ত মধ্যে সাগরা পৃথিবী ঘুরিয়া আসিতে পারে। এই প্রকার মহারাজ, ভগবান নির্ভর ঋষিসম্মিত কীর্তনপূর্বক এইরূপ বলিয়াছেন, তাহাতে তিনি ত্রিভিদ্যাসম্পন্ন, যাদভিজ্ঞ, ভিমল অর্হৎ কীর্তীসাব ও দেব-মনুষ্যগণের মধ্যে বসিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। "আনন্দ, চারি ঋষিপাদ তথাগতের সুভাবিত, তিনি ইচ্ছা করিলে কল্পকাল বা কল্পবিশ্বকাল থাকিতে পারেন। কিন্তু ভগবান পরষ্ঠবের মধ্যে নিজের ঋষিবল প্রদর্শন করেন না। তিনি ভবে বাস করিবার প্রয়োজন মনে করেন না। তথাগত যুবতীয় ভবে বাস করা নিন্দাসূত্র মনে করেন। সেই কারণে মহারাজ, ভগবান বলিয়াছেন—‘যেমন ভস্মীকৃত, অলংকার বিঢ়াও দুর্গন্ধ, তেমন আমি অলংকার ভবভকেও প্রশংসা করি না। এমন কি আমারের তুষী ক্ষণও।’ মহারাজ, সমস্ত ভব গতি, যোনি বিষ্ঠাতুল্য দেখিয়া ভগবান ঋষিপাদ প্রত্যাবে ভবে বাস করিতে ইচ্ছা করিবেন কি? না ভঙ্গে। তাহা হইলে মহারাজ বুদ্ধ এই ঋষিবল সিংহনাদে কীর্তন
করিয়াছেন। সাধু ভন্তে, এই উপদেশ আমি অবনত মন্তকে গ্রহণ করিতেছিল।

ফুদ্রানুসদ্ধ প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, ভগবান বলিয়াছেন-‘ভিক্ষুগণ, আমি জানিয়াই ধর্মদেশনা করিতেছি, না জানিয়া নহে।’ পুনঃ বিনয় প্রজ্জাতিতে বলিয়াছেন-আনন্দ, “সজ্জ যদি ইচ্ছা করে, আমার অবর্তমানে ফুদ্রানুসদ্ধ শিক্ষাপদসমূহ ধ্বংস করক।” কেমন ভন্তে, ভগবান ফুদ্রানুসদ্ধ শিক্ষাপদসমূহ অন্যায় মত প্রজ্জাত করিয়াছেন, না অবিষ্কারণ না জানিয়া প্রজ্জাত করিয়াছেন? মেহেত ভগবান নিজের অবর্তমানে ফুদ্রানুসদ্ধ শিক্ষাপদসমূহ ধ্বংস করাইতেছেন। ভগবান যদি বলেন জানিয়া ধর্মদেশনা করিতেছি, না জানিয়া নহে, তাহা হইলে তাহার অবর্তমানে যে শিক্ষাপদ ধ্বংস করিতে বলিয়াছেন এই যে বচন মিছা। ইহার মীমাংসা করুন।

মহারাজ, ভগবান বলিয়াছেন-আমি জানিয়াই ধর্মদেশনা করিতেছি, না জানিয়া নহে। আর বিনয় প্রজ্জাতিতেও আমার অবর্তমানে সজ্জ ফুদ্রানুসদ্ধ শিক্ষাপদ ধ্বংস করক, এই যে বচন তাহা বিভক্তিকে পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি বলিয়াছেন। আমার অবর্তমানে শিক্ষাপদ ধ্বংস করিতে বলিলে শ্রাবকগণ কখনই ধ্বংস করিবে না, বরং শিক্ষাপদ পালনে অধিকতর বদ্ধপরিকর হইবে, তাহা তিনি দেখিয়াই বলিয়াছেন।

মহারাজ, চক্রবর্তী রাজ পুত্রগণকে যদি এইরূপ বলে-‘হে তাতগণ, এই আসমুদ্র জনপদ অতিমহৎ, তোমাদের শক্তি প্রভাবে এতবড় রাজা পরিচালন করা দুঃখ মনে করিতেছি। শন-আমার অবর্তমানে প্রত্যত্রায়ণগণ ত্যাগ করিও।’ কেমন মহারাজ, পিতার মৃত্যুর পর কুমারেরা তাহাদের হস্তগত জনপদগণ ত্যাগ করিবে কি? না ভন্তে। রাজকুমারগণের রাজ্যলোভ অত্যধিক, বরং তদতিরিক্ত দ্বিগণ, গ্রিগণ জনপদ টানিয়া লইবে। হস্তগত জনপদ ত্যাগ করা কি সম্ভব! এই প্রকার মহারাজ, ভিক্ষুদের পরীক্ষার্থই বুদ্ধ পুরোর্জ বাক্য বলিযাছেন। মহারাজ, বুদ্ধপুত্রগণ দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ হেতু, ধর্মপালনে লোভ করিয়া থাকেন। এমন কি আরও দেরিতে শিক্ষাপদ অতিরিক্ত পাইলেও রক্ষা করিবেন। প্রজ্জাত শিক্ষাপদ ধ্বংস করিবেন, ইহা কি কখনও সম্ভব হইবে! ভন্তে,
ভগবান যে কুট্ট ও অনুকূট শিক্ষাপদ বলিয়াছেন, তাহা কি কি? ইহাতে হয়ত বালজনের সন্দেহ উৎপন্ন হইতে পারে, খুলিয়া বলুন। মহারাজ, “দুইট” পাপ কুট্ট। “দুইটি” পাপ অনুকূট। মহারাজ, পূর্বেও ভিক্ষুদের মধ্যে এই সংখ্যার উত্পন্ন হইয়াছিল, তাহারাও এই পাপগুলি একস্থানে লিপিবদ্ধ করেন নাই। ভগবান কারণভেদে এই পাপগুলি উল্লেখ করিয়াছিলেন। ভব্যে, চিরনিক্ষিপ্ত এই জিনিস্তা আজই জগতে প্রকাশিত হইল।

স্থাপনীয় ব্যাকরণ প্রশ্ন-মীমাংসা

ভব্যে, ভগবান বলিয়াছেন-“অনন্দ, তথাগত তর্ক প্রসঙ্গের ধর্মসমূহে আচার্য মুখ্য নাই।” অর্থাৎ অপরাপর আচার্যপর্যন্ত নায়ে কিছু হাতে রাখিয়া বা গোপনে রাখিয়া শিক্ষা দেন না। অথচ দেখিতে পাই, স্বয়ং মালুক্কাপুত্রের প্রশ্নের তিনি দেন নাই। ভব্যে, এই নীরবতার দুইটি কারণ থাকিতে পারে, হয়ত না জানিয়া, নচেৎ গোপনেচ্ছায়, এখন পূর্বোক্ত বিষয়ে আচার্য মুখ্য নাই ইহা সম্ভব কি? তাহার মীমাংসা করুন।

মহারাজ, পূর্বোক্ত প্রশ্ন সত্য বটে, কিন্তু না জানিয়া বা গোপনেচ্ছায় যে বলেন নাই, এমন নহে। মহারাজ, চারিটি প্রশ্ন ও উত্তর আছে। প্রথমটি একাংশ প্রাকাশ্যায়ণ প্রশ্ন, যেমন রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান অনিত্য। দ্বিতীয় বিভাগ প্রাকাশ্যায়ণ প্রশ্ন, রূপাদি পঞ্চমূলের পৃথক পৃথকভাবে অনিত্য বিবর্ত হয়। তৃতীয় প্রশ্ন স্থলে প্রাকাশ্যায়ণ প্রশ্ন, যথা-কেমন চক্ষুদ্বারা সমস্ত জন যার কি? চতুর্থা স্থাপনীয় প্রশ্ন, যেমন-শাস্তু, অশাস্তু, সান্ত, অনন্ত, সাংসারিক, অতু নহে, অনন্ত নহে এমন লোক, যেই জীব সেই শ্রীর, অন্য জীব অন্য শ্রীর, তথাগতের জন্য হয়, তথাগতের জন্য হয় না, হইতেও পারে, না হইতেও পারে, তথাগতের পুনর্জন্ম ইত্যাদি অবস্থার প্রশ্ন।

মহারাজ, ভগবান মালুক্কাপুত্রের স্থাপনীয় প্রশ্নের উত্তর দেন নাই। সেই প্রশ্ন স্থাপনীয় হইল কেন? সেই প্রশ্নের প্রকাশের কোন হেতু বা কারণ নাই, যাহাতে মালুক্কাপুত্রের উপকার হইতে পারে। বুদ্ধগণের অকারণে অহেতুতে বাক্য প্রকাশ নাই। সাধু ভব্যে, নাগসনে।

সত্যগণের মৃত্যুভয় প্রশ্ন-মীমাংসা
ভক্তে, ভগবান বলিয়াছেন—‘সকলে দঘঃ ও মৃত্যুকে ভয় করিয়া থাকে।’
পুনঃ বলিয়াছেন—‘আরহত্তগণ যাবতীয় ভয় অতিক্রম করিয়াছেন।’ ভক্তে, অরহত্তেরা কি কারণে সমস্ত দঘঃ-ভয়ে তীর্থ হন না? নির্যাতন নারকীরা তুলিতে প্রজ্জলিত হইয়া চুর্ণ হইবার সময়ে মৃত্যুকে ভয় করে না কেন? ভক্তে, যদি পূর্বের প্রকার বুদ্ধি বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে অরহৎ ভয়মুক্ত যে বচন তাহা মিথ্যা। অন্যদিকে সকলে মৃত্যুদণ্ডকে ভয় করিয়া থাকে, সেই বচনও মিথ্যা। ইহার মীমাংসা করন।

মহারাজ, ‘সকলে মৃত্যু ও দঘঃকে ভয় করে, এই বচনটি ভগবান অরহত্তদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলেন নাই। অরহতমাত্রই যাবতীয় ভয় বিধ্বস্ত করিয়াছেন। সত্রশ আত্মাদৃষ্টবহুল ও সুখ-দুঃখে উন্মুক্ত সত্রশদিগকে লক্ষ্য করিয়া পূর্বতন বাক্য ভগবান বলিয়াছেন। অরহতগণের সর্বপ্রভু উপাসিত হইয়াছে, মোটি ভ্রমণ বিধ্বস্ত হইয়াছে, জননায়ক উপহার হইয়াছে, তৃষ্ণাজন্ত ভুগ্ন হইয়াছে, সন্ধ্যাস্র বহুত সমস্ত প্রনেতা সমুচিন্ত হইয়াছে, সংসার নিরূদ্ধ হইয়াছে, কুশলাকুশল হত হইয়াছে, তাহাদের অবিদ্যা বিহত, বিভাজন বীজ বিনষ্ট, সর্বক্রেষ্ট দণ্ড হইয়াছে, তাহারা লোকমর্মা আর ফিরিবেন না, সেই কারণে যাবতীয় ভয়ে সমস্ত নহেন।

মহারাজ, মনে করন রাজার চারিজন অমাত্য আছে, তাহারা রাজার অনুরক্ত, যশোবিষ্ণু ও বিশ্বামিত্র। সকলে যোগাপদে প্রতিষ্ঠিত। রাজার কোন কার্যের প্রয়োজন হইলে তাহাদের উপর আদেশ করেন করেন যে—‘সমস্ত রাজ্যাবাসী আমার জন্য পূজা আনয়ন করক।’ তোমরা ইহার যথাসাধ্য আওয়াজ কর। মহারাজ, সেই অমাত্য চতুর্থ তখন পূজা ভযে সমস্ত হইবে কি? না ভক্তে। কি কারণে? রাজা পূর্বেই তাহাদিগকে সুস্যোগ্য পদ প্রদান করিয়াছেন। তাহাদের পূজা দক্ষার নাই। তাহারা পূজা প্রদানের অধিক। অবশিষ্ট প্রজাবৃন্দের প্রতি ইহার এই আদেশ যে—‘সকলেই আমার পূজা আনয়ন করক।’ এই প্রকার মহারাজ, অরহত্তদিগকে বাদ দিয়া ভগবান এই বাক্য বলিয়াছেন। সত্রশ, আত্মাদৃষ্টসম্পন্ন সুখ-দুঃখে উন্মুক্ত সত্রশদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বুদ্ধের এই উপদেশ। কারণ অরহৎ সর্বভূত হইতে বিরুদ্ধ।

ভক্তে, ইহার ঠিক মীমাংসায় আমি অসিলাম না। পুনরায় ইহার বিশৃঙ্খ কারণ বলুন। মনে করন মহারাজ, গ্রামে একজন মাতবর আছে, সে
চৌকিডারকে আদেশ করিল—যাও গ্রামস্থ যাবতীয় লোক আমার নিকট সমবেত কর। সে সাধু স্থানীয় বলিয়া তাহার আদেশ গ্রহণপূর্বক গ্রামমধ্যে গিয়া তিনবার ঘোষণা করিল যে—হে গ্রামবাসিগণ, সকলে শীঘ্র শীঘ্র গ্রামস্থানীর নিকট সমবেত হও। তখন গ্রামবাসীরা চৌকিডারের আদেশে শীঘ্র সমবেত হইল এবং মাত্রবর্কে বলিল—স্থানী, গ্রামবাসীরা উপস্থিত হইয়াছে, যাহা আদেশ করুন। মহারাজ, মাত্রবর গ্রামের প্রধান পুরুষদিগকে লক্ষ্য করিয়া সকলকে একত্র হইতে আদেশ দিয়াছিলেন, গ্রামবাসীরা আগে প্রাপ্ত হইলেও সকলে তথায় সমবেত হয় নাই। প্রধান প্রধান ব্যক্তিরাই একত্রি হইয়াছেন। গ্রামস্থানীও এতজনই গ্রামের লোক বলিয়া বুঝিয়া পাইলেন। অথচ বহুলোক তথায় উপস্থিত হয় নাই। অনেক স্ত্রী, পুরুষ, দাস, দাসী, রাখাল, গোপাল অনুপস্থিত। এই প্রকার মহারাজ, সত্ত্বগণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বুঝা বলিয়াছেন, তৃষ্ণাবিশিষ্ট অরহতের প্রতি নাহে।

মহারাজ, সাবেক বচনও আছে, সাবেক অর্থও আছে। সাবেক বচনও আছে, নিরবেশ্য অর্থও আছে। নিরবেশ্য বচনও আছে, সাবেক অর্থও আছে। নিরবেশ্য বচনও আছে, নিরবেশ্য অর্থও আছে। প্রত্যেকটির কারণ নিয়া অর্থ গ্রহণ করিবেন। পাঁচটি কারণে অর্থ গ্রহণ করিতে হয়—সূত্র, সূত্রানুমান, আচার্যবাদ, আত্মাত্মা ও যুক্তি-উপমাসিদ্ধ বচন। পাঁচটি কারণে এই প্রকৃতির সুবিচার গৃহীত হয়। ভবতে, তাহাই হউক।

আপনি যাহা বলিলেন তাহাই মানিয়া লইলাম। অরহত ভয় বিমুখ হউক, অবশিষ্ট প্রাণীরা অমুক্ত হউক, কিন্তু নিয়া নারকীরা তীর্থ বেদনা অনুভব করে, তাহাদের অঙ্গ প্রতাপ প্রজ্ঞালিত হয়, রোদন, ক্রদন, বিলাপ করিতে করিতে অসহ্য দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, তাহাদের না আছে ভাসা, না আছে রক্ষা, শোকে, তাপকে, সব দুঃখ জন্তুরে শত যোজন পরিমিত অগ্নি জ্বলা নির্মিয়া ব্যাপ্ত থাকায় অতিশয় উষ্ণতেজে ছটফট করিয়া থাকে। তাহারা এই মহানিয় হইতে চূড়া হইবার সময়ে মৃত্যুকে ভয় করে কি? হঁ মহারাজ।

ভবতে, নারকীরা এত দুঃখ পাইয়াও তথাপি নিরাময়-মুক্ত সময়ে মরণ ভয়ে ভীত হয় কেন? কি কারণে নির্ময়ে রমিত হয়? মহারাজ, নারকীরা নির্ময়ে কখনই রমিত হয় না। তাহারা নিরাময় হইতে মুক্তি লাভই আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। মৃত্যুর কারণেই তাহাদের এই সমস্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভবতে,
আমি ইহা বিশ্বাস করি না যে মুক্তিকামীর চরিত সময়ে সত্যস উৎপন্ন হয়, বরং সেই সময়ে হাসি পাইযা থাকিবে, কারণ তাহারা প্রার্থিত বিষয় পাইযা থাকে। উপযুক্ত কারণদ্বারা আমরা বঁাধাই দিন।

মহারাজ, মরণ যে হইবে তাহা অ-দৃষ্ট সত্য, তাই ভয় পাইবার কারণ আছে। মৃত্যু ভয়েই জন-জনে ব্রাহ্মণ হয় ও উদ্ভিদ হয়। মহারাজ, যে কেহ কৃষিপরক্ষে ভয় করিয়া থাকে, কারণ মরণকে ভয় করিয়া সাপ দেখিয়া তীর হয়। হাতী, সিংহ, ব্যাঘ্র ও তিন জলে হাণু কণ্টকাদিতে যে ভয় করে, মরণকে ভয় করিয়া, নচে হিংস্র জন্মকে ভয় করিয়া নহে। ইহা মরণের স্বাভাবিক লক্ষণ। ইহার স্বাভাবিক প্রকৃতিধারা সতৃষ্ণ প্রাণীরা মৃত্যুকে ভয় করিয়া থাকে। তদ্রুপ নারকীরা মুক্তিকামী হইলেও মরণকে ভয় করিয়া থাকে।

মহারাজ, যদি কোন পুরুষের শরীরে মেদহাস্তু উৎপন্ন হইযা থাকে, সে এই রোগের দরকা দুর্ভিক্ষ হইযা উপদ্রব হইতে মোচনেভায় শল্য চিকিৎসক ডাকাইযা আনে। চিকিৎসক উপকরণ লইযা তাহার নিকট উপস্থিত হয়। সে অম্ব ধারাল করে, দহনশল্যাকা অম্বিতে তপ্ত করে, ফুর লবণ শিলায় পেষণ করায়। কেমন মহারাজ, যখন তীক্ষ্ণ দ্বারা মেদহাস্তু ছেদন করে, যমু শল্যকাঞ্চন্দ্রা পোড়াইযা দেয়, ফুর লবণ প্রবেশ করায়, রোগীর কি তখন ভয় উৎপন্ন হইবে?

হা ভত্ত। মহারাজ রোগাধীরের রোগমুক্তির ইচ্ছা থাকিলেও যেমন বেদনা ভয় উৎপন্ন হইযা থাকে। তেমন নির্ময়মুক্তি ইচ্ছা থাকিলেও নারকীর মৃত্যু ভয় উৎপন্ন হইযা থাকে। কোন পুরুষ রাজার প্রতি অপরাধ করিয়া শঃপালাবন্ধভাবে কারাগারে নিভক্ষ হইয়াছে। রাজা তাহাকে ছাড়িযা দিবার জন্য ডাকাইলেন। তখন অপরাধীর নিজের দোষ সমরে করিয়া রাজ দর্শনে ভয় পাইবে কি? হা ভত্ত। রাজা দেবীরে মুক্তি দিতে চাহিলেও রাজা দেখিযা যেমন ভয় পায়, তেমন নারকীরাও ভয় পায়। ভত্ত, আরেকটি কারণ বলুন, যাহাতে আমি ধারণ করিতে পারি। মহারাজ, কোন পুরুষকে সর্প দংশন করিল। সে বিষের যন্ত্রাণ মাটিতে পড়িয়া ছটফট করিতে লাগিল। তখন এক পুরুষ যেই সাপে তাহাকে দংশন করিয়াছে, সেই সাপ মন্তব্য দিন আনাইযা, বিষ উঠাইযা লইল। তাহার উপকারার্থ সাপ আশিলেও সে সাপ দেখিযা ভয় পাইবে কি? হা ভত্ত, সেইরূপ মহারাজ, রোগীর
উপকারের জন্য সাপ আসিলেও দেখিয়া যেমন ভয় পায়, তেমন নারকীর 
মুক্তি কামনা থাকিলেও মরণ ভয়ে ত্রাস পাইয়া থাকে। মহারাজ, সকল 
জীবের পক্ষে মৃত্যু অধিয়। সেই কারণে নারকীরাও ভয় পাইয়া থাকে। 
সাধু ভতে নাগসেন।

মৃত্যুপাশ-মুক্ত প্রশ্ন-মীমাংসা

ভতে নাগসেন, ভগবান বলিয়াছেন—
অন্তৰ্ক্ষে যাও কিংবা সাগর মাঝারে,
প্রবেশ করহ তুমি পর্বত বিবরে,
জগতে এহেন স্বান নাহি বিদ্যমান
যেই স্থানে মৃত্যুর হাতে পায় পরিত্রাণ ।

পুনঃ ভগবান পরিত্রাণ পাঠের ব্যবস্থা দিয়াছেন—যেমন রতন সুতৎ, খন্ড 
পরিতৎ, মৌর পরিতৎ, ধজগ্গ পরিতৎ, আটানাটিয় পরিতৎ ও অন্য লিমাল 
পরিতৎ। ভতে, আকাশ, সমুদ্র, প্রাসাদ, কুটীর, লেন, ওহা, গহবর, গর্ত 
বিবর ও পর্বত মধ্যে গিয়া মৃত্যু পাশ হইতে যাই মুক্তি না পায়, তাহা 
হইলে পরিত্রাণ কর্ম মিথ্যা। যদি পরিত্রাণদ্বারা মৃত্যু-পাশ হইতে মুক্তি পায়, 
তাহা হইলে আকাশ, সমুদ্র, পর্বত বিবরে যে মুক্তি নাই, তাহাও মিথ্যা। 
ইহার মীমাংসা করুন। মহারাজ, আপনার পূর্বের দুইটি প্রশ্ন সত্য। তাহা 
যাহার আয়ু আছে যে বযঃসম্পন্ন যে কর্ম করলে আবর্ত নাহে। মহারাজ, 
যাহার আয়ু কীৰ্ত্তি হইয়াছে তাহার স্থিরতার জন্য কোন সৎক্রিয়া সচকিত 
নাই। যেমন মরগাছে হাজার কলসী জল ঢালিলেও সেই গাছ আর জীবিত 
হয় না, এই প্রকার ঔষধ পরিত্রাণদ্বারা কীৰ্ত্তি ব্যতিরে কোন উপকার নাই। 
জগতে যত ঔষধ আছে যাহার আয়ু নাই তাহার কোন কার্যে আসে না তাহার 
আয়ু আছে তাহার পক্ষে ঔষধ, পরিত্রাণ অধিষ্ঠান হিতকর। তাহার 
জনাই ভগবান পরিত্রাণ পাঠ বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। যেমন কৃষ্ণ পরিপূর্ণ 
ধান্য গাছে জল দেওয়া নিবারণ করে। যেই ধান্য গাছ তর্কনা মেঘুলা, 
বযঃসম্পন্ন তাহাতে অধিকভাবে জল দিয়া থাকে তত্রাপ আযু-কীৰ্তির 
ঔষধ-পরিত্রাণ কিছুই প্রয়োজন নাই। আযুমানের জনাই ভৈরোণ পরিত্রাণ 
নির্দিষ্ট। তাহারই ঔষধ ও পরিত্রাণে শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ভতে যদি আযুহীন 
ব্যক্তি মরে আযুমান বাঁচে তাহা হইলে ঔষধ-পরিত্রাণের প্রয়োজন কি?
মহারাজ, আপনি কি এমন কোন রোগ দেখিয়াছেন, উষ্ণ সেবনে উপকার হইয়াছে? হঃ ভত্তে, বহু শত দেখিয়াছি। তাহা হইলে পরিত্রাণ ও উষ্থের যে ক্রিয়া নির্ধরক, এই বচন তাহা মিথ্যা। ভত্তে, বৈদ্যগণের উপক্রম, উষ্ণ সেবন ও লেপন করাইতে দেখিয়াছি, তাহাতেও রোগের উপশম হয়। মহারাজ, পরিত্রাণ যখন পাঠ করা হয়, তখন শন্ধ শ্রূত হয়, জিজ্ঞা শূন্য হয়, হৃদয় বলক্ষণ হয় ও কষ্ট 'তুরতুর' করে, সেই কারণে রোগীর সমস্ত ব্যাধি উপশম হয়। যাবতীয় বিষ চলিয়া যায়। মহারাজ, আপনি কি সর্বদৃষ্ট ব্যাকির মন্তব্যে বিষ মোচন করিতে দেখিয়াছেন? হঃ ভত্তে, বর্তমানেও সেই মত চিকিৎসা দেখা যায়। তাহা হইলে পরিত্রাণ-ভৈষজ্য ক্রিয়া যে নির্ধরক, তাহা মিথ্যা। মহারাজ, পরিত্রাণ পাঠ করিলে সাপ দংশন করিবার ক্ষেত্রেও করিবে না। সাপের বিরুত মুখ খাটিয়া যায়। চোরের লণ্ডুপাত অসম্ভব হয়। চোরেরা লণ্ডু ফেলিয়া আলিদন করে। হাতী কৃপিত চিত্তে আসিয়া থামিয়া যায়। প্রজ্জলিত অগ্নি নিবিয়া যায়। হলাহল বিষ খাইলেও উষ্ণ পরিত্রয় হয়, তজ্জিয়া আহারের মধ্যে গণ্য হয়। দস্যু কাটিবার জন্য আসিয়া দাসের ন্যায় অবস্থা পাইতে হয়। জালে আবার হইলে চলিয়া যাইতে পারে। মহারাজ, আপনি কি শুনিয়াছেন, মযূরের পরিত্রাণ পাঠ প্রভাবে সাতশত বৎসর যাবৎ ব্যাধ তাহাকে ধরিতে পারে নাই, যেই দিন পরিত্রাণ পাঠ করে নাই, সেই দিনই জালে আবার হইয়াছিল? হঃ ভত্তে, শুনিয়াছি। সেই প্রাবৃদ্ধ দেব-মনুষ্যেরাই প্রসিদ্ধ আছে। তাহা হইলে কি আপনি পরিত্রাণ ও ভৈষজ্যের ফল নির্ধরক বলিয়ে পারেন। মহারাজ, আপনি কি শুনিয়াছেন দানব বীয় স্ত্রী রক্ষা মানসে একটি বাণ্ডে উহাকে প্রবেশ করাইয়া নিজের পেটে করিয়া রক্ষা করিয়া।

এক বিদ্যাধর উহা তের পাইয়া তাহার মুখদিয়া প্রবেশপূর্বক সেই রমণীর সহিত মৈথুন করিয়া। যখন দানব তের পাইয়া, সে বাণ্ড বমি করিয়া ফেলিল। তখন বাণ্ড খোলা হইলে বিদ্যাধর যথার্থচি চালিয়া গেল। হঃ ভত্তে, শুনিয়াছি। তাহাও জগতে প্রসিদ্ধ আছে। কেমন মহারাজ, পরিত্রাণ সেই বিদ্যাধর মুক্তিলোভ করিয়াছে নয় কি? হঃ ভত্তে। তাহা হইলে পরিত্রাণ আছে। মহারাজ, অপর একটি বর্ণ শুনিয়াছেন কি, জনেক বিদ্যাধর বারণী রাজার অন্তঃপুরে মহিষীর সহিত মৈথুন করিলে, যখন ধরা পড়ে, তখন মন্তব্যের মধ্যে অদৃশ্য হইয়াছিল কি? হঃ ভত্তে,
শুনিয়াছি। কেমন সেই বিদ্যাধর পরিত্রাণবলে মুক্ত হইয়াছে নয় কি? হাঁ ভন্তে। তাহা হইলে পরিত্রাণবল আছে বলিতে হইবে।

ভতে, সকলকে পরিত্রাণে রক্ষা করে কি? মহারাজ, কাহাকেও রক্ষা করে, কাহাকেও রক্ষা করে না। তাহা হইলে ভতে, পরিত্রাণ সর্বজন হিতকর নহে। মহারাজ, ভোজ-দ্বয় সকলের জীবন রক্ষা করে কি? ভতে, কাহাকেও রক্ষা করে, কাহাকেও রক্ষা করে না। ইহার কারণ কি? কাহারও অতি ভোজের বিসৃতিকা ব্যাধিতে মৃত্যু হয়, তাহা হইলে মহারাজ, ভোজের সকলের জীবন রক্ষা করে না বলিতে হইবে। ভতে, দুইটি কারণে ভোজনে জীবন নষ্ট হয়। অতিরিক্ত ভোজনে ও উষ্ণতা-হ্রাস হইলে। ভতে, ভোজন আয়ুপ্রদ বটে, দুর্বলবাহর জীবন নষ্ট হইয়া থাকে। এই প্রকার মহারাজ, পরিত্রাণ কাহাকেও রক্ষা করে, কাহাকেও করে না। তিনটি কারণে পরিত্রাণ রক্ষা করিতে পারে না-কর্ম প্রাবল থাকিলে, তৃষ্ণাবহুল হইলে ও শ্রদ্ধার সহিত না গুণিলে। মহারাজ, পরিত্রাণ সত্ত্বিককে রক্ষা করে বটে, কিন্তু স্বীয়কৃত অন্যায় ব্যবহারে রক্ষা পাইতে পায় না। কেমন মহারাজ, মাতা সত্তানকে নিজের উদরে পোষণ করে, সর্বদা পুত্রের হিত সাধনে রত থাকে, অশ্চু, ময়লা, শিকনি ফেলিয়া দিয়া উত্তম সুগঢ়ি লেপন করিয়া থাকে। সে অন্য এক সময় অন্যের পুত্রকে আক্রম করিয়া যদি সে প্রহার করে, তাহারা কুদ্ধ হইয়া তাহাকে সত্য স্থানে স্তান্ত্রিয় আনে ও চারিদিকে হাজির করে। যদি তাহার পুত্র অপরাধী হয়, প্রকৃত আইন লঙ্ঘন করিয়া থাকে, স্থায়ী আদেশে কর্মচারীরা দোষ, মুদরাধারা তাহাকে পিটিয়া থাকে।

তখন কি তাহার মাতা পুত্রকে স্তান্ত্রিয় আনিয়া স্থায়ী নিকট হাজির করিতে পারে? না ভতে। কি করণে? নিজের অপরাধ হেতু। এই প্রকার মহারাজ, সত্ত্বগণের রক্ষণাপূর্ণ নিজের দোষে নিজেই বিনষ্ট করিয়া ফেলে। সাধু ভতে নাগসেন।

বুদ্ধের লাভাতরায় প্রশ্ন-মীমাংসা

ভতে, আপনারা বলেন ভগবান চীর, পিঙ, শয়নাসন, উষ্ধ যথেষ্ট লাভ করিয়া থাকেন, পুনঃ দেধিতে পাই, ভগবান পঞ্চাশ ব্রাহ্মণ গ্রামে পিঙাঙ্কর করিয়া কিছুই পাই নাই, যথাধৌতপাত্রে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। যদি বলেন তিনি চীবারাদি লাভ, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ গ্রামে কিছুই পাইলেন
না, এই বচন মিথ্যা। ব্রাক্ষণ গ্রামে কিছুই পাইলেন না, অথচ বলিলেন তিনি লাতী, তাহাও মিথ্যা। ইহার মীমাংসা করুন।

মহারাজ, আপনার প্রশ্ন দুইটি সত্য। কিন্তু ব্রাক্ষণ গ্রামে যে পিঁপ পাইতে পারেন নাই, তাহার পাপাত্রা মারের কারণে। তাহার হইলে ভদ্র, ভগবান যে গণনাতীককল কুশল সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহার কি শেষ হইয়া গেল। অধুনা পাপাত্রা মার সেই কুশলবলটি হঠাৎ বন্ধ করিয়া দিল। যদি ভদ্র, তাহাই হয়, এই কারণে দুইটি অপবাদ আসিয়া পড়ে। কুশল হইতে অকুশলটির জোর বেশী হইল। বুদ্ধবল হইতে মারবল বলবৎ হইল। কি কারণে বৃষ্টির চন্দ্রের চূড়ে আগাতি ভারী হইল। গৌর মহতীতা হইতে পাপগুণ বলবৎ হইল। না মহারাজ, কখনই কুশল হইতে অকুশল বলবৎ হইতে পারে না। বুদ্ধবল হইতে মারবলও বলবৎ হইতে পারে না; তবে এখানে একটি কারণ আছে। যেমন কেন পুরুষ রাজা চক্রবতীর জন্য মধু, মধুপিণ্ড বা অন্য কিছু উপহার রাজ্যঘরে আনিয়া করিল, রাজার দ্রাক্ষক তাহাকে বলিল-‘ওহে পুরুষ, এখন রাজ্যার্থের সময় নহে। এখন তুমি সেই উপহার লইয়া শীত্র্য প্রত্যাবর্তন কর। তেমনকে রাজ্যও যেন পাইতে না হয়।’ তত্পর সেই পুরুষ দণ্ডভয়ে ভীত, উদ্বিগ্ন হইয়া উপহার লইয়া শীত্র্য প্রত্যাবর্তন করিল।

মহারাজ, এখন কি আপনি বলিতে চান চক্রবতীরাজ এই উপহার না পাওয়ায় দ্রাক্ষক হইতে দুর্বলতর? অন্য উপহার কি তিনি পাইবেন না? ভদ্র, দ্রাক্ষক ইচ্ছা করিয়া উপহার ফিরাইয়া দেয় নাই। অন্য সময়ে শতসহস্রগুণ উপহার রাজার জন্য আসিয়া থাকিবে। এই প্রকার মহারাজ, পাপাত্রা মার ঈশ্বর করিয়া পঞ্চাশালকবাসী ব্রাক্ষণ গৃহপতিত্বিকে অনুভূতিতে করিয়াছিল। অথচ অনেক শতসহস্র দেবতা দিব্য অমৃতসর লইয়া আসিয়াছিলেন, আমরা ভগবানের শরীরে দিব্যসর প্রদান করিব এই ভাবিয়া করণজোং সকলে দাঁড়াইয়া ছিলেন। ভদ্র, উত্তম পুরুষ ভগবানের চীবরাদি চারি বস্তু লাভ সুলভ হউক, তখন যথেষ্ট পিঁপ লাভ করুন, দেব-মনুষ্যগণদ্বারা যাচিত হইয়া ভগবান চীবরাদি বস্তু পরিভোগ করেন সত্য, অপিচ মারের যথা অভিধায় তাহা ত তখন সিদ্ধ হইয়াছিল। যেহেতু সে ভগবানের ভোজনের অস্ত্রায় করিতে সমর্থ হইল। ভদ্র, আমার এই সংখ্য দুর হইতেছে না। আমার বিশিষ্ট জাত হইয়াছে, আমি সংশয়ে ধারিত হইয়াছি, আমার মন কিছুতেই প্রবোধ মানিতেছে না, যিনি এজেতে
ভগবান, রাজার প্রতাপ দেশে কেহ না দেখে মত দুঃখে ভাঙার চোরেরা পথে 
পঞ্চম মহারাজ, শর্মার খৃষ্ট মুদ্রার অধিন, হীন, পাপী, পাপী, বিপন্ন মার 
লাভের অন্তরায় করিল।

মহারাজ, চারিটি অন্তরায়-অদর্শন, উদেশ্য, সজ্জিত ও পরিভাষ্ট 
অন্তরায়। কাহাকেও উদেশ্য না করিয়া যদি কোন দানীয় বস্তু সজ্জিত হয়, 
আর কেহ ইহাতে অন্তরায় করে যে ‘অপরকে দান দিয়া কি হইবে’ ইহাকে 
অদর্শন অন্তরায় বলে। কোনও ব্যক্তি উদেশ্য করিয়া তোজন সজ্জিত 
করা হয়, উহার যদি কেহ অন্তরায় করে, ইহাকে উদেশ্য কৃতাত্মক বলে। 
যেই কোন দ্ব্য সজ্জিত হইয়াছে, এখনও গৃহীত হয় নাই, উহাতে কেহ 
অন্তরায় করিলে, ইহাকে সজ্জিতাত্মক বলে। পরিভাষ্ট বক্তে কেহ 
শ্রেষ্ঠ করিয়া সমেহ উৎপাদনপূর্বক অন্তরায় করিলে ইহাকে 
পরিভাষাত্মক বলে। মার পঞ্চশাল ব্রাহ্মণ গ্রামে ব্রাহ্মণ গৃহপত্তিদিগকে যে 
অনুষ্ঠিত করিয়াছিল, তাহা ভগবানের পরিভাষ্ট, সজ্জিত ও উদেশ্যকৃত 
বন্ধে নহে। ভগবান তথায় না পৌছিতে, না দেখিয়াই অন্ত-রায় 
করিয়াছিল। তাহা একাকী ভগবানের জন্য নহে। সেইদিন ঐ গ্রামে কোন 
অতিথি ভক্তার্থেই তোজন পাইতে পারে নাই।

মহারাজ, সেদেব মার-ভক্ত-শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের মধ্যে আমি এমন কাহাকেও 
দেখিতে পাইতেছি না, যে ভগবানের জন্য উদেশ্যকৃত সজ্জিত পরিভাষণের 
অন্তরায় করিতে পারে। যদি কেহ ঈশ্বর করিয়া উদেশ্যকৃত সজ্জিত 
পরিভাষণের অন্তরায় করে, তাহার মতক সম্ভাবন সহস্রভাগে ফাটিয়া 
যাইবে। মহারাজ, বদ্ধের এমন চারিটি গুণ আছে, কেহই তাহার আবরণ 
করিতে পারে না, সেই চারিটি কি? ভগবানের জন্য উদেশ্যকৃত সজ্জিত 
বন্ধে উপর কেহ অন্তরায় করিতে পারে না, ভগবানের দেহের উপর কেহ 
অন্তরায় করিতে পারে না, ভগবানের সর্বজ্ঞ লাভের উপর কেহ অন্তরায় 
করিতে পারে না, ও ভগবানের জীবনের উপর কেহ অন্তরায় করিতে পারে 
না। মহারাজ ভগবানের এই যে চারিটি গুণ উহা একরূপ ও যাবতীয় 
উপদ্রব-বিহীন; স্পর্শ করিবার অসাধ্য। চক্ষুর অগোচর থাকিয়া মার 
পঞ্চশাল গ্রামের ব্রাহ্মণ গৃহপত্তিদিগকে অবেষ্ঠন করিয়াছিল। যেমন 
মহারাজ, রাজার প্রতাপ দেশে কেহ না দেখে মত লুকায়মান চোরেরা পথে 
ডাকাতি করিয়া থাকে, যদি রাজা তাহাদিগকে দেখিতে পান, তাহারা কি
আর নিরাপদে থাকিতে পারিবে? না ভস্তে। বরং পরশুরাম সন্তভাগে তাহাদিগকে বিভক্ত করিবে। এই প্রকার মার অদর্শন পথে লুকিয়া থাকিয়া পঞ্চাশ গ্রামের ব্রাহ্মণ-গৃহপতিদিগকে আবেষ্টন করিয়াছিলেন। যেমন কোন ত্রী স্থানী না দেখে মত গোপনে পর পুরুষ সেবন করে, এই প্রকার মারও গোপনে আবেষ্টন করিয়াছিলেন। যদি সেই ত্রী স্থানীর সম্যুক্ত পর পুরুষ সেবন করে, তাহা হইলে তাহার কি আর কল্যাণ আছে? না ভস্তে। স্থানী তখনই তাহাকে কাটিয়া ফেলিবে, বাংধিয়া রাখিবে, নচেৎ দাসীপদে নিয়োগ করিবে। এই প্রকার মার গোপনে আবেষ্টন করিয়াছিলেন।

ভগবানের জন্য উদ্দেশ্যকৃত বক্তর উপর অমরায় করিলে মারের মাথা সন্তভাগে বা সহস্রভাগে বিভক্ত হইত ও তুষের নায় তাহার শরীর ইততবৎ ছড়াইয়া পড়িত। সাধু ভস্তে, নাগসেন।

অজ্ঞাত পাপ-পুণ্য প্রশ্ন-মীমাংসা

ভস্তে, আপনারা বলিয়া থাকেন--যে না জানিয়া প্রাণীহত্যা করে, সে বলবৎ অপুণ্য প্রসব করে। পুনরায় ভগবান বিনয় প্রকৃষ্ঠক্লান্ত এইরূপ বলিয়াছেন “আনা ভষ্যান্তি বা পাপ হইবে না।” ভস্তে, যদি না জানিয়া প্রাণীহত্যা করিয়া মহৎ অপুণ্য হয়, তাহা হইলে না জানিলে পাপ হইবে না যে বচন তাহা মিছা। আর যদি না জানিলে পাপ হইবে না এই বাক্য সত্য হয়, তাহা হইলে না জানিয়া প্রাণীহত্যা করিলে মহৎ পাপ হয়, এই যে বচন তাহাও মিছা। ইহার মীমাংসা করল।

মহারাজ, এই দুই কথার একটু তাৎপর্য আছে। তাহা কেন? এমন কতকগুলি পাপ আছে (সংজ্ঞা-বিমোক্ষ) যাহা ব্যতিরেক সংজ্ঞার অভাবে হয়, এমন কতকগুলি পাপ আছে, সংজ্ঞার সম্পন্ন হয়। ভগবান পূর্বকে লক্ষ্য করিয়াই ‘না জানিলে পাপ হয় না’ বলিয়াছেন। সাধু ভস্তে, নাগসেন।

রুদ্রের ভিক্ষুদের প্রতি নিরপেক্ষভাব প্রশ্ন-মীমাংসা

ভস্তে, ভগবান বলিয়াছেন ‘আনন্দ, তথাগতের চিন্তে এইরূপ ধারণা নাই ‘আমি ভিক্ষু-সঙ্গে পরিচালনা করিব বা ভিক্ষু-সঙ্গে আমারই অনুগত থাকিব।’ পুনরায় তিনি মেতেন ভগবানের সঙ্গভাবগুলি সমক্ষে প্রকাশ করিবার সময়ে এইরূপ বলিয়াছেন ‘তিনি অনেক শত-সহস্র ভিক্ষুসঙ্গে রক্ষা
করিবেন, যেমন আমি বর্তমানে বহুশত ভিঞ্জু-সজ্জা পরিচালনা করিতেছি।’
তাহা হইলে আমি ভিঞ্জু-সজ্জার নায়ক নহি, এই যে বচন তাহা মিথ্যা।
অথবা ‘আমি যেমন ভিঞ্জুসংঘ পরিচালনা করি’ এই বচন মিথ্যা। মহারাজ,এই দুই বচন সত্য, কিন্তু প্রশ্নের মধ্যে একটি অর্থ সাবশেষ ও একটি অর্থ নিরবদ্ধ। তথাগত পরিষদের অনুগমন করেন না, পরিষদই তথাগতের অনুগমন করে। বুদ্ধের ‘আমি, আমার’ বচনটি সম্মতি মাত্র। ইহা পরমার্থ বচন নহে। তথাগতের প্রেম, প্রেমে বিগত হইয়াছে। ‘আমার’ বলিয়া বুদ্ধের দৃঢ় প্রহণ নাই। যাহা কিছু তাহার আশ্রয়ে আছে মাত্র। যেমন পৃথিবী ভূমিবাসী সত্ত্বগণের একটি প্রতিষ্ঠা। সত্ত্বগণ পৃথিবীতে স্থিত, কিন্তু মহাপৃথিবী ‘আমার সত্ত্ব’ বলিয়া’ ধারণা করে না, এই প্রকার তথাগত সমস্ত সত্ত্বদিগের প্রতিষ্ঠা ও আশ্রয়স্বরূপ। এই সত্ত্বগণ তথাগতের উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু তথাগতের ‘আমার সত্ত্ব বলিয়া’ ধারণা নাই। যেমন মহামূখ বর্ষণ করত তৃণ, বৃক্ষ, পাশ ও মনুষ্যদের শীর্ষবৃদ্ধি সাধন করে, ধর্ম সত্ত্বিক অনুপালন করে ও সমস্ত সত্ত্ব বৃদ্ধি অশ্রয়ে জীবন লাভ করে, তথাপি মহামূখের ‘আমার দ্বারা সত্ত্ব জীবিত’, বলিয়া ধারণা নাই। এই প্রকার মহারাজ, তথাগত সমস্ত সত্ত্বের কুশল ধর্ম উৎপাদন করেন ও অনুপালন করেন, অথচ সত্ত্বগণ বৃদ্ধিরাই জীবিত থাকে। সত্ত্বগণের প্রতি তথাগতের ‘আমার সত্ত্ব’ বলিয়া এমন কোন আসক্তি নাই। ইহার হেতু কি? তাহার আন্তর্জীধি নাই বলিয়া। সাধু ভক্তে, নাগসেন।
তথাগতের অভেদ্য পরিষদ প্রশ্ন-মীমাংসা

ভক্ত, আপনারা বলিয়া থাকেন—‘তথাগতের পরিষদ অভেদ্য।’ পুনরায় বলিয়া থাকেন—‘দেবদত্ত একসঙ্গে পাঁচশত ভিক্ষু লইয়া চলিয়া গেলেন।’ ভগবানের পরিষদ কেহ ভাষিতে পারে না-এই বাক্য সত্য হইলে ‘দেবদত্ত একসঙ্গে পাঁচশত ভিক্ষু লইয়া গেলেন’, এই যে বচন তাহার মিথ্যা। যদি বলেন দেবদত্ত পঞ্চশত ভিক্ষু লইয়া গেলেন, তবে তথাগত অভেদ্য পরিষদ এই যে বচন তাহাও মিথ্যা। ইহার মীমাংসা করুন।

মহারাজ, সত্যই তথাগত অভেদ্য পরিষদ, দেবদত্ত যে একসঙ্গে পাঁচশত ভিক্ষু নিলেন তাহাও সত্য। তাহা কিন্তু ভেদের প্রভাবে। ভেদ বিদ্যমান থাকিলে, বিচ্ছিন্ন না হইয়া থাকিতে পারে না। ভেদ থাকিলে মাতা হইতে পুত্রে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। পুত্রে মাতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। সেইরূপ পিতা-পুত্র, পুত্র-পিতা, ভ্রাতা-ভ্রাতী, ভ্রাতী-ভ্রাতা, বন্ধু সহিত বন্ধু বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। বহু কাঠাবদ্ধ নৌকাও তরঙ্গের-এরহার ভগ্ন হইয়া যায়। মধ্যে ফলঠান বৃত্ত বায়ুবেরে ভাঙিয়া যায়। সোণা-রূপা-লোহাদ্বারা ভাঙিয়া যায়। অপিচ বিজ্ঞানের এমন অভিপ্রায় নাই, বুদ্ধদিগের এইরূপ ধারণা নাই, পণ্ডিতদিগের এইরূপ ইচ্ছা নাই, তথাগতের পরিষদ ভাঙিয়া যাওয়া কিন্তু এখানে কারণ আছে। যে কারণে বলা হইয়া থাকে ‘তথাগত অভেদ্য পরিষদ।’ সেই কারণ কি? মহারাজ, তথাগতের দানের অভাবে, অধীর্য ব্যবহারে, অহিতাচরণে, অসমাচরণে বা অন্য কোন প্রকার আচরণে পরিষদ ভঙ্গিয়া গিয়াছে, এইরূপ শুনিতে পাইবেন না। সেই কারণে বলা হয়, ‘তথাগত অভেদ্য পরিষদ।’ মহারাজ, আপনার কি এইরূপ জানা আছে, নবাঙ্গ বুদ্ধ বচনের কোন সুত্ত মধ্যে বোধিসত্ত্বের এই ব্যবহারে তথাগতের পরিষদ ভঙ্গ হইয়াছে? না ভক্ত, জগতে আমি এইরূপ দেখিও নাই, শুনিও নাই। সাধু ভক্ত, নাগলে।

শ্রেষ্ঠ ধর্ম প্রশ্ন-মীমাংসা

ভক্ত, ভগবান এইরূপ বলিয়াছেন—‘হে বাশিষ্ট, জনমধ্যে ইহ-পার-লৌকিক ধর্মাচারণেই শ্রেষ্ঠ।’ পুনরায় দেখিতে পাই-গৃহী প্রাতাপন্ন উপাসক যিনি, তাহার অপায় পথ রহিয়া, তিনি সম্যক্কুশ্ল প্রাপ্ত, শাসন তাহার
মহারাজ, আপনার উভয় প্রশ্ন ঠিক, কিন্তু তাহার কারণ আছে। সেই কারণ কি? শ্রমণিদিগের শ্রমণ করণীয় ধর্ম, বিশ প্রকার কারণে ও দুইটি চিহ্নঘোষ শ্রমণ অভিবদন, প্রত্যাখ্যান, সম্মানন ও পৃজারূপায়। সেই বিশ প্রকার কারণ ও দুইটি চিহ্ন কি? তাহারা অর্থন, বৃদ্ধি, মূল্য, শুন্যাগার এই তিন স্তর ভূমিতে শয়ন করেন, সর্বাঙ্গন্ত অঞ্চলপুরুষ, সাধু নিয়মে প্রতিষ্ঠিত, সদাচারসম্পন্ন, শান্ত-দান্ত বিহারী, সংস্থাগুলির, ক্ষীণশীল, সূত্র, শ্রীচর্চাপরায়ণ, স্তর ইচ্ছাপূরণকারী, বিবেকসম্পন্ন, লজ্জাভরা, বীর্যবান, অধীনস্ত, শিক্ষাগত সমুহের পালি আবৃত্তি করিয়ে উৎসাহশীল, অর্থ জানিতে সম্প্রদায়, শীলাপুর পালনে তৎপর, তৃণালয়বিহীন, শিক্ষাপদ পরিপূর্ণকারী, কায়র বস্ত্র ধারণকারী ও মুখ্য মন্তক। ভিক্ষুগণ এই ধর্মনিতিসমূহ পরিপূর্ণভাবে পালন করেন, তাহারা অরহৎ ভূমিতে পদার্পণ করেন, ক্রমে অরহৎঘোষ প্রাপ্ত হইবেন। সেই কারণে শ্রোতাপুনি উপাসকের পৃথকত্ব ভিক্ষুকে বন্দনাদি করা উচিত। গৃহী অরহৎ হইলেও মনে করিবেন, ভিক্ষু শ্রমণিদিগের মহত্ত্ব, আমার সেই পদ লাভের সময় নাই, সেই কারণে বন্দনাদি করা উচিত। ভিক্ষু প্রতিমোক্ষ আবৃত্তি শুনিতে পাই, আমার শুনিবার অধিকার নাই, ভিক্ষু অন্যকে প্রশ্না উপসম্পদা দিয়ে পারেন, জিনাশানের শ্রীবৃদ্ধি করিয়ে পারেন, আমি সেই সমস্ত পারিব না, অগণিত শিক্ষাপদ ভিক্ষু পালন করেন, আমি সেই সমস্ত পারিব না, শ্রমণ মার্গের শ্রীবৃদ্ধি সাধন মানসে ভিক্ষু ক্ষিত আছেন, আমি সেই পদে স্থির নহি, ভিক্ষু কেশ বিন্যাসে মন্ত বিদ্রীঢ রত নহেন, আমি মঞ্জু বিভূষণ সর্বদা রত, অপি মহারাজ, এই বিষ্টি কারণ ও দুইটি চিহ্ন হেতু ভিক্ষুতার পরিপূর্ণ। এই ধর্মনিতি তাহারা ধারণ করেন অপরকে শিক্ষা দেন, সেই শাক্তিকে বিদায় ক্ষুণ্ণার্থ উপাসকের নাই, সেই কারণে উপাসক শ্রোতাপুনি হইলেও পৃথকত্ব ভিক্ষুকে বন্দনা, সেবাদি করা উচিত।
যেমন মহারাজ, রাজকুমার পুরোহিতের নিকটে বিদ্যা শিখা করে, ক্ষ্যার্থে শিখা করে, সে অন্য সময়ে রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া আচার্যকে বন্দনাদি করে, কারণ সে মনে করে ইনি আমার শিক্ষক। এই প্রকার মহারাজ, ভিক্ষু লোক-শিখা শাসন বংশধর, সেই কারণে প্রাতাপন্ন উপাসকের পৃথকজন ভিক্ষু ও পৃজ্ঞীয়। মহারাজ, বিবিধ কারণে আপনি ধারণা করুন, ভিক্ষুভূমি মহৎ, অসম ও বিপুল। যেই দিন প্রাতাপন্ন উপাসক অরহত ফল লাভ করেন, সেই দিনই তাহার দুইটি গতি অবলম্বন করিতে হয়, হয়ত সেই দিনই তাহাদের পরিনির্বাণ লাভ করিতে হইবে, নচেৎ ভিক্ষুত এই গতি করিতে হইবে। মহারাজ, এই ভিক্ষুভূমি ও প্রবর্জ্যাতঃ চলা, মহতী ও অত্যুৎকৃষ্ট। ভক্তে, আপনার ন্যায় বুদ্ধিমান না হইলে এই প্রশ্নের সুমীমাংসা হইত না।

তথ্যতের সত্যন্ত্রের প্রতি হিতাচরণ প্রশ্ন-মীমাংসা

ভক্তে, আপনারা বলিয়া থাকেন-‘তথ্যত সত্যন্ত্রের অহিন্দ দূর করিয়া হিত সম্পাদন করেন।’ পুনরায় বলেন-অগ্নিক্ষয় সূত্র দেশনা সময়ে যাটজন ভিক্ষুর রক্ত বিষ হইয়াছিল, এই কারণে আমি বলিতে চাই তিনি হিতের পরিবর্তে অহিত করিয়াছেন। যদি হিতার্থ ধর্মদেশনা করেন, এই যে রক্ত বিষ তাহা মিছা, না হয় হিতার্থ ধর্ম দেশনা এইটি মিছা, ইহার মীমাংসা করন।

মহারাজ, সত্যই সর্বসম্মত হিতার্থ তথ্যত দেশনা করেন, আর এই যে ভিক্ষুদের রক্ত বিষ, তাহা তথ্যতের কৃতকার্য্য নহে। সেইটা তাহাদেরই কর্মের প্রভাবে। ভক্তে, বুদ্ধ যদি সেই সূত্র দেশনা না করিতেন, সত্যই তাহাদের রক্ত বিষ হইত কি? না মহারাজ, তাহারা বাস্তবিক দুর্নীতি-পরায়ণ, তাই বুদ্ধের দেশনা শূন্য তাহাদের পরিদাহ উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই পরিদাহ কারণে তাহাদের রক্ত বিষ হয়। তাহা হইলে ভক্তে, তথ্যতই সেই নষ্টের মূল। যেমন ভক্তে, একটি সাপ গর্তে প্রবেশ করিল, একজন লোক মাটি নিবার জন্য তথয় আপিয়া যতই মাটি লইতে লাগিল ততই গর্ভিত মাটিতে পূর্ণ হইয়া গেল। কাজেই সাপ নিঃশ্বাস ফেলিতে না পারিয়া গর্তে মরিয়া গেল। তাহা হইলে ভক্তে বলিতে হইবে, পূর্বের কৃত্র কর্মদ্বারা সাপটি মরিয়া গেল। ইহঁ মহারাজ। এই প্রকার ভক্তে, তথ্যতই
ভিক্ষুদের রক্ত বমির মূল। মহারাজ, তথ্যত ধর্মদেশনা করিলেও তাহাদের প্রতি ক্রোধ চিত্ত পোষণ করিয়া করেন নাই। মৈত্রী চিনতেই করিয়াছেন।

এইভাবে ধর্মদেশনা করিলে, যাহারা সুনীতিপ্রায় তাঁহারা ধর্মমান লাভ করিয়া থাকেন। যাহারা-সুনীতিপ্রায় তাহাদের পতন হইয়া থাকে। যেমন মহারাজ, আম-জাম-মহুক ফলের গাছ ধরিয়া নাড়া দিলে, সেই গাছে যেই ফলগুলি সারযুক্ত, যেইগুলির বোটা শুক সেইগুলি থাকিয়া যায়, যেইগুলির বোটায় পাঁচা ধরিয়াছে, সেইগুলি পদ্ধিয়া যায়। এই প্রকার মহারাজ, বুদ্ধের দেশনায় ক্রোধ চিত্ত নাই, তাই সুনীলের শ্রীবৃদ্ধি হয়, দুঃশিলের পতন হয়।

যেমন মহারাজ, কৃষ্ণ দান্ত্র রোগণ করিবার জন্য ক্ষেত কর্ণ করে, সেই কর্ণের দরুন বহু লক্ষ তৃণ মরিয়া যায়, এই প্রকার তথ্যত মৈত্রীচিনতে ধর্মদেশনা করেন, তাহাতে সুনীলের উন্নতি হয়, দুঃশিল তৃণতুল্য মরিয়া যায়। যেমন মানুষ রসের জন্য ইক্ষু যত্নে পোষণ করে, তখন যাত্রের মুখে যেই সব কৃষি থাকে, তাহারা পিষিয়া যায়। সেইপরে তথ্যত পরিপূর্ত জ্ঞানসাধন মানসে সত্ত্বীগামে জাগাইতে তিনি ধর্মযুদ্ধ চালাইতে থাকেন, তন্ত্রে যাহারা দুঃশিল তাহারা কৃষির ন্যায় মরিয়া থাকে। তুমি যেই ভিক্ষুরা ঐ ধর্মদেশনায় পতিত হইয়াছে নয় কি? মহারাজ, বুক মসৃণকারী গাছকে রক্ষা করিয়া সোজাভাবে পরিশোধ করে কি? ইহা তুমি, যাহা বর্জনীয়, তাহা ফেলিয়া গাছাটকে রক্ষা করিয়া পরিশোধ করে। এই প্রকার মহারাজ, তথ্যত পরিষদের সকলকে রক্ষা করিতে গেলে জ্ঞানবান্দিকে জ্ঞান দিতে পারেন না, তাই যাহারা দুঃশিল তাহাদিগকে দূর করিয়া জ্ঞানবান্দিগকে জ্ঞানদান করেন। যাহারা দুঃশিল তাহাদের নিজের কর্ম প্রভাবেই পতন হইবে। যেমন মহারাজ, কদলী, বীণা ও অশ্বত্তরীর মধ্যে ফল উৎপন্ন হইলে নিজের ফল প্রভাবে তাহারা নষ্ট হইয়া যায়। এই প্রকার দুঃশিলদেরও পতন হইয়া থাকে। যেমন চরেরা নিজের কুকার্য শুরু নিজের চক্ষু উৎপাটন করে, নিজকে শুলে দেয় ও শরীরে দৃঢ় পাইয়া থাকে। এই প্রকার মহারাজ দুঃশিলতাত্ত্ব গভর্নে জিন শাসন হইতে দুঃশিলদের পতন হইয়া থাকে। যেই যাতজ ভিক্ষুর রক্ত বমি হইয়াছে, তাহা ভগবানের দ্বারাও নহে, অপরের দ্বারাও নহে, কোন নিজেরই কর্মের দ্বারে। যেমন কোন পুরুষ জন-সঙ্কায়ক অমৃত দান করিল। বহু লোক সেই অমৃত ভোজন করিয়া নীরোগত্ব প্রাপ্ত হইল, দীর্ঘায়ু লাভ করিল ও সমস্ত
বিভো মুক্ত হইল। অন্য এক পুরুষ সেই অমৃত অন্যায়ভাবে ভোজন করিয়া মরিয়া গেল। মহারাজ, আপনি কি সেই অমৃতদানকারী অপুষ্ট হইল বলিবেন? না ভত্তে, এই প্রকার ভগবান দশ সহস্র লোক মণ্ডলে দেবমনুষ্যগণকে দান দিয়াছেন, তন্তুথে যাহারা পৃথিবীতে তাহারা ধর্মমূর্ত প্রভাবে জানলাভ করিয়া থাকেন, আর যাহারা হীনপৃণ্ড তাহারা ধর্মঃ হইয়া থাকে। মহারাজ, ভোজন সত্তুগণের জীবন রক্ষা করে, তাহাও কেহ কেহ ভোগ করিয়া বিসৃচিকা রোগে মরে, তাহাতে কি ভোজনদাতার অপুষ্য হইবে? না ভত্তে। এই প্রকার মহারাজ, তথাগত অমৃত লোকমণ্ডলে দেবমনুষ্যদিগকে ধর্মমূর্ত দান করিয়া থাকেন। তন্তুথে যেই জীব গণের উন্নত, তাঁহারা ধর্মমূর্ত লাভ করিয়া থাকেন, আর যাহারা অনুপ্রস্তুত, তাহাদের ধর্মমূর্ত প্রভাবে ধর্মঃ ও পতন হয়। সাধু ভত্তে, নাগসেন।

বস্ত্র-গোপন নিদর্শন প্রশ্ন-মীমাংসা

ভত্তে, ভগবান বলিয়াছেন :-

‘কায়ের সংযম সাধু, তথা বাক্যের সংযম, মনের সংযম সাধু, সাধু সর্বত্র সংযম।’

পুনরায় দেখিতে পাই-‘ভগবান চারিপরিষদের মধ্যে বসিয়া দেব-মানবের সমুদ্ধে শেষ ব্রাহ্মণকে নিজের উপস্থ দেখাইয়াছিলেন। ভত্তে, যদি ভগবান কায়ে সংযম ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, উপস্থ দেখানো মিছা, নচেৎ উপস্থ দেখাইয়া কায় সংযমের যে ব্যাখ্যা তাহা মিছা, ইহার মীমাংসা করুন।

সত্যই মহারাজ, ভগবান উপস্থ দেখাইয়াছেন। তাহা কিন্তু বুদ্ধের বিন্ধ্য লক্ষণের প্রতি যে সন্দিহান, তাহারই আত্মার তিনি বিদ্ধি প্রভাবে তত্ত্বাদিক শষ প্রদর্শন করিয়াছেন। সেই উপস্থ নির্মিত কায়ে উপস্থ দেখাইয়াছিলেন মাত্র। ইহা কি ভত্তে, বিশ্বাসযোগ্য, এত বড় প্রিয়দর্শনের মধ্যে শেষ ব্রাহ্মণ একাকীই উপস্থ দেখিয়াছিলেন, আর কেহই দেখিতে পাইল না। তাহার বিশেষ কারণ আপনি আমাকে প্রদর্শন করুন। মহারাজ, আপনি কি এমন কোন ব্যাখ্যা করিয়া যুক্ত দৃষ্টি দিয়াছেন, জ্ঞাতি, মিছা তাহাকে জড়াইয়া রহিয়াছে? ইহা ভত্তে। তাহা হইলে কি মহারাজ, সেই রোগী যেই বেদনায় দুঃখ পাইতেছে, সেই বেদনা পরিষদবর্গ দেখে কি? না ভত্তে। সেই পুরুষ কেবল
নিজেই উহা অনুভব করিতে পারে। এই প্রকার মহারাজ, তথাগতের প্রতি যাহার সন্দেহ উৎপন্ন হইবে, তাহাকেই তথাগত ধ্বং প্রভাবে তত্ত্বাবধান কায় দেখাইয়া থাকেন, সেই ব্যক্তি ধ্বংবিল দেখিয়া থাকে। যেমন মহারাজ, কোন পুরুষকে ভুতে ধরিলে, পরিষ্করা দেখে কি ভূত তাহার নিকট আসিতেছে, না ভূত। যে আত্ম সেই ব্যক্তি ভূতকে দেখিয়া পায়। এই প্রকার বুদ্ধের প্রতি যাহার সন্দেহ হয় সেই ব্যক্তিই দেখিয়া পায়। ভূত, বাস্তবিক বড়ই দুঃখ যে, একজনকেও যাহা দেখাইয়া যাতে, ভগবান তাহাই দেখাইলেন। মহারাজ, ভগবান সেই গুহা চিহ্ন দেখান নাই, ধ্বং প্রভাবে ছায়া মাত্র দেখাইয়াছেন। ভূত, ছায়া দেখাইলেও ত সেই গুহা চিহ্ন দেখান হইল, যাহা দেখিয়া শেষ ব্রক্ষণ নিঃসরণ হইলেন। মহারাজ, ভগবান এমন যে দুঃখক কারণ কারিয়া থাকেন, তাহা জ্ঞানপিপাসু সত্ত্বাদিগকে জ্ঞান প্রদানের জন্য। যদি ভগবান কোন ক্রিয়া লম্ব করেন, জ্ঞান পিপাসু সত্ত্বাগুণ তাহা বুদ্ধি নিতে পারে না। যেহেতু তথাগত মহামহোদী; জ্ঞান পিপাসুদিগকে জ্ঞান দান করিতে যেই যেই মোগলের অনুষ্ঠান অবশ্যক, সেই সেই মোগলযানে জ্ঞান দান করিয়া থাকেন। যেমন শাল্য চিকিত্সক যেই যেই ত্যহে রোগী আরোগ্য হয়, সেই সেই ত্যহে লইয়া রোগীর নিকট উপস্থিত হয়। বমনের দরকার হইলে বমন করায়; বিরুদ্ধের দরকার হইলে বিরুদ্ধ করায়; অনুলেপের দরকার হইলে অনুলেপ দেওয়ায়; পাট বৈষ্ণব দরকার হইলে পাট বৈষ্ণব করায়। এই প্রকার তথাগত সত্ত্বাগুণের জ্ঞান লাভার্থ যেই যেই মোগলনুষ্ঠান দরকার, সেই সেই মোগলনে জ্ঞান দান করিয়া থাকেন। যেমন মহারাজ, কোন গীত সত্তার গ্রাস স্থা হইলে বৈষ্ণবত্ব অদানীয় গোপনীয় জ্ঞান দেখাইয়া থাকেন, এই প্রকার মোগলের হিতের জন্য ভগবান যাহা না দেখাইয়া তাহাই ধ্বংবিলে দেখাইয়া থাকেন। মহারাজ, যদি ত্যঞক লোক পায়, না দেখাইয়া বিচিত্র দৃষ্টি নাই, যদি কেহ বুদ্ধের হর্দ দেখিয়া জানলাভ করিতে পারে, তাহাকেও ভগবান মোগলনে হর্দে দেখাইয়া থাকেন। ভগবান যোগীশ্রেষ্ঠ ও সুদৃষ্ট ধর্ম-বন্ধন। মহারাজ, ভগবান স্ববির নন্দের জনপদ কল্যাণির প্রতি আসক্ত দেখিয়া তাহাকে দেবতাদিতে লইয়া গেলেন এবং তথ্যে দেবকন্যা দেখাইলেন। কারণ তিনি জানিয়া যে, নন্দ এই উপায়ে জানলাভ করিতে সমর্থ হইলেন, বাস্তবিক নন্দ ও অস্পষ্ট দর্শনে জানলাভ করিয়াছিলেন।
মহারাজ, তথ্যগত বিবিধ কারণে, দুর্নির্দিষ্টকে নিঃশ্বাসন, নিঃস্ব ও ঘৃণা করিয়া থাকেন, অথচ নদীর জানলাভার্থ কলতার চতুর্ণ অঙ্করাগণ দেখাইলেন। এই কারণে তথ্যগতের নোগওলও দেশনা কুশলতা অচিনত্বীয়। পুনরায় চুলপ্রস্ত হিন্দুকে তাহার জোঝার ভার মহাপখন্ড বিহার হইতে নিজের করিয়া দিয়াছিলেন, সে দুঃখিত চিত্তে গমনকালে বুঝ তাহাকে ডাকিয়া একথে সৃষ্ট বষ্ট মর্মনার্থ দিয়াছিলেন, কারণ তথ্যগত দেখাইলেন যে, ইহাতে তাহার জানলাভ হইবে। বাহ্যিক বুদ্ধের সেই নীতি অবলম্বনে তিনি অর্হত্ত ফল লাভ করিয়াছিলেন। মহারাজ, একদা মোঘরাজ ব্রাহ্মণ বুদ্ধের তিনিবার প্রশ্ন করিলেন, তিনি কিছুই উত্তর দিলেন না। কারণ মোঘরাজের মান বেশী, তাহার মান-রোগ উপশম হইলে ধর্মষঙ্গন লাভ হইবে, বাহ্যিক বুদ্ধের নিরুক্তরেই তাহার মান উপশান্ত হইল। সেই মান উপশমেই তাহার ষড়ভিত্তিস্থ লাভ হইল। এই কারণে তথ্যগত যোগীস্বরূপ ও সুদীর্ঘ ধর্মদীপন। সাধু ভগ্নে নাগসেন।

অপরূপবাদী তথ্যস্ত প্রশ্ন-মীমাংসা

ভঙ্গে, ধর্মসনাপতি সারীপুত্র হিবির বলিয়াছেন—“আবুসো, তথ্যস্বরূপ বুদ্ধের বাক্যালো পরিষ্কার, তাহার বাক্য দুঃখিত না। এমন কি অপরে আমার ইহা জাত না হউক, তেমন দোষ ও তাহার গোপন করিবার না।” পুনরায় দেখিতে পাই—যখন কলদেশপূর্ত সুদিন্ন স্বল্পির দূষণীয় কার্য করিবেন, সেই দোষ কীর্তন সময়ে তিনি ‘মোঘপুর্ণ’ বলিয়া পরস্য বাক্যে ব্যবহার করিয়াছিলেন। সেই পরস্য বাক্যে ব্যবহারে সুদিন্ন স্বল্পির অতিশয় ভূত হইলেন। এমন কি আর্যমার্গও লাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। যদি বুদ্ধকে বাক্যে পরিষ্কার বলেন, সুদিন্নের প্রতি এই যে পরস্য বাক্যে প্রয়োগ ইহা মিছা, নচেৎ ‘তথ্যস্তের বাক্য সুচরিত আছে,’ এই বচন মিছা। ইহার মীমাংসা করুন।

মহারাজ, ভগবানের বাক্যে পরিষ্কার, তিনি যে সুদিন্নকে ‘মোঘপুর্ণ’ ডাকিয়াছেন, তাহা দুঃখিত চিত্তে নহে, হিংসা করিয়াও নহে। তাহার যথার্থ লক্ষ্য দেখিয়া বলিয়াছেন। সেই যথার্থ লক্ষ্য কি? মহারাজ, যেই ব্যক্তির এই জন্যে চারি সত্য-জ্ঞান না হয়, তাহাকে ‘মোঘপুর্ণ’ বলে। কারণ একটি করিতে বলিলে আর একটি করে বলিয়া। ভগবান সুদিন্নের উচিত
দোষ দেখিয়া উচিত বাক্য বলিয়াছেন, অভূত বাক্য বলেন নাই। ভর্তে, আমরা স্বভাবতঃ যে আক্রান্ত বাক্য বলে, তাহার এক কার্যাপণ দো করিয়া থাকি। কারণ কোন বিষয়ে সে বিস্তারণ করিয়া আক্রান্ত বাক্য বলিয়াছে। মহারাজ, আপনি কি এইরূপ শুনিয়াছেন, আইন লঙ্কানকারিকে কেহ অভিবাদন, প্রতুষ্ঠান, সৎকার বা উপহার প্রদান করে? না ভর্তে, বরং সে যে কোন বিষয় লঙ্কান করিলে উপহারের যোগ্য হয়, তর্জন গর্জন লাভ করিয়া থাকে, তাঁহার শিরোধেদ করিয়া থাকে, তাহাকে জেল দিয়া থাকে।
তাহা হইলে মহারাজ, ভর্তে উচিত কার্যই করিয়াছেন, অনুচিত কার্য করেন নাই। ভর্তে, কার্য করিলেও উপযুক্তভাবে করা উচিত। উপযুক্তভাবে কোন বিষয় শুনা উচিত। বুদ্ধকে সদিবে লোক লঙ্কা করিয়া থাকে, পুনঃপুন তাঁহার নিকট আগমন করিয়া থাকে। অপিচ মহারাজ, কোন ভাগীর উদরাময় দিবসে শরীরে দোষ বৃদ্ধি হইলে চিকিৎসক তাহাকে এক ভৈষ্ণজ প্রদান করে কি? না ভর্তে, বরং তাহার নীরোগ ইচ্ছার তীক্ষ্ণ ভৈষ্ণজ দিয়া থাকে। এই প্রকার মহারাজ, তথাগত সমস্ত ক্লেশ ব্যাধির উপশমার্থ অনুশাসনরূপ ভৈষ্ণজ দিয়া থাকেন। তথাগতের বাক্য পরুষ হইলেও ইহারা সত্তিকিঙ্কে মৃদু করিয়া থাকেন। যেমন জল উঞ্জ হইলেও কোন বইমক ব্লিঙ্ক-মৃদু করিয়া থাকে। এই প্রকার তথাগতের পরুষ কথাই অর্থবী এবং করুণামায়া। যেমন পিতার বচন পুত্রের পক্ষে অর্থুক্ত ও করুণামায়া। তথাগতের বাক্য ও অগ্রণ। তথাগতের পরুষ বাক্য সত্তিকের ক্লেশ ধ্বংস হয়। গোমূর্ত দুর্গার্থ হইলেও, বিদ্যমান পালিয়া হইলেও অগ্রপার্শ্বী সত্তিকের ব্যাধি বিধ্বংস করিয়া থাকে। তথাগতের কথাই অগ্রণ অর্থবী ও করুণামায়া। যেমন কৃহৎ তুলাদীর কাহারও শরীরে পতিত হইলে বেদনা অনুভব করে না, এইরূপ তথাগতের পরুষ বাক্যে কাহারও দুঃখ উৎপাদন করে না। সাধু ভর্তে নাগসেন।
পুনরায় বলিয়াছেন:- ‘ফন্ডন বৃক্ষ তখন বলিল-ভারত্জাজ, আমারও একটি কথা আছে, শ্রবণ কর।’ ভক্তে, যদি বৃক্ষ অচেতন হয়, ভারত্জাজের সঙ্গে যে আলাপ করিল তাহা মিথ্যা, নচেৎ বৃক্ষ অচেতন এই কথা মিথ্যা।

মহারাজ, সতই বলিয়াছেন, কিন্তু বৃক্ষের যে আলাপ, তাহা লোক ব্যবহার স্বরূপ বলা হইবে। বৃক্ষ অচেতন, সে কখনও আলাপ করিতে পারে না। অপিচ সেই বৃক্ষ যেই দেবতা ছিল, সে এই আলাপ করিয়াছিল, কেবল নাম হইয়াছে বৃক্ষ আলাপ করিয়াছে। যেমন মহারাজ, ধান্য পূর্ণ গাড়ীকে ধানের গাড়ী বলিয়া লোকেরা ব্যবহার করিয়া থাকে। এরূপ গাড়ীখানি কাঠের তৈয়ারী কিন্তু গাড়ীতে ধান্য আছে, তাই ধানের গাড়ী বলিয়া লোকেরা বলিয়া থাকে। এই প্রকার আলাপ করিয়াছে দেবতা, নাম হইয়াছে বৃক্ষের। যেমন লোকেরা দধি মস্তন করিতেছে, অথচ বলিয়া থাকে যোল মস্তন করিতেছি। আসলে যোল মস্তন করে না, দধী মস্তন করে।

যেমন অবিদ্যামানকে বিদ্যামানের ন্যায়, অসিদ্ধেকে সিদ্ধের ন্যায় লোকেরা ব্যবহার করে, সেইরূপ দেবতার আলাপকে বৃক্ষের আলাপ বলিয়া ব্যবহার করা হইয়াছে। সাধু ভক্তে, নাগসেন।

পিণ্ডদায়ের মহাফল পশ্চ-মীমাংসা

সদৃশিকারক স্থবিরণ বলিয়াছেন :-

‘বেলে-সুত চুপ-অন্ন খাইয়া শুনিয়াছি আমি-
রোধাঙ্ক হন বৃক্ষ, প্রগাড় মরণগামী।

পুনরায় ভগবান বলিয়াছেন :-‘আনন্দ, দুইটি পিণ্ডান সমান সমান ফল দিবে এবং অপরাপর পিণ্ডদানেক্ষকা অতিশয় ফলপ্রদ।’ সেই দুইটি কি? সুজাতার যেই পিণ্ড ভোজন করিয়া তথাকথ বৃক্ষ হইলেন, আর চুণ্ডের যেই
পিও ভোজন করিয়া তথাকথি কৃষীনগরে অনুপাদিশেষ নির্বাণ লাভ করিলেন।

ভদ্রে তথাকথি চুন্দের পিও ভোজন করিয়া মৃত্যু সমতুল্য ব্যাধি প্রাপ্ত হইলেন, অথচ বলিলেন-এই পিওদান অপরাপর পিওদানাপেক্ষা মহাফলপ্রদ, এই যে বচন তাহা মিছা। মহারাজ, যেই পিও বিষতুল্য ফল দিল, রোগ উৎপাদন করিল, আয়ু বিনাশ করিল, জীবনপাত করিল, কি প্রকারে তাহা মহাফলপ্রদ হইতে পারে? সেই কারণ আমাকে খুলিয়া বলুন। যাহাতে অপর ব্যক্তিরা দোষারোপ করিতে না পারে। হয়ত লোকেরা এইবিষয়ে বলিতে পারে, লোকের বশবতী হইয়া বহু ভোজনে রক্ষাতিসার রোগ উৎপন্ন হইযাছে। ইহার মীমাংসা করুন।

মহারাজ, আপনার প্রশ্ন সত্য, কিন্তু সেইদিন রুদ্রের শেষ আহার, তাই দেবগণ এই পিওদান মহাফলদায়ক ভাবিয়া প্রসন্নমনে দিব্যবস্তুমর্যাদা সূচক মদন” শহরের সূপ পাতে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সেই সূপ সুপকৃত, সুস্ন্য, মনোজ্বল, জঠরাপ্রভৃতী উদ্দীপক। মহারাজ, সেই পিওর দর্শন যে ভগবানের অনুপ্রাণ রোগ উৎপন্ন হইযাছে এমন নহ। তখন ভগবানের শরীরে অসুস্থতাতঃ দুর্বল হইযাছিল। সেই ক্ষীণ শরীরে আয়ু সংসার উৎপন্ন হয়, তাই রোগটি অতিশয় শ্রীবৃদ্ধি হইযাছিল। যেমন মহারাজ, দুর্বলতঃ যেই আগন্তু জুলিয়া থাকে, যদি তাহাতে যুৱত, কেরোসিনাদি কোন উপাদান দেওয়া হয়, উহা অতিশয় জুলিয়া থাকে। এই প্রকার ভগবানের দুর্বল শরীরে রোগটি খুব প্রবল হইযাছিল। অপরিপাকের দর্শন পেটের ব্যারাম (অসুখ) হইলে, যদি এমতবস্তু আরও অপরিপক্ষ ব্যবহার যায়-তাহা হইলে অধিকবাদে আম উৎপন্ন হইযাছে থাকে। ভগবানেরও এইরূপ হইযাছিল। সেই পিওদানের কোন দোষ নাই। দানের প্রতি দোষ উৎপাদনের ক্ষমতা চুন্দের নাই।

ভদ্রে, সেই দুইটি পিওদান সময়ে যে কি সমস্যা হইল? রুদ্রের `ধার্মনুসারণ সমাপতিবলে’ মহারাজ। ভদ্রে, উহা কি প্রকার? নয়টি আনুপ্রায়ী বিহার সমাপতির অনুলোম প্রতিলোমভাবে সাধনাযাবর্তে পিওদান দুইটির মহাফল উৎপন্ন হইযাছিল। ভদ্রে, রুদ্রতু লাভ দিবসে ও পরিনিবম্ব দিবসে নয়টি সমাপ্তিতে অনুলোম প্রতিলোমভাবে সাধন করিয়াছিলেন কি? হাঁ মহারাজ। ভদ্রে, নাগাসেন ইহা অতিশয় আশ্চর্য ও অতিশয় অদৃষ্ট। এই
বুদ্ধ-পূজা অনুষ্ঠান প্রশ্ন-মীমাংসা

ভবে, ভগবান বলিয়াছেন—‘আমদ, তোমরা তথাগতের শরীর পূজার প্রতি নির্লিপ্ত হও।’ পুনরায় বলিয়াছেন—‘পূজনীয় মহাপুরুষের ধাতু পূজা কর, এইরূপ করিলে স্বর্গগামী হইবে।’ ভবে, তথাগতের শরীর পূজায় নির্লিপ্ত হইতে বলিয়া আবার যে ‘ধাতু পূজায় স্বর্গে যাইবে’ এই যে বচন তাহা মিছা। নচেৎ ‘শরীর পূজায় নির্লিপ্ত হও’ এই বচন মিছা। ইহার মীমাংসা করুন।

মহারাজ, ভগবানের উক্ত দুই বাক্যের মধ্যে সমস্ত জিনপুনগে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—‘তথাগতের শরীর পূজায় তোমরা নির্লিপ্ত হও।’ মহারাজ, জিনপুনগের পক্ষে শরীর পূজা মহৎ কর্ম নহে। সংসার সময়, চিত্তের একত্রিত সাধন, সৃষ্টি প্রস্থান দর্শন, আরম্ভনার গৃহ, কিন্তু সহিত যুদ্ধ সাধন ও নির্বাচক লাভার্থ ধ্যানানুষ্ঠান করিয়া জিনপুনগের পক্ষে করিয়া। অপরাপর দেব-মনুযাগণের পক্ষে পূজা সৎকার করাই করিয়া। যেমন মহারাজ, এই জগতে রাজপুনগের পক্ষে হস্ত, অশ্ব, রথ, ধনু, অসি, মুদ্রা, শিক্ষা, কাঠম্য, শ্রীতি, সুসংবাদ, যুদ্ধ ক্রিয়া করিয়া। অপরাপর বৈশ্ব, শুদ্ধগণের পক্ষে কৃষিবাণিজ্য, গোপালনাদি করিয়া। এই পৃথিবীর জিনপুন্তিগির পুজা করা আপনি ধ্যান সাধনা করাই করিয়া।

দেব-মনুযাগণের পক্ষে পূজা সৎকার করাই করিয়া ।

যেমন মহারাজ, ব্রাহ্মণ মানবরাষ্ট্রের ঋষি, যজু, সাম, অতর্ববেদ, লক্ষণ, ইতিহাস, পুরাণ, নিয়ম, কোটি, অন্ধক প্রভেদ পদ, ব্যাকরণ, ভাষামূল, উৎপাদ, শ্রুত্র, নিমিত্ত, যজ্ঞ, চন্দ্রাঘ্ন, সৃষ্টিহ্রণ, ওঁক-রাহু চরিত, উল্লুহার, যুদ্ধ, মেঘগর্জনস্র, অবক্ষ্যত, উক্তাপতি, ভূমিকম্প, দিকদাহ, ভূগোল, জ্যোতিষ, লোকায়ত শাস্ত্র, শ্রীচক্ষু, মূগচক্ষু, অন্তরচক্ষু, মিত্রপাদ, পক্ষীশব্দ শিক্ষা করিতে হয়। অপরাপর বহু বৈশ্ব, শুদ্ধরূপ কৃষিবাণিজ্য, গোপালন শিক্ষা করিতে হয়। ভগবান এইরূপ ভিক্ষুদিগকে ও
অপরাপরলোকনিধিকে ধ্যান ও পূজার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। তাই মহারাজ, ভগবান ভিক্ষুদিগকে স্নীহ কর্মে নিযুক্ত থাকিতে উপদেশ দিয়া শরীর পূজায় নির্লিপ্ত থাক বলিয়াছেন। যদি মহারাজ, বুদ্ধ এই উপদেশ না দিতেন, ভিক্ষুরা নিজের পাত-চীবর দিয়াও বুদ্ধ পূজা করিতেন। সাধু ভত্তে, নাগসেন।

বুদ্ধপদে কাঁকর পতন প্রশ্ন-মীমাংসা

ভত্তে, আপনারা বলিয়া থাকেন—’ভগবানের গমনকালীন অচেতন উচ্চ ভূমি নীচ হয়, নীচ ভূমি উচ্চ হয়।’ পুনরায় বলিয়া থাকেন—’ভগবানের পদ কাঁকরদারা ক্ষত হইয়াছিল।’ সেই কাঁকর ভগবানের পদে পড়িয়াছিল, কি কারণে তাহা পদশ্রম হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইল না। ভত্তে, ভগবানের গমনকালীন ভূমি উচ্চ-নীচ হয়, অথচ শরীরাঙ্গ হইলেন এই যে বচন তাহা মিছা, নতুন মাটি উচ্চ-নীচ হয় তাহা মিছা। ইহার মীমাংসা করুন।

মহারাজ, আপনার উক্ত প্রশ্ন সত্য। যেই শরীর বুদ্ধের পদে পড়িয়াছিল, তাহা স্বভাবতঃ পড়ে নাই, দেবদেবের প্রচেষ্টাদ্বারা পড়িয়াছিল। দেবদেব বহু সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া ভগবানকে হিংসা করিয়া আসিতেছে, সে শক্রতা সাধন মানসে কুটাগার প্রমাণ বৃহৎ পায়ণ খো ভগবানের উপর ফেলিয়াছিল। তখনই দুইটি শৈল পৃথিবী হইতে উঠিয়া ঐ পায়ণঘাত ধরিয়া রাখে। দুইটি পায়ণের পরস্পর সংঘর্ষে শরীর উঠিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, সেই সময় একেবারে শরীর বুদ্ধের পদে পড়িয়াছিল। তাহা হইলে ভত্তে, দুই শৈল যেমন পায়ণটিকে ধরিয়া রাখিয়াছিল, তেমন শরীরও ধরিয়া রাখা উচিত ছিল। মহারাজ, ধরিয়া রাখিলেও কিছু না কিছু পড়িবেই, কারণ যাহা নষ্ট হইবার তাহা স্বভাবতঃ হইবেই। যেমন জল হস্তদ্বারা গৃহীত হইলে অঙ্গুলির ফাঁকদিয়া পড়িবেই। খীর, তক্ষ, মূহু, ঘৃত, তৈল, মৎস্যাসরস, মাংসরস, হস্তদ্বারা গৃহীত হইলে অঙ্গুলি পড়িবে। সেইপর দুই শৈলের ভিতর দিয়া শরীর বিক্ষিপ্ত হইবেই। যেমন বালুকা হস্তগুটে লইলে অঙ্গুলির ফাঁক দিয়া গলিয়া যায়, যেমন কেহ কেহ মুখে থাস দিলে মুখ হইতে ভাত পড়িয়া যায়, সেইপর শরীরও পড়িবেই। ভত্তে, তাহাই হউক, শৈলবয় পায়ণ ধরিয়া রাখুক, কিন্তু শরীর ত ভগবানকে গৌরব করিতে পারিত, যেমন ভূমি উচ্চ-নীচ হইয়া গৌরব করিয়া থাকে।
মহারাজ, দ্বাদশটি কারণে গৌরব রক্ষিত হয় না। তাহা কি? কামাসক্ত কামদ্বারা, হিংসক হিংসাদ্বারা, মোহাস্ব মোহদ্বারা, উদ্ধত মানদ্বারা, নিষ্ঠুরী বিশিষ্ট গুণের অভাবদ্বারা, অতি কঠিন নিষিদ্ধ গুণের অভাবদ্বারা, হীন হীন স্বভাবদ্বারা, মুখর প্রতিষ্ঠালাভের অভাবদ্বারা, পাপী কদম্য স্বভাবদ্বারা, দুঃখদায়ি দুঃখের প্রতিদানদ্বারা, লোভী লোভদ্বারা, সঙ্কোচী অর্থ সাধনদ্বারা, গৌরব রক্ষা করিতে পারে না। সেই শর্করা পরম্পর আঘাতের জোরে ভাঙ্গিয়া অনিমিতভাবে যেদিকে সেদিকে ছুটিয়া গিয়াছিল, সেই সময় বুদ্ধের পদে আসিয়া এক টুকরা পড়িয়াছিল। যেমন ধূলা বায়ু বেগে যথায় তথায় উড়িয়া যায়, সেইরূপ শর্করা উড়িয়া গিয়াছিল। যদি সেই শর্করা পার্থান হইতে পৃথক না হইত, তাহা হইলে শৈলদ্বার সেই পার্থালি নিক্ষয় ধরিয়া রাখিত। এই শর্করা ভূমি হইতে উঠে নাই, আকাশ হইতে পড়ে নাই। পরম্পরের আঘাতেই স্বভাবতঃ উঠিয়া অনিমিতভাবে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে।

তখনই ভগবানের পদে পড়িয়াছে। যেমন ঘূঁরিবায়ুর প্রাণে পৃথিবীন পত্তি একিক সেদিক উড়িয়া যায়। সেইরূপ শর্করা ভগবানের পদে অনিদিষ্টভাবে আসিয়া পড়িয়াছে। সাধু ভক্ত, নাগসেন।

শ্রেষ্ঠশ্রেষ্ঠ শ্রমণ প্রশম-মীমাংসা

ভত্তে, ভগবান বলিয়াছেন :- ‘আসবসমূহের ক্ষয় করিয়া শ্রমণ হয়।’

পুনরায় বলিয়াছেন :- ‘চারিটি ধর্মে সেই নর অবস্থিত, জগতে তিনিও শ্রমণ নামে কঠিত হন।’ যথা: ক্ষান্তি, অল্পাহার, রতিত্যাগ ও অক্ষুঘন্য। এই চারিটি গুণ, যিনি কীণাসাব নাহেন, ক্রেশপ্রায়, তাহার নিকটই থাকে।

ভত্তে, যদি আসব ক্ষয় শ্রমণ হয়, তবে 'চারিটি গুণেও শ্রমণ হয়’ এই যে বচন তাহা মিথ্যা, নচেৎ ‘আসব ক্ষয়ে শ্রমণ হয়’ এইটি মিথ্যা। ইহার মীমাংসা করিন।

মহারাজ, আপনার প্রশ্নায় পুদালসমূহের গুণেভেদেই বর্ণিত হইয়াছে। যাহারা ক্রেশ উপশমের জন্য যত্নশীল, তাহায়ের সকলকেই শ্রমণ বলে, কীণাসাব তন্মধ্যে সর্বপ্রথম প্রধান শ্রমণ। যেমন জলজ স্তুলজ পুলসমূহের মধ্যে বেল-ফুল সর্বপ্রথম প্রধান। অপর পুলসগুলি পুলস মধ্যে পরিগণিত বটে, কিন্তু বেল-ফুলই জনপ্রিয়। এইরূপ ক্রেশ শাস্ত্য করে বলিয়া শ্রমণ, অরহৎ কিন্তু প্রধান শ্রমণ। যেমন যাবতীয় ধান্যের মধ্যে শালি ধান্যই
গুণ প্রকাশ প্রশ্ন-মীমাংসা

ভদ্র, ভগবান বলিয়াছেন :-'হে ভিক্ষুগণ, যদি আমার কিংবা ধর্ম ও সন্তান গুণ কেহ প্রকাশ করে, তত্ত্বতি তোমাদের আন্দ, সৌন্দর্য ও চিন্তনের উপলব্ধি প্রকাশ করা অনুচিত।' পুনরায় বলিয়াছেন :- যখন 'শেল প্রাক্কণ বুদ্ধের গুণ বর্ণনা করিলেন, তখন তথাগত অতিশয় আনন্দিত হইয়া স্বকীয় গুণটি জোরে কীর্তন করিলেন-

অনুসার ধর্মার হই আমি হে শেল প্রাক্কণ,
ধর্মতঃ চলাই চক্র প্রতিরোধ হয় না কখন।

ভদ্র, ভগবান ভিক্ষুদিগকে আন্দ প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া নিজে
যে ধর্মার নামের পরিচয় দিলেন, তাহা মিথ্যা, নচেৎ ভিক্ষুদিগকে যে
নিষেধ করিলেন তাহা মিথ্যা।

মহারাজ, আপনার এই প্রশ্নে ভগবান প্রথমতঃ ধর্মের স্বভাব সরস
লক্ষণ সম্বন্ধে যাহা খাটি সত্য তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন, তাই ভিক্ষুদিগকে
আন্দ প্রকাশে বাধা দিয়াছেন। আর বুদ্ধ যে শেল প্রাক্কণকে অনুসার
ধর্মার বলিয়া বর্ণনা করিলেন, তাহা লাতে যশ-পক্ষে বা শিষ্যালোকের
ইচ্ছায় নাহে। কেবল তাহার প্রতি দয়া করিয়াই বলিয়াছেন। কারণ এই
প্রকার বর্ণনা করিলে সেও তাহার তিনশত শিষ্য ধর্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইবে। সাধু
ভদ্র, নাগাসেন।

অহিংসা-নিঃসার প্রশ্ন-মীমাংসা

ভদ্র, ভগবান বলিয়াছেন :-'অহিংসাবলে ইহ-পরলোকে প্রিয় পাত
হইতে পারিবে।' পুনরায় বলিয়াছেন :- যাহা নিঃসার করিবার তাহা নিঃসার
করিবে, যাহা প্রায় করিবার তাহা প্রায় করিবে। ভদ্র, নিঃসার বলিলে হস্ত-
পদচেদ, বধ-বদন, ভেল-প্রহার ও দেহের বিরুদ্ধচরণ বুদ্ধায় ভগবানের
পক্ষে এই ব্যবহার যুক্তিসঙ্গত নাহে। তাঁহার ইহাব বলাও উচিত নাহে। যদি
তিনি বলেন-'অহিংসা করিয়া পরলোকে প্রিয় পাত হইবে।' তাহা হইলে
নিঃশ্চ প্রহার করিতে যে বলিয়াছেন, তাহা মিছা, নচেৎ ‘অহিংসায় পরলোকে আদর পাইবে’ ইহা মিছা। এখন ইহার মীমাংসা করুন।

মহারাজ, আপনার এই প্রশ্নে সমস্ত তথাকথনের ইহাই অনুমতি, ইহাই অনুশাসন, ইহাই ধর্মশাসন। ধর্মমাত্রই অহিংসা লক্ষণ। এবং ইহা স্বাভাবিক বচন। এই যে তথাকথন নিঃশ্চ প্রহারের কথা বলিয়াছেন, ইহা ভাষা। মহারাজ উদ্ধৃত চিন্তকে নির্দো করিবে, লীন বা সক্রিয় চিন্তকে প্রহার করিবে, অকুশল, প্রমাদ মিথ্যা ব্যবহার, অনার্য আচরণ ও চোরকে নিরাহ করিবে। কুশল, অগ্নিমাদ, সম্বন্ধ ব্যবহার, আর্য আচরণ ও অতেরকে প্রহার করিবে। ভত্তে, তাহাই হউক। এখন আপনি আমার বক্তব্যে আশীর্যেন।

যাহা আমার জিজ্ঞাসা সেই বিষয়ে উপস্থিত হইয়াছেন। ভত্তে, চোরকে নির্দো করিতে ইহলে কি উপায়ে নির্দো করা ইহলে? গালির যোগ্য ইহলে গালি দিবে, দঙ্গের যোগ্য ইহলে দাঁত দিবে; নির্বাসন-ছেদন ঘাতনের যোগ্য ইহলে তদনুরূপ দাঁত করিবে। তাহা ইহলে চোরদিগকে হত্যা করিবার অনুমতি তথাকথনের আছে কি? না মহারাজ। তবে কি প্রকারে চোরকে অনুশাসন করিতে ইহলে, ইহাতে তথাকথনের অনুমতি কি? মহারাজ, যে হত্যা করে সে তথাকথনের অনুমতি লইয়া হত্যা করে না। সে সক্রিয় কর্ম্মাত্রা হত্যাদের প্রাপ্ত হইতেছে। অপিচ ধর্ম্মতঃ অনুশাসনই করা হইতেছে মাত্র। মহারাজ, যে নিরপরাধী যে রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইতেছে, তাহাকে ইচ্ছামত আনিয়া হত্যা করা হয় কি? না ভত্তে। কি কারণে মহারাজ? সে তাদূশ দোষাবহ কর্ম করে নাই বলিয়া। এই প্রকার তথাকথনের অনুমতিতে কেহ হত হইতেছে না। নিজের নিজের দোষেই হত্যাদের পাইতেছে। ইহাতে মহারাজ ধর্ম্মতঃ অনুশাসনকে কোন দোষ হয় কি? না ভত্তে। তাহা ইহলে ইহাতে তথাকথনের অনুশাসন তুল্য ধর্ম্মতঃ অনুশাসন। সাধু ভত্তে, নাগসন।

ভিক্ষু বহিষ্করণ প্রশ্ন-মীমাংসা

ভত্তে, ভগবান বলিয়াছেন :-‘আমি ক্রোধহীন ও বিদ্যেষ শূন্য হইয়াছি’ পুনরায় দেখিতে পাই-তথাকথন সমর্পণ সারিপুত্ত-মৌলিকলয়নকে বাহির করিয়া দিলেন। ভত্তে, তথাকথন তাহাদের প্রতি অসম্ভব হইয়া বাহির করিয়া দিলেন, না সম্ভব হইয়া? ইহা কি প্রকার তাহা আপনি ধারণা করন। যদি
তিনি রাগানিত হইয়া বাহির করিয়া দেন, তাহা হইলে তাহার ক্রোধ ক্ষয় হয় না বলিতে হইবে, যদি সমস্ত হইয়া বাহির করিয়া দেন, তাহা হইলে অবিষয়ে অজ্ঞাতসারে বাহির করিয়া দিয়াছেন। ইহার মীমাংসা করুন।

মহারাজ, আপনার এই প্রশ্নে, ভগবান তাহাদের প্রতি রাগ করিয়া বাহির করিয়া দেন নাই। যেমন কোন পুরুষ বুক্ত-মূল-স্থাপ্ত-পায়ণ-চারে লাগিয়া বা উচ্চ-নীচ ভুমিতে ঝলিত হইয়া হঠাৎ পড়িয়া যায়। তবে মহারাজ, আপনি কি বলিতে চান পৃথিবীর রাগ করিয়া তাহাকে ফেলিয়া দিয়াছেন? না ভেত, মহাপৃথিবীর রাগ বা আনন্দ কিছুই নাই। মহাপৃথিবী অনুন্য প্রতিষ্ঠ হইতে সম্পূর্ণ বিমূঢ়। সে অলস, আপনা-আপনিই পা হটিয়া পড়িয়া গিয়াছে। এই ধরার তথাকথার রাগ বা আনন্দ কিছুই নাই।

তিনি অরহৎ সম্বন্ধ। পীর কৃতকরমেই তাহারা বহিষ্কৃত হইয়াছে।

মহারাজ, মহাসমুদ্র মৃত দেহ সহিত কখনও বাস করে না। মহাসমুদ্রে কোন মরা পাঁচ তাসিয়া উঠিলে শীতেই তরাপিরাতে উহাকে কুলে তুলিয়া দেয়।

তবে কি আপনি বলিবেন, মহাসমুদ্র রাগ করিয়া মৃত দেহ কুলে সরাইয়া দিতেছেন? না ভেত। মহাসমুদ্রের রাগ বা আনন্দ কিছুই নাই। তেমন রাগের কারণ হইতে মহাসমুদ্র বিমূঢ়। তৃণ অরহৎ সম্বন্ধ। তাহারা পীর কর্ম গুণেই বহিষ্কৃত হইয়াছে। যেমন পা হটিয়া পৃথিবীতে পড়ে, তেমন জিনশাসনে ঝলিত হইয়া বহিষ্কৃত হইয়া থাকে। যেমন সমুদ্র মৃত দেহের স্থান নাই, তেমন জিন-শাসনে ঝলিতের স্থান নাই।

তথাকথ যে বহিষ্করণ দোকর্ম দিয়াছেন, তাহাও তাহাদের অর্থ-ছিত-মুখ-বিশ্বজ্ঞানী হইয়া। এই উপায়ে হইয়া জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত্যু হইতে মুক্তিলাভ করিবে বলিয়া দও দিয়াছেন। সাধু ভেত, নাগাসেন।

ঋষির চেয়ে কর্মবিপাক বলবৎ প্রশ্ন-মীমাংসা

ভেত, ভগবান বলিয়াছেন-আমার শ্রবকদের মধ্যে যাহারা ঋষিশালী, তাহাদের মধ্যে মহামৌলায়ন সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পুনরায় দেখিতে পাই—তিনি দস্যুদ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং লঘুঘাতে তাহার অষ্টি, মাংস, নায়ু, মজা চুরি-বিচুরি হইয়া পরিনির্বাণপ্রাপ্ত হইলেন। যদি তিনি ঋষিশালীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ লাভ করেন, লঘুঘাতে নির্বাণপ্রাপ্ত বচন মিথ্যা, নচেৎ ঋষিতে শ্রেষ্ঠ বচন মিথ্যা। তিনি কি ঋষিবলে নিজের
উপভাষাক কর্মটি দূর করিতে সমর্থ হইলেন না? তিনি দেব-মানবের প্রতিশরণ হওয়ার অযোগ্য কি? ইহার মীমাংসা করকন।

মহারাজ, আপনার এই প্রশ্ন সত্য, কিন্তু তাহা পূর্ব কর্ম প্রায় হইয়াছে। তত্ত্বে, ঋষিমানের ঋষিবিষয় ও কর্মবিপাক এই দুইটি অচিন্তনীয় নহে কি? অচিন্তনীয় কর্মদ্বারা অচিন্তনীয় কর্ম দূর করা উচিত নহে কি? তত্ত্বে যাহারা কৰ্ম ফল চায়, তাহারা কৰ্ম ফল ছুঁড়িয়া উহা পাড়িয়া থাকে, আদ্য আদ্য আত্ম পাড়িয়া থাকে। তেমন অচিন্তনীয় কর্মদ্বারা অচিন্তনীয় কর্ম অপনিত করা উচিত নহে কি? মহারাজ, অচিন্তনীয় হইলেও, ইহা একটি অতিশয় বলবত্তর কর্ম। যেমন পৃথিবীতে সমজাতি রাজ্যের আছে, তথাপি তাহাদের মধ্যে একজন সকলকে পরাজিত করিয়া নিজের হকুম চালাইয়া থাকে। এই প্রকার কর্মফলও আছে। একটি কর্ম অপর কর্মগুলিকে পরাজিত করিয়া নিজের শক্তি প্রযোগ করিয়া থাকে। তখন অপর কর্মগুলি আঁর ফল দিবার অবকাশ পায় না। যেমন পৃথিবীতে দাবাগি জলিয়া উঠিয়া সহস্র ঘট জলিয়াও সেই আনন্দ নিবাহিত পাৰা যায় না। তখন আগ্নি সমস্ত পদার্থকে পরাজিত করিয়া সীমা শক্তি চালাইয়া থাকে। তাহার কারণ কি? আগ্নির শক্তি বলবত্তর বলিয়া। তেমন অচিন্তনীয় কর্মফল এত অধিক বলবত্তর যে, সমস্ত কর্মবিপাক পরাজিত করিয়া নিজের শক্তি প্রযোগ করিয়া থাকে। কর্মদ্বারা অধিগৃহীত হইলে অবশিষ্ট ক্রিয়া অবকাশ পাইতে পারে না। সেই কারণে যখন আয়ুষ্মান মহামৌলিক্যমের অতীত কর্ম আসিয়া সজ্জো আক্রমণ করিল, তখন লক্ষ্য মাত্রের সঙ্গে ঋষির প্রভাব হার মানিয়া গেল। সাধু ভদ্রে, নাগাসেন।

ধর্ম-বিনয় প্রতিচ্ছন্ন প্রশ্ন-মীমাংসা

ভদ্রে, ভগবান বলিয়াছেন-‘ভিক্ষুগণ, তথাগতের প্রকাশিত ধর্ম-বিনয় বিবৃতাবস্থায় শোভা পায়, আবৃত হইলে পায় না।’ পুনরায় বলিয়াছেন-প্রাতিমোক্ষ উদেশ ও সকল বিনয় পিত্তক আবৃত। ভদ্রে, জিনিষাশানে উপযুক্ত সময় লাভ করিলে বিনয় বিধান বিবৃতাবস্থায় শোভা পাইয়া থাকে। কি কারণে? বিনয়ে আছে-শিক্ষা, সংখ্যা, নিয়ম, শীলগুণ, আচার বিধান, অর্থস, ধর্মস, বিমুখ্যেsq. ভদ্রে, ভগবান ধর্ম-বিনয়
বিবৃত শোভা পায় বলিয়া বিনয়েরিক যে আবৃত করিলেন, তাহা মিছা, নচেৎ ধর্ম-বিনয় বিবৃত বচন মিছা। ইহার মীমাংসা করুন।

মহারাজ, পূর্বের প্রকার যে ভগবান বলিয়াছেন, তাহা সম্ভব বাধাজনক নহে। একটি সীমা নির্দিষ্ট করিয়া আবৃত করিয়াছেন। পূর্বতন তথ্যগতগণের বংশ মর্যাদা রক্ষা করিয়া, ধর্মের প্রতি গৌরব করিয়া ও ভিক্ষু ভূমিকা গৌরব করিয়া, এই তিন প্রকারে প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশের একটি সীমা আবৃত করিয়াছেন। মহারাজ, সমস্ত তথ্যগতগণের ভিক্ষু মধ্যে প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশ করা একটি বংশ-নীতি, উহা অন্যের জন্য আবৃত। যেমন ক্ষত্রিয়গণের ক্ষত্রিয় মায়া ক্ষত্রিয়দের মধ্যে আচরিত হয়। ইহা ক্ষত্রিয়দের পরম্পরা সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে, অন্যের জন্য তাহা আবৃত। সেইরূপ ভিক্ষুদের মধ্যে প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশ সীমাবদ্ধ। অন্যেরা তাহা পারে না। মহারাজ, পৃথিবীতে অনেকটা সম্প্রদায় আছে, যেমন মনু, পব্বত, ধর্মগিরি, ব্রহ্মগিরি, নাটক, নৃষ্ণ্যক, লঙ্কক, পিশাচ, মণিভূত, পূর্ণচন্দ্র, সূর্য, শ্রীদেবতা, কলিদেবতা, শৈব, বাসুদেব, ঘনিকা, অশ্বপাখ, অশ্রুপুত্র, সেই সেই সম্প্রদায়ের একটি রহস্যনীতি স্বয় স্বয় দলেই আচরিত হয়। অন্যের জন্য তাহা ধরাবাংশ। সেইরূপ প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশ ভিক্ষুদের মধ্যে সীমাবদ্ধ; অপরের জন্য নহে। মহারাজ, ধর্মমাত্রেই গৃহের, পূর্বাপর যাহারা মানিয়া আসিতেছে ইহা তাহাদেরই দাবী, অন্যেরা তাহা পাইতে পারে না। পূর্ব বাঙ্গালি ভাবিয়া থাকে—আমাদের এই সারধর্মের শ্রেষ্ঠ ধর্ম অসমাকারীদের হস্তগত হইয়া গতি না হুইক। এই সারধর্মের দুর্লভের হাতে বিনষ্ট না হুইক। এইরূপে ধর্মের গৌরব করিয়া প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশ সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে, যেমন মহারাজ, সার্ববাণ লোহিত চড়ন শবরপুরে গেলে গতি হয়, তবে এই সার ধর্ম অন্যের নিকটে গতি না হুইক। মহারাজ, ভিক্ষু লাভ জগতে অতুলনীয়, অতীতীয়, মহামূল্যবান, কিছুতেই এই ভিক্ষু ধর্মের মূল্য নির্ধারণ করিতে, ওজন করিতে ও পরমাণু করিতে পারা যায় না। এই প্রকার ভিক্ষু মধ্যে অবহিত প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশ জগতে অন্য লোকের সম সম না হুইক, তাই ভিক্ষুদের মধ্যেই ইহা আচরিত হইয়া থাকে।

মহারাজ, এই জগতে শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ ভাঙ্গর মধ্যে বক্স, আন্তর্গত, গো, তুরস্ক, ঘো, সুবর্ণ রজত, মণি, মুক্ত, শ্রী রত্নাদি বা অজেয় কর্মশুরাদি সকলই রাজাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। এই প্রকার মহারাজ, এই পূর্বতন
জগতে শিক্ষা, সুগতাগম ত্রিপিতক শাস্ত্র আচরণ, সংযম, শীতলসংযমমণ্ডল যাহা আছে, সমস্ত ভিক্ষু-সঙ্গের মধ্যেই আছে। এইরূপ ভিক্ষুভূমিরকে সৌভাগ্য করিয়া প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি ভিক্ষুদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে।

সাধু ভক্তে, নাগসনে।

মিথ্যাকথার গুরু-ললুভাব প্রশ্ন-মীমাংসা

ভক্তে, ভগবান বলিয়াছেন-‘জানপূর্বক মিথ্যা বলিলে পরাজিত (পারাজিক) হয়।’ পুনরায় বলিয়াছেন-‘জানপূর্বক মিথ্যা বলিলে একজনের নিকট দেশনার (বিনয় কর্মের) উপযোগী লামু পাপ (আপত্তি) হইয়া থাকে।’ ভক্তে, এখানে বিশেষত্তি কি? কি কারণে একটি মিথ্যা বাক্যে উৎসন্ন হইয়া যায়, আরাম একটি মিথ্যা বাক্যে প্রতীকার করা যায়? ভক্তে, ভগবান একটি মিথ্যা বাক্যে উৎসন্ন হয় বলিয়া, আরেকটি মিথ্যা বাক্যে যে প্রতীকার দেখাইলেন তাহা মিছা, নচেৎ উৎসন্ন হয়, এই বচন মিছা। ইহার মীমাংসা করন।

মহারাজ, ভগবান দুইটি প্রশ্নের বিষয়ত দেখাইলেন, তাহা কিন্তু বিনয়ভেদে গুরু লামু হইয়া থাকে। আপনি এই বিষয়টি কেমন মনে করেন, এই জগতে কোন পুরুষ হস্তদ্বরা একজনকে প্রহার করিল, তাহাকে আপনি কিড় দিয়ে মনে? যদি ভক্তে, প্রকৃত ব্যক্তি বলে, এই আঘাত আমার অসহ হইয়াছে, তাহা হইলে দেখিয়াকে এক কার্যার্থ দণ্ড দিয়া থাকি। আঘাত মহারাজ, যদি সৃষ্টি পুরুষ সেই হতে আপনাকে প্রহার করে, তাহার কি দণ্ড আজ্ঞা করিবেন? ভক্তে, তাহার হস্ত কিংবা পদ ছেদন করাইব। তাহার মস্তক তরুণ বংশের নয়া ছেড়াইয়া ফেলিয়া, তাহার সমস্ত গৃহ লুষ্ঠন করাইব। তাহার ঘরের দুই পার্শ্বে শত-কুল পর্যন্ত, হত্যা করাইব।

মহারাজ, ইহাতে এমন কি বিশেষত্তি আছে যে, একই হতে দুই ব্যক্তিকে প্রহার করিয়াছে, অথচ একজনের লামু দণ্ড, আরেকজনের হস্ত-পদ ছেদন দিয়া গুরু দণ্ড করা হইল। ভক্তে, মনুষ্য প্রভুদে এই দণ্ড করা হইয়াছে। এই প্রকার জানপূর্বক মিথ্যা বলার দুর্ন বিষয়টি কার্যভেদে গুরু-লামু হইয়াছে।

সাধু ভক্তে, নাগসনে।
বোধিসত্ত্বের ধর্ম ভাষা প্রথম-মীমাংসা

ভক্তে, ভগবান ধর্ম প্রথায় বলিয়াছেন—‘পূর্ব হইতেই বোধিসত্ত্বগণের মাতা, পিতা, বোধি, অহংকার, পুত্র ও সেবক নিঃস্পর্থ থাকিন।’ পুনরায় আপনারা বলিয়া থাকেন—‘বোধিসত্ত্ব তুষিত সর্গে থাকিয়া আটটি দর্শনীয় বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, যথা—কাল, দীপ, দেশ, কুল, মাতা, আয়ু, মাস, নৈক্যম। ভক্তে, জানের পরিপূর্ত সাধন না হইলে বোধিলাভ হয় না। আবার জন্য পরিপূর্ত হইলে এক নিমেষকালে অপেক্ষা করিতে পারে না, পরিপূর্ত মানসকে অতিক্রম করিতে কেহই পারে না। কেন বোধিসত্ব কালে প্রতি লক্ষ্য করিলেন, কখন উৎপন্ন হইব? যদি বোধিসত্ত্বের মাতা-পিতা পূর্বেই নির্দিষ্ট থাকেন, তাহা হইলে কুলের প্রতি লক্ষ্য করাটা মিথ্যা বচন, নচেৎ মাতা-পিতা নির্দিষ্ট ছিলেন, এই কথা মিছ। ইহার মীমাংসা করন।

মহারাজ, বোধিসত্ত্বের মাতা-পিতা পূর্বেই নির্দিষ্ট ছিল, কুলের প্রতি যে লক্ষ্য রাখিলেন, তিনি সেই কুলে জন্ম নিবেন, সেই কুলের মাতা-পিতা ক্ষত্রিয় হইবে, না ব্রাহ্মণ হইবে ইহাই জানিবার জন্য। মহারাজ, এমন আটটি কারণ আছে, যাহা কার্যরতে পূর্বেই দেখিতে হয়। সেই আটটি কি? বণিকেরা প্রথমে বিক্রয় ভাও দেখিয়া থাকে, হঠাৎ গমন করিবার পূর্বে শৌচয়াগে রাসায়ন দেখিয়া থাকে, গাড়িওয়ালা পূর্বেই অনাগত তীর্থ দেখিয়া থাকে, নাবিক অনাগত তীর দেখিয়া নৌকা ছাড়িয়া থাকে, বৈদ্য পূর্বে রোগীর আয়ু লক্ষ্য দেখিয়া চিকিৎসার্থ উপস্থিত হইয়া থাকে, যে সেতু পার হইবে, সে পূর্বেই সেতুর দৃঢ়তা পরীক্ষা করিয়া আরোহণ করিয়া থাকে, ভিক্ষু ভোজনের পূর্বে প্রত্যেক্ষ করিয়া বা অনাগত কাল দেখিয়া ভোজন আরম্ভ করেন, বোধিসত্ত্ব পূর্বে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ কুল দেখিয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। মহারাজ, এই আটটি বিষয় কার্যরতের পূর্বেই দেখিয়া লইতে হয়। সাধু ভক্তে, নাগসেন।

আত্মহত্যা প্রথম-মীমাংসা

ভক্তে, ভগবান বলিয়াছেন—‘ভিক্ষুগণ, আত্মহত্যা করিবে না, যে আত্মহত্যা করিবে, বিনয় বিধানে সে যথার্থ দেখি সাধারণ হইবে।’ পুনরায়
আপনারা বলেন-‘ভগবান শ্রাবকদিগকে জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু সমুচ্ছেদ করিবার জন্য যথায় তথায় ধর্মদেশনা করিয়াছেন।’ যে এই জন্ম, জরা ব্যাধি, মৃত্যুকে অতিক্রম করে, সে অতিশয় প্রশংসাভাজন হইয়া থাকে।
ভত্তে, ভগবান আত্মহত্যা নিবারণ করিয়া এই যে জন্যগুলি উঠেছে করিতে বলিলেন তাহ মিথ্যা, নচেৎ আত্মহত্যা নিষেধ বচন মিথ্যা, ইহার মীমাংসা করুন।

মহারাজ, বুদ্ধের উক্ত উপদেশের কারণ আছে। যেহেতু একবার নিবারণ করিলেন, আবার শিক্ষাদান করিলেন। ভত্তে, ইহার কারণ কি? মহারাজ, সত্ত্বগণের ব্রোট-বিষ বিনাশ করিতে শীলবান অগদ তুল্য।
সত্ত্বগণের ব্রোট-বিষ উপশমনে শীলবান ঔষধ তুল্য। সত্ত্বগণের ব্রোটকৰণ প্রকালনে শীলবান জল তুল্য। সত্ত্বগণের সর্ব-সম্পত্তি প্রদানে শীলবান মণিমিত্র তুল্য। সত্ত্বগণের কাম, তুল্য, অবিদ্যা, মিথ্যাদৃষ্টির পার গমনে শীলবান নৌকা তুল্য। সত্ত্বগণের জন্ম-কান্দার উদ্ভূত করিতে শীলবান সার্থবাহ তুল্য। সত্ত্বগণের লোভ-ধস-মোহ অধ্য সত্ত্বে নিবারণে শীলবান বায়ুতুল্য। সত্ত্বগণের মানস পরিপূর্ণে শীলবান মহামায় তুল্য। সত্ত্বগণের কুশল শিক্ষা দানে শীলবান আচ্ছার্ত তুল্য। সত্ত্বগণের নিরাপদ পথ প্রদর্শনে শীলবান পথ প্রদর্শক তুল্য। এইরূপ মহারাজ, শীলবানের ওগোরাশি অপরিমিত। শীলবান সত্ত্বগণের শীর্ষক সাধন করেন। সত্ত্বগণ বিনষ্ট না হউক ভাবিয়া অনুক্ষণপূর্বক ভগবান শিক্ষাকাল প্রবর্তন করিয়াছেন। তাই ভগবান নানা কারণ দেখিয়া আত্মহত্যা নিবারণ করিয়াছেন। সুবর্ধ্ব কুমার কশ্যাপ পায়াসি নামক রাজ পুরোহিতকে পরলোক দেখাইয়া বলিয়াছিলেন,-‘পায়াসি, শীলবান কল্যাণ স্বভাব শ্রমণ, ব্রাহ্মণী নয় দীর্ঘকাল সংসারে থাকেন, তাহা হইলে দেব-মানবের অভিশাপ অর্থ-হিত-সুখ সাধিত হইয়া থাকে।’ ভগবান কি কারণে এই শিক্ষাকাল করিয়াছিলেন?
জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য, উপায়, অগ্নিমলন, প্রিয় বিচ্ছেদ দুঃখ; মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভুমী, পুত্র, দার, মরণ দুঃখ; আতি, রোগ, সম্পত্তি, শীল, দৃষ্টি, ব্যসন দুঃখ; রাজা, চৌর, শক্র, দুর্ভিক্ষ, অগ্নি, জল, তরঙ্গ, আলোক, রুদ্রের ভয় দুঃখ; আত্মনিদ্রা, পরিণিদ্রা, দুঃখ, দূর্ঘট, পরিষদের ব্যাপকজি, জীবিকা ভয় দুঃখ; বেঁচা গাত, কশাযাত, অর্থ দন্তাযাত দুঃখ; হস্ত, পদ, হস্ত-পদ, কর্ণ, নাসিকা,
কর্ণ-নাসিকা ছেদন দুঃখ; শিরোকাষ্ঠ উৎপাটনপূর্বক তপ্ত লৌহসার চালিয়া মন্ডল দখল করান, গীর্জা হইতে উদ্ধার করায় চ্যাম্পেঞ্জ পাথরখণ্ডার ঘরণ করিয়া স্থান চর্ম প্রদর্শন করান, শঙ্কুধারা মুখ ব্যাদন করিয়া মুখগহরে প্রদীপ জালান ও মুখ ক্ষত বিক্ষত করিয়া মুখের মধ্যে রক্তপূর্ণ করান, সমতল শরীর তেলসিক বস্ত্রধারা বেষ্টনপূর্বক অঙ্গি জালান, তেলসিক বস্ত্র হাতে জল্লাইয়া প্রদীপের নাম হাত জালান, গীর্জা হইতে নীচতাবে শরীর চর্ম কাটিয়া রজ্জুধারা আকর্ষণ করান, গীর্জা হইতে অধঃপতন করিয়া কম্বিদেশ স্থাপন করান, হস্ত জানুর সঙ্গিন্তে লৌহবলয় পড়াইয়া লৌহশূল বিদ্ধ করান, বড়ুণায়েন্দ্র চর্ম, মাংস উৎপাটন ও তীক্ষ্ণধারা টুকরা টুকরা মাংস উৎপাটন করান, আয়ুধধারা শৈলীর জোরের করিয়া কটক্ষয়া ব্রাশ্বধারা চর্ম মাংস আঁচড়াইয়া ফেলান, এক পার্শ্বে শ্যাম করাইয়া কর্ণিকে লৌহশূলকা প্রবিষ্ট করান, মাটির সহিত গাঢ়ধূমের রাখা, পুনর চুলে ধরিয়া নিকেতন করিত পিণ্ডকৃতি করা ইত্যাদি রাজদুন্দব্রাহ্মণ দুঃখ প্রদান, শরীরে উত্তম তৈল সেন, কুকুরধারা মাংস খাওয়ান, শূলাগুলি স্থাপন ও স্বমুখলার শিলাচেদ, এই একার বহুবিধ দুঃখ পাপীরা এই সংসারে পাইয়া থাকে। যেমন মহারাজ, হিমালয় পবিত্র বৃষ্টি হইলে সেই জ্যোত গাছ পাথরাদি ভাসাইয়া চালিয়া যায়, সেইরূপ এই সংসারে পাপীরা বহুবিধ দুঃখ প্রদায়িত থাকে। মহারাজ, সেই কারণে প্রবর্তন থাকিলেই দুঃখ, অপ্রবর্তনেই সুখ। তাই ভগবান চলমান সংসারের ভয়, অচলমানের শোন প্রকাশ করিয়া নির্ণয় লাভের জন্য, জরা, ব্যাধি, মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে শিক্ষাদান করিয়াছেন। সাধু ভত্তে, নাগসেন।

মৈত্রীফল প্রশ্ন-মীমাংসা

ভত্তে, ভগবান বলিয়াছেন-“ভিক্ষুগণ, যে মৈত্রীগণ বহুলভাবে সেবন করে, মৈত্রী ভাবনা যাহার সূক্ষ্মচিত্ত, তাহার একাদশটি ফল লাভের আশা আছে, সেই একাদশটি কি? নিকৃপূজু নিদ্রা হয়, বিনা উপদেশে জাগ্রত হয়, পাপপঞ্জ দেখে না, মনুষাদের প্রিয় হয়, অমনুষ্যদের প্রিয় হয়, দেবগণ রক্ষা করে, তাহাকে অঙ্গি, বিষ, অত্যন্ত অনিষ্ঠ করিতে পারে না, চিন্ত শীঘ্র সমাধিহ্র হয়, মুখের বর্ণ প্রস্তুতি হয়, সজ্জায় মৃত্যু হয়, অরহৎ হইতে না
পারিলেও ব্রক্ষলোকে গমন করিয়া থাকে।’ পুনরায় আপনারা বলেন—শ্যামকুমার মৈত্রী বিহারী ছিলেন, মৃগসঙ্গ পরিবেষ্টিত হইয়া বনে বনে বিচরণ করিবার সময় একদিন পিলিয়ক রাজা বিষ্ণুকে শরে তাহাকে বিদ্ধ করিলেন, তখনই তিনি মৃত্ত হইয়া পড়িয়া গেলেন।’ ভাঙ্গ, ভগবান একাদশটি মৈত্রীফল বর্ণনা করিয়াছেন, অঞ্চল শ্যামকুমার মৈত্রী বিহারী হইয়া শরে বিদ্ধ হইলেন, এই যে বচন তাহা মিছা, নচেৎ মৈত্রীফল মিছা।

এই প্রথম বড় শক্ত, সুদক্ষ লোকে চিঠ্যা করিলেও ঘরমাত্র কলেবর হইবে, ইহার মীমাংসা করণ।

মহারাজ, ইহার কারণ আছে। উহা কোন পুদুকলের গুণে নহে, মৈত্রী ভাবনারই গুণে। শ্যামকুমার যখন কলশী পূর্ণ করিয়া লইতেছিলেন, তখন তিনি মৈত্রী ভাবনায় প্রমুখ ছিলেন। যখন কোন ব্যক্তি মৈত্রী ভাবনা করে, তখন তাহার শরীরে অগ্নি বিষ অন্ধ প্রবেশ করিতে পারে না। কেহ তাহার অমরত্বকাম হইলেও তাহাকে দেখিতে পায় না। তখন তাহার অনন্ত করিবার অবকাশও মিলে না। ইহা ব্যক্তির গুণে নহে, ইহা মৈত্রী ভাবনারই গুণে। যেমন কোন মোহন অভেদ্য যুদ্ধের পোষাক পরিধান করিয়া সঙ্গমে উপস্থিত হইল, তাহার শরীরে যত শর আসিয়া পড়িতে লাগিল, সমস্ত এদিক ওদিক ছড়াইয়া গেল, তাহাকে বিদ্ধ করিবার সুযোগ পাইল না। উহা যোদ্ধার গুণে নহে, অভেদ্য পোষাকের গুণে। যেমন শর ভেদ করিতে না পারায় ছড়াইয়া গেল, তেমন উহা ব্যক্তির গুণে নহে, মৈত্রী ভাবনার গুণে।

যেমন কোন কোন পূর্ণ অদৃশ্য হইবার পূর্বে দিবৌষ্ঠ মূল হাতে লইল, যতক্ষণ তাহার হাতে ঐ মূল থাকিবে, ততক্ষণ তাহাকে কোন মনুষ্য দেখিতে পাইবে না। তাহা পূর্বের গুণে নহে, একমাত্র ঊষ্ণমূলের গুণে।

তেমন মৈত্রী ভাবনার গুণ। যেমন কোন কোন পৃষ্ঠ অপসার দৃষ্টি আপিতেছে দেখিয়া এক গুহায় প্রবেশ করিল, মহামেঘ অতিশয় বর্ষণ করিল বটে, কিন্তু তাহাকে ভিজাইতে পারিল না। ইহা পূর্বের গুণে নহে, একমাত্র গুহার গুণে। সেইস্থানে যে কোন ব্যক্তি যতক্ষণ মৈত্রী ভাবনা করে, ততক্ষণ তাহার কোন বিষয়ে বিপদের সাহায্য নাই। ইহা মৈত্রী ভাবনারই গ্রহণ। ভবতি, অভিশাপের মূলত যে মৈত্রী ভাবনা সর্বপাকে নিবারণ করে, সর্ব কুশলগুণকে আনয়ন করে। মহারাজ, মৈত্রীভাবনা হিতকামী অহিতকামী সকল জীবিত সত্ত্বের পক্ষে মহাফলগ্রহ।
কুশলাকুশল প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে কুশলকারীর ও অকুশলকারীর বিপক্ষ সমান সমান, না কিছু বিশেষত আছে? মহারাজ, কুশলকারীর ও অকুশলকারীর কিছু পার্থক্য আছে। কুশল সুখফল দেয়, যেগুলো দিকে চালিত করে। অকুশল দুঃখ ফল দেয়, নির্যাতন দিকে টানিয়া নেয়। ভন্তে, আপনারা বলেন দেবদত্ত মহাপাপী, সে পাপকর্মে লিপ্ত। বোধিসত্ত্ব পুন্যবান তিনি পুণ্যকর্মে লিপ্ত। অথচ দেখিতে পাই দেবদত্ত জন্মে জন্মে যশ্চর্ণে যশ্চর্ণে বোধিসত্ত্বের সম সম। কখন কখন অধিকও দেখিতে পাই। যখন দেবদত্ত বারাণসী নগরে রাজা ব্রাহ্মণদের পুরোহিত পুত্র ছিলেন, তখন বোধিসত্ত্ব বিদ্যাধর চণ্ডাল ছিলেন। তিনি বিদ্যাজপ করিয়া অকাল আত্ম উৎপাদন করিয়াছিলেন। এই প্রকারে দেবদত্ত হইতে বোধিসত্ত্ব জাতি ও যশোধরণে নিকৃষ্ট ছিল দেখিতে পাই। যখন দেবদত্ত একছাল সম্মুখ ছিলেন, তখন বোধিসত্ত্ব তাহার উপভোগ্য সর্বলঙ্কণ-সম্পন্ন হইত ছিল। রাজা হন্তর চারুগতি বিস্মারে অসহা হইয়া হন্তীটিকে বধ করিবার জন্য মাহত্তকে বলিলেন—'হে হন্ত শিক্ষক, তোমরা হন্তীনাগ অশিক্ষিত। যাহাতে সে আকাশ দিয়া গমন করিতে পারে, সেইভাবে গঠন করা।' তখনও বোধিসত্ত্ব দেবদত্ত হইতে জাতিতে নিক্ষেপ করিয়া এমন কি পশু। পুনরায় দেখিতে পাই—যখন দেবদত্ত মনুষ্য ছিল, বলা বলে অনিষ্ট সাধন করিত, তখন বোধিসত্ত্ব মহাপৃথিবী নামক বানর ছিল। এইসমস্ত মানুষ ও পশুর প্রভেদ দেখা যাইতেছে। পুনঃ দেবদত্ত যখন মানুষ ছিল, তখন সে সোগুত্তর নামে নাগবল হইতে বলবত্তর এক নেযাদ ছিল। সে সময়েও বোধিসত্ত্ব হৃদয় নামে নগরাজ ছিল। তখন ব্যাধ দেবদত্ত হন্তীনাগকে হত্যা করিয়াছিল।

সেই জন্মেও দেবদত্ত প্রধান। পুনর্বার যখন দেবদত্ত বনচর, ভীমীন মানুষ ছিল, তখন বোধিসত্ত্ব মন্দরতি তিনি পক্ষে ছিল। সেই সময় বনচর ব্যাধ তিনি রক্ষা করিয়াছিল। সেই জন্মেও দেবদত্ত জাতিতে প্রধান। পুনঃ দেবদত্ত যখন কলারু নামে কাশীরাজ ছিল, তখন বোধিসত্ত্ব কাশীবাদী নামক তাপস ছিলেন। সেই সময় রাজা কলারু তাপসের প্রতি রাগ করিয়া তাহার হস্তাক্ষর তরুণ বংশের ন্যায় ছেদন করিয়াছিল। সেই জন্মেও জাতিতে ও যশো প্রভাতে দেবদত্ত প্রধান। পুনরায় দেবদত্ত যখন বনচর
মনুষ্য ছিল, তখন বোধিসত্ত্ব নদিয়া নামক বানরেন্দ্র ছিল। তখনও বনচর মাতা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত বানরেন্দ্রকে হত্যা করিয়াছিল। সেই জন্যেও দেবদত্ত জাতিতে প্রধান। পুনরায় যখন দেবদত্ত কার্ণিক নামক অচেতক ছিল, তখন বোধিসত্ত্ব পঞ্চর নামক মাণি ছিল। এই জন্যেও দেবদত্ত প্রধান। যখন দেবদত্ত উপবনে জটিল হইয়াছিল, তখন বোধিসত্ত্ব তক্ষক নামক মহাশূক্র হইয়াছিল। যখন দেবদত্ত চৈত্ররাজ্যে শুরু পরিবার নামক রাজা হইয়া পূর্ণ প্রমাণ উচ্চে আকাশ পথে গমনাগমন করিত, তখন বোধিসত্ত্ব কপিল নামক ব্রাহ্মণ ছিল। যখন দেবদত্ত শ্যাম নামক মনুষ্য ছিল, তখন বোধিসত্ত্ব ছিল রূপ মহারাজ। যখন দেবদত্ত বনচর ব্যাধ ছিল, তখন বোধিসত্ত্ব ছিল হতি নাগ। ব্যাধ হতির সাতবার দাঁত কাটিয়া আনিয়াছিল। যখন দেবদত্ত কঁড়িয়া ধর্ম সম্পূর্ণ শিখাল নামে রাজা ছিল, সেই সময় জন্মগ্রহণ যত প্রাদেশিক রাজা ছিল, তাহাদের সকলকে তিনি নিজের করতল গতির করিয়াছিলেন। তখন বোধিসত্ত্ব বিধুর নামক গণের ছিলেন।

এই পর্যন্ত জন্যে জন্যে দেবদত্তই প্রধান ছিল। যখন দেবদত্ত হতি নাগ হইয়া লতুকিক পক্ষীর শবকদিগকে হত্যা করিয়াছিল, তখন বোধিসত্ত্ব সৃষ্টি হতি নাগ ছিল, সেই সময়ে উভয়ে সম সম ছিল। যখন দেবদত্ত অথর্ম নামক যক্ষ ছিল, তখন বোধিসত্ত্ব ধর্ম নামক যক্ষ ছিল, সেই সময়ে উভয়ে সম সম ছিল। যখন দেবদত্ত পঞ্চত কুলের প্রধান নারিক ছিল, তখন বোধিসত্ত্বও পঞ্চত কুলের প্রধান নারিক ছিল। সেই জন্যেও সম সম ছিল। যখন দেবদত্ত পঞ্চত কুলের প্রধান সার্থবাহ ছিল, বোধিসত্ত্বও তদ্বপ ছিল। উভয়ে সম সম। যখন দেবদত্ত সাখ নামক মৃগরাজ ছিল, তখন বোধিসত্ত্ব নিম্নাধ নামক মৃগরাজ ছিল, উভয়ে সম সম। যখন দেবদত্ত সাখ নামক সেনাপতি ছিল, তখন বোধিসত্ত্ব নিম্নাধ নামক রাজা ছিল, উভয়ে সম সম।

পুনরায় যখন দেবদত্ত বহুহাল নামক ব্রাহ্মণ ছিল, তখন বোধিসত্ত্ব চন্দ্র নামক রাজকুমার ছিল। সেই জন্যে বহুহাল প্রধান ছিল। যখন দেবদত্ত ব্রহ্মাণ্ড নামক রাজা ছিল, তখন বোধিসত্ত্ব তাহার পুত্র মহাপদ্ম কুমার হইয়াছিল। সেই সময় রাজা শৈব পুত্রকে চারি প্রাপ্ত নামক পর্বত হইতে নিক্ষেপ করাইয়াছিল। কখন কখন পিতার চেয়ে পুত্রের গুণ অধিক হয়, সেই জন্যে দেবদত্তই প্রধান ছিল। যখন দেবদত্ত মহাপ্রভু নামক রাজা
ছিল, তখন বোধিসত্ত্ব তাহার পুত্র ধর্মপাল কুমার হইয়াছিল। সেই জন্যেও বীর্য পুত্রের হত্ত, পদ ও শিরংচেদন করাইয়াছিল। দেবদত্তই সেই জন্যে প্রধান। সেই জন্যেও উভয়ে শাক্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বোধিসত্ব ছিলেন সর্বজ্ঞ বুদ্ধ লোকনায়ক, দেবদত্ত তাহারই শাসনে প্রবর্জিত হইয়া ঋষিগণপূর্বক বুঝলীলা দেখাইতেছিল। ভাষ্ট্র, আমি অনেক জন্যে কথা বলিলাম, ইহা কি সত্য, না মিথ্যা। মহারাজ, আপনি বাহিন্দী করণ দেখাইলেন, সেই পূৰ্ব্ব পূৰ্ব্ব জন্যে সমক সত্যই বলিয়াছেন, অন্যথা নহে।

যদি ভাষ্ট্র, পাপী নিষ্পাপী সম সম গতি প্রাপ্ত হইল, তাহা হইলে কুশল অকুশল সম সম ফলদায়ক না হইবে কেন? মহারাজ, দেবদত্ত সকলের প্রতি বিরুদ্ধ নহে, কেবল বোধিসত্ত্বের বিরুদ্ধবাদী ছিল। বোধিসত্ত্বের সহিত যেই জন্যে প্রতিবিরূদ্ধ ছিল, সেই সেই জন্যেই ফল দিয়াছে মাত্র। দেবদত্ত যেই জন্যে ধনাঢ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিত, তখন সে জনপদবাসীকে সুখে দুঃখে রক্ষার করিত, সেহু বাঁধিয়া দিত, সত্তা সমান্তর অনুষ্ঠান করিত; বিবিধ পুণ্যানুষ্ঠান করিত, শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, ভিক্ষু, নাথানাথদিগকে দান দিত, সেই পুণ্যের প্রভাবে জন্যে জন্মে ঐশ্বর্য লাভ করিত, মহারাজ, এমন কি কেহ বলিতে পারে, দান, দম, সংখ্যাসু, উপসাধ কর্ম বিনা সম্পত্তিশালী হইতে পারে? মহারাজ, আপনি যে বলিতেছেন–দেবদত্ত ও বোধিসত্ত্ব একত্রে জন্মগ্রহণ করিত, তাহা শত জন্যে নহে, সহস্র জন্যে নহে, লক্ষ জন্যে নহে, বহু গৌণে, কত অনন্ত দিন-রাত্রির পর একবার একত্রে জন্মগ্রহণ করিত। মহারাজ, ভগবান যেরূপ কণ্ঠে কচ্ছের উপমা দিয়া মনুষ্য জন্য লাভের দুর্লভত্ব দেখাইয়াছেন, সেইরূপ তাহার সমিলন অসংখ্য অসংখ্য বৎসরে হইতে ধারণ করল।

কেবল যে বোধিসত্ত্বের সঙ্গে দেবদত্ত একত্র হইত এমন নহে, স্বীকারী সৃষ্টিতে বহুক্ষ জন্মে বোধিসত্ত্বের পিতা, পিতামহ, খুল্লতাত, ভাদ্রা, পুত্র ভগিনীর্ম মিত্র হইয়াছিলেন। বোধিসত্ত্বও অত্র বহু লক্ষ জন্মে সারীপুত্রের পিতা, মিত্র প্রভৃতি হইয়াছিলেন। মহারাজ, এই জন্তে যত পাপী আছে, সংসার প্রাতে যাহারা চলিয়াছে, দুঃখিয়াছে, সকলেই অধ্যায়ের সহিত ও প্রিয়ের সহিত বহু জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। মহারাজ, যখন জলদ্রোহ প্রবাহিত হয়, তখন কত গুচ্ছ-গুচ্ছ ভাল-মন্দ দ্বারা জলদ্রোহের চলিতে থাকে, সেইরূপ সংসার প্রাতে পড়িলে প্রিয়-অপ্রিয় ব্যক্তি সঙ্গে সঙ্গে
অনেক জন্ম চালিতে থাকে। মহারাজ, দেবদত্ত অধার্মিক পক্ষে থাকিয়া 
নিজেও অধর্মচরণ করিত, অপরকেও অধর্মপথে চালিত করিত; সেই পাপ 
ফলে ৫৭ কোটি ৬০ লক্ষ বৎসর তাহাকে মহানরুক ভোগ করিতে 
হইয়াছিল। বোধিসত্ত্ব যথা হইয়াও নিজে ধর্মচরণ করিতেন, অপরকেও 
ধর্মপথে চালিত করিতেন, সেই পৃথ্যফলে তিনি ৫৭ কোটি ৬০ লক্ষ বৎসর 
স্বর্গ ভবনে পঞ্চ কাম-গুণ সুখ ভোগ করিয়াছিলেন। মহারাজ, দেবদত্ত এই 
জন্মেও বুদ্ধের প্রতি গর্হিতচরণ করিয়া ও সম্বেদন করিয়া পৃথিবীর মধ্যে 
প্রবেশ করিয়াছিল। তথাগত সমস্ত ধর্ম পরিজ্ঞাত হইয়া উপনি ক্ষয় করতঃ 
পরিনির্বাণ লাভ করিলেন। সাধু ভদ্রে, নাগসনে।

অমরাদেবী প্রশ্ন-মীমাংসা

ভদ্রে, ভগবান বলিয়াছেন—
যদি হেন লতে নারী সময় নির্জন
অথবা অহ্বানে যদি কোন দুষ্টজনে;
জগতে সকল নারী করে ব্যভিচার,
পীঠসরি সনে রাম না পাইলে আর।

পুনরায় কথিত হইয়াছে—মহৌষধ কুমারের পত্নী অমরাদেবীকে কোন 
একজন মৃতদার পুরুষ হাজার টাকা দিয়া আহবান করিলেও ব্যভিচারে 
স্বীকৃত হয় নাই। অথচ ভগবান বলিয়াছেন, তেমন সুযোগ ও নির্জন 
পাইলে ত্রীবিয়া ব্যভিচার করিয়া থাকে, কিন্তু অমরাদেবী যে করে নাই এই 
কথা মিছা, নচেৎ সকল ত্রীবিয়া সুযোগ পাইলে ব্যভিচার করে এই কথা 
মিছা। ইহার মীমাংসা করুন।

মহারাজ, এই ত্রী হাজার টাকা পাইয়া সেই পুরুষের সহিত নিশ্চয় 
ব্যভিচার করিত, যদি তেমন সময় ও নির্জন পাইত। অথচ কেহ ডাকিলে 
না করিয়া ছাড়িত না। অমরাদেবী কিন্তু সেই সময় খুজিতেছিল, কেবল 
ইহাজীবনে একটা কলঙ্ক হইবে, এই ভয়ে সময় করিতে পারে নাই এবং 
পরলোকের নিয়ম ভয় ও দুঃখ-বিপাক স্বর্ণ করিয়া পারে নাই। প্রিয় 
স্বামীকেও তাহার ইচ্ছা নাই; তাই স্বামীকে গৌরব করিয়া, ধর্মকে সমান 
করিয়া, অনার্থ ব্যবহারকে নিন্দা করিয়া, সত্যাজিরা না ভাঙিয়া সময় 
করিতে পারে নাই। এই প্রকার বিবিধ কারণবশতঃ ব্যভিচারের সুযোগ
পায় নাই। সেই ক্রী মানুষের মধ্যে নির্জন স্থান খুঁজিয়া পায় নাই, এই কারণে পাপ করে নাই, মানুষের মধ্যে গোপনীয় স্থান পাইলেও, অমানুষের মধ্যে গোপনীয় স্থান নাই, অমানুষের মধ্যে পাইলেও, পরিচিত জ্ঞাত প্রবিষ্টিত্বের মধ্যে পায় নাই, পরিচিত জ্ঞাত প্রবিষ্টিত্বের মধ্যে পাইলেও, পরিচিত জ্ঞাত দেবতাদের মধ্যে পায় নাই, পরিচিত জ্ঞাত দেবতাদের মধ্যে পাইলেও, নিজের নিকটে পাপানুষ্ঠানের গোপনীয় স্থান পাইয়ে না। নিজের নিকটে পাইলেও, অদর্শের নিকটে পাইয়ে না। এই প্রকার বিবিধ কারণে পাপানুষ্ঠানের গোপনীয় স্থান পায় নাই বলিয়া পাপ করিতে পারে নাই।

কেহ আহ্বান করিলেও উক্ত কারণে পারে নাই। মহৌস্থ কুমার অষ্টবিংশতি ও গৃহ পজ্ঞ। সেই অষ্টবিংশতি ও কি? তিনি শূর, লজাশীল, ভয়লাল, স্বপক্ষালালী, মিত্রসম্প্রদায়, একাশীল, শীলবান, সত্যবাদী, শুচিভাবপূর্ণ অক্তরী, অন্তিভানী, অনবৈর্ধ্য, বীরবান, জন-নার, সংকাহার, সংবিধানী, মিত্তভাবী, মৃদু কৃত্ত, অষ্ঠ, অমায়ী, অতিশয় বুদ্ধিমান, কীর্তিশালী, বিদ্যাসম্পন্ন, আশ্রিতের হিতৈষী, সর্বজনের প্রার্থিত, ধনশালী, যশোত। তাই আমরাদেবী তাদৃশ বিপক্ষুক আহ্বানাকারী না পাইয়া পাপকার্য করে নাই। সাধু ভক্তে, নাগসেন।

ক্ষীণাবিদগের অভয় প্রশ্ন-মীমাংসা

ভক্তে, ভগবান বলিয়াছেন---"অরহত্তগণ ভয়-ত্রাসবিহীন।" পুনরায় বলিয়াছেন---'রাজগৃহ নগরে ধনপালক হস্তী আসিয়া ভগবানকে আহ্মন করিল দেখিয়া, পঞ্চল অরহৎ জিনবরকে পরিযুক্তপূর্বক এদিক ওদিক চলিয়া গেলেন, না গেলেন একমাত্র আনন্দ-স্বভির। ভক্তে, অরহতেরা যে ভয় করিয়া চলিয়া গেলেন, তাহার মৃত্যু হইয়া দেখা গেল। তাহারা দশবল বুঝে নিপাত ইচ্ছায় চলিয়া গেলেন, না তথ্যজ্ঞভাবে অন্তুল বিপুল প্রতিমায় দেখিয়া ইচ্ছায় চলিয়া গেলেন? ভক্তে, অরহৎ ভয়, ত্রাসবিহীন, যদি ভগবান বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে একমাত্র স্বভির আনন্দকে রাখিয়া পঞ্চল অরহৎ যে চলিয়া গেলেন এই বচন মিথ্যা, নচেৎ ভয়-ত্রাসবিহীন বচন মিথ্যা।

ইহার মীমাংসা করন।

মহারাজ, আপনার এই প্রশ্নে অরহতের ভয়-ত্রাস নাই ঠিক। তাহারা ভয়ের নহে, ভগবানের নিপাত কামনায় নহে। যেই হেতুতে অরহতেরা
ভয় করিবেন, ভয়ের সেই হেতু অরহতগণের সমুচিত হইয়াছে। মহারাজ, কেহ মৃত্তিকা খনন করিবে বা সমুদ্র, পর্বত, গিরিপিঠর ধ্রঃস করিবে, মৃত্তিকা ভয় করে কি? না মহারাজ। কি কারণে? মৃত্তিকার সেই ভয়ের হেতু নাই, যেহেতু ভয় করিবে। এই প্রকার অরহতেরও সেই ভয়ের হেতু নাই। গিরিপিঠর কাটিলে, ধ্রঃস করিলে, পালিত করিলে বা অগ্নিধ্রা দশু করিলে ভয় করে কি? না ভয়ে, গিরিপিঠরের সেই হেতু নাই। সেইরূপ অরহতেরও নাই। মহারাজ, শত সহস্র লোকগণের মধ্যে যত আগী আছে, যদি সকলে অত্যাচার একটি অরহতকে ভয় দেখায়, তথাপি অরহত ভয় করিবেন না, এমন কি তাহার চিত্তে সামান্য বিকারও আসবে না। ইহার কারণ কি? সেইরূপ কারণ বা অবকাশ অরহত হয়ে নাই। মহারাজ, সেই দিন তাহাদের চিত্তে এইরূপ পরিবর্তক হইয়াছিল, ‘অন্য নরপ্রেষঠ জিন যখন রাজগৃহ নগরে প্রবেশ করিবেন, তখন ধনপালক হৃদী রাস্তায় আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিবে, সেই সময় অসংখ্য মতি দেবাতিনদের সেক অনন্দ, বুদ্ধকে ত্যাগ করিয়া যাইবেন না, যদি আমরা সকলে বুদ্ধকে পরিতাগ না করি, আনন্দের এই গুণ প্রকাশিত হইবে না। তথাগতকে হৃদীনাগ কখনই আক্রমণ করিতে পারিব না। যদি এখন আমরা চলিয়া যাই, তাহা হইলে জনসঙ্গে ক্রেশ-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিব। সুবির আনন্দের গুণও প্রকাশিত হইবে। অরহতেরা এই ভাবিতে দিখিয়া একটি শিক্ষার চলিয়া গিয়াছিলেন। ভয়ে, এই প্রশ্নাত্তর সুচিত হইয়াছে। বাস্তবিক অরহতের ভয় চিত্ত নাই। ভাবনার দুৰ্ভিক্ষ হইয়াছে। বাস্তবিক অরহতের ভয় চিত্ত নাই।

সর্বজ্ঞ অনুমান প্রশ্ন-মীমাংসা

ভঙ্গু, আপনারা বলিয়া থাকেন—‘তথাগত সর্বজ্ঞ।’ পুনরায় বলেন—‘তথাগত যখন সারিপুত্ত মৌলিক্যালয়ে প্রমুখ ভিক্ষু-সঙ্গকে বাহির করিয়া দিলেন, তখন চাতুর্ময় শাকাণ্গ ও সহস্র্তি ব্রক্ষা বীজের উপমা এবং বৃত্তজ্ঞ উপমা দেখাইয়া ভগবানকে সমুচিত করিলেন এবং ক্ষমা করিলেন, তাহাদের একটা মীমাংসাতঃ করিয়া দিলেন।’ কেমন ভঙ্গু, তথাগত কি সেই উপমা অবগত নহেন, যেই উপমায় তথাগত ক্ষমা করিলেন? যদি ভঙ্গু, তথাগতের সেই উপমা জানা না থাকে, তাহা হইলে
মহারাজ, ভগবান ধর্মসম্মান, তাহারা থাকাতের উপদেশ হইতেই উপমা গ্রহণ করিয়া তাহাকে প্রসন্ন করিয়াছিলেন। তথাকথ তাহাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া ‘সাধু বলিয়া’ অনুমোদন করিয়াছিলেন। যেমন পত্নী স্বামীর ধনেই স্বামীকে সন্তুষ্ট করে, তাহাতে স্বামী সন্তুষ্ট হইয়া গ্রীর ব্যবহারে সাধুবাদ দিয়া থাকে। এই প্রকার শাক্যগণ ও ব্র্তকা রুদ্ধের উপমা দিয়া রুদ্ধকে প্রসন্ন করিয়াছিলেন। যেমন নাপিত রাজ-প্রদত্ত চিরনীচরা রাজার মন্তক আঁচলকায় তাহাকে সন্তুষ্ট করে এবং যথোচিত উপহার লাভ করে। যেমন শিশ্ন উপাধ্যায়ের আনীত পিও লইয়া সেই পিও উপাধ্যায়কে সন্তুষ্ট করে, এই প্রকার শাক্যগণ ও ব্র্তকা ভগবানকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। ভগবানও সাধুবাদ দিয়া অনুমোদন করিয়াছিলেন। সাধু ভূষ্ণ, নাগসেন।

মিত্র প্রশ্ন-মীমাংসা

ভূষ্ণ, ভগবান বলিয়াছেন—

’মিত্রতা হইতে ভয় সদা জাত হয়,
গৃহবাস হতে পাপরঙ্গ সমুদয়।
মিত্রতা ও গৃহবাস অনর্থ কারণ,
ইহাতে দেখেন দোষ যত মুনিগণ,
পুনরায় বলিয়াছেন—’রমণীয় বিহার নির্মাণ করিয়া উহাতে বহুল পতিত ভিক্ষু রাখিবে।’ ভূষ্ণ, ভগবান মিত্রতা ও গৃহবাসের দোষ দেখাইয়া আবার যে রমণীয় বিহারে পতিত ভিক্ষু রাখিতে বলিলেন, এই বচন মিথ্যা, নচেৎ মিত্রতা ও গৃহবাসের দোষ প্রদর্শন মিথ্যা। ইহার মীমাংসা করুন।

মহারাজ, ভগবান মিত্রতা ও গৃহবাসের যেই দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা খাটি সত্য। ইহা শ্রবণগণের পক্ষে অতিশয় হিতকর বাক্য। যেমন আরণ্যক মৃুণ অরণ্যে উপবনে স্বাধীনভাবে যথায় তথায় গৃহবাসে মমতা না রাখিয়ে শুইয়া থাকে, এইরূপ ভিক্ষুদেরও মিত্রতায় ভয় এবং গৃহবাসে দোষ চিন্তা করা উচিত। রমণীয় বিহারের কথা যে বুদ্ধ বলিয়াছেন, তাহার দুইটি কারণ দেখিয়া তিনি বলিয়াছেন। তাহা কি? বিহার দানের কথা সমত
১৭৮  মিলিন্দ-প্রশ্ন

বুদ্ধগণের অনুমত এবং সকলেই ইহার প্রশংসা করিয়াছেন। কারণ দায়কেরা বিহার দান দিয়া জন্ম-জরা-মৃত্যু হইতে পরিমুঢ় হইবে এইটি প্রথম ফল। পুনরায় বিহার বিদ্যমান থাকিলে ভিক্ষুদের পণ্ডিত লাভ করিবে, সাধারণের ভিক্ষু দর্শন সুলভ হইবে: বিহার না থাকিলে ভিক্ষু দর্শনের ব্যাঘাত হইবে এইটি দ্বিতীয় ফল। ভগবান বিহার দানের এই দুইটি ফল দেখিয়া রমণীয় বিহার করিয়া পণ্ডিত ভিক্ষু রাখিবার উপদেশ দিয়াছেন। তবে ভিক্ষুদের বিহারের প্রতি আসক্তি রাখা কর্তব্য নহে। সাধু ভূতে, নাগসনে।

উদর সংযত প্রশ্ন-মীমাংসা

ভূতে, ভগবান বলিয়াছেন-‘জাহ্ন হও, প্রমাণিত হইও না, উদরকে সংযত করিবে।’ পুনরায় বলিয়াছেন-‘হে উদায়ি, আমি কখন কখন এই পাত্রপূর্ণ বা তত্তাত্ত্বিক আহার করিয়া থাকি।’ ভূতে, ভগবান উদর সংযতের কথা বলিয়া তিনি পাত্রপূর্ণ আহার করিতেন এই বচন মিথ্যা, নচেৎ উদর সংযত বচন মিথ্যা। ইহার মীমাংসা করুন।

মহারাজ, ভগবান যে ইহা বলিয়াছেন, তাহা সত্যই মুনি ঋষির বচন, ইহা অতিশয় সত্য রাখা। যে উদরকে সংযত না করে, সে প্রাণীহ্য, চুরি, পরস্পর লজ্জা, মিথ্যা ভাষণ ও মদ্যপান করিতে পারে। এমন কি সে মাতার জীবন ও অরহতের জীবন হত্যা করিতে পারে, সম্ভবেদ ও দূষিত চিত্তে তথাগতের রক্তপাত করিতেও পারে। মহারাজ, দেবতাত কি উদরে অসংযত হইয়া সম্ভবেদ করত কল্পকাল নিরয় দূর্খ বরণ করিয়া লয় নাই। এই প্রকার নানা কারণ দেখিয়া ভগবান উপদেশ দিয়াছেন। উদরে সংযত হইলে চৈত্র সত্যে জানলাভ করিতে পারে, শ্রমণ্য ফল লাভ করিতে পারে, চারি প্রতিসন্ধিদা জ্ঞান, অষ্ট সমাপন্ত লাভ ও যজ্ঞাভিজ্ঞ লাভ করিতে পারে; এমন কি সমস্ত শ্রমণ ধর্ম পরিপূর্ণতা লাভ করে। মহারাজ, এক শুক শাঙ্ক উদরে সংযত হইতে তাবতিংস স্ত্রকে কর্তিত করিয়াছিল ও দেবরাজের সেবার্থ নীত হইয়াছিল। ভগবান এইরূপ নানা কারণ দেখিয়া পূর্বোক্ত উপদেশ দিয়াছেন। তিনি যে পাত্রপূর্ণ বা তত্তাত্ত্বিক আহার করিতেন বলিয়াছেন, তাহা সর্বার্থসিদ্ধ ভগবান নিজের উপমা দিয়া বলিয়াছেন মাত্র। যেমন যাহার ভেদ বর্মন রোগ হয়, তাহার উপযুক্ত চিকিৎসা করিতে হয়।
এইরূপ যাহার নিকট তৃষ্ণা আছে, যে সত্য প্রদর্শন করে নাই, তাহার পক্ষে উদর সংযত করা অতিশয় কল্পনীয়। যেমন সপ্তম মণিরম্লের প্রভা সভাবতঃ থাকে, তাহাকে আর মাঝিতে যথিষ্ট হয় না। তেমন তথাগত বুদ্ধতুলাভ বিষয়ে পারম্য প্রাপ্ত। কাজেই কোন ক্রিয়া কর্মবারা তাহার প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। সাধু ভতে, নাগসেন।

ভগবানের নীরোগ প্রশ্ন মীমাংসা

ভতে, ভগবান বলিয়াছেন—'ভিক্ষুগণ, আমি অরহৎ ব্রাহ্মণ, ভিক্ষালে জীবনযাপন করি, সর্বদা মুক্ত হন্ত, অক্ষম দেহ ধারণ করিয়াছি, শ্রেষ্ঠ শ্লয় চিকিৎসক।' পুনরায় বলিয়াছেন—'হে ভিক্ষুগণ, আমার শ্রাবক ভিক্ষুদের মধ্যে নীরোগ ধ্রুব একমাত্র বক্তৃ স্বীকার ধীরে হস্ত হইয়াছে। ভতে, যদি তথাগত অনুভব, অথচ বক্তৃ স্বীকার নীরোগী এই যে বচন তাহা মিছা, নচেৎ তথাগত অনুভব এই বচন মিছা। ইহার মীমাংসা করুন।

মহারাজ, ভগবান যে উহা বলিয়া গিয়াছেন—তাহা বাহির আগম রা শাস্ত্রসমূহের জাতার্থ ও ত্রিপুটক শাস্ত্র নিজের নিকট বিদ্যমান আছে, ইহার হেতু প্রদর্শনার্থই করিত। মহারাজ, ভগবানের শ্রাবকদের মধ্যে কেহ কেহ দিবারাত্রি স্থিতাবস্থায় ও চক্রমণে অতিবাহিত করেন। ভগবান কিন্তু দাঁড়ানো চক্রমণে, উপবিষেন ও শয়নে দিবারাত্রি অতিবাহিত করেন, যেই ভিক্ষুরা দাঁড়ানো চক্রমণে আছেন, তাহারা সেই নীতি অতিরিক্তভাবে পালন করেন। এমন কোন শ্রাবক আছেন তাহারা একাসনিক, প্রাণাি হউক, তথাপি দ্বিতীয় আসেন আর ভোজন করেন না। ভগবান কিন্তু দুই তিনবার ভোজন করেন। যেই ভিক্ষুগণ একাসনেই ভোজন করেন, তাহারা সেই নীতি অতিরিক্তভাবে পালন করেন। মহারাজ, ভগবান শ্রাবকগণের নির্মিত বিবিধ কারণ বর্ণনা করিয়াছেন। ভগবান শীলে-সমাধিতে, প্রজ্ঞায়-বিমুখিতে বিমুক্তি জান দর্শনে অনুভব, দশবিধ বলে, চারী বৈশাদ্য-জানে, অষ্টাদশ বুদ্ধ-করণীয় ধর্ম ও রূপবিধ অসাধারণ জানে অনুভব, সমস্ত বুদ্ধ বিষয়ে তিনি অনুভব, সেই কারণে ‘আমি অরহৎ ব্রাহ্মণাদি’ বলিয়া ধর্ম ভাষণ করিয়াছেন।
মহারাজ, এই জগতে কেহ জাতিতে প্রধান, কেহ ধনবান, কেহ বিদ্বান, কেহ শিফ্তী, কেহ শূন্য, কেহ বিচক্ষণ, তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা রাজাই শ্রেষ্ঠ। এই প্রকার সর্বস্তুপক্ষের মধ্যে ভগবানই অধ-জয়ষ্ঠ-শ্রেষ্ঠ। অযুক্তান বকুল যে নীরাগী ছিলেন, তাহা পূর্বকৃত পুণ্য ও প্রার্থনাবলে। তিনি অনূমানের ভগবানের উদয় বাদরোগ উৎপন্নকালে ও বিপক্ষী ভগবানের ৬৮ লক্ষ শ্রাপকের ‘তৃণ-পুম্প’ রোগ উৎপন্ন কালে তাপস ছিলেন এবং নানা তৈরিজ্যাধারা তাহার সহিত ব্যাহ্য আপাদ্য করেন। সেই পুন্যফলে নীরোগ শ্রেষ্ঠ বকুল স্ব্বরূপ বিদৃশ্ব কর্তৃক প্রশস্তি হইয়াছেন।

মহারাজ, ভগবানের ব্যাহ্য হউক না হউক, তিনি ধুতাঙ্গ গ্রহণ করুন বা না করুন, তাহার নায় কোন সত্ত্বেই নাই, তাহ দেবাতিদের ভগবান সংযুক্ত নিকায় বররূপে বলিলেন—

ভিন্ডিকণ, এই জগতে যত অপদ, দিপদ, চতুষ্পদ, বহুপদ, রুপী, অরুপী, সংজ্ঞী, অসংজ্ঞী ও নৈবেদ্যাঙ্গন্ত-নাসংজ্ঞী সত্ত্ব আছে। সকলের চেয়ে তথাকথন অর্জন সম্মদ্যজী সর্বশ্রেষ্ঠ। সাধু ভগতে, নাগজনে।

অনুপমন মার্গের উৎপন্ন প্রশ্ন-মীমাংসা

ভগতে, ভগবান বলিলেন—‘ভিন্ডিকণ, তথাকথন অর্জন সম্মদ্যজী, তিনি অনুপম মার্গের উৎপাদেতা।’ পুনরায় বলিলেন—‘ভিন্ডিকণ, পূর্ব পূর্ব সম্মদ্যজী বহি ধরস্থ ধরিয়া চলিয়া গিয়াছেন, আমি সেই প্রাচীন ধরস্থ দেখিয়াছি।’ ভগতে, তথাকথন যদি অনুপম মার্গের উৎপাদেতা হন, তাহা হইলে প্রাচীন মার্গের কথা যে বলিলেন—তাহা মিছা, নচেৎ তিনি অতির মার্গ উৎপাদেতা এই কথা মিছা। ইহার মধ্যে সহ্য করিব।

মহারাজ, ভগবান উহা যে বলিলেন, তাহার দুইটী অর্থ আছে। যখন পূর্বতাত বদ্ধ অভিহিত হইলেন, তখন অনুশাসক অভাবে মার্গের অনুষ্ঠিত হইল। তথাকথন সেই ভগত, রাঘ, আবার প্রতিচ্ছল, চলাচলরহিত পথ প্রজ্ঞাচক্ষুযোগে সময়ক্রমে দেখিতে পাইলেন যে, এই পথদিয়া পূর্বতাত বদ্ধ চলিয়া গিয়াছেন। সেই রহস্যতে তিনি বলিলেন—‘আমি প্রাচীন পথ দেখিতে পাইলাছি। পূর্বের সেই চলাচল মূল্য পথ, তিনি চলিয়া উপযোগী করিয়া দিলেন। সেই কারণে বলিলেন—‘তিনি অনুপম মার্গের উৎপাদেতা।’ মহারাজ, যখন চক্রবতী রাজার অন্তর্গত হয়, তখন মণিরত্ন করিয়া বলিলেন—‘তিনি অন্য মার্গের উৎপাদেতা।’
গিরিশখীরের মধ্যে লুকিয়া যায়। অপর অপর চক্রবর্তী রাজা তদনুরূপ কার্য করিলে মণিরত্ন পুনঃ আসিয়া থাকে। তাহা হইলে কি মহারাজ, আপনি বলিবেন, মণিরত্ন তিনিই নির্মাণ করাইয়াছেন? না ভন্তে। যস্বাবতঃই এই মণিরত্ন উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেইরূপ মহারাজ, পূৰ্ব্ব বুদ্ধগণের অভাবপতি জাগ্রতে অনুশাসক অভাবে সেই শীলামর্গ নষ্ট হইয়া যায়, মহাজনসঙ্গও সেই পথ আর ধরিতে পারে না। তথাগত প্রজাচক্ষুদ্রারা সেই পথ ধরিয়া দিয়াছেন। সেই কারণে তথাগত অনুপপন্ন মার্গের উৎপাদীতা বলিয়াছেন। যেমন মহারাজ, পূৰ্ব্ব বিদ্যমান আছে, অথচ যেনি দিয়া জন্মাইয়া মাতা জনকিকা বা জননী নামে কথিত হয়। এই প্রকার তথাগত বিদ্যমান, নষ্ট মার্গটি প্রজাচক্ষুদ্রারা চলিবার উপযোগী করিয়া দিলেন। যেমন কোন পূৰ্ব্ব নষ্ট জিনিস পুনরুদ্ধার করিলে, সে আবিষ্কারক বলিয়া জনসঙ্গে ঘোষণা করিয়া থাকে। যেমন কোন পূৰ্ব্ব জঙ্গল কাঠিয়া ভূমি বাহির করিলে জনসঙ্গ বলিয়া থাকে, এই ভূমি তাহার কৃত। অথচ ভূমি সে নির্মাণ করে নাই, ভূমির উপযোগী করাতে তাহাকে ভূমিস্যামী বলা হইয়া থাকে। এই প্রকার তথাগত পূৰ্ব্বতী বুদ্ধগণের গমনকৃত পথ আবিষ্কার করিয়াছেন মাত্র। তাহ তিনি নব মার্গ উৎপাদীতা বলিয়া সুপরিচিত হইয়াছেন। সাধু ভন্তে, নাগসেন।

লোমস কথ্যপ প্রমু-মীমাংসা

ভন্তে, ভগবান বলিয়াছেন- ‘আমি যখন পূৰ্ব্বে মনুযাকুলে জনুধান করি, তখন কোন প্রাণীকে নিম্পীড়ন করি নাই।’ পুনরায় বলিয়াছেন- ‘আমি যখন ঋষি লোমস কথ্যপ ছিলাম, তখন অনেক শত প্রাণীহত্যা করিয়া ‘বাজপেয়’ নামে মহাযজ্ঞ করিয়াছিলাম। ভন্তে, ভগবান বলিলেন, আমি পূৰ্ব্ব জন্য কোন প্রাণীকে কষ্ট দিই নাই’, আবার প্রাণীহত্যা করিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন, এই যে বচন তাহা মিছা, নচেৎ কোন সত্ত্বে নিম্পীড়ন করেন নাই, এই বচন মিছা। ইহার মীমাংসা করুন।

মহারাজ, পূৰ্ব্বে যে তিনি যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাহা কামরাগে অজ্ঞান হইয়া করিয়াছিলেন, সচেতনাবহয় করেন নাই। সাধারণতঃ লোকেরা আটটি কারণে প্রাণীহত্যা করিয়া থাকে। সেই আটটি কি? কামুক কামরাগের দরুন প্রাণীহত্যা করে, হিংসুক হিংসাবশতঃ, মূচ্ছ মোহবশতঃ,
মানী মানবশতঃ লোভী লোভবশতঃ, দরিদ্র জীবিকা হেতু, মূর্খ মূর্খতাবশতঃ
ও রাজা দমন হেতু প্রাণীহত্যা করিয়া থাকে। ভবে, স্বভাবতঃ বোধিসত্ত্ব
প্রাণীহত্যা করিয়াছেন কি? না মহারাজ। যদি তিনি ইচ্ছাপূর্বক যজ্ঞ
সম্পাদন করিন, তাহা হইলে এই গাথা বলিতেন না।
আসমুদ্র মহী আর সাগর কুপল
যত্তুক আছে ঘান; গভুনা ইছিবে,
সয়হ! নিয়ন্ত্রক সহ করিবারে বাস।
মম এই উপদেশ করহ ধারণ।

মহারাজ, বোধিসত্ত্ব সয়হ মানবকে এই উপদেশ দিয়াছেন। অথচ তিনি
যখন রাজকন্যা চন্দ্রবতীকে দেখিলেন, তখনই কামরাগে বিক্ষিপ্ত চিন্ত হইয়া
সংজ্ঞা শূন্য হইয়া পড়িলেন। তাই হিতাহিত চিন্তা শূন্য হইয়া আকুল,
বিক্ষিপ্ত, ভাঙ্গা, কম্পিত চিন্তে যথাশীঘ্র পশ্চাৎকে ‘বাজপের’ যজ্ঞের অনুষ্ঠান
করিলেন। যেমন উন্মত্ত ব্যক্তি বিক্ষিপ্ত চিন্ত হইয়া প্রজ্ঞলিত অগ্নি আক্রমণ
করে, তুষ্ট সর্পকে গ্রহণ করে, মত হস্তার দিকে অঙ্গ হয়, তীর না
দেখিয়া সমুদ্রে অঞ্চল প্রদান করে, পঁচা নালায় পড়িয়া গড়াগড়ি দেয়,
কষ্টক্ষুণ্ণ বৃক্ষ আরোহণ করে, প্রপাতে পতিত হয়, অঙ্গুচি ভক্ষণ করে,
উলঙ্গ হইয়া রাস্তায় দৌড়ে, আরও নানা প্রকার অনাচার করিয়া থাকে, এই
প্রকার বোধিসত্ত্ব রাজকন্যা চন্দ্রবতীকে দেখিয়াই প্রমেয়তাবশতঃ যজ্ঞানুষ্ঠান
করিয়াছিলেন। মহারাজ, উন্মত্ত বা বিক্ষিপ্ত চিন্ত হইয়া কোন পাপকর্ম
করিলে চেতনার অভাবে ইহকালেও তত দোষজনক বলিয়া গণ্য হয় না।
পরলোকেও তত ফল প্রদান করে না। মহারাজ, যদি কোন উন্মত্ত ব্যক্তি
প্রাণীহত্যা করে, আপনি তাহার কি দণ্ড নির্ধারণ করিবেন? ভবে, পাগলের
আর কি দণ্ড করিব, তাহাকে মারিয়া পিটিয়া বাহির করিয়া দেওয়া হইবে
মাত্র। ইহাই তাহার দণ্ড। যদি পাগলের কৃত অপরাধে দণ্ড না হয়, আর
তাহার দোষ কি? সে কি চিকিত্সার মধ্যে আছে বলিতে হইবে? এইরপ
বোধিসত্ত্বের বিচার করিয়ে হইবে। যখন বোধিসত্ত্ব মৃত্তিকা করিয়া
প্রকৃতিহৃষ হইলেন, তখন পুনরায় প্রজ্ঞিত হইয়া পরাভিজ্ঞ ধ্যান
উৎপাদনপূর্বক ব্লকালোকে চলিয়া গেলেন। সাধু ভবে, নাগসেন।
ছদ্ম-জ্যোতিপাল প্রশ্ন-মীমাংসা

ভবন্ত, ভগবান বলিয়াছেন—
ছদ্ম নাগরাজের উক্তি ও:-

“বধের ইচ্ছায় তাকে তুঁতুই খনন,
ঋষি-ধর্মী হেঁরি কায়ে কায়ে তখন;
দুঃখ স্পৃষ্ট বলি মনে সংজ্ঞা উপজিল,
অবধা অহংকারলী, সৈ সাধুস্থীল।”

পুনরায় বলিয়ান—যখন তিনি জ্যোতিপাল মানব ছিলেন, তখন ভগবান অরহৎ কশ্যপ সম্ভকসম্বুদ্ধকে ‘মুঁজ্জকশ্রম’ বলিয়া অনার্থাঙ্গি পরমার্থকে আক্রেশ ও ভরসা করিয়াছিলেন। যদি ভবন্ত, বোধিসত্ত্ব তিনি মনিতে ধারিয়া কাযায় চীবর পূজা করিয়া থাকেন, তবে তিনি জ্যোতিপাল অবস্থায় বুদ্ধকে এমন আক্রেশ পাক্য বলিয়াছেন, এই যে বচন তাহা মিছা, নচেৎ ছদ্ম নাগরাজের কাযায় চীবর পূজা মিছা। ইহা বড়ই আর্থর্থ যে, বোধিসত্ত্ব যখন তিনি ছিলেন, তখন তাহারকে কতই প্রধানা বিধোনা সহা করিতে হইয়াছিল, তথাপি কাযায় বন্ধ পরিহিত ব্যাধেকে পূজা করিলেন।
অথচ পরিপুরুষ বোধি-জ্ঞান-সম্পন্ন কশ্যপ ভগবানকে বুদ্ধ প্রভায় প্রদীপ্ত ও উত্তম কাশীরাম কাযায় বন্ধ পরিহিত দেখিয়া জ্যোতিপাল পূজা করিলেন না। ইহার মীমাংসা করুন।

মহারাজ, জাতিমান ও কুল-গোরীবে জ্যোতিপাল তাহা বলিয়াছিলেন। তখন জ্যোতিপাল শ্রদ্ধা-প্রসন্নতাহনী কুলে জনার্থণ করিয়াছিলেন। তাহার মাতা-পিতা, ভগ্নী-বাপ্তা, দাস-দাসী, বালক-পরিবার সম্পূর্ণ ব্রহ্ম-ভক্ত ছিলেন। তাহারা ব্রাহ্মণকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মানে করিয়ান। অন্যান্য প্রবঞ্চিতের্দিকে নিন্দা ও ঘৃষা করিয়ান। তাহাদের সেই ভাব প্রাপ্ত হইয়া জ্যোতিপাল ঘটিকায় কুপকস্তার উৎসাহে বুদ্ধ দর্শনার্থ আমন্ত্রিত হইলে বলিয়াছিলেন—মুঁজ্জকেশ্রমে দেখিয়া আমার কি প্রয়োজন? যেমন মহারাজ, অমৃত বিষমিত্র হইলে তিনি হইয়া যেমন শীতল জল অধিতেজে উন্মুক্ত হয়, তেমন জ্যোতিপাল অশ্রুদ্ধ, অশ্রুস্পন্ন কুলে জনার্থণ করিয়াছিলেন। তিনি কুল গোরীবে অশ্রু হইয়া তথাকায়কে আক্রেশ করিয়াছেন। যেমন প্রজ্ঞলিত অশ্রু অতিশয় সংশ্ল হইলেও, জল প্রদত্ত হইলে নিশ্চ্য হইয়া
মিলিন্দ-প্রশ্ন

শীতল ও কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং পরিপুর ‘নিগৃহি’ ফল সদৃশ হয়, এই প্রকার জ্যোতিপাল পুণ্যবান, শ্রদ্ধাবান, বিপুল জানসম্পন্ন ও সগ্রাহ, কেবল শ্রদ্ধাহীন কুলে জন্মাহ কারী কুলগৌরবে অঙ্গতুল্য হইয়া তথাগতকে আক্রমশপূর্ণ বাক্য বলিয়াছিলেন, কিন্ত পরে বুদ্ধিত জ্ঞাত হইয়া বালকতুল্য শান্ত হইয়াছিলেন। পরে তিনি জিনিষাসেন প্রবৃজিত হইয়া অভিজ্ঞ সমাপত্তি উৎপাদনপূর্বক প্রকাশের চলিয়াছিলেন। সাধু ভক্তে, নাগসেন।

ঘটিকার প্রশ্ন-মীমাংসা

ভহস্তে, ভগবান বলিয়াছেন—‘ঘটিকার প্রকাশের গৃহখানি বর্ষা তিন মাস পর্যন্ত খোলা ছিল, থাপী একবিংশ বৃষ্টিজল ঘরে পড়ে নাই পুনরায় বলিয়াছেন—‘তথাগত কশ্যপ বুদ্ধের কৃতিরখানি বৃষ্টিজলে ভিজিয়াছিল’। ভহস্তে এমন পুণ্যশ্রীসম্পন্ন তথাগতের কৃতিরখানিতে কেন বৃষ্টি পড়িল? তথাগতেরও ত তেমন শক্তি প্রয়োগ একাং বাণ্ডনীয়। ভস্তে, ঘটিকারের ঘরে বৃষ্টি পড়িল না, তথাগতের কৃতিরে বৃষ্টি পড়িল, এই যে বচন তাহা মিছা, নচেৎ ঘটিকারের ঘরে বৃষ্টি পড়িল না, এই বচন মিছা। ইহার মীমাংসা করিল।

মহারাজ, ঘটিকার শীতলান, কল্যাণধার্মিক, পুণ্যশ্রীমতি। সে অল্প বৃদ্ধ মাতাপিতাকে পালন করিতেছে। তাহার আসম্মতিতেও তাহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া শীঘ্র ঘরের ছাউনি তৃণগুলি খুলিয়া ভগবনের কুটিরে ছাউনি দিয়াছিল। সে যখন দেখিল যে, তাহার ঘরের ছাউনিটা খুলিয়া তথাগতের কুটিরে দেওয়া হইয়াছে, ইহাতে সে বিদ্বষ্ট করিয়া হইয়া নাই। একবারে সুষ্টির ছিল। বরং অশুল্য প্রীতিলাভ করিল তাহার সেই আনন্দ অতিশয় শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বলিয়াছিল, ‘অহো! আমার ভগবান লোকান্তর সুবিশ্রান্ত।’ সেই কারণে ইহাকালে ‘সে এই ফল প্রাপ্ত হইয়াছিল। মহারাজ, তথাগত সামান্য বিকারে চালিত হন না, যেমন সুমেরু গিরিরাজ বহু লক্ষ্মীর বায়ুর আঘাত প্রাপ্ত হইলে কমিতিতও হয় না, চালিতও হয় না। যেমন মহাসাগরে অনেক শত সহস্র গঙ্গা জল পতিত হইলেও পূর্ণতা লাভ করে না, বিকারও প্রাপ্ত হয় না, তেমন তথাগত বুদ্ধে অচল। মহারাজ, তথাগতের কুটিরে যে জল পড়িলে, তাহাও জন-সংখ্যের প্রতি দয়া করিয়া। দুইটি কারণ দেখিয়া তথাগতগণ সয়ং উপাদিত প্রত্যায় বা উপকরণ সেবন
করেন না। এই শাস্ত্র স্পষ্ট দাঙ্কিয়ে যা পুজার পাত্র, এই ভাবিয়া দেবমূল্যগণ দান দিয়ে এবং সমস্ত দুর্গতি হইতে মুক্তি পাইবেন। ভগবান ঋষি দেখাইয়া জীবনযাপনার্থ বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন, এমন অপবাদ লোকেরা না করক। এই দুইটি কারণে তথাগতগণ ঋষি দেখাইয়া দান গ্রহণ করেন না। যদি ইদ্র, ব্রূক্ষা বা স্ন্যং তাহার কুটিতে বৃত্তি পড়িতে না দিতেন, তাহা হইলে একটা দোষ হইত। এই কারণে নিষ্ঠাবা দোষমূলক ও নিষ্ঠামূলক হইত। লোকেরা বলিত-ইহারা একটা মায়া করিয়া লোককে মোহিত করে এবং লোকের চিত্ত অধিকার করে। সই কারণে ইহার বর্জনীয়। মহারাজ, তথাগতগণ কোন বস্ত যাচ্ছে করেন না। অনন্যস্লো বস্ত যাচ্ছায় সাধারণতঃ পরিহাস প্রাপ্ত হইতে হয়। সাধু ভূতে, নাগসনে।

ভগবানের রাজভাব প্রশ্ন-মীমাংসা

ভূতে, ভগবান বলিয়াছেন-‘হে ভক্ষুগণ, আমি ব্রাহ্মণ, ভক্ষা করিয়া জীবনযাপন করি।’ পুনঃ বলিয়াছেন-‘হে শেল, আমি রাজা। ভূতে, ভগবান একবার যাচ্ছ বলিয়া, আবার যে রাজ বলিয়াছেন তাহা মিছ, নচেৎ যাচ্ছ বচন মিছ। তিনি হয় ক্ষতিয় হইবেন, নচেৎ ব্রাহ্মণ হইবেন, এক জাতিতে দুইটি বর্ণ থাকিতে পারে না। ইহার মীমাংসা করিন।

মহারাজ, ইহার কারণ আছে। যেই কারণে তথাগত ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন, রাজাও বলিয়াছেন। ইহার কারণ কি? মহারাজ, যত প্রকার পাপ আছে, সমস্ত তথাগতের উচিত হইয়াছে, কয় হইয়াছে, উপশান্ত হইয়াছে। সেই কারণে তথাগত বিদ্যু অরহৎ ব্রাহ্মণ নামে কথিত হন। যিনি বিদ্যু ব্রাহ্মণ, তিনি বিদ্যু সংশয় ও বিদ্যাপথ অভিক্রান্ত। ভগবানও সইবে। বিদ্যু ব্রাহ্মণমাত্রই সমস্ত ভব-গতি-যোনি হইতে বহিত; তাহার পাপমল, পাপরঙ্গ বিগত; তিনি সর্ববিষয়ে বিমূখ, সহায়হীন; তিনি অথ, শেষ, দিব্য বিহারবস্তু; তিনি অধ্যয়ন, অধ্যাপনা করিন, দান প্রতিহ্রণ করেন; তিনি দাত, সংযত, পূর্ব জিন বশ-পরাপ্রা নিয়মের অধীন। তিনি ব্রহ্ম-সুখ-বিহারী, ধ্যানী। তিনি সমস্ত ভবাভব গতিতে যাহা যাহা অবশ্য আছে সমস্ত জানেন। সেই সহ কারণে তথাগতও ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত। তাহার এই নাম মাতা-পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, মিত্রাবিদ, জাতি, বন্ধু, শ্রমণ, ব্রাহ্মণ বা দেবতাদ্বারা প্রদত্ত নহে। বিমূখ প্রাপ্তির পর তিনি
মিলিন্দ-প্রণী

স্যায় বুদ্ধ, ভগবান। বোধিমূলে মারসৈন্য বিধানস করিয়া ও অতীত, অনাগত, বর্তমান পাপ ধর্ম অতিক্রম করিয়া সর্বজ্ঞতা জ্ঞান প্রাপ্তি সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ব্রাহ্মণ নামে প্রকাশিত। সেই কারণে তথ্যগত ব্রাহ্মণ নামে কথিত হন।

ভবে, তথ্যগতকে কি কারণে রাজা বলা হয়? মহারাজ, সাধারণতঃ যে রাজত্ব করে, লোককে অনুশাসন করে, তাহাকে রাজা বলে। ভগবানও দেশ সহস্র লোকমণি ধর্মতঃ রাজত্ব করেন, সদে, সমার, সবকট সশ্রম ব্রাহ্মণ, প্রাণকে অনুশাসন করেন, সেই কারণে তথ্যগত রাজা। রাজামাত্রেই সমস্ত জন-সম্মকে পরাজিত করিয়া, জ্ঞতি সম্বরে আনন্দ বর্ণ করিয়া, আমি সম্বরে শোকার্ত করিয়া, মহা যশ্নীরুক্ত স্ত্রী সারদণবিশিষ্ট অনূর্ধ্ব শত শলাকালক্ষু পাঁথুর-বিমল শ্রেষ্ঠত্ব উত্তীর্ণ করিয়া থাকেন। ভগবানও মারসৈন্যকে শোকার্ত করিয়া, মিথ্যাভাব প্রতিষ্ঠ বক্তব্য অধিকে ব্যাধিত করিয়া, সম্ভাবনায় প্রতিষ্ঠ পুনরূপ অনুশাসন উদ্ধোধন করিয়াছেন। সেই কারণে তথ্যগত রাজা।

রাজামাত্রেই সমাগত জনগণের অভিনন্দনযোগ্য। ভগবানও সমাগত দেব-মনুষ্যদের অভিনন্দনযোগ্য। রাজা যে কোন আরাধনাকারীর প্রতি প্রসন্ন হইয়া বর প্রদানে কামনা পূর্ণ করেন। ভগবানও কায়-বাক্য-মন্ত্রারা আরাধনাকারীর প্রতি প্রসন্ন হইয়া সর্বদুঃখ মুক্তিপ্রদ বর দিয়া অশেষ কামনা পূর্ণ করেন। যেমন রাজা আদেশ লাভকারীকে নিদর্শন করেন ও ধর্ম করেন, তেমন ভগবানও শাসনাদেশ লাভকারীকে দুঃসৃষ্টি বলিয়া নিদর্শন করেন ও জিন্দাসন হইতে বর্জন করেন। যেমন রাজা পূর্ণ পূর্ণ ধর্মিক রাজাগণের আচরিত অনুশাসন যথাধর্ম প্রকাশ করিয়া ধর্মতঃ রাজত্ব সম্পাদনপূর্বক মনুষ্যযোগ্য হইয়া থাকেন ও ধর্মগুলো লোকালি চিরস্থায়ী করেন। তেমন ভগবানও পূর্ণ পূর্ণ উদ্দেশীয় আচরিত অনুশাসন প্রকাশ করিয়া যথাধর্ম লোককে অনুশাসন করতঃ দেব-মনুষ্যগণের প্রিয় হইন ও ধর্মগুলো শাসন চিরস্থায়ী করেন। এইরূপে নানা কারণে তথ্যগত রাজা। মহারাজ, বিবিধ কারণে তথ্যগত ব্রাহ্মণ হইতে পারেন, রাজাও হইতে পারেন। সুনিপুণ ভিক্ষু কল্পকাল হইলেও বুদ্ধের এই অনুশাসন
মানিয়া চলেন। আর বেশী বলিবার প্রয়োজন কি? সংক্ষেপে ইহা গ্রহণ করুন। সাধু ভক্ত, নাগসেন।

গাথাত্তিগীত ভোজনদান প্রশ্ন-মীমাংসা

ভক্তে, ভগবান বলিয়াছেন :-

ধরম দেশিত ভোজা অভোজ্য আমার

নতুন সে স্বর্গ ধর্ম জানীর মাঝার;

ধরম দেশিত ভোজা বুদ্ধ পরিহরে,

ধর্মতঃ ভ্রান্ত বৃদ্ধি জানীন তরে।

পুনরায় ভগবান পরিশেদ ধর্মদেশনার সময় আনুপরিক কথায় বলেন-প্রথমে দান-কথা, পরে শীল-কথা। সবজ় লোকনায়ক ভগবানের উপদেশ শুনিয়া দেব-মনুষ্যচক্ষুর দানীয় বস্তু সঞ্চিত করতঃ দান দিয়া থাকেন ও ভগবানের নিমিত সেই উৎপন্ন দান, শ্রাবকেরা পরিভোগ করিয়া থাকেন।

ভক্তে, যদি ভগবান বলেন-‘আমার ধর্মদেশনায় উৎপন্ন দান অভোজ্য’, তাহা হইলে ভগবান যে দান-কথা বলেন, তাহা মিছ। কি কারণে? সেই দান প্রতিহ্রাহক ভিক্ষুরা গৃহীতকে পিওদের ফল ব্যাখ্যা করেন, তাহারা সেই দান মাহাত্মা শুনিয়া প্রসন্ন চিত্তে বিবিধ দানীয় বস্তু দিয়া থাকেন, যেই ভিক্ষুরা সেই দান পরিভোগ করেন, তাহারা সকলে দেশনা-উৎপাদিত বস্তু পরিভোগ করেন। এখন ইহার মীমাংসা করুন।

মহারাজ, ভগবান দান-ফলের ব্যাখ্যায় যে, দান-কথা বলেন, তাহা সমস্ত তথাকথনের একটি ক্রিয়া, তাহারা প্রথমে দান-বিক্রয় শ্রোতর্ভূতের চিত্তে রমিত করিয়া, পরে শীল পালনে নিয়োজিত করেন। যেমন মহারাজ, মনুষ্যাদিত্ব করণ ব্যাখ্যা করে, প্রথমে কতকলু ক্রীড়ার দ্বারা দেয়, যথা-নাশন, ঘটি পরিহ্রমণ চক্ষু, প্রত্যপূর্ত, রথ, ধনু প্রভৃতি। পরে তাহাদিগকে তাহারা যীয় যীয় কর্মে নিয়োজিত করে। সেইরূপ তথাকথন বিশ্বাস কথায় শ্রোতর্ভূতের চিত্তে সম্ভব করিয়া, পরে শীলে নিয়োজিত করেন।

যেমন বীশী কোন রোগ প্রথমে রোগিকে ৪ / ৫ দিন তৈল পান সেবন করাইয়া থাকে, কারণ রোগী শক্তিশালী হইবার জন্য ও কিঞ্চিবার্ক প্রাপ্ত হইবার জন্য। পরে বিরোচন দেয়। সেইরূপ তথাকথন দান মাহাত্মা বলে দানপতিদের চিত্ত মৃদু, শীঘ্র করেন, তত্ত্ব দান-সেতু দিয়া দান দৌংকায়।
তুলিয়া সংসার সাগরের পরপরে পার করিয়া দেন। সেই কারণে প্রথমে দান-রূপ কর্মকে তাহাদিগকে কার্যে লাগাইয়া দেন, তাহাতে কিছু কায় বাক্যের বিজ্ঞ শিক্ষা হয় না।

কি, আপনি যে বিজ্ঞান বলিতেছেন, তাহা কয় প্রকার? মহারাজ, একটি কায়, অন্যটি বাক্য বিজ্ঞান, এই দুই প্রকার। তন্মধ্যে কায়কর্ম সদোষও আছে, নির্দেশও আছে। বাক্য কর্ম সদোষ-নির্দেশ আছে। সদোষ কায়কর্ম কি? এই রূপ শাসনে কোন কোন ভিক্ষু গৃহীকুলে যাইয়া অধোগ্য হনে দাঁড়াইয়া ভিক্ষার প্রতীক্ষা করে, সেই অধর্মতঃ অন্তর্নিমিত পিঙ্গল আর্যগণ পরিভোগ করেন না। বরং সেই ভিক্ষু আর্যশাস্ত্র নিদিত হয়, সৎজীবিকা নষ্টকারীর মধ্যে পরিগঞ্জিত হয়। কোন ভিক্ষু অধোগ্য হনে দাঁড়াইয়া ময়ূর ধীরায় নায় গলা বাকাইয়া দেখিযা থাকে, এইভাবে দাঁড়াইলে দাতারা আমাকে দেখিযা থাকিলে। বাস্তবিক তদ্ধূ নিমিত্তে দাতারাও দেখিযা থাকে। এই সদোষ কায়কর্ম অনেকার প্রদর্শনে আনীত পিঙ্গল আর্যগণ পরিভোগ করেন না। বরং পূর্ববৎ নিদিত হইযা থাকেন; আবার কোন ভিক্ষু হনুমাদারে অনায়ারণ্যস্থায়ী বাঙ্গালী করিযা থাকে; ইথাও সদোষ ও আর্য-নিদাকর। কিরূপ কায়কর্ম বিজ্ঞান নিদাকরজনক? কোন ভিক্ষু গৃহীকুলে যাইয়া স্মৃতিসহকারে বিনয়ধর্মনুষ্যরী গমনপূর্বক সুশাস্ত্রভাবে দাঁড়াইয়া থাকেন, নতুং চলিয়া যান। এই কায় বিজ্ঞান নিদাকরজনক। এই পরিবর্তে বিজ্ঞান পিঙ্গল আর্যগণ পরিভোগ করেন। সেই ভিক্ষুও আর্যশাস্ত্রে প্রশংসিত হন, সংহতচারী বিলায়া খ্যাত হন, এবং পরিগুণভাবে জীবনযাপাকীর মধ্যে পরিগাধি হয়। তাই দেবাতিদেব ভগবান বলিয়াছেন:

যাচ্ছেন নাহি করে কপুর কোন জাপীগণ,
আরেঘর করেন নিন্দা যাচ্ছের কারণ;
উদ্দেশ্য দাঁড়ায়ে থাকে যত আর্য জন
আর্যদের যাচ্ছের ইহাই লক্ষণ ।

সদোষ বাক্য বিজ্ঞান কিরূপ? মহারাজ, কোন ভিক্ষু বাক্যান্তর বহুবিরূপ চীর, পিঙ্গল শয্যানাসন ও ভোজ যাচ্ছি থাকে। সেই বাক্য বিজ্ঞানের পিঙ্গল আর্যগণ পরিভোগ করেন না। বরং সেই ভিক্ষুও আর্য শাস্ত্র নিদিত হয় এবং নষ্ট জীবনযাপনকারীর মধ্যে পরিগাধি হয়।
মহারাজ, এই বুদ্ধ শাসনে কোন ভিক্ষু অপরের নিকট ঘোষণা করিয়া থাকে, ‘এই দ্বর্যটি আমার প্রয়োজন।’ সে ঘোষণা করিয়া ঐ বস্তু গ্রাহ্য হইল, ইহাও সদোষ বাক্য বিচক্ষিত। আর্য্যগণ এইরূপ যাত্রাস্থলে বস্তু ভোজন করেন না। বরং নিন্দা করিয়া থাকেন। আবার কেহ সভার মধ্যে বলিয়া থাকে, ভিক্ষুদিগকে এই ঐ বস্তু দান দেওয়া উচিত। তাহা শুনিয়া দাতারা দান দিয়া থাকে, তাহাও পূর্ববৎ দোষজনক। মহারাজ, আপনি কি জানেন না, যখন সারীপুত্র স্বজিরের রোগ হয়, সূর্যাদের মৌলিক স্বজির জিজ্ঞাসা করিলেন—‘ভুতে আপনার কোন ঔষধের প্রয়োজন? তিনি তাহা খুলিয়া বলিয়াছিলেন। পরদিন দেব-দীনা প্রভাবে তাহা পাওয়া গেল। স্বজির জানিতে পারিলেন—নিজের যাচঙ্গিয়াই এই বস্তু আমার লাভ হইয়াছে।’ তিনি তৎক্ষণাৎ উহা ফেলিয়া দিতে আদেশ দিলেন। আর পরিভাষা করিলেন না। ইহাও দোষজনক। আর্য্যগণ তাদৃশ বস্তু ব্যবহার করেন না। বরং নিদ্রা করিয়া থাকেন।

ক্রমে বাক্য বিস্তৃতি নিরোধ করিয়াছেন। মহারাজ, কোন ভিক্ষু জাতিনির্দিষ্ট নিম্নলিখিত হইয়া উষ্ণ যাচঙ্গিয়া করিয়া থাকেন, ইহাই নিরোধকর যাচঙ্গ। আর্য্যগণ এইরূপ বস্তু পরিভাষা করেন, সেই ভিক্ষু আর্য্যদের নিকট প্রশংসা পাইয়া থাকেন। তাহার জীবিকাও পরিশুধ্য। বুদ্ধও ঐ সাধু ব্যবহারে অনুরাগ দেন। মহারাজ, তথাকথ কৃষি ভারবাজ ব্রাহ্মণের ভোজন ত্যাগ করিয়াছিলেন। কারণ, সেই ভোজন বিবিধ বাক্য ব্যায় করিয়া উৎপন্ন হইয়াছিল। তাই তথাকথ সেই ভোজন করেন নাই। ভবতে, তথাকথ ভোজনকালে দেবগণ সর্বদা দিব্যবস্তা তাহার পাত্রে দেন কি? অথবা ওলের যুগো ও মধুপায়ে কেবল দিয়াছিলেন কি? মহারাজ, সর্বদাই দেবগণ তথ্যাতের ভোজনকালে দিব্যবস্তা লাইয়া দাড়াইয়া থাকেন। তথাকথ যেই গ্রাসী স্তুতিতেন, তাহাতেই দিব্যবস্তা ঢালিয়া দিতেন। বৈরাজ ব্রাহ্মণ গ্রামে তথাকথ যখন শুধু বর্ষোক্ত ভোজন করিতেন, তখন দিব্যবস্তা দিয়া উহা বিজাইয়া দিতেন। সেই দিব্যবস্তেই তথ্যাতের শরীর রক্ষিত হইয়াছিল। ভবতে, সেই দেবগণেরও মহালভ বলিয়া হইবে, কারণ তথ্যাতের শরীর রক্ষণে তাহারা সত্ত্ব উৎসুক ছিলেন। সাধু ভবতে, নাগসেন।
ভগবানের নৈরুত্সুক্য ভাব প্রশ্ন-মীমাংসা

ভঙ্গত, আপনারা বলিয়া থাকেন—তথাগত লক্ষ কল্পাধিক চারি অসংখ্য কল্প পারমী পূর্ণ করিয়াছিলেন, একমাত্র মহাজনসভার উদ্ধারের জন্য। ইহার মধ্যেই সর্বজ্ঞতা জান পূর্ণতালাভ করিয়াছে। পুনরায় দেখিতে পাই—সর্বজ্ঞতা জান লাভের পর নিরুৎসাহ চিন্ত হইয়া পড়িলেন, ধর্মদেশনার জন্য নাহ। যেমন ভঙ্গত, ধনুধারী বা তাহার শিষ্য বহুকাল ব্যাপিয়া যুদ্ধার্থ শিক্ষা করিয়া যখন মহাযুদ্ধ সমুহে উপস্থিত, তখন সরিরা গেল। এই প্রকার তথাগত সুদীর্ঘ দিন পার্থী পূর্ণ করিয়া জনসংঘের উদ্ধারের জন্য সর্বজ্ঞতা জান প্রাপ্ত হইয়া ধর্মদেশনার সময়ে সরিরা পড়িলেন। ভঙ্গত, যেমন মল্ল বা তাহার শিষ্য অনেকদিন মুখ্যতৃপ্ত শিক্ষা করিয়া যুদ্ধ করিবার সময়ে সরিরা পড়িল, তেমন তথাগতও ধর্মদেশনার সময়ে সরিরা পড়িলেন। ভঙ্গত, তথাগত ভয় করিয়া সরিরা পড়িলেন? না পরিচয় না দিবার জন্য সরিরা পড়িলেন? না দুর্বলতার দরন সরিরা পড়িলেন? না সর্বজ্ঞতা জানের অভাবে সরিরা পড়িলেন? নানা কারণ দেখাইয়া আমার সন্দেহ দূর করন। তিনি সুদীর্ঘকাল পার্থী পূর্ণ করিয়া ধর্ম প্রাচারে অনুভাবিত হইলেন, এই বচন মিছা, নচেৎ সর্বজ্ঞতা জান প্রাপ্ত হইয়াছেন, এই বচন মিছা। ইহার মীমাংসা করুন।

মহারাজ, তথাগত জনসংঘের উদ্ধারার্থ পার্থী পূর্ণের করিয়াছেন এবং ধর্ম প্রাচারে অনূর্বাহিত হইয়াছিল। ইহার কারণ এই যে—এই নির্বাকংক ধর্ম বড়ই গস্তার নিপুণ, দুর্দর্শ, দুরবোধ, সৃষ্ট। বুঝিতে অতি কঠিন বলিয়া তৃষ্ণাসক্ত, সৎকায় দৃষ্টির দৃঢ় বদনে আব্দ সত্রুত্বের উপকার হইবে কিনা, অথবা কি প্রাচারে বুঝিবে এই ভাবিয়া ধর্ম প্রাচারে নিরূৎসাহিত হইয়াছিল, ধর্মদেশনার জন্য নাহ। কেবল সত্রুত্বের ধর্মনুবোধচিন্তাতে তাঁহার মানসকে উদ্দিত হইয়াছিল। যেমন কোন শুলাচিকিৎসক বহু ব্যাধিযুক্ত নরের নিকট উপস্থিত হইয়া চিন্তা করে যে—কোন উপায়ে কোন উক্তি হইয়া ইহার ব্যাধি উপশম হইবে, এই প্রকার মহারাজ, তথাগত সমস্ত তৃষ্ণাব্যাধিযুত নরের ধর্ম গতীরতাদি দুর্বোধ হইবে ভাবিয়া ধর্ম প্রাচারে অনূর্বাহিত হইয়াছিলেন, ধর্মদেশনার জন্য নাহ। যেমন ক্ষিতিয়ারাজ তাঁহার সৈন্য সামস্ত ও অন্যান্য প্রজাবৃদ্ধ দেখিয়া
মনে মনে চিন্তা করেন যে-কি উপায়ে আমি তাহাদের উপকার করিব, কি প্রকারে তাহারা নিরাপদে থাকিবে, এই প্রকার তথাকথ সত্ত্বনিকে গভীর নির্ভার ধর্ম কি প্রকারে বৃদ্ধিবে, তাহা চিন্তা করিলেন। সকল তথাকথের এইটি স্বাভাবিক নিয়ম (ধর্মতা) এই যে, ব্রহ্মাদেরা প্রার্থিত হইয়া তাহারা ধর্মদেশনা আরম্ভ করেন। তাহার কারণ এই যে-তখন সমস্ত মনুষ্য, তাপস পরিবারক, শ্রুণ্ম, ব্রাহ্মণ মনে করে, ব্রহ্মাই প্রধান দেবতা, তাই ব্রহ্মার প্রতি সকলের ভক্তি বিশাস্ত খুব বেশী। যদি ব্রহ্মার প্রার্থনায় তথাকথ ধর্মদেশনা করেন, তাহা হইলে তথাকথ ব্রহ্মার চেয়ে যেহে, গৌরবে, জ্ঞানে মহৎ বলিয়া সুপরিচিত হইবেন, তখন সকলে তাঁহার উপদেশ শ্রবণ সহিত গ্রহণ করিবে। যেমনঃ রাজা বা রাজার মহামাত্র যাহাকে সমান করিবে, অপরাপর রাজার তাহা দেখিয়া অধিকতরভাবে তাহাকে গৌরব করিবে, এইরূপ ব্রহ্মা যদি বুদ্ধের বিনিয়ম হন, সকলে বুদ্ধের শরণে আগমন করিবে। মহারাজ, এই জগতে যিনি পূজনীয়, তাঁহার পূজা সকলেই করিয়া থাকে। সেই কারণে ব্রহ্মাণ্ড তথাকথকে ধর্মদেশনার্থ প্রার্থনা করিয়া থাকেন। তথাকথগণও ব্রহ্মাদেরা প্রার্থিত হইয়া ধর্ম দেশনা করিয়া থাকেন।

সাধু ভক্তে, নাগসেন।

বুদ্ধের আচার্যানাচার্য প্রশ্ন-মীমাংসা

ভক্তে, ভগবান বলিয়াছেন :-

“আমার আচার্য নাই, মম তুল্য কেহ নাহি ভবে,
দেব নর লোক মাঝে, সমকক্ষ না হেরিনু এবে।”

পুনরায় বলিয়াছেন—“তিঙ্কুগণ, আলার কালাম আমার আচার্য স্ত্রীয় অথচ অস্তর্কীর্ণে, আমাকে তাহার সমাসে স্থান দিয়া যথেষ্ট পূজা সত্কার করিয়াছিলেন। ভক্তে, তথাকথ আমার আচার্য কেহই নাই বলিয়া, আলার কালামাতে যে আচার্য স্ত্রীয় বলিয়াছেন তাহা মিছা, নতুঃ তাহার আচার্য নাই এই বচন মিছা। ইহার মীমাংসা করুন।

মহারাজ, তথাকথের এই বচন বুদ্ধতুলা লাভের পূর্বেই কথিত হইয়াছে।

বোধিসত্ত্বকালেই আচার্য স্ত্রীয় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। বুদ্ধতুলালাভের

পূর্বে বোধিসত্ত্বকালে তাঁহার পাঁচজন আচার্য ছিলেন। যাহাদের অনুশাসনে

বোধিসত্ত্ব নানাস্থানে বাস করিতেন। সেই পাঁচজন কে? (১) মহারাজ, যেই
আটজন ব্রাহ্মণ বোধিসত্ত্বের জন্মের পর লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছিলেন, যথা :- রাম, ধর, লক্ষণ, মত্তী, যজ্ঞ, সুখাম, সুভোজ ও সুদত। তাহারা বোধিসত্ত্বের মঙ্গলবার্তা প্রকাশ করিয়া রক্ষণাবেক্ষণের উপায় নির্দেশিত করিয়াছিলেন, তাহারা প্রথম আচার্য। (2) বোধিসত্ত্বের পিতা শুদ্ধধন রাজা পদক ব্যাকরণ, ষড়াগ্নিবিদ উদ্দিচ ব্রাহ্মণ সর্বমিত্রের নিকট বোধিসত্ত্বের নিয়া এই কুমারকে শিক্ষা দেন বলিয়া, সুর্বণ্য পার্ক পূর্ণ জল চালিয়া তাহার শিক্ষা দিয়া জন্য সমর্পণ করিয়াছিলেন, ইনি দ্বিতীয় আচার্য। (3) যেই দেবতা বোধিসত্ত্বের সংবেগ উৎপাদন করিয়াছিলেন, যাহার বচন শুনিয়া তিনি উদ্ধিষ্ণ হুইয়া মহাভিন্নক্রম পূর্বক প্রেরিত হইলেন, ইনি তৃতীয় আচার্য। আলার কালাম চতুর্থ আচার্য। উদ্ধিষ্ণ রামপুর পঞ্চম আচার্য। লৌকিক ধর্মের এই পঞ্চাশ আচার্য বোধিসত্ত্বব্যাপ্তি ছিলেন। মহারাজ, এই লোকের ধর্মে সর্বভুক্ত জন্ম যে তথাকথ প্রায় হইয়াছেন এখন তাহার অনুশাসক কেহই নাই, এখন তিনি স্বাধু, আচার্যজী। সেই কারণে তিনি বলিয়াছেন—“আমার কেহই আচার্য নাই, এমনকি সেদিন আমার ন্যায় অন্য আর কেহই নাই।” সাধু আচার্য নাগলেন।

জগতে দুই বুদ্ধের অনুধৃতি প্রশ্ন-মীমাংসা

ভক্তে, ভগবান বলিয়াছেন—“ভিক্ষুগণ, এমন কখনই হইতে পারে না, এক লোকমণ্ডলে দুই অর্থ সমকালীন একেরে উৎপন্ন হইবেন।” বুদ্ধগণ ধর্মদেশনা করিলেও সপ্তাঙ্গী বোধিপার্থিক ধর্মদেশনা করেন, চারি আর্য সত্য বলেন। শিক্ষা দিলেও ত্রিবিধ শিক্ষা, অনুশাসন করিলেও অণমাদবলে অনুশাসন করেন। যদি ভক্তে, বুদ্ধের এক দেশনা, এক কথা, এক শিক্ষা, এক অনুশাসন হয়, কি কারণে দুই বুদ্ধ এক সময়ে জগতে জনৰহণ করেন না? এক বুদ্ধের উপত্তিতে যতদূর আলোকিত হইয়াছে, যদি দুই জন বুদ্ধ উৎপন্ন হইতেন, দুই বুদ্ধের প্রভায় ততোধিক আলোকিত হইত। উপদেশ দিলেও দুই জনের বিশেষ সুবিধা হইত। অনুশাসন করিলেও সুখেই অনুশাসন করিতে পারিতেন। যাহাতে আমি সংশয়হীন হইতে পারি, সেই কারণ আমাকে বিশদভাবে বর্ণনা করেন।
মহারাজ, এই দশ-সহস্র লোকমণ্ডল একজন বুদ্ধের প্রভাব ধারণ করিতে সমর্থ। একজন তথাগতের গুণ ধারণ করিতে পারে। দুইজনের গুণ ধারণে সমর্থ নহে; বরং তার ধারণে অসমর্থ হইয়া কমিত হইবে, বিধবাস হইবে ও বিনষ্ট হইবে। মহারাজ, তাই নৌকায় একজন লোক পার হইতে পারে, যদি তাদৃশ আয়া, বর্ণশালী, কৃষ বা স্থাল সম লোক সেই নৌকায় উঠে, ঐ নৌকা দুই জনের ভার ধারণ করিতে পারিবে কি? না ভতে। নৌকা হয়তঃ কমিত হইবে, নচেৎ জলে ডুবিয়া যাইবে। এই প্রকার দশ সহস্র লোকমণ্ডলে একজন বুদ্ধের স্থান। কেন পুরুষ আকৃষ্ট পূর্ণ করিয়া ভোজন করিল, সেই ভোজন তার পুনঃপুন তন্দ্রা আসিতেছে, দখ বিনা হ্রিয়া থাকিতে পারিতেছে না। যদি লোকটি আবার সেই পরিমাণে ভোজন করে, তবে সে সুখী হইতে পারিবে কি? না ভতে। একবার ভোজন করিয়াও সে মরিবে। সেইরূপ একজন বুদ্ধের ভার অযুত লোকমণ্ডল ধারণ করিতে সমর্থ; দুইজনের পারিবে না। ভতে, অতি ধর্মের ভারে পৃথিবী কমিত হয় কি? মহারাজ, দুই গাড়ী রাত্রিগোলা পরিপূর্ণ করা হইল। তখন অপর গাড়ীর রত্ন, একটি গাড়ীতে নিক্ষিপ্ত হইল। এখন দুই গাড়ীর রত্ন এক গাড়ীতে ধারণ করিতে পারিবে কি? না ভতে। হয়ত গাড়ীর নাভি ফটিয়া যাইবে, অথবা ভাঙিয়া যাইবে। নেমি পড়িয়া যাইবে, নচেৎ অফ্ফ ভাঙিয়া পড়িবে। মহারাজ, অতিরত্তর শকট ভাঙিয়া কি? হা ভতে। এই অতিধর্মভাবেও পৃথিবী কঠিন যাবে। এই করণটুকু বুদ্ধবল প্রদর্শনার্থে বলা হইল। অন্য একটি উপযুক্ত কারণ শ্রবণ করুন, যেই কারণে একসঙ্গে দুই বুদ্ধের উত্পত্তি হয় না। যদি একই ক্ষণে দুইজন বুদ্ধ উৎপন্ন হন, তবে তাহাদের পরিষদের মধ্যে এইরূপ বিবাদ উৎপন্ন হইবে-তোমাদের বুদ্ধ আমাদের বুদ্ধ বলিয়া পক্ষ-বিপক্ষ হইবে। যেমন দুই বলবান আমাদের পরিষদে পক্ষ-বিপক্ষ হইয়া থাকে। মহারাজ, যদি একই ক্ষণে দুইজন বুদ্ধ উৎপন্ন হন, ‘অথ বুদ্ধ’ বলিয়া যে বচন তাহা মিছা হইবে। ত্রুটি জ্যোতি, শ্রেষ্ঠ, বিশিষ্ট, উত্তম, প্রবর, অসম, অসমসম, অগ্রতম, অগ্রতিভাগ, অগ্রতিদ্বারী পুদগল বুদ্ধ বলিয়া বুদ্ধের যেই সমস্ত প্রধান প্রধান বিশেষণ আছে, তাহাও প্রমুখবিদ্ধ হইবে। মহারাজ, আপনি এই অর্থগুলি বিশেষভাবে বিচিত্র করিয়া গঠন করুন। ইহা বুদ্ধগণের স্বভাবিক ধর্ম যে, এক সঙ্গে দুইজন বুদ্ধ উৎপন্ন হইতে পারেন না। একাকীই উৎপন্ন হন, কারণ
সর্বজন্তা লাভ অতি মহৎ। এইরূপ জগতে যাহা মহৎ তাহা এক একটি উৎপন্ন হইয়া থাকে। যেমন পৃথিবী, সাগর, সুমেরু গিরিরাজ, আকাশ, শক্তি, মহাবিশ্ব, প্রভৃতি এক একটি। তদ্রূপ এক বুদ্ধের বর্তমানে অন্য বুদ্ধের স্থান হইতে পারে না। তাই বুদ্ধগণ একাকীই জন্মহৃণ করেন। সাধু ভক্তে, নাগসেন।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।
মিলিন্দ-প্রসন্ন
(দ্বিতীয় খণ্ড)
গৌতমীর বন্দ্যদান প্রসন্ন-মীমাংসা

ভবনে, ভগবান বলিয়াছেন—“যখন তাহার মাসীমা মহাপ্রভাবপতি গৌতমী
‘বর্ষা চীবর’ দান দিতেছিলেন, তখন বুদ্ধ বলিয়াছিলেন— গৌতমী! এই
‘বর্ষা চীবর’ সজ্জকে দান দাও, সজ্জকে দিলে আমিও সজ্জ একই সঙ্গে
পূজিত হইব।” কেমন ভবনে, তথাপি কি সজ্জ-রত্ন হইতে প্রধান ও
দাক্ষিণের নহেন? তাহার মাসীমা স্নায়ু সূত্রা পীঠিয়া, ধূমিয়া, কাটিয়া ও
বস্ত্র বয়ন করিয়া তাহার জন্য চীবরখানি আনিয়াছেন, অথচ তিনি তাহা
সজ্জকে দিতে বলিতেছেন। যদি সজ্জ রত্ন হইতে তথাপি শ্রেষ্ঠ হইতেন,
তাহা হইলে বলিতেন—‘আমাকে দিলে মহাফল হইবে।’ সজ্জকে দিতে
বলিতেন না। যেহেতু নিজের প্রাধান্যতা তিনি এই সময়ে দেখাইলেন না,
তাহ সজ্জকে দেওয়াইলেন।

মহারাজ, তাহা নিজের অপ্রাধান্য হেতুও নহে, অফলের জন্যও নহে,
দাক্ষিণ স্বাধীনের অযোগ্যতা হেতুও নহে। অপিত তাহা মোগলের জন্য দয়া
করিয়া বলিয়াছেন, কারণ আমার অস্বত্বভাবন সজ্জ একই বচনে গৌরবাদিত
হইবে। তাই বিদ্যমান গুণ প্রকাশ করিয়া সজ্জকে দিতে বলিয়াছেন। যেমন
পিতা বর্তমান থাকিতে পুত্রের গুণ রাজ পরিষদের মধ্যে রাজার সমুদ্রে
ক্ষেত্র করিয়া থাকে। কারণ এখন পুত্রকে রাজকর্মে প্রতিষ্ঠিত করিলে
ভবিষ্যতে জনসভায় পূজিত হইবে। এইরূপ তথাপি সজ্জের ভবিষ্যৎ মঙ্গল
চিত্তা করিয়া সজ্জকে দান দিতে গৌতমীকে বলিয়াছিলেন। মহারাজ, কেবল
এই ‘বর্ষা চীবর’ দানে সজ্জ তথাপি হইতে বিশিষ্ট নহেন। যেমন
মাতাপিতা কুক্তকে উৎসাহের পরিমার্ণন ও হস্ত পদ প্রকাশান্বদি করিয়া
থাকে, তাহা হইলে কি বলিতে হইবে পুঁত্র মাতা-পিতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ? না
ভবনে। মাতাপিতাকে অনিচ্ছায় পুত্রের যাবতীয় কার্য করিতে হয়।
সেইরূপ, কেবল এই চীবর দানে তথাপি হইতে সজ্জ শ্রেষ্ঠ নহেন। কেবল
কর্তব্যের অনুরোধে তিনি অনিচ্ছায়ই সজ্জকে দেওয়াইলেন। যেমন
কোন পুরুষ রাজার জন্য উপটৌকন আনয়ন করিল। রাজা সেই উপটৌকন
তাহার ভূত্যদের কাহাকে বা পুরোহিতকে দেওয়াইলেন। তাহা হইলে কি মহারাজ, রাজা হইতে চাকর বা পুরোহিত শ্রেষ্ঠ হইবে? না ভবে। সেই পুরুষ রাজাকে ভক্তি করে ও রাজার দ্বারা পালিত। তাই তাহাকে রাজ উপাধীকন দিয়াছেন। এই প্রকারে কেবল ‘বর্ষাচিবর’ দানে সজ্জ তথাগত হইতে শ্রেষ্ঠ নহেন। সজ্জ তথাগতকে ভক্তি করেন; সজ্জ তথাগতের পালিত। তাই তথাগত সজ্জকে ‘বর্ষাচিবর’ দেওয়াইলাছিলেন। মহারাজ, তথাগতের এইরূপ মনে হইয়াছিল, যেহেতু সজ্জ প্রতিপূজার পাত, আমার সম্পত্তিদ্বারা সজ্জকে প্রতিপূজা করিব। তাই সজ্জকে ‘বর্ষাচিবর’ দেওয়াইলাছেন। কিন্তু মহারাজ, তথাগত নিজের জন্য প্রতিপূজার বর্ণনা করেন না। জগতে যাঁহারা প্রতিপূজার যোগ্য, তাঁহাদের জন্যই তথাগত প্রতিপূজার বর্ণনা করেন। দেবতাদের বুদ্ধ ‘মধ্যম নিকায়ের’ ধর্ম দায়িদ সূত্র বিবরণে অগ্রেছার গুণ কীভাবে করিয়া বলিয়াছেন—“আমার ঐ পূর্ব বর্ষিত ভিক্ষু পূজাতর ও প্রশংসতর।” এই জগতে তথাগত হইতে কোন সত্ত্ব শ্রেষ্ঠ নহে। সংযুক্ত নিকায়ে এক দেবপুত্র বুদ্ধের সমুখে থাকিয়া দেব-মনুষ্যদের মধ্যে বলিয়াছেন—

রাজগৃহে গিরিশেষ্ঠ বিপুল প্রধান
হিমবতে শ্যেতগিরি শ্রেষ্ঠ অতিশয়।
আকাশ মাঝারে তথা আদিত্য প্রধান।
উদিধি মাঝারে হয় সমুদ্র উত্তম।
চন্দ্রমা প্রধান হয় নক্ষত্র মাঝারে,
সেদেব লোকেতে তথা বুদ্ধই প্রধান।

মহারাজ, মানবগামী নামক সাই দেবপুত্র যে গাথা বলিয়াছেন, তাহা সুরীণা, দুর্গীনা নহে, সুভাষিতা দুর্ভাষিতা নহে। ভগবানও তাহা অনুমোদন করিয়াছেন। মহারাজ, ধর্ম সনাতন সারীপুত্র বলিয়াছেন নয় কি?
চিত্তের প্রসন্নভাব, কিংবা শরণ গমন;
অথবা অঞ্জলি মাত্র করে বুদ্ধে হেই জন;
মারবল বিনাশক বুদ্ধের প্রভাব বলে,
তরিতে পারিয়া সেই বীর্যের সাধন বলে।
ভগবান বলিয়াছেন-‘এই সময়ে একজন পুকুর বছরের হিত সুখার্থ দেব-মনুষ্যদের অর্থহিত সাধন মানসে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, তিনি কে? অহং সম্যক্সমুদ্র। সাধু ভদ্রে, নাগসেন ন।

গৃহী প্রজিত প্রশ্ন-মহামায়া

ভদ্রে, ভগবান বলিয়াছেন-‘ভিক্ষুগণ, আমি গৃহী ও প্রজিতকে যথাধর্ম আচরণ করিতে উপদেশ দিতেছি। যদি তাহারা প্রকৃত আরাধক হয়, কুশল ধর্ম জানিতে সমর্থ হইবে।’ ভদ্রে, শ্রেষ্ঠবর্গধারী কামভোগী গৃহী পুত্র কণ্যার জন্য ধর্মসাধনে অবসর পায় না, তাহারা কাশিক চদন লেপন করে, মালাগাম বিলেপন ধারণ করে, সোনা-রূপা গ্রহণ করে, মণি কনকযোগে বিচিত্র বেণী বাঁধিয়া থাকে, তাহারা এইরূপ বিলাস মগ্ন থাকিয়া কুশল ধর্মঞ্জলে যদি সমর্থ হয়, আর প্রজিত মহংকারের কেশ ছেদন করিয়া কায়া বস্ত্ৰ ধারণ করিয়া, ভিক্ষানে জীবনযাপন করিয়া, চারি শীলক্ষণ পরিপূর্ণ করিয়া, দেবুপাত শিক্ষাপদ প্রতিপালন করিয়া ও ধুতাঙ্গ ব্রত পালন করিয়া, কুশল ধর্ম লাভে যদি সমর্থ হয়, তাহা হইলে গৃহী প্রজিতের আর বিশেষত কি? এইরূপ হইলে তপাচরণ নিঃক্ষ, প্রবর্জ্যা গ্রহণ নির্ধ, শিক্ষাপদ পালনে ফল নাই, ধুতাঙ্গ ব্রত সম্পাদনে এত দুঃখ করিয়া কি ফল? সুখে থাকিয়া সুখ-ফল লাভ করা উচিত নহে কি?

মহারাজ, ভগবান যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্য। সম্যক্রূপে ধর্ম পালনই এখানে শ্রেষ্ঠতা। প্রজিত হইয়াও যদি ধর্ম পালন না করে, সে শ্রামণ্য ধর্ম হইতে দূরে বাস করে। সে ভ্রেত্রে ভাব হইতে দূরে বাস করে। গৃহীর কথা বা কি? গৃহী-প্রজিত উভয়ে ধর্ম পালন করিলে কুশল ফল লাভ করিতে সমর্থ হয়। প্রজিত শ্রামণ্যফল লাভের অধিকারী, প্রবর্জ্যার গুণ অন্ত্য, প্রবর্জ্যার গুণ কত তাহা কেহ পরিমাণ করিতে পারিবে না। যেমন মহারাজ কামদ মণির মূল্য নির্ধারণ করা কখনও সম্ভব নহয় না, অদ্রু প্রবর্জ্যাও অমূল্য। সমুদ্র তরঙ্গের পরিমাণ করা যেমন অসম্ভব, প্রবর্জ্যানার গুণের পরিমাণও অসম্ভব। প্রজিতের যে কোন কর্ত্তব্য কার্য শীঘ্র ফলপ্রসূ হয়। দেরী লাগে না। কারণ কি? প্রজিত অহংকাৰ, সসন্তোষ, প্রবিক্ক, অসংক্রিশ, দৃঢ়বীষ্টিরাপ্য, তৃষ্ণাহীন, অমায়, পরিপূর্ণশীল, সংযোগচারুমৃত, ধুতাঙ্গক্রক। সেই কারণে তাহাদের যেই কোন কার্য শীঘ্র
সম্পন্ন হয়, দেরী লাগে না। যেমন মহারাজ, প্রাপ্তিহীন সম সুবৌত ঋজু বিমল নারাচ শরদ্বারা সুসজ্জিত হইলে অব্যাহর্থ হয়, তেমন প্রবেশিতের যে কোন কার্য শীঘ্র সুসম্পাদিত হয়, দেরী লাগে না। সাধু ভক্তে, নাগসেন।

**দুঃখচর্চা দোষ প্রশ্ন-মীমাংসা**

ভত্তে, যখন বোধিসাত্ত্ব দুঃখ কার্য সাধন করিয়াছিলেন, তখন তাদৃশ আর কেহ করিতে পারে নাই। তাহার নিক্ষণে, ক্রেশ্যুদ্র, মৃত্যুৎসৈব্যবিদ্যমান, আহার গ্রহণ অতি দুঃখরভাবে সাধিত হইয়াছিল। এত চেষ্টা করিয়াও কিছু ফল না পাইয়া নৈরাশ্য চিতে তিনি বলিয়াছিলেন—“আমি এইরূপ কটুজনক দুঃখ কার্যস্ত কোন মার্গফল লাভ করিতে পারিলাম না। বোধিলভাবে অন্য কোন রাস্তা আছে কি? সেই পথে উৎকণ্ঠিত হইয়া অন্য রাস্তাদিবা তিনি সর্বজ্জতা জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন। অত্র তিনি আবার শ্রাবকদিগকে সেই দুঃখ কার্য সাধন করিতে উপদেশ দিলেন।

কর বীর্যের সাধনা বাহির হও সংসার হইতে,
বুদ্ধের শাসনে কর আত্মা সমর্পণ মুক্তি মার্গ পেতে;
ধুনে ফেল মৃত্যুৎসৈব্যব, হতী মর্দে নলাগার যেই মতে।

ভত্তে, সেই দুঃখ কার্যে তথাগত উৎকণ্ঠিত ও বিরক্ত হইয়াছিলেন, পুনঃ পুনঃ তিনি শ্রাবকদিগকে তাহার উপদেশ দিতেছেন, ইহার কারণ কি?

মহারাজ, তখনও, বর্তমানে সেই পশ্চা (প্রতিপদা)। সেই পশ্চাকে অবলম্বন করিয়া বোধিসাত্ত্ব সর্বজ্জতা জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। বোধিসাত্ত্ব অতিশয় বীর্যসহায়কের নির্বাতনপূর্বক আহারের মাত্রা ত্যাগ করিয়াছিলেন।

সেই অনাহারের দর্শন চিতের দুর্বলতা উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই দুর্বলতার দর্শন সর্বজ্জতা প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই। তিনি পরে প্রমাণ মত স্থল আহার (কবলীকারাহর) সেবন করিয়া সেই রাস্তা অবলম্বন অচিরেই সর্বজ্জতা লাভ করিয়াছিলেন। সেই পশ্চা সমস্ত তথাগতের সর্বজ্জতা লাভের উপায়।

মহারাজ, সমস্ত সত্ত্বের আহারই প্রধান অবলম্বন, আহার হেতুতে সমস্ত সত্ত্ব সুখানুভব করিয়া থাকে, এইরূপ সকল তথাগতগণের সর্বজ্জতা লাভেরাও সেই পশ্চা। তাহা বীর্য সাধনের, নিত্যমধ্যে, ক্রেশ্যুদ্রের দোষ নহে। সেই কারণে তথাগত সেই সমস্ত সর্বজ্জতা লাভ করিতে পারেন নাই, তাহা একমাত্র আহার বদ্ধ করার দোষে। সেই পশ্চা সর্বদা প্রশ্নীকৃত আছে।
রেমন মহারাজ, কোন পুরুষ যদি অতিবেগে পথ চলে, হয়ত সেই কারণে পক্ষায়ত্ব হইতে পারে, কৃত্তিক হইতে পারে, নচেৎ মাটিতে পড়িয়াও থাকিতে পারে। তাহা কি মাটির দোষ হইবে, যেহেতু তাহার পক্ষায়ত হইয়াছিল? না ভন্তে। মহাপৃথিবী সর্বদাই প্রক্ষ আছে, পৃথিবীর দোষই বা কি। সেইটা নিজের অতি চেষ্টার দোষে, তাহার যে এই পক্ষায়ত।
সেইপর তিনি যে সর্বজন্তালাভ করেন নাই। তাহা বীর্য সাধনাদির দোষে নহে, ইহা কেবল আহার ত্যাগের দোষে। নচেৎ জন্ম লাভের সেই পস্তা সর্বদা উন্মুক্ত আছে। যদি কোন পুরুষ ময়লা বস্তি পরিধান করে, তাহা সে দৌত না করিলে, ইহা জলের দোষ নহে। যেহেতু জল পরিষ্কার করণার্থ সর্বদাই প্রক্ষ আছে। তাহা পুকুরেরই দোষ। তদ্রূপ তাহা বীর্য সাধনাদির দোষ নহে। কেবল আহারের দোষে তিনি সর্বজন্তা লাভ করিতে পারেন নাই। নচেৎ সর্বজন্তা লাভের পস্তা সর্বদা প্রক্ষ আছে। এই কারণে তথাগত সেই গথেই শ্রাবকদিগকে চালিত করেন এবং বীর্যবান হইবার জন্য শিক্ষা দেন, কিন্তু মহারাজ, জন প্রদানের সেই পস্তা পরিণতাবে সর্বদা প্রক্ষ আছে। সাধু ভন্তে, নাগসনে।

হীনতা প্রাপ্তি এশ্ব-মীমাংসা

ভন্তে, তথাগতগণের শাসন, সার, বর, শ্রেষ্ঠ, প্রথম, অনুপম, পরিশ্রমে, বিমল, ব্যক্ত ও নির্দেশ। এমন বিশ্বাস শাসনে হইল গৃহীতিগতে প্রবৃজ্যা দেওয়া উচিত নহে। গৃহীত প্রথম একটি মার্গফলে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, যখন সে পুনরায় গৃহীতকে ফিরিয়া যাইতে না পারিবে, তখন তাহাকে প্রবৃজ্যা দিতে হইবে। দূর্জনেরা বিশ্বাস শাসনে প্রবৃজ্যা হইল পুনরায় সে প্রবৃজ্যা ত্যাগ পূর্বক হীনতা প্রাপ্ত হয়। তাহাদের প্রত্যাবর্তনে জনসজ্জেষ্ঠের এইরূপ বিতর্কজাত হয় যে, শ্রমণ পৌত্তলিক শাসনে কিছুতে সার নাই। নচেৎ প্রবৃজ্যা ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিল কেন? এই কারণে নানা কথা উঠিয়া থাকে।

মহারাজ, শুচি বিমল শীতল জলপূর্ণ একটি পুকুর আছে। কোন ব্যক্তি কর্মমাত্র শরীরে সেই পুকুরে আসিয়া পৌঁছিল। কিন্তু সেৰণ না করিয়া কর্মমাত্র শরীরে ফিরিয়া গেল। এখন মহারাজ, অপর লোকেরা ক্লিষ্ট ব্যক্তিকেই নিন্দা করিবে, না পুকুরকে নিন্দা করিবে? ভন্তে, ক্লিষ্ট ব্যক্তিকে
নিদা করিবে। কারণ সে পুকুরে যাইয়ান না করিয়াই কর্মানুষ্ঠান শরীরে ফিরিয়া আসিয়াছে। যেোন করিতে চাহে না, পুকুর কি স্যা তাহাকেোন করাইয়া দিবে? কাজেই পুকুরের কোন দোষ নাই। মহারাজ, এইরূপ তথ্যগত বিমূর্তগত শ্রেষ্ঠ জলপূর্ণ সন্ধর্মরূপ পুকুর নির্মাণ করিয়াছেন।

যাহারা ক্রেশমান ক্রিয়া সচেতন জানি, তাহারা এই পুকুরেোন করিয়া সমস্ত ক্রেশ দুঃখ প্রবাহিত করিবে। যদি কেহ সেই সন্ধর্মরূপ পুকুরে গিয়াোন না করিয়া সন্ধর্মরূপ প্রত্যাবৃত্ত হয় ও হীনত্বাভ প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই লোকেোরা নিদা করিবে। এই ব্যক্তি জিন্দাকেন প্রবর্তিত হইয়া তথ্য প্রতিষ্ঠা পাইল না, তাহী হীনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। যে এই ধর্মনীতি পালন করে না, জিন্দাকেন স্বয়ং কি তাহাকে সংশোধন করিবে? তাহা কখনও জিন্দাকেনের দোষ হইতে পারে না।

মহারাজ, যেমন কোন কুলি পীড়াহঁস লোক সুদক্ষ শল্য চিকিৎসক দেখিয়া চিকিৎসা না করাইয়া প্রত্যাবৃত্ত হয়, লোকেোরীকে নিদা করিবে? না বৈদ্যকে নিদা করিবে? ভবত, রোগীকে নিদা করিবে। কারণ, সুদক্ষ চিকিৎসক পাইয়াও সে চিকিৎসা করাইল না। রোগী চিকিৎসা না করাইলে বৈদ্য কি স্যা তাহার চিকিৎসা করিবে? ইহাতে বৈদ্যের কোন দোষ হইতে পারে না। এই প্রকার মহারাজ, তথ্যগত শাসনরূপ বাক্য সর্ব-ক্রেশ রোগহর অমূল্য ঐভাষ্য দালিয়া রাখিয়াছেন। যাহারা ক্রেশ এই প্রবাহ পীড়িত সচেতন জানি, তাহারা এই অমূল্য ঐভাষ্য পান করিয়া সর্ব-ক্রেশ-রোগ উপশম করিবে। যদি কেহ এই অমূল্য ঐভাষ্য পান না করিয়া সবাধি প্রত্যাবর্তন করে ও হীনত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই লোকেোরা নিদা করিবে।}

‘

এই ব্যক্তি জিন্দাকেন প্রবর্তিত হইয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে নাই, তাই হীনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। যে ধর্মনীতি মানে না, তাহাকে স্যা জিন্দাকেন সংশোধন করিবে কি? ইহাতে জিন্দাকেনের কোন দোষ নাই। যেমন মহারাজ, কোন কুথকৃত পুরুষ মহৎ অন্নতে যাইয়া না খাইয়াই সস্ফুর্ধ ফিরিয়া আসিল, এমতাবস্থায় লোকেো কুথকৃত কি নিদা করিবে, না অন্নতরে নিদা করিবে? তবে, কুথকৃতকে নিদা করিবে। এই প্রকার তথ্যগত শাসন-বাক্য পরম মধুর কায়গতামৃতি ভোজন রাখিয়াছেন, যে কোন জানি ক্রেশাকাশ তাহা ভোজন করিয়া কাম-রূপ-অরূপ ভবে যত তৃষ্ণা আছে, সমস্ত অপনান করিবে। যদি কেহ তাহা ভোজন না করিয়া ফিরিয়া
যায় ও হীনতা প্রাপ্ত হয়, তাহাকে লোকেরা নিন্দা করিবে। সেইরূপ জিনশাসনে প্রবর্তিত ব্যক্তি প্রবর্জ্যা তায়গ করিলে, জিনশাসন তাহাকে সংশোধন করিবে না। ইহাতে জিনশাসনের কোন দোষ নাই।

মহারাজ, তথাপি মার্গফলাদ্রী ব্যক্তিকেই কেবল প্রবর্জ্যা প্রদান করিবেন কেন? প্রবর্জ্যাইতি ক্রেশ দূর করে ও বিবেচন্তি দান করে। তাহাদের প্রবর্জ্যার কারণও বা কি? যেমন মহারাজ, কোন পুরুষ শত শত টাকা দিয়া একটি পুকুর খনন করাইয়া আদেশ করিল যে-কোন সংক্রিয় ব্যক্তি এই পুকুরে নামিতে পারিবে না, যাহাদের শরীরে ধূলা-কাদা নাই, পরিশুদ্ধ, বিমল তাহারাই নামিতে পারিবে। তেমন পরিশুদ্ধ ব্যক্তির পুকুরে আসার প্রয়োজন আছে কি? না ভবে। যে প্রয়োজনে পুকুরে আসার কর্তব্য ছিল, তাহা তাহার নাই। পুকুরে আসিয়া কি ফল? সেইরূপ মহারাজ, তথাপি যদি মার্গফলাদ্রী গৃহীতই কেবল প্রবর্জ্যা দেন, তাহা ত পূর্বেই সম্পাদিত হইয়াছে, প্রবর্জ্যা লাভের আর দরকারও বা কি!

যেমন মহারাজ, কোন সত্বারচ্ছ সংসারভুক্ত, শ্রীমন্ত মন্ত পদ্ধার সুদৃশ শল্য চিকিৎসক সর্দরগাহের ভীষণ সংঘাটন করিয়া পরিব্যয় কবে- কোন রোগী আমার নিকট আসিও না, যে নীরোগী সে আমার নিকট আসিবে। মহারাজ, নীরোগীর বৈদ্যের দরকার আছে কি? না ভবে। যেহেতু তাহার আসিবার যে প্রয়োজন ছিল, তাহা তাহার নাই। এই প্রকার মার্গফলাদ্রীর প্রবর্জ্যা প্রহণ করিবে কেন, তাহার কত্ত্বব্য যখন পূর্ণ হইয়াছে, আর প্রবর্জ্যার দরকারও বা কি!

যেমন মহারাজ, একজন পুরুষ শত শত পাত্র পূৰ্ণ ভাত আনিয়া পরিব্যয় কবেল-কোন মুখোমুখী আমার নিকট আসিও না, যাহারা উদর পূৰ্ণ ভোজন করিয়াছ তাহারা আসিবে। তাহা শুনিয়া কোন ভূত বক্তি ভোজন করিতে আসিবে কি? না ভবে। তাহার আসিবার কোন প্রয়োজন নাই। তেমন মার্গফলাদ্রী ব্যক্তির প্রবর্জ্যার কোন দরকার নাই।

মহারাজ, যাহারা প্রবর্জ্যা ত্যাগ করিয়া হীনতাভব প্রাপ্ত হয়, তাহারা জিনশাসনের পাঁচটি অনুসন্ধাট্য গুণ দেখিয়া থাকে। সেই পাঁচটি কি? শাসন ভূমির মহূর্তস্বর্ণ দর্শন, পরিশুদ্ধ বিমল ভার দর্শন, পাপবিয়ে অসংগর্ভ ভাব দর্শন, জানলাদের অসমর্থা ভাব দর্শন ও বিবিধ সংযমচরণ ভাব দর্শন। শাসন ভূমির মহূর্তস্বর্ণ ভাব দর্শন কিরূপ? মহারাজ, কোন দরিদ্র, হীনজাতি,
নিরাধ ব্যক্তি হঠাৎ মহৎ রাজ্য প্রাপ্ত হইলে অতিরিক্ত তাহার পতন হইয়া থাকে। সেই সুখ্যাতি, ঐশ্বর্য সে ধারণ করিতে পারে না। কি কারণে? মহৎ
ঐশ্বর্য লাভ হেতু। এই প্রকারের পুণ্যাহীন, নিরোধ ব্যক্তিরা শাসনে প্রবৃত্ত হইয়া প্রবর্জ্যায় শ্রেষ্ঠগণ ধারণ করিতে পারে না। তাহা অসহ্য হইয়া
অতিরে জিনশাসন হইতে ধার্মিক হইয়া যায় ও প্রবর্জ্যায় তাগ করে।

পরিণত বিমল ভাব দর্শন কিরূপ? যেমন মহারাজ, পদ্মদলে জল
পড়িলে তাহা ছড়াইয়া পড়িয়া যায়, এমন কি দলেও লাগে না। কি কারণে?
পদ্ম পরিণত ও বিমল বলিয়া। এই প্রকার যে কেহ শঠ, কুটীল, বিপ্রীতদশী জিনশাসনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, তাহারা পরিণত, বিমল, নিষ্ঠুর, স্বাভাবিক ও উত্তম শাসন হইতে অচিরেই বিদ্বত্ত হইয়া যায়, স্থির
থাকিতে পারে না, এমন কি শাসনে লাগিয়া থাকিতে না পারিয়া হীনত্ব প্রাপ্ত
হয়।

পাপবিষয়ে অসংসর্গ ভাব দর্শন কিরূপ? যেমন মহারাজ, মহাসমুদ্র
মৃত্যুতে সহিত বাস করে না। যাহা মহাসমুদ্রে মৃত্যু হয় তাহার শীতেই
কূলে উঠাইয়া দেয়। কি কারণে? মহাভূতগণের বাসভবন সমুদ্র বলিয়া।
এই প্রকার পাপী, কুক্ষিয়াশিল, হীন-বীর্য, অনাচার দদী, ক্ষত্রিয়
দুর্জন মনুষ্যগণ জিনশাসনে প্রবৃত্ত হইয়া অচিরেই অরহৎ বিমল কীনাসব-তন
হইতে বাহির হইয়া পড়ে, সঙ্গে বাস করিতে না পারিয়া হীনত্ব প্রাপ্ত হয়।

জানলেভের অসমস্ততা ভাব দর্শন কিরূপ? যেমন মহারাজ, যে কেহ
অপ্টু, অশিক্ষিত, বিদাহীন, সুখতিহীন, ধনুদর্শী লক্ষ্য স্তর করিতে না
পারিয়া চলিয়া যায়। কি কারণে? বালাদের সৃষ্টির পুরুষ না পারিয়া।
এই প্রকার অঙ্জনী, জ্যোৎকৃতি, মূর্খ, অলস ব্যক্তিগণ জিনশাসনে প্রবৃত্ত
হইয়া পর্যম সৃষ্টি সত্যবোধ করিতে না পারিয়া জিনশাসন হইতে চলিয়া
যায়, অচিরেই হীনত্ব প্রাপ্ত হয়।

বিবিধ সংস্মাচরণ ভাব দর্শন কিরূপ? যেমন মহারাজ, কোন পুরুষ
মহাযুদ্ধেরে উপস্থিত হইল। যেহেতু বিপুল সৈন্যরা তাহাকে চারিদিকে
ঘিরিতে লাগিল ও শেল হষ্টে জনসংখ্যা আসিল দেখিল, তখন সে তীব্র
হইয়া পলায়ন করিল। কি কারণে? বহুবিধ যুদ্ধের দিক রক্ষণ ভয়ে। এই
প্রকার যেই কোন অসাধু, লজ্জাহীন, দূষীল, চঞ্চল, বালজন জিনশাসনে
প্রবন্ধিত হয়, তাহারা বন্ধনী সিঙ্গাপুর রাজ্যে করিতে অসমর্থ হইয়া জিনশাসন হইতে পলায়ন করে, হীনতা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ চীরে তাগ করে।

মহারাজ, বেলফুলের ঝাড়ে কুমিল লাগিলে কোন কোন পুস্পের কলি সম্পূর্ণত হইয়া না ফুটিয়া ঝড়িয়া যায়, তাহাতে বেলফুলের কোন কম্পন নাই। সেই ঝাড়ে অপর নীরোগ পুস্পগুলির সুগঞ্জে চারিদিক ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। এই প্রকার যাহারা জিনশাসনে প্রবর্জিত হইয়া হীনতা প্রাপ্ত হয়, তাহারা জিনশাসনে কুমি-বিদ্ধ বর্ণ-গদ্ধবহত পুস্পের ন্যায় শীল-সৌরভবীন হয়, আর প্রসার লাভ করিতে পারে না। তাহাদের হীনতা তাব প্রাপ্তিতে জিনশাসন কমিত হয় না। যাহারা সুশীল ভিক্ষু তাহারা শীল-সৌরভে দেব-মনুযালোককে পরিব্যাপ্ত করিয়া থাকেন।

মহারাজ, নিরাময়ে লোহিত শালি ধারণের মধ্যে ‘কুম্ভক্র’ নামক এক শালিতৃত্ব উৎপন্ন হইয়া শালিগাছের ভিতরেই মরিয়া যায়। ইহাতে শালির কোন ক্ষতি হয় না। যেই শালিগুলি থাকে, তাহা পরে রাজতোয়ের উপযোগী হয়। এই প্রকার জিনশাসনে যাহারা প্রবর্জিত হইয়া হীনতা প্রাপ্ত হয়, তাহারা রত্নশালির মধ্যে ‘কুম্ভক্র’ তৃণ তুল্য জিনশাসনে প্রবর্জিত হইয়া হীনতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাহাতে জিনশাসনের কোন ক্ষতি হয় না। বরং যাহারা শীলবান, তাহারা অরহত ফল লাভের উপযুক্ত হন।

মহারাজ, কামদ মণির একপার্শ্ব যদি কর্কশ হইয়া থাকে, সেই কর্কশতাতাত্ত্বিক মণির্ল্যের কোন ক্ষতি হয় না। তন্মধ্যে যেই মণির্ল্য পরিশুদ্ধ তাহা জনসংখ্যার আনন্দ দান করিয়া থাকে। এই প্রকার যেই প্রবর্জিত হীনতা প্রাপ্ত হয়, সে কর্কশ মণির ন্যায় পর্যটন্ত বিশেষ। ইহাতে শাসনের কোন ক্ষতি নাই। বরং শীলবান ভিক্ষুরা জনসংখ্যার আনন্দ বর্ধন করিয়া থাকেন।

মহারাজ, খাটি লোহিত চন্দনের একপার্শ্ব পৃতিযুক্ত, সুগঞ্জীনী হইলে, ইহাতে লোহিত চন্দনের কোন ক্ষতি হয় না। যাহার সার সুগঞ্জ, তাহার চারিদিকে সুগঞ্জি ব্যাপ্ত করিয়া থাকে। এই প্রকার যেই প্রবর্জিতেরা হীনতা প্রাপ্ত হয়, তাহারা পৃতিযুক্ত সুগঞ্জীনী লোহিত চন্দন তুল্য, জিনশাসন হইতে তাহারা বর্ধিয়া। তাহাদের হীনতা প্রাপ্তিতে শাসনের কোন ক্ষতি হয় না। বরং শীলবান ভিক্ষু সদебলোককে শীলচন্দন সৌরভে অধিকতর পরিব্যাপ্ত করিয়া থাকেন। সাধু ভক্তে, নাগসেন।
অরহতের কায়িক চৈতন্যিক বেদনা প্রশ্ন-মীমাংসা

ভেদে, আপনারা বলিয়া থাকেন,-"অরহৎ কায়িক বেদনা অনুভব করিয়া থাকেন, চৈতন্যিক বেদনা অনুভব করেন না।" ভেদে, অরহতের চিত্ত যেই কাযাকে আশ্রয় করিয়া প্রবর্তিত হয়, সেই বিষয়ে অরহৎ কি অনধিকারী, স্বামী নহেন কিংবা বাধ্য নহেন কি? হই মহারাজ। ভেদে, ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে যে নিজের চিত্ত প্রবর্তমান, অথচ শরীরে অনধিকারী। ভেদে, পক্ষিও ত নিজের কুলায় বাস করিয়া, সে অধিকারী হইয়া থাকে।

মহারাজ, দশটি বৈধিক ধর্ম জন্ম জন্মান্তরে জীবনের অনুগামন করিয়া থাকে। সেই দশটি কি? শীত, উষ্ণ, কুষ্ঠা, পিপাসা, পায়খানা, প্রসার, আলসা-তপ্তর, জরা, ব্যাধি ও মরণ। এই দশটি ধর্ম অরহৎ অনধিকারী। ভেদে, কি কারণে অরহতের দেহ আদেশ প্রবর্তিত হয় না এবং অধিকারীও হয় না? সেই বিষয়ে আমাকে কারণ নির্দেশ করুন। মহারাজ, পৃথিবীর আশ্রিত যত সত্ত্ব আছে, সকলে পৃথিবীর আশ্রয়ে বিচরণ করে, বাস করে ও শীঘ্র কর্তব্য সম্পাদন করে। তাহা হইলে মহারাজ, পৃথিবীর কোন আদেশ তাহাদের উপর প্রবর্তিত হয় কি, আধিপত্য থাকে কি? না ভেদে। এই প্রকারের অরহতের চিত্ত কায়কে অনুরণ করিয়া প্রবর্তিত হয়, অথচ অরহতের কায়ে কোন আদেশ আধিপত্য প্রবর্তিত হয় না।

ভেদে, কি কারণে সাধারণ ব্যক্তি কায়িক, চৈতন্যিক দুইটি বেদনা অনুভব করে? মহারাজ, সাধারণের (পৃথিবীর) চিত্ত অভাবিত। তাই কায়িক, চৈতন্যিক বেদনা অনুভব করিয়া থাকে। যেমন মহারাজ, শুধু আন্তঃপুর্ণ দূরবর্তন সামান্য তৃণ-লতায় আবদ্ধ হইয়া থাকে। যখন সেই গরু কৃষিত হয়, তখন সেই তৃণ-লতাসহ প্রস্তান করিয়া থাকে। এই প্রকারের অভাবিত চিত্ত ব্যক্তির বেদনা উৎপন্ন হইয়া চিত্ত কৃষিত হইয়া থাকে। চিত্ত কৃষিত হইলে কায় নমিত ও পরিবর্তিত হয়। তৎপর অভাবিত চিত্ত ভয় পায়, শঙ্ক করে ও তৈরিরসর্বত্ম স্বাভাব করিয়া থাকে। ইহাই একমাত্র কারণ।

কি কারণে অরহৎ কায়িক বেদনা অনুভব করেন, চৈতন্যিক বেদনা অনুভব করেন না? অরহৎ সুভাবিত চিত্ত, তাহারা দান, সুদান, সুবাধ্য। তাহারা দৃঢ় বেদনায় স্পৃষ্ট হইলে, অনিত্য বলিয়া দৃঢ় ধারণা করেন। সমাধিপ্রাপ্ত চিত্তকে বাণিজ্য থাকে। তাহাদের সেই চিত্ত সমাধিপ্রাপ্ত বাণিজ্য অধিকারাধিকার সমাধিপ্রাপ্ত চিত্তকে বাণিজ্য থাকে।

"দৃঢ় ধারণা করেন, সমাধিপ্রাপ্ত চিত্তকে বাণিজ্য থাকে। তাহারা দৃঢ় ধারণা করেন।"
পড়ালে কম্পিউট হয় না। স্থিতভাবে থাকে। এদিক ওদিক যায় না।
তাহাদের বেদনা বিকার বিকাশিতবলে কায় নমিত ও সংপরিসর্থিত হয়
ইহাই একমাত্র কারণ।

ভন্তে, জগতে ইহা বড়ই আশ্চর্য যে, কায় চালিত হইলেও চিন্ত চালিত
হয় না। সেই কারণ আমার নিদেশ করন। রোমন মহারাজ, শাখাপ্রস্পন্ন বৃহৎ বৃক্ষের শাখা বায়ুবেগে কমিত হয় বটে, তাই বলিয়া
গাছের কঁদটি কাপে কি? না ভন্তে। সেইরূপ অসম্ভবের বৃক্ষ-কঙ্কা তুলন চিত্ত
কমিত হয় না। শাখারূপী কায় চালিত হয় মাত্র। আশ্চর্য ভন্তে, নাগসন।
অতুভ ভন্তে, নাগসন। এইরূপ সর্বকালিক ধর্ম প্রাপ্ত আমার দেখা নাই।

পরাজিত গৃহীর ধর্মলাভ অন্তরায় প্রশ্ন-মীমাংসা

ভন্তে, ইহলোকে যেই কোন গৃহী যদি “পারাজিক”+ পাপ করিয়া থাকে,
সে অপর সময়ে যদি পূজিত হয়, নিজেও সে যদি না জানে ‘আমি গৃহী
“পারাজিক” পাপ করিয়াছি’ অন্য কেহ যদি তাহার পাপ সম্বন্ধে না বলে,
সে পূজিত হইয়া ভালরূপে যদি ধর্মাচরণ করে, সে মার্গ-ফলাদি লাভ
করিতে পারিবে কি? না মহারাজ। কি কারণে? মার্গ-ফলাদি লাভ করিবার
তাহার যে হেতু ছিল, তাহার উহা সমুচ্ছিন্ন হইয়াছে। সেই কারণে
মার্গফলাদি প্রাপ্ত হইবে না।

ভন্তে, অপনারা বলেন—যে জানে তাহার সন্দেহ ও অনুতাপ হয়,
সন্দেহ থাকিলে জান লাভে আবরণ হয়। আবৃত চিত্তে মার্গ ফলাদি লাভ
হয় না। এই ব্যক্তি তাহার পাপ সম্বন্ধে জানে না, উহাতে তাহার সন্দেহও
নাই, অথচ সে শাস্ত চিত্তে বাস করে, কি কারণে মার্গ ফলাদি লাভ করে
না? এই প্রশ্ন বিষমভাবে চলিতেছে, চিত্তা করিয়া উত্তর প্রদান করন।
মহারাজ সুকৃতিতে সুকুললম্ভযুক্ত ক্ষেত্রে যদি সারদ বীজ সুন্দরমাত্র বপন
করা যায়, গজাইবে কি? হাঁ ভন্তে। আচ্ছা, যদি সেই বীজ নিশ্চিত পাপাণে
বপন করা যায়, গজাইবে কি? না ভন্তে। মহারাজ, কি কারণে সেই বীজ

+ মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, অরহত্যা, বৃক্ষচরণ হইতে রক্তপাত, মিথ্যাদৃষ্টি ও সন্ত্রুদ্ধ, 
এই ছয়টি মহাপাপ যে গৃহী করে, তাহার “পারাজিক” পাপ হয় অথাং সে গৃহীর্ধর্ম
হইতে পরাজিত হয়।
কলামে গজায়? আর কি কারণে নিরেট পাষাণে গজায় না? ভতে, নিরেট পাষাণ বীর্জ গজাইবার উপযুক্ত ক্ষেত্র নহে, অনুপযুক্ত (অহেতুক) ক্ষেত্র বলিয়া বীর্জ গজায় না। এই প্রকার মার্গফলাদি লাভ করিবার তাহার যাহা হেতু আছে; সেই হেতু তাহার সমুচিত্ত্ব হইয়াছে। হেতু না থাকিলে মার্গফলাদি লাভ হয় না। মহারাজ, দও-চিল-লওড় মুকার পথিকীতে স্থান পাইয়া থাকে, গগনে তিথিতে পারে কিয়া না ভতে। কি কারণে? আকাশ উহাদের অস্থান বা অহেতু। এই প্রকার তাহার সেই পাপানুষ্ঠানে মার্গ-ফলাদির হেতু সমুচিত্ত্ব হইয়াছে।

যেমন মহারাজ, আঁধার স্থলেই জালে, জলে জালে কিয়া না ভতে, কি কারণে? জল অন্ধ্র স্থান নহে। হেতু হীন বলিয়া জলে জালে না, এই প্রকার তাহার সেই পাপানুষ্ঠানে মার্গফলাদির হেতু সমুচিত্ত্ব হইয়াছে।

ভতে, পুনরায় আপনি এই অর্থ চিন্তা করুন। এই উদ্ভাব আমি বুঝিতে পারিলাম না। যদি জানা না থাকে, সেন্দ্রের বা থাকে অথচ আবরণ হয়, ইহার কারণ দেখাইয়া আমাকে বুঝাইয়া দেন। মহারাজ, বিষ না জানিয়া খাইলে জীবন নষ্ট করে কিয়া হইলাম। এই প্রকার না জানিয়া পাপ করিলেও মার্গ-ফলাদি লাভের অন্তরায় হয়। যেমন মহারাজ, না জানিয়া অন্ধ্র আক্রমণ করিলে পোড়া যাইবে কিয়া? হইলাম। এই প্রকার অজ্ঞানে পাপ করিলেও মার্গ-ফলাদি লাভ হয় না। মহারাজ, না জানিয়া সাপে কামড়াইলে জীবন নষ্ট হইল কিয়া। হইলাম। এই প্রকার অজ্ঞানে পাপ করিলেও মার্গ-ফলাদি লাভ হয় না। মহারাজ, শ্রমণ কুলক্ষ কলিঙ্গরাজ সম্প-হস্ত-পরিকীর্ণ হতীরস্তে আরোহণ করিয়া কুলদর্শনার্থ আকাশ পথে গমন করিলেন। তিনি জানিয়া না যে, নীচে বোধি-মণ্ডপ আছে। অথচ উপরদিয়া গমন করিয়া পারিলাম না। ইহাই মহারাজ, প্রধান কারণ যে, অজ্ঞানে পাপ করিলেও মার্গ-ফলাদি লাভ হয় না। ভতে, এই সব কারণ জিন-ভাষিত, কিছুতেই নিবারণ বা উপেক্ষা করা চলে না। আমি ইহার এইরূপ অর্থ ধারণা করিলাম।

শ্রমণ ও গৃহী দুঃশীল প্রশ্ন-মীমাংসা

ভতে, গৃহী দুঃশীল ও শ্রমণ দুঃশীলের মধ্যে প্রশ্ন কি? দেখিতে পাই-উভয়ের সমগতি, সমবিপাক; ইহা কিনা অন্য কোন কারণে আছে কি?
মহারাজ, গৃহী দৃঢ়শীল অপেক্ষা শ্রমণ দৃঢ়শীলের দশটি গুণ বেশী। দশবিধ কারণে অতিরিক্তভাবে দক্ষিণা বিশ্বাহিত হইয়া থাকে। সেই দশটি কি? শ্রমণ দৃঢ়শীলের বুদ্ধ-ধর্মোদ্ভিদ প্রতি ভক্তি হয়, স্বর্ণকলার প্রতি গৌরব-শীল হয়, পালি আবৃত্তিতে ও অর্থ জিজ্ঞাসায় চেষ্টা করে, শ্রবণবস্ত হয়, শীল ভগ্ন করিলেও সভায় সমিতিতে ভুত প্রদর্শন করে, নিদর ভয়ে কায়-বাক্য সংযম করে, ধ্যানের দিকে চিত্ত রমিত হয়, ভিক্ষু বলিয়া স্বীকৃত করে, পাপ করিলেও গৌরবে আচরণ করে, যেমন স্বামী না জানে মত প্রিয়োকরা গৌরবে পাপানুষ্ঠান করে, এই প্রকার গৌরবে পাপাচরণ করে। কোনো দশটি কারণে অতিরিক্ত দক্ষিণা বিশ্বাহিত করে? অপবাদ কবর বা চীবর ধারণে, ঋষি শ্রমণ জনলিপ্ত মস্তক মুগ্ন ও বন্ধ ধারণে, সত্য-শাশ্ত্রে প্রবেশ কারণে, বুদ্ধ ধর্মোদ্ভিদয়ে শরণাগমনে, ধ্যানশায় কুটিরে বাসের কারণে, জিন্তালে ধনান্তরের কারণে, শ্রেষ্ঠধর্ম দেশনার কারণে, ধর্মজ্ঞান প্রতিহরুর অবলম্বনে, অহরুড়বলিয়া একাদশ ঋষু দ্বিতীয় কারণে ও উপাসন সমাদান কারণে দক্ষিণা বিশ্বাহিত করে। মহাভাষায়, শ্রমণ দৃঢ়শীল সুবিপন্ন হইলেও দায়কৃপণের দক্ষিণা বিশ্বাহিত করিয়া থাকে। যেমন প্রবভামান জল ধূলী কণা অপরিমাতে করে, তেমন শ্রমণ দৃঢ়শীল হইলেও দায়কৃপণের দক্ষিণা বিশ্বাহিত করে। যেমন মুষ্ট গরম জলও মহাঅগ্নিভক্তকে নিবাহিয়া দেয়, যেমন ভোজ্যক্রবি বিরক্ষ হইলেও কষ্ঠী দূরবলতা দূরীভূত করে। এই প্রকার দৃঢ়শীল শ্রমণোরাই দায়কৃপণের দক্ষিণা বিশ্বাহিত করে। তাই দেবাতিতে বভগবান ‘মজ্জিম নিকায়ে’ দক্ষিণা বিভূষণ সুতে প্রকাশ করিয়াছেন—

সুপ্রসন্ন মনে আর ধর্মলঘু বস্ত্র
কর্মফলে বিশ্বাসিয়া যেই শীলবান
দৃঢ়শীলের করে দান উদার হদয়ে,
তাহার দক্ষিণা সেই দাতার শীলতে
হইবে বিশ্বুক। ভাসে—বুদ্ধ ভগবান।”

ভঙ্গে, বড়ই আচর্য, বড়ই অমূহ, যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, তাহা আপনি উপমা কারণদ্বারা প্রকাশ করিয়া অমূহ দান করিলেন ও শ্রবণপ্রযোগী করিলেন। যেমন পাচক ও পাচকের শিষ্য তখনই মাস্ন পাইয়া নানা বিধ সত্ত্বে সম্প্রদায়পূর্বক রাজার ভোজনযোগ্য করে, তেমন আপনিও সুকারণ নির্দেশ করিয়া ধর্ম্মমৃত বর্ণণ করিলেন।
জলজ সমুদ্র-জীব প্রাণ-মীমাংসা

ভবতে, এই জল অগ্নিতে উত্তপ্ত করিলে চিত্ত চিত্ত করিয়া বহুবিধ শনি করিয়া থাকে। কেমন জলের জীবন আছে কি? ত্রীঢ়া করিয়া শনি করে, না অন্য কেহুয়া প্রতিরোধিত হইয়া করে? মহারাজ, জলের জীবন নাই। জলে জীব, সত্য কিছুই নাই। কেবল অগ্নির তেজে অতিশয় উত্তপ্ত হইয়া জল চিত্ত চিত্ত করিয়া বহুবিধ শনি করিয়া থাকে। ভবতে, দেখা যায়, কোন কোন তৈমিকগণ জল জীবিত বলিয়া শীতল জল ব্যবহার করে না, উষ্ণ জলই পরিভাষা করিয়া থাকে। তাহারা আপনাদিগকে নিস্তা করিয়া থাকে যে-“শাক্যগুপ্তীয় শ্রুম্পন্ত একেবারে জীবকে নিষ্পীড়ন করিয়া থাকে, তাহাদের সেই নিম্নাকার বিদ্যমান করণ। মহারাজ, গত্র, সরোবর, হৃদ, তড়াগ, কন্দর, প্রদর্শ ও কূপ শিত জল অতিশয় বায়ু, মৌলভ্রমে পরিক্ষয় বা শূন্ত হইয়া থাকে। তখন কি জল বহুবিধ শনি করে? না ভবতে। মহারাজ, যদি জলের জীবন থাকিত, তখনও শনি করিত। এই কারণে জানিবেন যে, জলে সত্য, জীব কিছুই নাই। কেবল অগ্নির ভীষণ উত্তপে শনি করিয়া থাকে।

মহারাজ, আরও একটি কারণ শ্রবণ করুন। জল-তঙ্গ মিশাইয়া একটা ভাজন লওয়া হইল, তাহা ঢাকনা দিয়া চুল্লীর উপর যদি স্থাপিত না হয়, তাহা শনি করে কি? না ভবতে। যেই রূপ রাখা হইয়াছে সেই ভাবেই অচল থাকে। আচ্ছা, যদি সেই সত্যঙ্গ জলের ভাজনটি অগ্নি জালিয়া চুল্লীর উপর দেওয়া হয়, তখন অচলভাবে থাকিতে পারিবে কি? না ভবতে। তাহা চালিত, ফুটিত, লুটিত ও আবিষ্ট প্রাপ্ত হইবে, সিদ্ধ হইতে থাকিবে, উঠি, অধ ও দিক-বিদিকে গমন করিবে। বাহিরের দিকে উতরাইয়া যাইবে ও ফেনমালি হইবে। কেন মহারাজ, সেই প্রাকৃতিক জল ত অচল থাকে? কেন আনন্দ দিলে জল পরমে উতরাইয়া যায়? ভবতে, প্রাকৃতিক জল স্থির থাকে, আনন্দে দিলে উত্তপ্ত বিধায় বিবিধ শনি করে। তাহা হইলে এই কারণে জানিবেন যে, জলে জীব, সত্য কিছুই নাই, কেবল অগ্নির ভীষণ উত্তপে শনি করে।

মহারাজ, আরেকটি কারণ শ্রবণ করুন। প্রাত্যক ঘরে পাত্রে করিয়া জল ঢাকিয়া রাখা হয় ত? হা ভবতে। সেই জল চালিত হয় কি, কিংবা উতরাইয়া
যায় কি? না ভবে। এই পাতাহিত জল স্বর্নভাবেই থাকে। মহারাজ, আপনি শিল্পিকার কি মহাসমুদ্রের জলে তরঙ্গ হয়, এদিক ওদিক চালিত হয়, ফেনা হইয়া যায়, জল বাঁধে বেলাভূমিকে প্রহার করে ও বিবিধ শব্দ করে? হাঁ ভবে। আমি শিল্পিকা ও স্বচ্ছতা দেখিয়াছি। এমন কি সমুদ্রের জল ১০০ / ২০০ হাত গরমের দিকে লাফাইয়া উঠে। কি কারণে মহারাজ, পাতাহিত জল ঐরূপ করে না? মহাসমুদ্রের জল কেন শব্দ করে? ভবে, তাহা প্রবল বাতাসের জোরে ঐরূপ করিয়া থাকে, পাতাহিত জলে তেমন কোন আঘাত লাগে না, তাই শব্দ করে না। সেইরূপ বায়ুেরে জলে শব্দ হয়, তেমন অগ্নিতেজেও জলে শব্দ হয়।

মহারাজ, শুধু ত্রৈরী-পূর্বর শুধু গোচর্মে আবৃত করে কি? হাঁ ভবে।
ভুরীতে কোন জীব, সত্ত্ব আছে কি? না ভবে। তবে মহারাজ, ত্রৈরী শব্দ করে কেন? ভবে, কোন ত্রৈরী-পূর্বরের চেটা বলে। যেমন মহারাজ, ত্রৈরী-পূর্বরের চেটায় ভুরী শব্দ করে, তেমন অগ্নিতেজ জলেও শব্দ করে। এই কারণে জানিবেন-জলে, সত্ত্ব, জীব কিছুই নাই।

মহারাজ, এখন আমারও কিছু আপনাকে জিজ্ঞাসা করিবার আছে, তাহা হইলে এই প্রশ্ন সুনীমাংসা করা হইবে। কেমন মহারাজ, সকল ভাজনে জল গরম করিয়া শব্দ করে কি? না কোন কোন ভাজনে? ভবে, সকল ভাজনে শব্দ করে না। কোন কোন ভাজনে শব্দ করে। তাহা হইলে আপনার কথা তাগ করিলেন, আমার বিষয়ে আলিয়া পড়িলেন। জলে সত্ত্ব, জীব নাই। যদি সমস্ত ভাজনে জল গরম করিয়া শব্দ হইত, তাহা হইলে বলিতে পারিতেন, জলে জীবন আছে। মহারাজ, জল দুইটি হইতে পারে না, যাহা শব্দ করে, তাহা জীবিত, যাহা শব্দ করে না, তাহা মৃত। যদি জলে জীবন থাকিত, যখন হাতি শৌষুণ্ডোগে মুখে জল সেচন করে, সেই জল উদরে প্রবিষ্টকালে দাঁতের চাপা পড়িলে নিশ্চয় শব্দ করিত। একত্র হাত দীর্ঘ মহানোন্ন বহুসহস্রা তার পূর্ণ করিয়া যখন মহাসমুদ্র দিয়া গমন করে, তখন নৌকার চাপে জলে শব্দ হইত। বহুতল যোজন তিমিন্দল, তিমিপিঙ্গল মহামাংসা মহাসমুদ্রের ভিতর ভূবিয়া আছে, মহাজলধারা সে অট্টকাট্টা রাখে, তাহার দাঁতের মধ্যে ও উদরের মধ্যে যে জল চাপিয়া প্রবেশ করে, তাহাতেও শব্দ হইত। এইরূপ মহা মহা নিষ্পীড়নেও জল শব্দ করে না, তাই জলে সত্ত্ব, জীব নাই এইরূপ ধারণা।
করুন। সাধু ভত্তে, নাগসেন। দেশাগত এই প্রশ্ন উপযুক্তভাবে বিভাগ করিয়া দেখাইলেন। যেমন মহামূল্য মণির্কুল সুদক্ষ আচার্যকে পাইয়া কীর্তি-শ্রীমান্তা লাভ করে, মোক্ষকের হাতে মুক্তিরদ, বন্ত্র ব্যবসায়ীর হাতে বন্দ্রাত, সুগন্ধ ব্যবসায়ীর হাতে লোহিত চন্দন কীর্তি-শ্রীমান্তা লাভ করে, তেমন এই প্রশ্ন আপনি সুন্দর মতে বিভাগ করিয়া দিলেন। আমি ইহার অবনত শিরে প্রশ্ন করিলাম।

নিঃপ্রপঞ্চ প্রণীত-মীমাংসা

ভত্তে, ভগবান বলিয়াছেন—‘ভিক্ষুষণ, নিঃপ্রপঞ্চে রমিত হো ও উহাতে রতি উৎপন্ন করিয়া বাস কর।’ সেই নিঃপ্রপঞ্চ কি? গ্রাহাতাপি, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অরহৎফল। ভত্তে, যদি এই চারিটি ফল প্রপঞ্চ-বিহীন হয়, তাহা হইলে কি কারণে ভিক্ষুরা সুত্ত, গোত্ত্য, বৈষ্ণবকুরণ, গাথা, উদান, ইতিরক্তকৰ, জাতক, অদ্রু ধর্ম ও বেদব্য এই নবাঙ্গ শাস্তা শাসনের পালি শিক্ষা করিয়ান্তে ও অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়ান্তে এবং গৃহবর্তনে নবক্র উপদ্রব হইবে। দান-পূজায় উপদ্রব ভোগ করিবেন। তাঁহারা কি বুদ্ধ প্রতিক্ষিত কর্ম করিয়েছেন না? মহারাজ, যাঁহারা এই নবাঙ্গ শাস্তা শাসননিমিত্তুক্ত উপদ্রব হইতেছেন, তাঁহারা এই মার্গর্থে প্রাধান্য জন্যই করিয়েছেন। মহারাজ, যাঁহাদের ব্যাধ পরিশুদ্ধ, পূর্ব পূর্ব জন্য হইতে পারমাণ্ডুর পূর্ণ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা একত্রিতকরণেই মার্গর্থ লাভ করিয়া থাকেন। যেই বিভিন্নদের তৃষ্ণা অধিক, তাঁহারা সেই সদনুষ্ঠাননিমিত্ত অনুযায়েম মার্গর্থ লাভ করিয়া থাকেন। যেমন মহারাজ, কোন পুরুষ ক্ষেত্রে বীজ রোপণ করিয়া নিজের বাহুবলে যে রা দিয়াই ধাত্র লাভ করে, অন্য পুরুষ ক্ষেত্রে বীজ রোপণ করিয়া বন হইতে কাঠাদি আনিয়া যেরা প্রদানপূর্বক ধাত্র লাভ করে। যেখানে যেরা দেওয়া যে কার্য, তাহা কেবল ধাত্র লাভের জন্যই দেওয়া হয়, এই প্রকার পুরুষ পারমাণ্ডু বক্তিগণই মার্গর্থ লাভ করেন, যেমন যেরা না দিয়া ধাত্র লাভের ন্যায়। আর অন্য বক্তিগণের বিবিধ সদনুষ্ঠান করিয়া মার্গর্থ লাভ করে। যেমন যেরা দিয়া ধাত্র লাভের ন্যায়।

যেমন মহারাজ, এক বৃহৎ আত্মারক্ষকের অভ্যাগে ফলপিপুল আছে। কোন ঋষিমান আকাশপথে আসিয়া আঁক নিয়া গেলেন, আর যাহার ঋষিদ্বার নাই,
সে কাছে লতা কাটিয়া আনে, সিঁড়ি বাঁধে, সেই সিঁড়িযোগে গাছে উঠিয়া অম্বা আহরণ করে। এই যে সিঁড়ি অভ্যেষণ, তাহা আত্মফলের জন্য, এই প্রকার লক্ষিমানেরা পূর্ব পারমী ব্যক্তি তুল্য, আর সিঁড়ি অভ্যেষণকারী বিবিধ সন্দুষণকারী তুল্য জানিবেন।

যেমন মহারাজ, কোন অর্থ প্রতাপাশী ব্যক্তি একক্ষী স্বামীর নিকট গমন করিয়া স্বীয় কার্যদ্বারা অর্থ সংগ্রহ করে, আর একজন ধন্যালোক ধনবলে পরিষদ বাড়াইয়া পরিষদের দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করে, এখানে একমাত্র অভ্যেষণ অর্থের জন্য। এই প্রকার পূর্ব ব্যক্তি মার্গফল লাভের ন্যায়। দ্বিতীয় ব্যক্তি বিবিধ সন্দুষণকারী ন্যায়।

মহারাজ, পালি আবৃত্তি করা যেমন বহু উপকার; অর্থ জিজ্ঞাসা করাও তেমন বহু উপকার। সেইরূপ প্রায়োজন অনুসারে, নবকর্ম, দান ও পূজানুষ্ঠান বহু উপকার। যেমন রাজ-সেবক, কার্যকর্ম, অমাত্য, ভূত্য, নৈন্য, দৌরারিকাদি পরিষদবর্গ যখন যে কার্যের দরকার হয়, তখন সকলে উপকারে লাগিয়া থাকে। এই প্রকার শিক্ষা-পূজাদি পুন্যাকাজফ্রী বহুই উপকারিত।

যদি মহারাজ, সকলেই পরিশুদ্ধ সত্য হইত, তাহা হইলে অনুশাসকের প্রয়োজন হইত না। মহারাজ, ধর্ম শ্রবণ করা অতিশয় কর্তব্য কার্য। সার্বপ্রথম স্বত্বের অপরিমিত অসংখ্য কল্প ধরিয়া কৃষি সংযোগ করিয়াছেন এবং জান লাভের চরম সীমা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনিও বিনা শ্রবণে আসক্ত ক্ষয় করিতে সমর্থ হন নাই। সেই কারণে ধর্ম শ্রবণে বহু উপকার। সেইরূপ পালি আবৃত্তি করণে ও অর্থ শিক্ষায় মার্গফল লাভ করিতে সমর্থ হয়। অত্যন্ত এই সূক্ষ্মাঙ্গিত প্রশ্নের আমি অবনত মন্ত্রে একাদে।

গৃহী অরহৎ প্রশ্ন-মীমাংসা

ভবন্ত, আপনারা বলিয়া থাকেন–যিনি গৃহী অবস্থায় অরহত্ত ফল প্রাপ্ত হইবেন, সেই দিনই তাহাকে প্রবেশ নিতে হইবে, নতুন পরিনির্বাণ লাভ করিতে হইবে। সেই দিন তিনি দুইটির অন্যতম করিতে পারিবেন না। ভবন্ত, যদি তিনি সেইদিন আচার্য, উপাধ্যায় কিংবা পাত্র-চীবর লাভ না করেন, তাহা হইলে নিজেই প্রবেশ প্রাপ্ত করিতে পারিবেন কি? অথবা
সেইদিন অতিক্রম করিতে পারিবেন কি? নচেৎ অন্য কোন আশ্বিমান অরহৎ
আসিয়া হাঁকাকে প্রবর্জ্যা দিবেন বা পরিনিব্বাঙ্গ লাভ করিবেন কি? মহারাজ, 
অরহৎ স্বয়ং প্রবর্জ্যা হইতে পারেন না। স্বয়ং প্রবর্জ্য হইলে চুরি
অপরাধে অপারাধী হইবেন। অথচ সেইদিনও অতিক্রম করিতে পারিবেন 
না, অন্য অরহৎ আসুন বা না আসুন সেই দিনেই পরিনিব্বাঙ্গ প্রাপ্ত হইবেন।
ভবে, তাহা হইলে অরহত্তের বিদ্যমানতা দূরীভূত হয়। যাহা প্রাপ্তে 
জীবনলীলা সম্বন্ধ করিতে হয়। মহারাজ, গৃহী-বসন (চিহ্ন) বিসম। বিসম 
বসন দুর্বল হেতু অরহৎ ফল প্রাপ্ত হইলে গৃহীকে সেইদিন প্রবর্জ্যা নিতে হয় 
নতুনে পরিনিব্বাঙ্গ লাভ করিতে হয়। তাহা অরহতের পকে দোষাবহ নহে।
গৃহী-বসনেরই দোষ। কারণ গৃহী-বসন দুর্বল বলিয়া। যেমন মহারাজ, 
ভোজন সকল প্রাণীর আয়ুপালক ও জীবনরক্ষক, অথচ বিরুদ্ধ ভোজন
হইলে সুন্নতাবে প্রাণি রোগে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। তাহা কিন্তু ভোজনের 
দোষ নহে। পাকহীরই দোষ। কারণ উদারগী দুর্বল বলিয়া। এই প্রকার 
বিসম চিহ্নে অরহৎ গৃহী-বসনে অরহত্ত-ভার ধরে না; হয় প্রবর্জ্যা, নয় 
পরিনিব্বাঙ্গ লাভ অনিবার্য হয়। ইহু গৃহী-বসনেরই দোষ। যেমন মহারাজ, 
সামান্য তৃণ শলাকার উপর যদি একখানা তারী পাষাণ রাখা যায়, তাহায় 
পাষাণচাপে ভাঙিয়া যাইবে। এই প্রকার অরহৎ ফল প্রাপ্ত হইলে গৃহী-বসন 
আর অরহত্ত-ভার ধ্রান করিতে পারে না, তাই সেই দিবসে হয় প্রবর্জ্যা, 
নয় পরিনিব্বাঙ্গ লাভ নিষ্ঠার হয়। যেমন দুর্বল, দীর্ঘজাতি, অধূর্ঘ বাক্তি 
মহারাজতৃ পাইয়া ক্ষণেকের মধ্যে তাহার পতন হইয়া যায়, সেই ঐশ্বর্যভাব 
সে ধ্রান করিতে পারে না, এই প্রকার গৃহী-বসনের উপর অরহত্ত-ভার 
তিন্ন না। সেই দিবসে হয় প্রবর্জ্যা, নয় পরিনিব্বাঙ্গ লাভ করিতে হয়। সাধু 
ভবে, নৈবেদ।

অরহতের স্মৃতি-বিহূল প্রশ্ন-মীমাংসা

ভবে, অরহতের স্মৃতি-বিহূলতা আছে কি? না মহারাজ। তাহারা পাপ 
(আপত্তি) প্রাপ্ত হন কি? ইহা মহারাজ। কোন বিষয়ে? কুটিকার, সংহরিত, 
বিকালে কালসংজ্ঞা, প্রবর্জ্য হইয়া অপবারিত সংজ্ঞা ও অনিন্তিকে 
অতিরিক্ত সংজ্ঞা শিক্ষাপদ। ভবে, আপনারা বলিয়া থাকেন, যাহারা পাপ 
করে, দুইটি কারণেই করিয়া থাকেন-অনাদরে ও অজ্ঞানে। ভবে,
লোকে নাসিভাব প্রশ্ন-মীমাংসা

ভেদ, এই জগতে বুদ্ধ, পচেচে বুদ্ধ, তথাগত-শাক্ত চক্রবর্তী রাজা, প্রদেশরাজা, দেব-মনুষ্য, ধনী, দরিদ্র, সুগতিপ্রাপ্ত, দুর্গতিপ্রাপ্ত সত্রু, পুরুষের শ্রীত্র প্রাপ্তি, শ্রীর পূর্বষ্ট্ট প্রাপ্তি, সুকৃত দুর্বল কর্ম, পাপ-পূণ্য কর্মসমূহের ফলভোগী জীব দেখা যাইতেছে। এই জগতে অওজ, জরায়ুজ, সংস্মদ ও উপপত্তিক সত্ত্ব আছে। এই জগতে পশুহীন, দ্বিপদ, চতুষ্পদ, বহুপদ সত্ত্ব আছে। এই জগতে যক্ষ, রাক্ষস, বুদ্ধাঙ্গ, অসুর, দানব, গন্ধর্ব, গ্রেত, পিশাচাদি সত্ত্ব আছে। কিন্তু, মহারোগ, নাগ, সুপৃষ্ঠ, সিন্ধু, বিদ্যাধর আছে।

* প্রাণীহত্যা, চুরি, পরস্ত্রলঙ্কা, মিথ্যা, পিতৃহ, পরস্য, বৃথালাপ, লোভ, হিংসা ও কর্ম-কর্মফলে অবিশ্বাস এই দশটি অকুশল কর্মপথ।
নির্বাণের অস্তিত্বাবলী প্রশ্ন-মীমাংসা

ভবত্র, এই জগতে কর্মজাত, হেতুজাত ও ঋতুজাত সত্ত্ব-বস্তু দেখা যাইতেছে। যাহা কর্ম-হেতু-ঋতুজাত নহে, তাহা আমাকে বলুন। মহারাজ, দুইটি কর্ম হেতুজাত ও ঋতুজাত নহে। তাহা কি? আকাশ ও নির্বাণ। ভবত্র জিনিষবিজ্ঞ মৃক্কণ করিবেন না। না জানিয়া প্রশ্নে দিবেন না। মহারাজ, আমি কি বলিতেছি, আপনি যে আমাকে এইরূপ বলিতেছেন। ভবত্র, আপনি যে বলিলেন, তাহা যুক্তিসঙ্ক্রম করিয়া বলিতেছেন না, আকাশ কর্মজ-হেতুজ-ঋতুজ নহে। কিন্তু ভবত্র, ভগবান অনেক শত কারণ দিয়া শ্রাবকদিগের নির্বাণ মার্গ বর্ণনা করিয়াছেন, অথচ আপনি বলিতেছেন—নির্বাণ হেতুজ নহে। সত্যই মহারাজ, ভগবান অনেক শত কারণ দিয়া শ্রাবকদিগের নির্বাণলাভের তথ্য বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু নির্বাণের উৎপত্তির হেতু বর্ণনা করেন নাই। ভবত্র, এইবিষয়ে আমরা আরও অস্তিত্বাবলী হইতে অন্তরালে, বন হইতে বনে এবং গহন হইতে গহনে প্রবেশ করিলাম। যেহেতু নির্বাণলাভের হেতু আছে, অথচ সেই ধর্মাংপত্তির হেতু নাই। যদি ভবত্র, নির্বাণ লাভের হেতু থাকে, তাহা হইলে নির্বাণ উৎপত্তির হেতুও থাকিবে। যেনন ভবত্র, গুরুর পিতা আছে, সেই কারণে পিতারও পিতা থাকিবে। যেমন শিষ্যের আচার্য আছে, সেই কারণে আচার্যেরও
আচার্য থাকিবে। যেমন অন্ধকের বীজ আছে, সেই কারণে বীজেরও বীজ
থাকিবে। এই কারণে নির্বাণ লাভের হেতু থাকিলে, নির্বাণ উৎপত্তির হেতুও
থাকিবে। যেমন বুক-লালার অঘ্ন্য থাকিলে, তাহার মধ্যাকাঙ্ক্ষিত ও মূলাকাঙ্ক্ষি
থাকিবে। এইপ্রকার নির্বাণ লাভের হেতু থাকিলে, নির্বাণ উৎপত্তির হেতুও
থাকিবে। মহারাজ, নির্বাণ অনুগপ্তনায়। সেই কারণে নির্বাণোৎপত্তির
হেতু বলা হয় নাই। আচ্ছা ভদ্রে, আমাকে কারণ নির্দেশ করিয়া দিন।

তাহা হইলে মহারাজ, আমার বাক্যের দিকে কর্ণপাত করুন। ভাল মতে
শ্রবণ করুন। আমি তাহার কারণ বলিতেছি। মহারাজ, কোন পুরুষ
স্বভাবিক বল প্রয়োগে এখান হইতে হিমালয় পর্বতে গমন করিতে পারিবে
কি? হা ভদ্রে, গমন করিতে পারিবে। মহারাজ, সেই পুরুষ বীয় শত্রুবলে
ঐ হিমালয় পর্বতটি এখানে আনিতে পারিবে কি? না ভদ্রে। এই প্রকার
নির্বাণলাভের মার্গ বর্ণনা করা যাইতে পারে; নির্বাণোৎপত্তির হেতু
দেখাইতে পারে না। মহারাজ, স্বভাবিক শত্রুবলে কোন পুরুষ
নৌকা যেতে মহাসমুদ্রের অপরতীতে উদ্ভূত হইতে পারিবে কি? হা ভদ্রে।
তাহা হইলে সেই পুরুষ সমুদ্রের অপর তীরটি এখানে আনিতে পারিবে
কি? না ভদ্রে। এই প্রকার নির্বাণ সাক্ষাতের মার্গ বর্ণনা করা যাইতে পারে,
নির্বাণোৎপত্তির হেতু দেখাইতে পারে না। কি কারণে? ‘অসংখ্য’ ধর্ম
বলিয়া। ভদ্রে, নির্বাণ ‘অসংখ্য’ কি? হা মহারাজ, অসংখ্য; নির্বাণ
কেইই নির্মিত করিতে পারে না। মহারাজ, এইপ্রকার বলিবেন না, নির্বাণ
উৎপালন, অনুপন্ন, উৎপাদনীয়, অতীত, অনাগত, বর্তমান, চক্ষুক্ষেত্র,
শ্রোতা বিশ্বেশ, আড়াল বিশ্বেশ, জিহ্বা বিশ্বেশ, কায় বিশ্বেশ। ভদ্রে, যদি
নির্বাণ উৎপালন নহে তাহা হইলে আপনারা নান্দকৃত্মির নির্বাণকে দেখাইয়া
দিতেছেন। এইপ্রকার হইলে নিবিষ্কার নই কি? হা মহারাজ, নির্বাণ আছে।
নির্বাণ মনোবিজ্ঞায়। বিশ্বামৃত, প্রণীত, ঋষু, অনাবর্তন ও নিরামিষ চিত,
সম্যক প্রতিপত্তি আর্য শ্রাবণ নির্বাণকে দেখিয়া থাকেন। ভদ্রে, নির্বাণ
কিরূপ? যাহা উপমাদ্বারা প্রকাশ করা যায়, কারণদ্বারা জাত হওয়া যায়,
যথাযথ যাহা আছে, তাহা অবশ্য উপমাদ্বারা প্রকাশযোগ্য। মহারাজ, বায়ু
আছে কি? হা ভদ্রে, আছে। তাহা হইলে মহারাজ, বায়ুতা দেখাইয়া দিন,
বায়ুর বর্ণ, আকার, অণু, স্থল, দীর্ঘ, হৃদ অবস্থা কিরূপ? না ভদ্রে, বায়ু
দেখাইতে পারিব না। বায়ু হাতে থরিবার নাই, ইহাকে মদনও করিতে

২১৫ মিলিন্দ-প্রশ্ন
পারে না অথচ বায়ু আছে। যদি মহারাজ, বায়ু দেখাইতে না পারেন, তাহা হইলে বায়ু নাই কি? ভবত, আমি জানিতেছি যে বায়ু আছে, আমার হৃদয় কোথেকেও তাহা প্রবেশ করিতেছে, অথচ দেখাইতে পারিতেছি না। এই প্রকার মহারাজ, নির্বাণ আছে। অথচ নির্বাণের বর্ষ, আকৃতি দেখাইতে পারিতেছি না। সাধু ভবত, নাগসেন।

কর্মজাকর্মজ প্রশ্ন-মীমাংসা

ভবত, কর্মজ কি? হেতুজ কি? ঋতুজ কি? কোনো কর্মজ নহে, হেতুজও নহে, ঋতুজও নহে? মহারাজ, যত সচেতন সত্ত্ব আছে, সকলেই কর্মজ। অংশ ও সমত বীজ-জাত বন্ধ হেতুজ। সমস্ত পৃথিবী, পরবর্ত, জল, বায়ু, ঋতুজ। আকাশ ও নির্বাণ কর্মজ, হেতুজ, ঋতুজ নহে। মহারাজ, নির্বাণ কর্মজ, হেতুজ, ঋতুজ, উৎপন্ন বলিয়া, অমৃতপন্ন বলিয়া, উৎপাদনীয় বলিয়া, অতীত, অনুগত, বর্তমান বলিয়া চক্ষু, শ্রোত্র, আর, জিহ্বা, কায় বিজ্ঞায় বলিয়া বলিবেন না। অপিচ মহারাজ, নির্বাণ মনোবিজ্ঞায়, সম্বন্ধ প্রতিপন্ন আর্য্যব্যক বিষ্ণু জানযোগে নির্বাণ দেখিয়া থাকেন। ভবত, রমণীয় প্রশ্নের সুবিচার করিলেন, নিঃসংশয়ে সকলে গৃহণ করিবে, বিভিন্ন উপচিহ্ন হইল। আপনি একজন গণনায়ক শ্রেষ্ঠ।

যুক্তগণের মৃত্যুভাব প্রশ্ন-মীমাংসা

ভবত, জগতে যুক্ত আছে কি? হই মহারাজ, আছে। তাহারা যুক্তগণী হইতে চূর্ণ হয় কি? হই মহারাজ, তাহার চূর্ণিতও আছে। যদি তাহাই হয়, কি কারণে যুক্তগণের মৃত্যুদেহ দেখা যায় না, মৃত্যুদেহের দুর্গন্ধ পাওয়া যায় না? মহারাজ, মৃত্যুক্ষণগণের শরীর দেখা যায়। তাহাদের মৃত্যুক্ষণের গন্ধও পাওয়া যায়। মৃত্যুক্ষণগণের শরীরের কীট, কৃষ্ণ, পিপীলিকা, পতঙ্গ, সর্প, বৃষ্টিক, শতপদী, দিজ ও মৃগ আকৃতিতে দেখা যায়। ভবত, আপনার নায় বুদ্ধিমান ব্যতীত এই প্রশ্নের উত্তর অন্য কেহই দিতে পারিবে না।
শিক্ষাপাদ প্রজ্ঞাপ্রশ্ন-মহামায়া

ভবন্ত, প্রাচীন চিকিৎসকগণের মধ্যে নারদ, ধ্রুবগুরী, অঙ্গীস, কপিল, করারগ্রিস্যাম, অতুল, পূর্বকাত্যায়ন সকলেই আচার্য স্থানীয় ছিলেন। তাহারা
নিজেই রোগোন্ত্রিত করান, নিদান, রোগীর স্থান, সমুদ্ভাব, চিকিৎসা, ক্রিয়া, সিদ্ধাসিদ্ধ সমস্ত অবস্থা বিশেষজ্ঞের জানিয়া এই লক্ষণবিশিষ্ট শরীরে
এই এই রোগ উৎপাদন হইবে সিদ্ধান্ত করিতেন এবং একসঙ্গে লক্ষণ নির্ণয়
করিয়া “সূত্র” রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কেহই সর্বজ্ঞ ছিলেন
না। অর্থ তথাকথা সর্বনিম্ন হইয়া কেন তিনি ভবিষ্যৎ দেখিয়া এই এই
বিষয়ে এতগুলি শিক্ষাপাদ প্রজ্ঞাপ্রাপ্ত করা উচিত, বিশেষজ্ঞের পরিচ্ছেদ করিয়া
সমস্ত শিক্ষাপাদ কেন প্রজ্ঞাপ্রাপ্ত করিলেন না? যখন একটি বিষয়ে কারণ
উৎপাদন হইত, কুকীর্তি ছড়াইয়া পড়িত, দোষ বহুলভাবে বিস্তৃত হইত,
মনুষ্যেরা দোষরোপণ করিত, তখন শ্রাবকদিগের শিক্ষাপাদ প্রজ্ঞাপ্রাপ্ত
করিতেন। মহারাজ, তথাপি ইহা জানেন যে-অমুক সময়ে মনুষ্যেরা যখন
দোষরোপণ করিবে, তখন দেহ প্রতি অধিক শিক্ষাপাদ প্রজ্ঞাপ্রাপ্ত করিতে
হইবে। অর্থ তথাকথা চিন্তা করিয়াছিলেন যে-“যদি আমি দেহের অধিক
শিক্ষাপাদ একসঙ্গে প্রজ্ঞাপ্রাপ্ত করি, জনসঙ্গের এমন একটা ভয়
আসিবে, জিন-শাসনে অনেক নীতি রক্ষা করিতে হয়। শ্রমণ গৌতমের
শাসনে প্রবর্তিত হওয়া বড়ই দুঃখর। হয়ত যাহাদের প্রবর্তিত লাভের ইচ্ছা
আছে, তাহারাও প্রবর্তিত হইতে রাতে মনুষ্যের এ দোষরোপণ করিবে না। অর্থ আমার বাক্যের প্রতি
তাহাদের প্রশ্ন উৎপন্ন হইবে না। যেই মনুষ্যগণ আমার বাক্য প্রশ্ন
করিবে না, তাহার অপরাজে গমন করিবে না যখনই দোষ উৎপন্ন হইবে, তখন ধর্মে শাসনের জানিয়া প্রকাশিত দোষ শিক্ষাপাদ প্রজ্ঞাপ্রাপ্ত করিব।”
ভবন্ত, বড়ই আশ্চর্য, বড়ই আশ্চর্য যে, তথাকথা তাহাদের শাসনের
মহুযুদ্ধ। তথাহই ইহার যথাযথ জানিয়াছেন। বাস্তবিক অনেক নীতি রক্ষা
করিতে হইবে বলিয়া লোকেরা ভয় পাইত। একজনও জিনশাসনে প্রবর্তিত
হইত না। ইহার আমি অবনত শিরে গ্রহণ করিলাম।
সূর্যের রোগভাব প্রশ্ন-মীমাংসা

ভবে, সূর্য সকল সময়ে প্রথম তাপ প্রদান করে কি, অথবা কোন সময়
মন্দতাপ দেয় কি? মহারাজ, সূর্য সবদা প্রথম তাপ প্রদান করে, মন্দতাপও
দেয়। ভবে, সময় ইহার বায়ুক্রমও দেখা যায়। মহারাজ, সূর্যের চারিটি
রোগ, ইহার মধ্যে কোনটি হইলে মন্দতাপ দিয়া থাকে, সেই চারিটি
এই-রজঙ, শিশির, মেঘ ও রাহ এই চারিটির মধ্যে কোনটি দ্বারা সূর্য
আক্রান্ত হইলে মন্দতাপ দিয়া থাকে। ভবে, বড়ই আঘাত, বড়ই আছে যে
এমন তেজ-সম্পর্কে সূর্যরঞ্জ রোগ হইয়া থাকে। অন্যান্য সত্ত্বের কথা আর
কি বলিবার আছে। ভবে, আপনার ন্যায় বুদ্ধিমান ব্যতীত অন্য কেহ এই
বিভাগ প্রদর্শন করিতে পারিবে না।

সূর্য-তাপ প্রশ্ন-মীমাংসা

ভবে, কি কারণে হেমন্তকালে সূর্য কঠিন উভাপ প্রদান করে? অধিক
গুরুত্বকালে তুল্য নহে। মহারাজ, গুরুত্বকালে ধূলি-কণা আকাশে
ব্যাপকভাবে থাকে, বায়ু কুতুম্বির রেণু আকাশের দিকে উঠিয়া থাকে।
আকাশের ঘনমেঘষ থাকে। যখন মহাবায়ু প্রবাহিত হয়, তখন সেই
ধূলি-কণা নানাদিক হইতে একত হইয়া সূর্য-রশিক থাকিয়া থাকে। সেই
কারণে গুরুত্বকালে সূর্যের উভাপ মন্দ রবি হয়। হেমন্তকালে পৃথিবীর
নিভাগ শীতল হইয়া যায়, উপরে মহামেঘ থাকে। কাজেই ধূলি-কণা
উপশাত থাকে। রেণুগুলি গণনা করিয়া যায়, আকাশে মেঘশূন্য হয়।
বায়ু মূদ্রামূলক প্রবাহিত হয়, হইয়া উপরতি হেতু সূর্য-রশিক বিশাদ হয়।
তাই উপগতির সূর্যের তাপ অতিশয় প্রথম হয়। এই সব কারণে
হেমন্তকাল সত্য মন্দ হয় বিদ্যায় কঠিন উভাপ দিয়া থাকে। মেঘ, শিশির ও রাহুদ্যান
পীড়িত হইলে কঠিন উভাপ প্রদান করে না।

বেসসন্তর প্রশ্ন-মীমাংসা

ভবে, সমস্ত বোধিসত্ব পুত্রদার দান করেন, না কেবল বেসসন্তরই পুত্র-
দার দিয়াছিলেন? মহারাজ, সমস্ত বোধিসত্ব দিয়া থাকেন। কেবল যে
বেসুসত্তর দিয়াছেন এমন নহে। ভবং, তাহাদের ইচ্ছায় দেওয়া হইয়াছিল কি? মহারাজ, ভার্ভায়কে ইচ্ছায় দেওয়া হইয়াছিল। বালকেরা অজ্ঞান বলিয়া বিলাপ করিয়াছিল। যদি বালক-বালিকা ইহার মর্মান্ত রুখিত, তাহারো অনুমোদন করিত। কখনও বিলাপ করিত না। ভবং, বেসুসত্তর বান্তবিক বড়ই দুঃখর কার্য করিয়াছেন, তিনি নিজের ঔরসজাত প্রিয়পুত্রদিগকে দাসত্ব হেতু ব্রাহ্মণকে দান করিলেন।

দ্বিতীয়বারে তিনি আরও একটি দুঃখর হইতে দুঃখরতর দেখাইলেন যে-যখন ব্রাহ্মণ বলকদিগকে হাত দুইখানি লাটা দিয়া বাঁধিয়া টানিয়া টানিয়া নিতেছিল, তখন তিনি এই নিষ্ঠুর ব্যাপার দেখিয়াও উপেক্ষা করিয়াছিলেন।

তৃতীয়বারে আরও কঠিনতর ভাব দেখাইলেন যে- যখন বালকেরা বলপূর্বক বদন্ত মুক্ত হইয়া পিতার নিকটে চলিয়া আসিল, তিনি পুনর্দিগকে আবার ব্যয় হস্তে বাঁধিয়া দিলেন।

চতুর্থবারে যখন বালকগণ বলিল যে-পিতঃ, এই যক্ষরূপী ব্রাহ্মণ আমাদিগকে খাইবার জন্য লইয়া যাইতেছে, এই বলিয়া যখন অঞ্চ বিসর্জন ও বিলাপ করিতেছিল, তখনও তিনি “ভয় করিও না” এমন একটু আধারা ব্যাপারেও দিলেন না।

পঞ্চমবারে যখন কুমার জালি ভগ্নীর দুঃখে দুঃখিত হইয়া পিতার পায়ে পড়িয়া বলিল-পিতঃ, ভগ্নী কৃষ্ণজিনাকে এখানে রাখুন, আমি যক্ষের সহিত গমন করি, যক্ষ আমাকে ভক্ষণ করক, এইরূপ কাতর প্রার্থনা জানাইলেও তিনি ঐ ব্যাপে সমর্থি দিলেন না।

ষষ্ঠবারে জালি কুমার দুঃখের সহিত বলিল-পিতঃ, আপনার হৃদয় পাপান্ন গঠিত কি? আমরা এত দুঃখ পাইতেছি, তথাপি আপনি এই ভীষণ অঞ্চে অমানুষ যক্ষ আমাদিগকে নিয়া যাইবার সময়ে নিবরণ করিতেছেন না; এত বিলাপ করিলেও তিনি করুণা দেখাইলেন না।

সপ্তমবারে যখন জ্ঞুকুর ব্রাহ্মণ ছেলে দুইটিকে তর্জন গর্ভপূর্বক মারিয়া পিটিয়া চক্ষুর অদর্শনে লইয়া গেল, তখন বেসুসত্তরের হৃদয় শত্রু সহস্র্যা ফাটিয়া গেল না। পৃণ্য্যকামী ব্যক্তি কি কখনও অপরকে দুঃখ দিতে পারে? একত্বাবস্থায় নিজকে দান দেওয়া উচিত নহে কি? এইভাবে দুঃখর হইতে দুঃখরতর কার্য তিনি প্রদর্শন করিলেন।
মহারাজ, বোধিসত্ত্ব এমন দুঃখ কার্য সাধন করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার সুকীর্তিতে অযুত লোকমণ্ডলের দেবমনুষ্যদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। দেব দেবভবনে, অসুর অসুরভবনে, গরুড় গরুড়ভবনে, নাগ নাগভবনে ও যক্ষ যক্ষভবনে তাঁহার সুকীর্তি স্মরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সুকীর্তিবাণী তখন হইতে আজ পর্যন্ত আমরা শুনিতে পাইতেছি। আমরা তাঁহার সেই মহাদান সম্বন্ধে কতই না সুশীলতা কথা বলিতে বসিয়াছি-তাহা কি উজ্জ্বলরূপে দেওয়া হইয়াছে, না দেওয়া হয় নাই? মহারাজ, তাঁহার সেই সুকীর্তিবাণী নিপুণ, বিজ্ঞ, বিভাবি, বোধিসত্ত্বদের দশটি গুণ প্রদর্শন করিয়া থাকে।

সেই দশটি কি? অগৃহনুভাব, নিরালয়তা, ত্যাগ, প্রহান, প্রতায়নভঙ্গের অভাব, সৃষ্টবুদ্ধিতা, মহত্তা, দুর্নুবোধ্যতা, দুর্বলতা, রুদ্ধ-ধর্মের অসাধৃতা।

ভাবে, যে অপরকে দুঃখদিয়া দান দেয়, তাঁহার সেই দান স্বর্গীয় সুখ-বিপক্ষ দিতে পারে কি? হা মহারাজ, হইতে আর কি করত্ব আছে। ভাবে, ইহার কারণ প্রদর্শন করুন। মহারাজ, এই জগতে কোন শীলবান বা কল্যাণ-ধার্মিক শ্রমণ, ব্রাহ্মণ পক্ষাঘাত, পীঠ-সর্পি বা অন্য কোন রোগে আক্রান্ত হইলেন, তাহাকে কোন পুণ্যকামী ব্যক্তি গাড়ীতে করিয়া তাঁহার গত্বর্থ স্থানে পৌছাইয়া দিলেন। মহারাজ, সেই পুণ্যকামীর এই কারণে কিছু সুখ উপলব্ধি হইবে কি? অথবা সেই কর্ম স্বর্গীয় সুখ দিতে কি? হা ভাবে, তাহাতে আর কি বলিবার আছে, সে ব্যক্তি হীরায়ন, অশীর্যান, রথযান, স্থলে স্থলযান, জলে জলযান, দেবলোকে দেবযান ও মনুষ্যলোকে মনুষ্যযান লাভ করিবে। এমন কি সে জন্যে জন্ম উপযুক্ত যানবাহন প্রাপ্ত হইবে, যথাযথের সুখ প্রাপ্ত হইবে, সুগতি হইতে সুগতিতে গমন করিবে।

অবশেষে সেই কর্মফল প্রভাবে রক্ষণদিয়া চড়িয়া প্রার্থিত নির্বাণ নগরে গমন করিবে। তাহা হইলে মহারাজ, অপরকে দুঃখদিয়া দান করিলে স্বর্গীয় সুখ-ফল পাইতে পারে, যেমন কোন পুরুষ বলীবর্ণকে দুঃখদিয়াও এইরূপ সুখ লাভ করিয়া থাকে। মহারাজ, আরেকটি অতিরিক্ত কারণ শ্রবণ করুন, যেমন অপরকে দুঃখ দানে স্বর্গীয় সুখ লাভ করিতে পারে। এক রাজার আদেশে জনপদ হইতে খাজানা উত্তিরে দান দেওয়া হইল। রাজা সেই দানফলে কোন সুখ পাইবে কি এবং সেই দান সুর্যফলপ্রদ কিনা? হা ভাবে। সেই রাজা শতসহস্রাধি দুধ লাভ করিবে এবং মহারাজাধিরাজ
মধ্যে পরিগণিত হইবে, দেবসমূহের মধ্যে অতিদেব, ব্রাহ্মণদের মধ্যে অতিভ্রমণ, শ্রমণদের মধ্যে অতিশক্তি, ব্রাহ্মণদের মধ্যে অতিভাষণ, অরহাতদের মধ্যে অতিভৌত হইবে। তাহা হইলে মহারাজ, অপরেক দুঃখদিয়া দান করিলে স্বর্গীয় সুখ উৎপন্ন হইবে। যেমন রাজা প্রজাকে নিঃসিদ্ধ করিয়া যেই খাজানা তুলিয়াছে, উহা দান করিয়াও সুখের অধিকারী হইতে পারে।

মহারাজ, রাজা বেসসূত্র সীয়া মন্ত্রীকে আপনের দাসীপদে নিয়োগপূর্বক দানদিয়া অভিদান দিয়াছিলেন। সীয় তরসজাত পুত্র-কন্যা জুঞ্জুক ব্রাহ্মণের দাসতে নিয়োগ করিয়াছিলেন।

ভবে, এই জগতে অভিদানকে বিজ্ঞাগণ নিন্দা করিয়া থাকেন। যেমন অতি ভারে শক্তের অঙ্গ ভাঙ্গিয়া যায়, অতি ভারে নৌকা ডুবিয়া যায়, অতি ভোজনে অজ্ঞি উৎপাদন করায়, অতি বর্ষণে ধান্য বিনষ্ট হইয়া যায়, অতি দানে সম্পত্তি ক্ষয় হইয়া যায়, অতি তাপে দক্ষ হইয়া যায়, অতি কামারে পাগল হয়, অতি দোষে বধ্য হয়, অতি মোহে বিনাশ গ্রান্ত হয়, অতি লোভে চৌর ধরা পড়ে, অতি ভয়ে গতি নিক্ষণ হয়, অতি পূর্ণতার দ্বারা নদীর জল কূল বাহিয়া চলিয়া যায়, অতি বায়ুতে অশ্রুপাত হয়, অতি অম্মিতে তাত উত্তরাইয়া যায়, অতি সংগ্রণে দীর্ঘ জীবন লাভ হয় না, এই প্রকার অতি দান বিজ্ঞাগণের পক্ষে নিন্দিত। বেসসূত্র অতি দান দিয়াছেন বটে, কিন্তু উহাতে কিছু ফলের প্রত্যাশা করা যায় না।

মহারাজ, এই জগতে অতি দান বিজ্ঞের দ্বারা সুপ্রশংসিত। যদি কেহ বিশেষভাবে দান করিয়া থাকে, তবে অতি দান হেতু লুকীর্তি লাভ করিয়া থাকে, যেমন কোন ব্যক্তি অতিশ্রেষ্ঠ দিব্য বন্ধ মূল (শিকড়) ধারণ করিলে এক হাতের মধ্যে কেহ দাঁড়াইলেও তাহাকে দেখিতে পায় না। অগন্ধ অতিজাত হেতু পীড়া ধ্বংস করে ও রোগসমূহের অবসান করে। অগন্ধ অতি জোয়ার হেতু দর্শন করে, জল অতি শীতল হেতু উষ্ণতা নিবৃত্ত করে, প্রথম অতি পরিশ্রম হেতু জলকাঠায় লিঙ্গ হয় না, মণি অতি গুণ হেতু কামদ হয়, ব্যক্তির অতি তীক্ষ্ণ হেতু মণি-মূল-ফটিক বিষ্ণু করে, পৃথিবীর অতি মহৎ হেতু নর-উর্ব-মূল-পক্ষি-জল-শৈল-পবিত্র-ক্রম ধারণ করে, সমুদ্র অতি মহৎ হেতু অপরিপূর্ণ থাকে, সুমেরু অতি ভারি হেতু অল, আকাশ অতি বিন্দুত হেতু অনন্ত, সূর্য অতি প্রভা হেতু তিমির ধ্বংস করে, সিংহ
মহারাজ, এই জগতে এমন অদাতব দান আছে কি? পূজনীয় ব্যক্তি পাইলেও কি দেওয়া অনুচিত? ভত্তে, এমন দশটি দান আছে, তাহা অদাত-সম্মত, যে দান দিবে সে অপারে গমন করিবে, সেই দশটি কি? মদ্য, নৃত্য, শ্রী, রূপভ, অশোভন চিন্তা কর্ম, অস্ত, বিষ, শৃঙ্খল, বুক্ত-শুকর ও ওজনে কম দান। মহারাজ, আমি আপনাকে অদাত-সম্মত দান যথেষ্ট জিজ্ঞাসা করিতেছি না। জগতে এমন কি স্বপ্ননীয় দান আছে, দক্ষিণে পাইলেও দিবে না। না ভত্তে, তেমন স্বপ্ননীয় দান নাই। চিন্তা প্রসাদ উৎপন্ন হইলে কেহ দক্ষিণে ব্যক্তিকে ভোজন দান করে, কেহ বস্ত্র, কেহ শয়া কেহ গৃহ, কেহ বিছানার ও গয়ের চাদর, কেহ দাস-দাসী, কেহ ক্ষেতক, কেহ দ্রুপদ-চতুর্ভূপ, কেহ শত-সহস্র লক্ষ টাকা, কেহ মহারাজ, এমন কি কেহ জীবনও দিয়া থাকে। তবে কি কারণে আপনি দানপতি বেস্সস্তরের সুপ্রদত্ত পুত্র-দার দানে অতিদুঃস্বভাবে আত্মমন্ত করিলেন? মহারাজ, এমন কি লোকাচার আছে, খোদ দায়ে পিতা পুত্রকে বিক্রী করে, বা আত্মীক সম্প্রদায়ে দিয়া থাকে? ইহা ভত্তে, আছে। তাহা হইলে মহারাজ, রাজা বেস্সস্তর সর্বস্তর জান লাভ না করিয়া উপদ্রব ও দুঃখিত হইয়াছেন। সেই ধর্ম-ধন লাভার্থ পুত্র-দার দান দিয়াছেন, নয় বিক্রী করিলেন। এই কারণে রাজা বেস্সস্তর কর্তৃক যাহা অন্য কে দিবার, তাহা দেওয়া হইয়াছে, যাহা করিবার তাহা করা হইয়াছে। মহারাজ, আপনি কি কারণে সেই দানে দানপতি বেস্সস্তরকে অতিদুঃস্বভাবে নিগ্রহ করিতেছেন।

ভত্তে, আমি দানপতি বেস্সস্তরের দানকে নিদ্রা করিতেছি না। যখন পুত্র-দার তাহার নিকট যাচ্ছে যাচ্ছে, তখন নিজেকে দেওয়া উচিত ছিল। মহারাজ, ইহা সাধু কারণ নহে যে, পুত্র-দার প্রার্থনা করিলে নিজকে দিবে। যাচ্ছেন যাহা যাহা যাচ্ছে করে, সেই সেই বস্তু তাহাদিগকে দিতে
হয়। ইহাই সৎপুরুষের কর্ম। যেমন কোন পুরুষ পানীয় চাহিলেন, এমতাবস্থায় তাহাকে যদি ভোজন দেয়, সেই পুরুষ কি তাহার প্রকৃত হিতকারী হইল? না ভন্তে। সে যাহা চায় তাহাকে সেই বন্ধ দেওয়াই হিত সাধন করা হয়। এই প্রকার রাজা বেসসত্ত্বের নিকট জুঃকুক পুত্র-কন্যা যাচ্ছে কারণ পুত্র-কন্যাই দিয়াছেন। যদি জুঃকুক বেসসত্ত্বের শরীর যাচ্ছে করিত, তিনি কখনও শরীর রক্ষা করিতেন না, এমন কি কদম্পতা-আসক্ত হইতেন না। তাহাকে শরীরও দান করিয়া ফেলিতেন। যদি কেহ তাহাকে দাসত্র পদে রাখিতে ইচ্ছা করিত, তিনি তাহাতেও সম্মত হইতেন। মহারাজ, বেসসত্ত্বের শরীর সর্বাঙ্গায় উপভোগ বলিয়া তিনি মন করিতেন। যেমন সুপুকুর মাঙ্গেশ বিরাজ্ঞ বেসসত্ত্বের উপভোগ, যেমন ফলবান বৃদ্ধ নানা পক্ষায় সাধারণ পরিভোগ, তেমন বেসসত্ত্বের শরীরও।

কি কারণে? “আমি এইরূপ ধর্মাচারণ করিলে সম্যক সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হইব।” যেমন মহারাজ, দরিদ্র ধন প্রাপ্ত পুরুষ ধনাবেষ্টন বিচরণ করতঃ জ্ঞাপ্ত- শঙ্ক্রাণ-বেদের গমন করে, জলে-স্বলে বাণিজ্য করে, কায়-বাক্য-মনে ধনের আরাধনা করে, ধনলাভার্থ চেষ্টা করে, এই প্রকার দানপতি বেসসত্ত্ব বুদ্ধ জ্ঞান-ধন অলাভ দরিদ্র, তিনি সর্বজ্ঞতা রত্ন লাভার্থ যাচ্ছে কিছু ধন-ধান্য, দাস-দাসী, যান-বাহন, সকল সম্পত্তি, সর্বী পুত্র-দার এমন কি নিজেকে তার করিয়া সম্যক সমৃদ্ধি অর্জন করিতেন। যেমন মুদ্রাকাশী অমাত্য যেই কোন গৃহে ধন-ধান্য, হিরণ্য-সূচনা সমস্তদিয়া মুদ্রা লাভার্থ চেষ্টা করে, এই প্রকার দানপতি বেসসত্ত্ব সমস্ত বাহিরের ভিতরের ধনদিয়া ও নিজের জীবন অপরকে দিয়া সম্যক সমৃদ্ধিকে অবশেষ করিতেন।

মহারাজ, বেসসত্ত্ব চিন্তা করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ আমার নিকট যাহা যাচ্ছে করে, সেই বন্ধ তাহাকে দিয়া তাহার যথার্থ কৃতকারী হইব। এই ভাবিয়া তিনি পুত্র-কন্যা দিয়াছিলেন। তিনি দেবের করিয়া ব্রাহ্মণকে পুত্র- কন্যা দেন নাই, পুত্র-কন্যাকে না দেখিয়া ইচ্ছায় দেন নাই, , “আমার নিকট পুত্রদার বেশী, তাহাদিগকে পালন করিতে পারিব না” এই ভাবিয়া পুত্র-দার দেন নাই। “ইহারা আমার অপ্রিয়, ইহাদিগকে বাহির করিয়া দিব।” এইরূপ উৎকৃষ্ট চিত্রে পুত্র-দার দেন নাই। কেবল সর্বজ্ঞতা রত্নকে প্রিয় ভাবিয়া সহ সর্বজ্ঞতা লাভের জন্য এইরূপ অতুল, বিপুল,
মহারাজ, বেসুস্তর পুত্র-কন্যা দান দিয়া পর্ণশালায় প্রবেশপূর্বক শয়ন করিলেন। তাহার অতিপ্রেমে চিত্ত দুঃখজাত হইল ও অতিশয় শোকে অধীর হইলেন। হৃদয়-কোষ উষ্ণ হইয়া উঠিল। নিঃশ্বাস এত দৃত বহিতে লাগিল যে নাসিকায় না পারিয়া মুখদিয়া উষ্ণ আশ্বাস-প্রশ্নাস ভাগ করিতে লাগিলেন। অশু পরিবর্তিত হইয়া লোহিত বিমুড়ে পরিণত হইল, উহা নেত্রদিয়া বাহির হইতে লাগিল। তিনি এইরূপ দুঃখিত হইলেও ব্রাহ্মণকে পুত্র-কন্যা দান দিয়াছিলেন, কারণ তিনি ভাবিতেন ‘আমার দান-পথের পরিহীন না হউক।’ মহারাজ, বেসুস্তর দুইটী কারণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ব্রাহ্মণকে পুত্র-কন্যা দিয়াছিলেন। সেই দুইটি কি? আমার দান-পথের পরিহীন না হইবে ও পুনঃপ্রয় বন্য ফল-মূল ভোজনে অতিশয় দুঃখে আছে।’ এই কারণে তাহাদের পিতামহ মুক্ত করিয়া লইবে। রাজা বেসুস্তর জানিয়েন যে-আমার এই পুত্র-কন্যাকে কেহই দাসবৎ ব্যবহার করিতে পারিবে না। তাহাদিগকে তাহাদের পিতামহ কিনিয়া লইবে। আমাদেরো বিদেশ গমনের সুযোগ হইবে। এই ভাবিয়া ব্রাহ্মণের হস্তে পুত্র-কন্যা সমর্পণ করিয়াছিলেন।

মহারাজ, রাজা বেসুস্তর জানিয়েন যে-এই ব্রাহ্মণ জীবন বৃদ্ধি, মহাত্মা, দূর্বল, ভঙ্গশীর, দণ্ডপ্রায়, আত্মীকৃত, অন্তপুণ, সে কখনও দাস তুল্য করিয়া আমার পুত্র-কন্যাকে বাধিতে সমর্থ হইবে না। মহারাজ, কোন বলবান পুরুষ মহিল, মহাত্মা কেশবপ্রসং চন্দ্র-সূর্য্যকে ধরিয়া পেটিয়া প্রক্ষেপ করিয়া এবং তাহাদিগকে নিঃশ্বাস করিয়া থালার নয়। ব্যবহার করিতে পারিবে কি? না ভস্ম। এই প্রকার এই জগতে চন্দ্র, সূর্য তুল্য বেসুস্তরের পুত্র-কন্যাদ্বয় কেহই দাসতুল্য তাহাদের প্রতি ব্যবহার করিতে পারিবে না। আরও একটি কারণ শ্রবণ করন, যেমন মহারাজ, চন্দ্রবতী রাজার শুভ, জ্যোতিশ্মান, অষ্ঠা, সুপরিকর্মকৃত, চারি হস্ত দীর্ঘ, শক্ত নাভি তুল্য বিশ্বীত।
(পরিণাম) মণিপুরে কেহ ছিন্নবন্ধনার নেট করিয়া পেটায়া প্রক্ষেপ করত অন্ত্রত্মা ব্যবহার করে না, সেইসময় চক্ষুবর্তী রাজার মণিরূপে বেসুসস্ত্রের পুত্র-কন্যায়কে দাসত্ত্বে কেহ ব্যবহার করিতে পারিতে না। যেমন মহারাজ, সর্বশ্রেষ্ঠ, আঠার হাত উঁচু, নয় হাত বিকৃত দশনের উপাসনা নিগমকে কেহ সূর্য, সরা দিয়া ডাকিয়ে পারে না, গোবৎসের ন্যায় বৎসা শালা প্রক্ষেপ করিয়া কেহ রক্ষা করে না, সেইসময় জালি ও কৃষ্ণজিনার উপাসনা হত্তী সদৃশ। যেমন মহারাজ, দীর্ঘ, প্রস্থ, বিস্তীর্ণ, শীতর, অগ্রের সুদিত অন্বর মহাসমুদ্রকে কেহ ডাকিয়া রাখিয়া একতীর্থ যোগে পরিভোগ করিতে পারে না, সেইসময় জালি-কৃষ্ণ মহাসমুদ্র তুল্য। যেমন মহারাজ, পঞ্চাশ যোজন উচ্চ, তিন সহস্র যোজন দীর্ঘ-প্রস্থ, চূরাশিহারার কৃষ্ঠ প্রতিক্রিয়া, পঞ্চাশ নদীর উৎপত্তি স্থান, মহাভূতগণের আলো, নানাবিধ গন্ধর, শতশত দিয়ে যায় সমানকৃত, নভৃত মেঘের ন্যায় অন্ত্যেষ্ট হিমবাহ পর্বত দেখা যাইতেছে, এইসময় জালি-কৃষ্ণ হিমবাহ পর্বত তুল্য। যেমন মহারাজ, যে অথবা রাজিতে পর্বতে গ্র্যুলিত মহামণ্ড-কন্ন অতি দূর হইতে দেখা যায়, এইসময় জালি-কৃষ্ণ পর্বতে গ্র্যুলিত অগ্নিসংক্রন্তী তুল্য। যেমন মহারাজ, হিমবাহ পর্বত যখন নাগপুপ্প প্রসূতিত হয়, তখন অজ্ঞানায় প্রবাহিত হইলে দশ বার যোজন পুলিত প্রবাহিত হয়, এই প্রকার রাজা বেসুসস্ত্রের সহস্র যোজন দূরে, যায় অক্ষন ভবন, ইহার মধ্যে সুরাসূর, গরম্ভ, গদ্বীয়, যক্ষ, রাক্ষস, মহোদগ, কিম্বা ইন্দ্র ভবনে সুবীরত্বাধী অভূতিত হইয়াছে। তাহার উত্তম শীলসৌরভ প্রবাহিত হইয়াছে। সেই কারণে তাহার পুত্র-কন্যাকে কেহ দাসের ন্যায় ব্যবহার করিতে পারিবে না। মহারাজ, পিতাকর্তৃক জালিকুমার আদিতে হইয়াছে যে-হে পুত্র, তোমার পিতামহ ব্রাহ্মণকে ধনদিয়া তোমাদিগকে কিনিতে বলিলে তাহাকে একসহস্র নিঃক্ষ (সুরিত পাড়) দিয়া তোমাকে কিনিয়া লউন। কৃষ্ণজিনাকে কিনিলে একশত দাস, একশত দাসী, একশত হঠী একশত অশ্ব, একশত ধেনু, একশত বৃষভ ও একশত নিঃক্ষ দিয়া কিনিয়া লউন। হে পুত্র, যদি তোমার পিতামহ বলপূর্বক ব্রাহ্মণের হস্ত হইতে মূল্য না দিয়া প্রহর করিতে চায়, তোমরা তোমাদের পিতামহের বাক্য রক্ষা করিও না। তোমরা ব্রাহ্মণেরই অনুগমন করিবে। এইসময়
অনুশাসন করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তৎপর জালিকুমারকে তাহার পিতামহ প্রশ্ন করিলে বলিয়াছিল:–

হাজার নিকটই মূল্য করিয়া আমারে,
ব্রাহ্মণে দিয়াছে পিতা বলিলু তোমারে,
মূল্য ধরি শত শত হস্তী আদি যত,
কৃষিজীনা ব্রাহ্মণেরে হয়েছে অর্পিত।

নতে, এই প্রশ্নের অতি নিপুণতার সহিত বিচারিত হইয়াছে।

দুঃখর সাধন প্রশ্ন-মীমাংসা

নতে, সমস্ত বোধিসত্ত্ব দুঃখর সাধন করেন কি? না কেবল গৌতম বোধিসত্ত্ব করিয়াছেন। মহারাজ, সমস্ত বোধিসত্ত্বের দুঃখর সাধন নাই, গৌতম বোধিসত্ত্ব সর্বাপেক্ষা দুঃখর সাধন করিয়াছেন। নতে, বোধিসত্ত্বদের মধ্যে যে এমন প্রবেশ দেখা যাইতেছ, তাহা নিতান্ত অম্যক। মহারাজ, চারিটি কারণে বোধিসত্ত্বের প্রবেশ হয়, সেই চারিটি কি? কুল, সময়, আয়ু ও প্রমাণ। সমস্ত বুদ্ধদের রূপ, শীল, সমাধি, প্রজা, বিমুক্তি, বিমুক্তি-জান দর্শন, চারি বৈশাখরদ, দশটি ধৰ্ম্মগত বল, ছয় অসাধারণ জান, চৌদ প্রকার বুদ্ধ জান, আঠার প্রকার বুদ্ধ-ধর্ম আছে। কেবল বুদ্ধ-ধর্মে প্রবেশ নাই। সমস্ত বুদ্ধ, বুদ্ধ-ধর্মে সম সম। নতে, যদি সমস্ত বুদ্ধের বুদ্ধ-ধর্মে সম সম জান থাকে, কেন গৌতম বোধিসত্ত্ব অতিরিক্ত দুঃখর সাধন করিয়াছেন? মহারাজ, জান ও বোধি অপরিপূর্খ থাকায় গৌতম বোধিসত্ত্ব মহাভিনিমিত্ত করিয়াছিলেন। অপরিপূর্খ জানকে পরিপূর্খ করিবার জন্যই তিনি কঠোর সাধনা করিয়াছিলেন। নতে, কি কারণে গৌতম বোধিসত্ত্ব জান-বোধি পরিপূর্খ না হইতেই মহাভিনিমিত্ত করিয়াছেন, জান পরিপূর্খ হইলে তাহার কি বাহির হওয়া উচিত ছিল না? মহারাজ, তিনি স্ত্রীমহলের বিপরীত অবস্থা দেখিয়া অনুরক্ত হইয়াছিলেন। সেই অনুভাবে তাহার উৎক্ষেপ উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহার উৎক্ষিপ্ত চিদ উৎপন্ন হইয়াছে দেখিয়া একজন মারকারিক দেবপুত্র ভাবিয়াছিল, “এই আমার সময় আসিয়াছে, উৎক্ষিপ্ত চিদকে বিনোদন করিবার জন্য।” এই ভাবিয়া সে আকাশে উঠিয়া বলিয়া লাগিল-মারিষ, মারিষ, আপনি উৎক্ষিপ্ত হইবেন না। আজ হইতে সাতদিন পরে আপনার সহস্র অরা, সনেমি,
নাভিযুক্ত সর্বলক্ষণসম্পন্ন দিব্য চক্রত্ব প্রাদুর্ভূত হইবে। ভূগর্ভস্থ ও আকাশস্থ রত্নসমূহ স্যায়ই আপনার নিকট উপস্থিত হইবে। আপনার এক মুখের আদেশ দুই সহস্র মুক্তদ্রীপ ও চারি মহাদ্বীপের অধিবাসীরা রক্ষা করিবে। আপনার শুরু, বীরাঙ্গণ, পরস্পর মরণকারী এক সহস্র পুত্র উৎপন্ন হইবে। সেই পুত্রগণদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া সত্যরত সাহিত চারিদিকে অনুশাসন করিতে পারিবেন। যেহেম দিবস সম্প্রতি লৌহশূল সর্বত্র দেখা করিয়া কর্ণভায়নে প্রবেশ করে, এই প্রকার বোধিসত্ত্বের কর্ণেও তাহা প্রবিষ্ট হইল। ভাবভাবই তাহার যাহা উৎকষ্ঠা হইয়াছিল, কিন্তু সেই দেবপুত্রের বাক্য শ্রবণে তততাত্ত্বিক উদ্দিষ্ট ও সংবিধান হইলেন। যেমন প্রজ্ঞালিত আগ্নেয়ে কেহ কাঠ নিক্ষেপ করিলে, উহা আরও তীর্থভাবে জুলিয়া উঠে, এই প্রকার দেবপুত্রের বচনে তাহার সংবেগ আরও বাড়িয়া উঠিল। যেমন ভাবভাবই আদ্রু ভূমিতে নানাপ্রকার গাছ গাছরা উৎপন্ন হয়, জল জমা থাকে ও কাদা বসিয়া থাকে, তদুপরি মহামাঘ বর্ষিত হইলে অধিকতর কাদা জমিয়া থাকে, তেমন বোধিসত্ত্বের অধিকতরভাবে সংসার সম্পদের প্রতি সংবেগ উৎপন্ন হইয়াছিল।

কিন্তু সাতদিনের পরে যদি বোধিসত্ত্বের জন্য দিব্য চক্রত্ব উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে কি তিনি আর মহাভিনিম্ন করিতেন না? না মহারাজ, সাতদিনের মধ্যে চক্রত্ব উৎপন্ন হইবে না। দেবতা প্রলোভন দেখাইয়া তাহাকে মিথ্যা বলিয়াছে। যদি সাতদিনের মধ্যে দিব্য চক্রত্বের আগমন হইত, তথাপি তিনি ফরিতেন না। কি কারণে? বোধিসত্ত্ব অনিত্য-ভাবটিকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করিয়াছিলেন। সেইদিকে দুঃখ ও অন্তাঙ্কে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। উপাদানকে ক্ষয় করিয়াছিলেন। যেমন মহারাজ, অনবতঃপ্রদ হইতে জল গঙ্গা নদীতে প্রবেশ করে, গঙ্গানদী হইতে মহাসমুদ্রে প্রবেশ করে, মহাসমুদ্র হইতে পাতাল-মুখে প্রবেশ করে। পুনরায় কি সেই জল পাতাল হইতে মহাসমুদ্রে, মহাসমুদ্র হইতে গঙ্গায়, গঙ্গা হইতে অনবতঃপ্রদে প্রবেশ করে? না কিন্তু। এই ভব দুঃখের কারণে বোধিসত্ত্ব লক্ষ কল্পনাকারী চারি অসংখ্যকল্প কুশল পার্থিব পূর্ণ করিয়াছেন। তাহার এই অস্তিত্ব ভব বোধিসাত্ত্ব প্ররক্ষা: তিনি হয় তৎসর পরে জলতে সর্বজ্ঞ বুদ্ধ নামে উৎপন্ন হইবেন। সামান্য দিব্য চক্রত্বের জন্য কি প্রত্যাবর্তন করিবেন? না কিন্তু। মহারাজ, সকন্তু পবিত্র মহাপৃথিবী
পরিবর্তিত হইতে পারে, তথাপি সমুধ্য প্রাপ্ত না হইয়া বোধিসত্ত্ব প্রত্যাবর্তন করিবেন না। গঙ্গার প্রৌত উজান চলিতে পারে, গোল্পদে জলতুল্য মহাসমুদ্র বিপ্লব হইতে পারে, সুমেরু পবিত্রতার শত সহস্রভাগে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইতে পারে, চিল তুলা সনক্ষে চন্দ্র-সূর্য মাতিতে পড়িতে পারে, আকাশ কিল্লণ তুল্য সংবর্তিত হইতে পারে, তথাপি বোধিসত্ত্ব বুদ্ধত্ত প্রাপ্ত না হইয়া প্রত্যাবর্তন করিবেন না। কারণ কি? যাবতীয় বন্ধনকে তিনি প্রদূলন করিয়াছেন বলিয়া।

ভবতে, জগতে বন্ধন কহ প্রকার? মহারাজ, এই জগতে দশ প্রকার বন্ধন আছে, যেই বন্ধনে আবদ্ধ সত্ত্বণ নিক্ষমন করিতে পারে না। নিক্ষমন করিলেও প্রত্যাবর্তন করিতে হয়। সেই দশটি কি? মাতা, পিতা, ভার্যা, পুত্র, জ্ঞাতি, মিত্র, ধন, লাভ-সংকাঠ, ঐশ্বর্য ও পঞ্চকামগুণ জগতে বন্ধন। এই দশবিধ বন্ধন বোধিসত্ত্বের ছিন্ন ও দলিত হইয়াছে। সেই কারণে তিনি আর প্রত্যাবর্তন করিবেন না।

ভবতে, যদি বোধিসত্ত্ব দেবতার বাক্যে উৎকণ্ঠিত চিত্ত হন, তাহার অপরিকূল জন ও বোধ সহিত মহাভিনিমিত্তে এবং তাহার দুঃখর সাধনে কি প্রয়োজন ছিল? তাহার কি উচিত ছিল না; জন পরিপুকুলকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া বিবিধ সম্পত্তি উপভোগ করা।

মহারাজ, দশটি কারণে যে কোন লোক নিমিত্ত, গাহিত হয়, সেই দশটি কি? বিধবা স্ত্রী, দুর্বল ব্যক্তি, আমি এই ভাবি, বহুভোজী, অগোধ কালে বাসকারী, পাপমিত্র, ধনী, আচারী, কর্মী, ও প্রয়োজন। এই দশবিধ কারণ অনুমোদন করিয়া বোধিসত্ত্বের এইরূপ সংজ্ঞা উত্পন্ন হইয়াছিল- আমি কর্মী বা বিক্ষিত হইব না। প্রয়োগ বা সেই সমস্ত ব্যক্তি দেব-মনুষ্যগণের নিম্নলিখিত। আমি কর্মাজ্ঞাত হইব। কর্মকে গোবর করিয়া চলিব, কর্মাধিকপত্তলির করিব, কর্মশীল, কর্মধুর, কর্মনিকেতনে, অর্থমন্ত্রায় বাস করিব। এই প্রকারে বোধিসত্ত্ব জনের পরিপূকৃত সাধন করিয়া দুঃখর ক্রিয়া সাধন করিয়াছিলেন।

ভবতে, বোধিসত্ত্ব কঠোর সাধনা কালে বলিয়াছিলেন- “আমি কটুকর ও দুঃখর সাধনায় মনুষ্য ধৰ্মের উত্তরতর প্রশ্ন অর্জন দশনের বিশেষত লাভ করিতে পারিব না, বেদ হয় বোধিসত্ত্ব লাভের অন্য মূল থাকিবে। সেই সময়ে বোধিসত্ত্বের মূল সম্ভবে মূর্তি বিস্তার হইয়াছিল নহে কি?
মহারাজ, চিন্তার দর্বন্তা সাধনের পঁচিশটি ধর্ম বা সভাব আছে। যেহেতু চিন্ত দর্বন হইলে আসবক্ষয় সাধনে সমাহিত হইতে পারে না। সেই পঁচিশটি কি? কোথা, উপনাহ, মৃদু, পলাশ, (নির্দয়ভাব) ঈর্ষা, মাংসমৃত, মায়া, শঠতা, তুমি, সারা, মান, অতিমন, মদ, প্রামাদ, স্ত্রীম-মর্মু, তদ্রা- আলসা, পাপমিত্রতা, রূপ, শব্দ, গুণ, রস, স্পর্শ, কুক্ষা, পিপাসা ও উৎকষ্ঠ। বোধিসত্ত্বের কুঝা, পিপাসাবারা শরীর পরিগৃহীত হইয়াছিল। শরীর কাতর হইলে আসবক্ষয় সাধনে চিন্তা সমাহিত হয় না। লক্ষ্যক্ষালিক চারি অংশক্ষ কল্প ব্যাপিয়া গ্রন্থাক্ষে জন্মে জন্মে বোধিসত্ত্ব চারি আর্য সত্তার অভিসময় অবেষণ করিয়াছিলেন। তাহার এই শেষ জন্ম। অভিসময় লাভ করিবার সময় তাহার মার্গ সবক্ষে স্নৗতি-বিভ্রমে উৎপন্ন হইবে কি? তাহার এইমাত্র সংজ্ঞা উৎপন্ন হইয়াছিল, বোধিজাদ লাভের অন্য মার্গ আছে কি? তাহার একমাত্র বয়ঃক্রমকালে শাক্যপিত। শুদ্ধধর্মে হলকর্মণ্টির করিয়াছিলেন, তখন তাহাকে জ্ঞানুক্ষের ছায়ায় শোওয়াইয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি সেই শ্রীশক্তি পদাসনে বসিয়া কামরাগ ও অকুশল হইতে চিন্তাকে বিবিধ করিয়া সাবধান, সবিচার, বিবেকজ, প্রীতিসূক্ষ্ণ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ধ্যান লাভ করিলেন। সাধু ভাস্ত, নাগসেন। আমি এই পশ্চোত্তর অবনতি খিরে প্রহর করিয়েছি। জানে পরিপক্ষী সাধন মানসে বোধিসত্ত্ব নিশ্চয়ই কঠোর সাধন করিয়াছিলেন।

বলবৎ অবলবৎ কুশলাকুশল প্রশ্ন-মীমাংসা

ভস্ত, অতিষিয় বলবতর কুশল, না অকুশল? মহারাজ, কুশলই বলবতর, অকুশল কুশলের নায় নহে। ভস্ত, আমি আপনাকে এই বচন প্রহর করিতে পারিলাম না। এই শেষ দেখা যায়-মাত্রার প্রাণ্ডযুতা করে, চুরি করে, ব্যবহার করে, মিথ্যকথা বলে, গ্রাম ধরাস করে, পথে ডাকাতি করে, যাহারা কুতির, প্রবণক, তাহাদের এই পাপের প্রভাবে হস্ত, পদ, হস্তপদ, কর্ম, নাসা, কর্মনাসা কাটা যায়, (১৭১ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য) অসিদ্ধার শিরোণে হয়, কেহ রাজিতে পাপ করিয়া রাজিতে ফল ভোগ, কেহ রাজিতে পাপ করিয়া দিনেতে ফল ভোগ, কেহ দিনে পাপ করিয়া দিনেতে ফল ভোগ, কেহ দিনে পাপ করিয়া রাজিতে ফল ভোগ। কেহ
দুই তিন দিন পরে ফল ভোগ। সকলেই ইহকালে কিছু না কিছু ফল ভোগ করিয়া থাকে।

ভবে, এমন কি কেহ আছে, এক, দুই, তিন, চারি, পাঁচ, দশ, শত, সহস্র, লক্ষজনকে সমন্বিত দান দিয়া ইহকালেই ভোগ, যশঃ, সুখ, প্রাপ্ত হয়। অথবা শীলপালন ও উপাসনা কর্ম করিয়া ইহকালেই ফল প্রাপ্ত হয়। হা মহারাজ, চারিজন পুরুষ, দান্দিয়া, শীল গ্রহণ করিয়া ও উপাসনা কর্ম করিয়া ইহকালেই শরীরে ত্রিদশ স্বর্ণ্য যশঃসমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। কে কে? রাজা মানুষান্ত, নিমিরাজ, সাধীন রাজা ও গুরুতিন গঙ্গার।

ভবে, এই যে দুই কারণ, হাজার হাজার বৎসরের আগের কথা, তাহা আমাদের পরাক্ষে। বর্তমান সময়ে বুদ্ধ যখন জীবিত ছিলেন, সেই সময়ের কথা বলুন। মহারাজ, রুদ্রের সময়েও পূর্ণদাস সারীপুত্র স্বর্ণের ভোজন দিয়া সেই দিবসেই শ্রীধর্ষণা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সে এখন পূর্ণ শ্রীধর্ষণা নামে সুকীর্তিত। গোপালমাতা নিজের মাথার চুল আট কারাপান দিয়া বিকৃণি করিয়া মহাকাচারণ স্বর্ণের প্রমুখ আটজন ভিক্ষুক পিণ্ডান করিয়াছিলেন, সেই দিবসেই তিনি উদেন রাজার অর্থাধিষ্ঠা হইয়াছিলেন।

উপসিকা সুপ্রিয়া এক পীড়িত ভিক্ষুকে নিজের উক্রমাস্ত্রার যুথ পাক করিয়া দিয়াছিলেন, দ্বিতীয় দিনেই তাহার সেই ক্ষত শরীর পূর্ণ হইয়া পূর্ববৎ হইয়াছিল। মলিকদেবী ভগবানকে পূর্ণদাস পুরুষের কুমার পিণ্ডিয়া সেই দিনেই রাজা প্রসন্দিদী কোশলের অর্থাধিষ্ঠা হইয়াছিলেন। সুমন মালাকারের অটভূমি সুমন পুষ্পদার্শ ভগবানকে পূজা করিয়া সেই দিনেই মহাসাম্প্রদায়কে পাইয়াছিলেন। এক শাস্ত্র ব্রাহ্মণের উত্তরীয় বর্ত্তায় ভগবানকে পূজা করিয়া সেই দিনেই যাবতীয় দ্বারা আটটি আটটি করিয়া পাইয়াছিলেন। ইহারা সকলেই ইহকালে সম্পত্তি, যশঃ পরিভোগ করিয়াছিলেন।

ভবে, আপনি বাছিয়া বাছিয়া মাত্র ছয়জনের বিষয়ই দেখিলেন কি? হা মহারাজ, তাহা হইলে কুশলের চেয়ে অরুণশ্চেষ্ট লবকবর। ভবে, আমি এক দিনেই দশজন পুরুষকে দেখিয়াছি—বীরী পাপকর্মের ফলে শুলের উপর আরোপিত হইয়াছে। এমন কি বিশ, ব্রিশ, চলিশ, পঞ্চাশ পুরুষ, শত পুরুষ, সহস্র পুরুষকেও দেখিতে পাই; পাপফলে শুলে আরোপিত হইয়াছে।
ভগৎ, নন্দকুলে ভদ্রশাল নামে এক সনাপতির পুত্র ছিল। তাহার সহিত রাজা চন্দ্রবৃন্দের সংগ্রাম উপস্থিত হয়। সেই সংগ্রামে দুইপক্ষের সৈন্যের মধ্যে অন্তিম কবর্ণরূপ ছিল। একটি মস্তক তাহাদের কাটা গেলে, আরেকটি মস্তক গজাইয়া উঠিত। সকলেই পাপকর্মের দরুন অন্য-বাসন প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই কারণে আমি বলিতে চাই-অকুশলই বলবত্র, কুশল তত নহে। ভগৎ, আমি শুনিয়াছি-এই সুদৃশ্যানে কোশলরাজ (চৌদ্দ কোটি টাকা ব্যয়ে) ‘অস্মৃত দান’ দিয়াছিলেন। হঁা মহারাজ, আমি শুনিয়াছি।

কোশলরাজ, ‘অস্মৃত দান’ দিয়া, সেই দানবলে ইহজনে কোন ভোগ, যশ, সুখ লাভ করিয়াছিলেন কিঃ না মহারাজ। যদি কোশলরাজ এত বড় মহৎস্ক দিয়াও ইহজনে ফল না পাইলেন, তাহা হইলে বলিতে হইবে-অকুশল বলবত্র, কুশল তত নহে।

মহারাজ, অকুশলের ফল লাভ বা অল্প বলিয়া শীত্র ফল দিয়া থাকে।

কুশলের ফল বিপুল বলিয়া গৌণে ফল দিয়া থাকে। তাহা উপমাদারার পরীক্ষা করা উচিত। যেমন অপরাধ জনপদে ‘কুমূদভঙ্গিক’ নামে এক প্রকার দান আছে। এক মাসের মধ্যে উহা রোপণ করিয়া কাটা হয় এবং গৃহে আনা হয়। কিন্তু শালিশ দানের পাঁচ-ছয়মাসে পাওয়া যায়। মহারাজ, এই দুই ধান্যের মধ্যে অপরি কি বিশেষতৃ দেখিতে পাইনেন? ভগৎ, ‘কুমূদভঙ্গিক’ ধান্য লাভ, শালিযান বিপুল। ভগৎ, শালিযান রাজার ভোজনের উপযুক্ত। ‘কুমূদভঙ্গিক’ ধান্য দাস-কর্মচারীর ভোজনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

এই প্রকার অকুশলের ফল অল্প বলিয়া শীত্র ফল দেয়, কুশলের ফল বিপুল বলিয়া গৌণে ফল দিয়া থাকে।

ভগৎ, এই জগতে যাহা শীত্র ফল দেয়, তাহা অধিক বলবত্র, সেই কারণে অকুশল অধিক বলবত্র। কুশল তত নহে। যেমন যেই বোধ্য মহাযুদ্ধ ক্ষেত্রে ঘোরশ করিয়া প্রতিশ্রুতকে এগলাদাবা করিয়া টানিয়া যামীর নিকট আনে, সেই বোধ্য এই জগতে সুদক্ষ, শুরু নামে পরিচিত হয়।

কোন চিকিৎসক শীত্র শল্য উদ্বোধন করিয়া রোগ অপনয়ন করিলে সে সুদক্ষ ভিক্ষা নামে পরিচিত হয়। যে গণক শীত্র শল্য গণিয়া সহসা ফলাফল দেখায়, সে সুদক্ষ গণক নামে খ্যাত হয়। যে মল্ল শীত্র প্রতিমালকে উৎক্ষেপণ করিয়া উত্তম করিয়া ফেলিয়া দেয়, সে সমর্থ শুরু মল্ল নামে কীর্তিত হয়।

এই প্রকার এই জগতে কুশল হউক বা অকুশল হউক, যাহা
শীত্র ফল দেয়, তাহা বেশী বলবতর। সেই কুশলাকুশল উভয় কর্ম
পরলোকেই ভোগিতে হয়। অপিচ, অকুশল সদোষ, হেতু ক্ষণকাল মধ্যেই
ইহকলেও ফল দিয়া থাকে, এবং পরকালেও ফল দিয়া থাকে।

মহারাজ, প্রাচীন ক্ষত্রিয়গণের একটা চির প্রচলিত নিয়ম এই যে-যে
প্রাণিহত্যা করে, যে চুরি করে, যে ব্যভিচার করে, যে মিথ্যা বলে, যে প্রাম
ধ্বংস করে, যে পথে ডাকাতি করে, যে প্রবঞ্চনা করে, সে দণ্ডযোগ্য,
তাহাকে বধ, ছেদন, হত্যা করিতে হইবে। সেই দোষে তাহাদিগকে বাছিয়া
বাছিয়া বধাদি দণ্ডিয়া থাকে।

মহারাজ, এইরূপ কি কোন নিয়ম প্রবর্তিত আছে যে, যে দান করে, যে
শীল রক্ষা করে, যে উপেক্ষার পালন করে, তাহাকে ধন-জন দিতে হইবে?
চোরের যে ইহরূপ দণ্ড করে, সেই ইহরূপ বাছিয়া বাছিয়া পুণ্যকারীকে ধন
দেওয়া হয় কি? না ভস্ত। যদি মহারাজ, দায়কদিগকে বাছিয়া বাছিয়া ধন-
জন দেওয়া হয়, কুশলের ফলও ইহজনে ভোগ করিতে পারে। তদ্রূপ কেহ
দেয় না বলিয়া কুশলের ফল ইহজনে ভোগ না। এই কারণে অকুশল ফল
ইহজনেও ভোগ করে এবং পরজনেও অতিশয় বেদনা দিয়া থাকে। সাধু
ভস্ত, নাগসন। লৌকিক বিষয় লোকাত্ন জ্ঞানে বিজ্ঞাপিত করিলেন।

প্রেত উদ্দেশ্যে দান-ফল প্রশ্ন-মীমাংসা

ভস্ত, দায়করা দান দিয়া পূর্ব প্রেতমক এই দান-ফল দিয়া বলে-‘ইহা
তাহারা প্রাপ্ত হউক।’ তাহারা সেই প্রাঙ্গ দানের ফল পায় কি? মহারাজ,
কেহ পায়, কেহ পায় না। ভস্ত, কে পায়? কে পায় না। নারীরী, শ্রীগমমী,
তখন প্রাণী এবং চারি প্রকার প্রেতের মধ্যে বহুস্মাক্স, ক্ষুৎ-পিপ্সাসী ও
নিধ্রমতৃষ্ণিক প্রেতেরা পায় না। কেবল পরদিক উপাসীর প্রেতই পাইয়া
থাকে। তাহারাও স্মরণ করিলেই পাইয়া থাকে। তাহা হইলে ভস্ত, দায়কদিগের দান প্রেতের প্রতিকূলে যায়, অফল হয়। যাহাদের উদ্দেশ্যে
দান দেওয়া হইলেহ, তাহারা যদি উহা না পায়, সেই দান অফল হইতে
পারে না। যে দায়ক দান দেয়, সে ঐ ফল পাইয়া থাকে। তাহা হইলে
ভস্ত উপযুক্ত কারণরাখা আমাকে জাপন করতে।

লেখন মহারাজ, কোন মনুষ্য ময়স্য-মাংস-মুরা-ভাত খায় বলত সজ্জিত
করিয়া জাতিকূলে গমন করিল, যদি তাহার জাতিরা সেই উপহার প্রাপ্ত না
করে, তাহা কি বিচ্ছেদে যাইবে, বিনষ্ট হইবে? না ভস্মে। তাহা যে নেয়, তাহাই হইবে। এই প্রকার দায়কৰ্মেই তাহার ফল ভোগ করিবে। কোন পুরুষ একটি কামড়ায় প্রবেশ করিল, যদি সম্মুখে কোন দরজা না থাকে, তাহা কোন দরজা দিয়া বাহির হইবে? ভস্মে, যেই দরজাদীরা প্রবেশ করিয়াছে, সেই দরজা দিয়া বাহির হইবে। সত্যিই মহারাজ, দায়কৰ্মে সেই ফল ভোগ করিবে। আমরা সেই কারণ বিলোপ করিব না।

ভস্মে, যদি এই দায়কৰ্মের প্রদত্ত দান পূর্ব প্রেতেরা পাইয়া থাকে, এবং তাহারা সেই ফলও যদি ভোগ করিয়া থাকে, তাহা হইলে যে প্রাণীবধ করিয়া, যে লুক, রক্তপাপী, দৃষ্টি চিত্তে নর হত্যা করিয়া ও যে নিদর্শন কর্ম করিয়া পূর্ব প্রেতদিগকে প্রদান করে যে- এই কর্মের ফল পূর্ব প্রেতেরা প্রাপ্ত হউক।' পূর্ব প্রেতেরা সেই ফল পায় কি? না মহারাজ। ভস্মে, এখানে কি হেতু কি কারণে, কুশল পাইয়া থাকে, অকুশল পাই না? মহারাজ, এইরূপ প্রাণ জিজ্ঞাসা করিবেন না। আপনি উত্তর দাতা পাইয়া অঞ্জনী প্রশ্নে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। যেমন কি কারণে আকাশ অবলম্বনহইন? কেন গঙ্গার জল উজান চলে না? কি কারণে এই মনুষ্যাগণ ও জিজ্ঞাসা স্তম্ভ? মৃগাগণ কেন চতুর্থপদ? বাহার হয়, তাহাও আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন। ভস্মে, আমি আপনাকে দুঃখ দিবার ইচ্ছায় জিজ্ঞাসা করিতেছি না। অপিচ সত্যদেহ দীর্ঘকালের জিজ্ঞাসা করিলে না। এই জগতে বহুলক পাপঘাতী, বিচ্ছেদক। যে কোন প্রকারে তাহারা বিপ্লবীয়র গ্রহণের অবসর লাও না করেক, সেই কারণেই জিজ্ঞাসা করিতেছি।

মহারাজ, অকৃত, অননুমত বিষয়ের সহিত পাপকর্ম বিভাগ করিতে পারা যায় না। যেমন মনুষ্যেরা জলের প্রায়োজন রুদ্ধিয়া সুদূর স্থান হইতেও জল আনিয়া থাকে, তাহাই বলিয়া যে মহাশৈলকে যথেষ্টপূর্বক আনিতে পারে কি? না ভস্মে। এই প্রকার কুশলকে বিভাগ করা যায়, অকুশলকে বিভাগ করা যায় না। যেমন তৈরির দ্বারা প্রদীপ জ্বালিতে পারে, জলহারা কেহ প্রদীপ জ্বালিতে পারে কি? না ভস্মে। এই প্রকার কুশল ভাগ করা যায়, অকুশল ভাগ করা যায় না। যেমন কৃষক তত্তাগ হইতে জল বাহির করিয়া ধানের পরিপূর্ণ সাধন করে, তাহ বলিয়া সমুদ্রের জল বাহির করিয়া কেহ শন্য পাকাইতে পারে কি? না ভস্মে। অনেক কুশল ভাগ করা যায়, অকুশল ভাগ করা যায় না।
ভব্যে, কি কারণে কুশল ভাগ করিতে পারা যায়, অকুশল ভাগ করিতে পারে না? যুক্তি কারণ দ্বারা আমাকে ইহা জাপন করন। আমি অন্ধ নহি, অজ্ঞানীও নহি, শুনিয়াই জানি হইব। মহারাজ, অকুশল অল্প, কুশল বহু। অকুশল অল্প বলিয়া কর্তাকেই আঁকড়াইয়া ধরে, কুশল বেশী বলিয়া সদেবলোকে ব্যাপৃত হইয়া থাকে। উপমা প্রদান করন।- মহারাজ, সামান্য এক বিন্দু জল মাটিতে পড়িলে, তাহা কি দশ বার যোজন ব্যাপৃত হইতে পারে? না ভব্যে। বরং সেই জলবিন্দু যেই জায়গায় পড়িয়াছে, সেই জায়গায়ই বিলায় যাইবে। কি কারণে মহারাজ? জলবিন্দু সামান্য বলিয়া। এই প্রকার অকুশল অল্প, তাই কর্তাকেই আঁকড়াইয়া ধরে। তাহা ভাগ করিতে পারে না। যেমন মহামেঘ বর্ষিত হইলে ধরণীতলকে ডুরায়িয়া দেয়, উহা কি মহারাজ, চারিদিকে ব্যাপৃত করে? ইঁঁ ভব্যে। সেই মহামেঘ গর্ত, নদী, শাখা, প্রদর, কন্দর, হ্রদ, তড়াগ, কুপ, পুষ্করিণী পূর্ণ করিয়া দশ বার যোজন বিস্তৃত হইয়া থাকে। কি কারণে মহারাজ? ভব্যে, মঘ মহৎ বলিয়া। এই প্রকার কুশল বহু, তাই উহা দেব-মনুষ্যলোকেও বিভাগ করিতে পারা যায়।

ভব্যে, কি কারণে অকুশল অল্প, কুশল বহু? মহারাজ, যে দান করে, শীল গ্রহণ করে, উপসাধ পালন করে, সে এই কর্মে হইত-প্রহষ্ট হয়, হর্ষ উৎপাদন করে, অতিশয় প্রমোদিত হয়, সম্ভূতি লাভ করিয়া থাকে। তাহার অন্য সময়েও গ্রীতি উৎপন্ন হয়। গ্রীতি চিন্তাশতঃ পুনঃপুনঃ কুশল প্রবর্ধিত হয়। যেমন জলপূর্ণ কুপে একদিক দিয়া জল প্রবেশ করে, অন্য দিক দিয়া বাহির হইয়া থাকে। জল বাহির হইলেও অপর দিকদিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। জলের ক্ষয় হইতে পারে না। এই এই প্রকার কুশলমাত্রেই বার বার বাড়িয়া যায়। কোন পুরুষ শতবর্ষ পরে হইলেও তাহার কৃত কুশল সম্রণ করিয়া থাকে, যতই স্মরণ করে, ততই কুশল বাড়িয়া যায়। তাহার সেই কুশল সে কাহারো সহিত ভাগ করিতে সমর্থ হয়। মহারাজ, ইহাই একমাত্র কারণ যে কুশলই বহরে। মহারাজ, অকুশল কর্ম করিলে পরে অনুতপ্ত হয়। অনুতপ্তীর চিন্তা সম্পূর্ণ হয়, প্রত্যিহত হয় না। সে শোক করে, অনুতপ্ত হয়, হ্রাস প্রাপ্ত হয়, ক্ষয় হইয়া যায়, পরিবর্ধিত হয় না। সদাই পাপ-ফল তাহাকে জড়িয়া ধরে। মহারাজ, যেই নদী শুক্র, বালুকা বহুল, উচ্চ, নীচ, আঁকা বাঁকা, সেই নদীতে উপর দিক হইতে সামান্য
পরিমাণ জল আসিলে স্থান প্রাণেই ক্ষয় হইয়া যায়। আর বাড়িতে পারে না। সেই সেই স্থানেই থামিয়া যায়। এই প্রকার অকুশল কর্ম করিলে চিত্ত সকোচিত হয়, প্রসারিত হয় না। শোক-তাপ আসে, চিত্তবল ক্ষয় হইয়া যায়। বৃদ্ধ লাভ করে না। এই কারণে অকুশল অল্প। সাধু ভক্ত, নাগসনে।

মহিমাস্মি

ভক্তে, এই জগতে নর-নারীরা কল্যাণকর, পাপমূলক দৃষ্টিপূর্ব, অদৃষ্টপূর্ব, কৃতপূর্ব, অকৃতপূর্ব, নিরাপদ, সভয়, দূর, নিকট অনেক প্রকার অনেক সহস্র স্থপ্ন দেখিয়া থাকে। এই স্থপ্নটি কি? কে এই স্থপ্ন দেখে? মহারাজ, এই স্থপ্ন একটি নিমিত্ত, যাহা চিত্ত-পথে আগমন করে। হয়তো কারণে স্থপ্ন দেখিয়া থাকে। বায়ু-পিত-শিন্ধারা স্থপ্ন দেখে, দেব প্রভাবে, পরিচিত কর্ম প্রভাবে ও পূর্ব নিমিত্ববশতঃ স্থপ্ন দেখিয়া থাকে। এখানে যাহা পূর্ব নিমিত্ত স্থপ্ন, তাহাই সত্য। অপরগুলি মিথ্যা। ভক্তে, যে পূর্ব নিমিত্ত স্থপ্ন দেখে, তাহার চিত্ত যে স্থং গমন করিয়া সেই নিমিত্তকে অনুসঙ্গান করে, অথবা সেই নিমিত্ত চিত্ত-পথে আগমন করে কি? অথবা অন্য কেহ আসিয়া তাহাকে বলে কি? মহারাজ, তাহার চিত্ত স্থং গমন করিয়া সেই নিমিত্তকে অনুসঙ্গান করে না। অন্য কেহও আসিয়া তাহাকে বলে না। অথচ সেই নিমিত্তই চিত্ত-পথে আগমন করিয়া থাকে। যেমন মহারাজ, আয়না স্বং কোন স্থানে গমন করিয়া ছায়াকে অনুসঙ্গান করে না, অন্য কেহ ছায়া আনয়ন করিয়া আয়নায় স্থাপন করে না। অথচ যে কোন স্থান হইতে ছায়া আসিয়া আয়নায় উপস্থিত হইয়া থাকে। এই প্রকার চিত্ত নিমিত্ত অনুসঙ্গান করে না। কেহ আসিয়াও বলে না। যেই কোন স্থান হইতে নিমিত্ত আসিয়া চিত্তে উপস্থিত হয়।

ভক্তে, যেই চিত্ত স্থপ্ন দেখে, সেই চিত্ত জানে কি এই ফল নিরাপদ বা অনিরাপদ হইবে? মহারাজ, সেই চিত্ত এই ফলাফল জানিতে পারে না। নিমিত্ত উৎপন্ন হইলে অন্যকে বলা হয়, তৎপর তাহারা অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে। ভক্তে, ইহাতে যুক্তিযুক্ত কারণ প্রদর্শন করুন। মহারাজ, যেমন শরীরে তিলক, পীড়ক, দুঃখ যে উঠে, ইহাতে লাভ, অলাভ, যশঃ, অযশঃ, নিন্দা, প্রশংসা, সুখ ও দুঃখ অবস্থা সূচিত হয়। মহারাজ, সেই তিলকাদি কি জানিয়াই উঠে যে আমরা এই অর্থ-হিত সম্পাদন করির না ভক্তে।
নেই স্থানে সেই পীড়ক উৎপন্ন হয়, সেই স্থানের সেই পীড়ক দেখিয়া নৈমিত্তিকেরা বলিয়া থাকে যে-এই প্রকার ফল হইবে। এইরূপে যেই চিত্ত স্পন্দ দেখে, সেই চিত্ত উহা জানিতে পারে না যে এই প্রকার ফল হইবে-নিরাপদ বা অনিরাপদ। নিমিত্ত উৎপন্ন হইলে অন্যকে বলিয়া থাকে এবং ইহার অর্থও বলিয়া থাকে।

ভদ্রে, যে স্পন্দ দেখে, সে নিদ্রিতাবস্থায় দেখে, যে জাহ্তুতাবস্থায় দেখে না।

মহারাজ, নিদ্রিতাবস্থায় বা জাহ্তুতাবস্থায় স্পন্দ দেখে না। অন্ততঃ, যখন মিদ্ধ (মনের অবসাদ) আকাশ হয় ও ভব্য প্রাপ্ত না হয়, ইহার মাঝামাঝি স্পন্দ দেখে। মহারাজ, মিদ্ধ সমারুত ব্যক্তির চিত্ত ভব্য গত হয়, ভব্য গত চিত্ত প্রবর্তিত হয় না। চিত্ত প্রবর্তিত না হইলে সুখ-দুঃখ জানিতে পারে না। না জানিলে স্পন্দ হয় না। চিত্ত প্রবর্তিত হইলে স্পন্দ দেখা যায়। যেমন মহারাজ, ঘোরাঙ্ককারে সুপরিচ্ছুত আয়নায় ছায়া দেখা যায় না, এই প্রকার মিদ্ধ সমারুত চিত্ত ভব্যগত হইলে শরীর বর্তমান থাকিলেও চিত্ত প্রবর্তিত হয় না। অপ্রবর্তিত চিত্তে স্পন্দ দেখা যায় না। যেমন মহারাজ, আয়না, তেমন শরীর, যেমন আদকার তেমন মিদ্ধ, যেমন আলোক, তেমন চিত্ত দ্রষ্টিব্য।

যেমন শিশিরাবৃত্ত সূর্যের প্রভা দেখা যায় না, অথচ সূর্যরশি বিদ্যমান আছে; তথাপি প্রবর্তিত হয় না। সূর্যরশি অপ্রবর্তিত হইলে আলোক হয় না। এই প্রকার মিদ্ধ সমারুত চিত্ত ভব্যগত হয়। ভব্যগত চিত্ত প্রবর্তিত হয় না। চিত্ত প্রবর্তিত না হইলে স্পন্দ দেখা যায় না। যেমন মহারাজ, সূর্য তেমন শরীর, যেমন শিশিরাবরণ তেমন মিদ্ধ, যেমন সূর্যরশি, তেমন চিত্ত দ্রষ্টিব্য।

মহারাজ, দুইটি থাকিলেও শরীরে চিত্ত প্রবর্তিত হয় না, মিদ্ধ সমারুত ও ভব্যগত চিত্ত শরীরে প্রবর্তিত হয় না। নিরোধ ধ্যান প্রাপ্ত ব্যক্তির চিত্ত শরীরে প্রবর্তিত হয় না। মহারাজ, জাহ্ত ব্যক্তির চিত্ত লোলুপ, বিরুত প্রকট, অনিবদ্ধ হয়। এই প্রকার চিত্তে নিমিত্ত ঠিক পথে উপনীত হয় না।

যেমন বিবৃত, প্রকট, অক্ষর, রহস্যের অত্যন্ত পুরুষকে রহস্যকারী পরিবর্জন করে, এই প্রকার জাহ্ত ব্যক্তির দিবা অর্থ ঠিকপথে উপনীত হয় না। সেই কারণে জাহ্ততাবস্থায় স্পন্দ দেখে না।

যেমন মহারাজ, সজ্জিতা বিষ্ণুকারী, অনাচারী, পাপমিত্র, দুঃখী, আলস্যপরায়ণ, ইনবীরপরায়ণ, ভিক্ষুর বোধিপক্ষী কৃষৎ ধর্ম ঠিকপথে
উপনীত হয় না। এই প্রকার জাত্রত ব্যক্তির দিব্য অর্থ ঠিক পথে উপনীত হয় না। সেই কারণে জাত্রতবাদার স্বপ্ন দেখে না।

ভেদে মিজের আদি, মধ্য, শেষ আছে কি? হী মহারাজ, আছে। তাহা কিরূপ? মহারাজ, শরীরের যেই অবনাহ (দোলায়মানবস্থা), দুর্বলতা, মন্দতা, অকর্মণ্যতা ইহা মিজের আদি লক্ষণ। যে কপি-নিদ্রা অর্থাৎ নিদ্রিতদেহ জাত্রত নহে, সামান্য কারণে জাত্রত হয়, ইহা মিজের মধ্যলক্ষণ। ভব্যগতি প্রাপ্ত হইলে চরমাবস্থা, মধ্যমাবস্থায় কপি-নিদ্রা হইলেই স্বপ্ন দেখিয়া থাকে।

যেমন মহারাজ, কোন সংযতাচারী সমাহিত চিত্ত, স্বর প্রকৃতি, অচলবুদিসম্পন্ন ব্যক্তি কৌতূহল শক্তিহীন বলম্বনে প্রবেশ করিয়া সূক্ষ্ম অর্থ চিত্তা করিয়া থাকে, সেই অবস্থায় তাহাকে মিদ্ধ আকারণ করিতে পারে না। সে তথ্য সমাহিত, একাধিকম হইয়া সূক্ষ্ম অর্থ উপলব্ধি করিয়া থাকে। মহারাজ, এই প্রকার জাত্রত ব্যক্তি মিদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হয় না, যে মিদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত, কপি-নিদ্রারত সে স্বপ্ন দেখে। মহারাজ, যেমন কৌতূহল শন্দ এইরূপ জাগরান, যেমন বিবিভবন এইরূপ কপি-নিদ্রা, যেমন স্ব কৌতূহল শন্দ ত্যাগ করিয়া, মিদ্ধকে বর্জন করিয়া মধ্যমবস্থায় সূক্ষ্মার্থ উপলব্ধি করে, এইরূপ যে জাত্রত সে মিদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হয় না, যে মিদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত, কপি-নিদ্রারত, সে স্বপ্ন দেখে। সাধু ভেদে, নাগসেন।

কালাকাল মরণ প্রশ্ন-মীমাংসা

ভেদে, যেই সমস্ত সত্ত্ব মরে, সকলেই কি কাল প্রাপ্তে মরে, না অকালেও মরে? মহারাজ, কাল মরণও আছে, অকাল মরণও আছে। কাহারা কালে মরে, কাহারা অকালে মরে? মহারাজ, আপনি কি এমন ফলত আম-জাম বৃক্ষ দেখিয়াছেন–কোন ফল কাঁচা, কোন ফল পাকা? হী ভেদে, দেখিয়াছি। মহারাজ, বৃক্ষ হইতে যেই ফলগুলি পড়িয়া যায়, ঐ সমস্ত কালে পড়ে, না অকালে পড়ে? ভেদে, যে ফলগুলি পাকিয়া পড়িয়া যায়, সেইগুলির কালে পতন হয়। আর যেই ফলগুলি কৃত্তিমিত্ত হইয়া, লংড়াঘাত প্রাপ্ত হইয়া, বায়ুবেগ তাড়িত হইয়া, অভ্যন্তর পূঁচা লাগিয়া পড়িয়া যায়, সেইগুলি অকালে পড়ে। এই প্রকার মহারাজ, যেই সব সত্ত্ব জারজীর্ণ হইয়া মরে, তাহারা কালে মরে, কোন কোন সতুগাণ কর্মফল পীড়িত হইয়া মরে। কেহ
গতি পীড়িত, কেহ ক্রিয়া পীড়িত হইয়া মরে। ভবতে, যেই সত্ত্বগণ কর্ম, গতি, ক্রিয়া, জরা পীড়িত হইয়া মরে, সেই সত্ত্বগণ কি কালেই মরে?
মহারাজ, যে মাতৃগতি মরে সেও কালে মরে, কারণ তাহারও গতভূমি মৃত্যুই কাল। যে প্রসূতিরূপে মরে, একদিনে, দুইদিনে বা যথাক্রমে শতবর্ষে মরে, তাহাদের কাল মরন কালে মরে। তাহা হইলে ভবতে, অকাল মৃত্যু ত দেখিতেছি না; যাহারা মরে, তাহারা কালগতিই মরিয়া থাকে বলিতে হইবে।

মহারাজ, সাতটি কারণে আয়ু থাকিলেও অকাল মরে। সেই সাতটি কি? কৃষ্ণাতুর ভোজন অলাভ কৃষ্ণাগ্রতে দক্ষ হইয়া আয়ু থাকিলেও মরে, তৃষ্ণাতুর পানীয় অভাবে পরিশুদ্ধ হদয়ে অকালে মরে, সর্পাঙ্গ ব্যক্তি বিষে জরজিত হইয়া চিকিৎসক অভাবে অকালে মরে, বিষত্বক দাহ্য মান অঙ্গ-প্রত্যাঙ্গে অগদাভাবে অকালে মরে, অঙ্গিধর্ষণ ব্যক্তি অঙ্গি নির্বাপক না পাইয়া অকালে মরে, জল-মস্তক ব্যক্তি প্রতিষ্ঠা অভাবে অকালে মরে ও শেষ-বিদ্ধ ব্যক্তি চিকিত্সক অভাবে অকালে মরে। এই সাতজন আয়ু থাকিলেও অকালে মরিয়া থাকে।

মহারাজ, এই বিষয়ে আমি একাদশই বলিতেছি, আত্ম প্রকারে সত্ত্বগণের মৃত্যু হইয়া থাকে। বায়ু-পিত্র-ঋষিকপু শুধুমাত্র হইয়া, সন্ত্রিশুত রোগে, খগুজ রোগে, বৈষ্মণ্য ব্যবহারে (বদ্ধ যত্র, বদ্ধ যায়ুতে ও দুর্গুণস্থানে বেশ্রীক্ষণ) ঔপক্রমিক অর্থতঃ বধ-বন্ধনাদি অপরের উপক্রম বলে ও কর্ম বিপাকে সত্ত্বগণ মরিয়া থাকে। এই আটটির মধ্যে কর্ম বিপাক মৃত্যু সামরিক মৃত্যু; অপর সাতটি অসামরিক মৃত্যু।

কৃধা-তৃষ্ণা-সহায়তে বিষ-অগ্নি জলে,
অক্সায়াতে মৃত্যু এই সাতটি অকালে।
বায়ু-পিত্র-ঋষিকপু শুধু সন্ত্রিশুত রোগে,
বৈষ্মণ্য ও উপক্রম কর্মে মৃত্যু ভোগে।

মহারাজ, কোন কোন সত্ত্বগণ পূর্বকৃত সেই সেই অকুমল কর্ম বিপাকে মরিয়া থাকে। এই জগতে যে বায়ু পূর্বজনে অনন্তে উপবাস রাখিয়া মারে, সে বহু লক্ষ বৎসর কৃধা যত্নের ভোগ করে, কৃধায় ক্লান্ত হয়, শুঙ্গ ভূলেন হতন হয়, তাহার দেহভাঙ্গত শুঙ্গ-বিশ্ব-দক্ষ হয়, সে বল্যাসে, যৌবনকালে ও বৃদ্ধকালে কৃধারোগেই মরে। ইহা তাহার সামরিক মরণ।
যে পূর্বজনে অপরকে পিপাসা যন্ত্রাণায় মারে, সে বহু লক্ষ বৎসর নিঃশাস্ত্রিক গ্রেও হইয়া হীন, ক্ষুশ, পরিশৃঙ্খ হস্তয়ে পিপাসা রোগে মরে। সে বাল-যুব-বৃদ্ধবস্থায় মরে, ইহা তাহার সামায়িক মরণ। যে পূর্বজনে অপরকে সর্পিলাকে দংশন করাইয়া মারে, সে বহু লক্ষ বৎসর অজগর মুখ হইতে অজগর মুখে কৃষ্ণ সর্পের মুখ হইতে কৃষ্ণ সর্পের মুখে পরিবর্তিত হইয়া সর্পায় বাল-রুপ-বৃদ্ধবস্থায় মরিয়া থাকে, ইহাও তাহার সামায়িক মরণ। যে পূর্বজনে অপরকে বিষ দিয়া মারে, সে বহু লক্ষ বৎসর শারীরিক যত্ননা ভোগ করে, তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দশক হয়, ভঙ্গিয়া যায়, শরীর দিয়া পাঁচ দুর্ভাব বায়ু প্রবাহিত হয়, বাল-রুপ-বৃদ্ধবস্থায় বিশেষ প্রাণত্যাগ করে, ইহাও তাহার সামায়িক মরণ। যে পূর্বজনে অপরকে অগ্নিদারাজ জ্বলাইয়া মারে, সে বহু লক্ষ বৎসর অজগর পর্বত হইতে অজগর পর্বতে, যমালয় হইতে যমালয় পরিবর্তিত হইয়া দম্পত্তি কায়ে বাল-রুপ-বৃদ্ধবস্থায় অগ্নিদারাজ মারে। ইহা তাহার সামায়িক মরণ। যে পূর্বজনে অপরকে জলাদারা মারে, সে বহু লক্ষ বৎসর হত-বিলুপ্ত-ভঙ্গ-দুর্বল-কায়ে কুঠিত চিত্রে জলাদারই বাল-রুপ-বৃদ্ধবস্থায় মরে, ইহাও তাহার সামায়িক মরণ। যে পূর্বজনে শেষ বা অগ্নিদারার অপরকে মারে, সে বহু লক্ষ বৎসর ছির-ভঙ্গ-কৃতিত বিকৃতিত পাত্র হয়, অগ্নিদারার বাল-রুপ-বৃদ্ধবস্থায় মরে, ইহাও তাহার সামায়িক মরণ।

ভবে, আপনি যে অকাল মৃত্যু আছে বলিতেছেন, তাহা কিরূপ আমাকে বিশেষভাবে বলুন। যেমন মহারাজ, মহা অগ্নিকরণ তৃণ-কাঠ-শাখা পতন সমস্ত জ্বলাইয়া যদি ইহা অভাব নিবিয়া যায়, তাহাকে বিনা বাধায় সময়ে নির্বাপিত বলিয়া বলা হয়, এই প্রকার যে কেহ বহু সহস্র দিবস বাঁচিয়া জরা-জীর্ণ হইয়া আবহতে বিনা বাধায় নিরুপমে যদি মরে, তাহার মৃত্যু যথাসময়ে হইয়াছে বলা হয়। মহারাজ, মহা অগ্নিকরণ তৃণ-কাঠ-শাখা পতন জ্বলাইয়েছে, এমন সময়ে মহাবৃষ্টি বর্ষিত হইয়া তৃণমূলে জ্বলিতে আগন্ত যদি নিবিয়া যায়, তাহা হইলে যথাসময়ে অগ্নি নির্বাপিত বলা হইবে কি? না ভবে। কেন মহারাজ, পশম অগ্নিকরণ, পূর্ব অগ্নিকরণের সমগতি কি প্রাপ্ত হয় নাই? ভবে, আকাশ্মিক মেঘের দুর্বল সেই অগ্নিকরণ অসময়ে নিবিয়া গিয়াছে। এই প্রকার মহারাজ, যে অকালে মরে, সে আকাশ্মিক বায়ু-পিয়াদিতৰায় প্রতিপ্রভূত হইয়া অকালে মরিয়া থাকে। এই কারণে অকাল-মৃত্যু আছে বলিতে হইবে।
যেমন মহারাজ, গণন মহামেঘ উঠিয়া নি-উচ্চ স্থান পূর্ণ করিয়া বর্ষণ করিল। তাহাকে বলা হয়, নিরুপদ্বে বর্ষিত হইয়াছে। এই প্রকার যে কেহ দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া জরা-জীবন হইয়া আয়ুক্ষয়ে বিনা বাধায় যদি মরে, সে যথাসময়ে মরিয়াছে বলা হয়। যেমন গণন মহামেঘ উঠিতে লাগিল, এমন সময় মহাবান্ধবের মেঘ অপসৃত হইল, তাহা হইলে কি মহারাজ, আপনি বলিবেন-মেঘ সময়ে বিগত হইয়াছে। না ভেতে। কেন মহারাজ পশ্চিম মেঘ পূর্ব মেঘের সমগতি কি প্রাপ্ত হয় নাই? ভেতে, আক্ষমিক বায়ু প্রতিপীড়িত সেই মেঘ ঠিক সময়ে প্রাপ্ত না হইতেই বিগত হইয়াছে। এই প্রকার মহারাজ, যে কেহ অকলে মরিলে সে আক্ষমিক বায়ু-পিতাদি রোগে প্রতিপীড়িত হইয়া অকলে মরে, এই কারণে অকল মৃত্যু আছে বলিতে হইবে।

মহারাজ, যেমন বলবান সর্প কূপিত হইয়া কোন পুকুরকে যদি দংশন করে, সেই বিষ নিরুপদ্বে তাহাকে মারিয়া ফেলে। ইহাকে বিনা অপরায়ে মৃত্যুসীমা প্রাপ্ত বলে। এই প্রকার মহারাজ, কেহ দীর্ঘযুগ প্রাপ্ত হইয়া জরা জীবন হয়, আয়ুর্বেদে অনুপদ্বারয় মরে, ইহাকে সাময়িক মরণ বলে। যদি কোন সাপুড়ত সর্প দংশিত বায়ুর বিষ অগ্ন বলে নির্বিষ করে, সেই বিষকে কি সময় বিগত বলিবেন? না ভেতে। কেন মহারাজ, সেই পশ্চিম বিষ পূর্ব বিষের সমগতি কি প্রাপ্ত হয় নাই? ভেতে, আক্ষমিক অগ্নিদ্বারা প্রতিপীড়িত বিষ চরম সীমা প্রাপ্ত না হইতেই বিগত হইয়াছে। এই প্রকার যে কেহ অকলে মরে, সে বাত পিতাদি আক্ষমিক রোগে মরে। এই কারণে অকাল-মৃত্যু আছে বলিতে হইবে।

মহারাজ, যেমন কোন ধনুধারী শর নিক্ষেপ করিল, যদি যদি শর যতদূর যাইতে সমর্থ ততদূর চলিয়া যায়, বিনা অপরায়ে যদি শর গিয়াছে বলা হয়। এই প্রকার দীর্ঘযুগ লাভের পুর অভাবতঃ মরিলে যথাকাল প্রাপ্তে মরিয়াছে বলা হয়। মহারাজ, যদি শর নিক্ষেপ কালে কেহ যদি শর ধরিয়া রাখে, সেই শর চরম সীমা প্রাপ্ত বলিবেন কি? না ভেতে। কেন মহারাজ, পশ্চিম শর পূর্ব শব্দের সমগতি কি প্রাপ্ত হয় নাই? ভেতে, আক্ষমিক গ্রহণে শরের গতিরোধ করা হইয়াছে। এই প্রকার মহারাজ, কেহ কেহ অকলে বায়ুপিতাদি আক্ষমিক রোগে প্রতিপীড়িত হইয়া মরিয়া থাকে। এই কারণে অকাল মৃত্যু আছে বলিতে হইবে।
মহারাজ, কেহ লৌহময় ভাজনে আঘাত করিলে স্বভাবতঃ সেই শন্দ বিনা অন্তরায়ে যদি বাহির হয়, তাহা হইলে যথাগতি গিয়াছে বলা হয়, সেইরূপ দীর্ঘায়ু লাভের পর মরিলে বিনা অন্তরায়ে মরিয়াছে বলা হয়। যেমন ঐ ভাজনে আঘাতজনিত শঙ্খকালে যদি কেহ সেই ভাজন স্পর্শ করে, তৎপক্ষে সেই শন্দ নিরূদ্ধ হইয়া যায়, তেমন আক্ষরিক বায়ুপিতাদি রোগে প্রতিপীড়িত হইয়া মরিলে উহাকে অকাল মৃত্যু বলে। এই কারণে অকাল মৃর্ত্যু আছে বলিতে হইবে।

মহারাজ, যেমন সুক্ষেত্রে ধানবীর রোপিত হইলে যদি নিয়মিত বারি বর্ষিত হয়, সেই ধান্য যথাসময়ে সুপরিপুষ্ট হয়। তেমন দীর্ঘায়ু লাভ করিয়া মরিলে যথাসময়ে মৃত্যু হইয়াছে বলা হয়। যদি জলাভাবে ঘীমের দরখান্দী বৃক্ষ মরিয়া যায়, উহাকে অকালে মরিয়াছে বলা হয়, তেমন বায়ুপিতাদি আক্ষরিক রোগে মরিলে অকাল মৃত্যু হইয়াছে বলা হয়। এই কারণে অকাল মৃত্যু আছে বলিতে হইবে।

মহারাজ, আপনি কি এইরূপ শুনিয়াছেন যে, তরুণ শস্যে কৃষি উঠিয়া সমূলে বিনাশ করিয়াছে? ভবত, তাহা আমি শুনিয়াছি, এমন কি স্থানেও দেখিয়াছি। সে শস্য যে মহারাজ কালে নষ্ট হইয়াছে, না অকালে? অকালে ভবত। যদি সেই শস্য কৃষিক্ষত্র না হইত, নিশ্চয় শস্য কর্তন কাল প্রাপ্ত হইত। সেইরূপ বায়ুপিতাদি আক্ষরিক রোগে অকাল মৃত্যু হইয়া থাকে। এই কারণে অকাল মৃত্যু আছে বলিতে হইবে।

মহারাজ, আপনি কি এইরূপ শুনিয়াছেন, ফলভাবনত, কর্তনের উপযুক্ত শস্যে শিলাবৃষ্টি (করকবর্ধ) হইয়া সমস্ত শস্য বিনষ্ট করিয়া ফেলে ও ফলশূন্য হয়? ভবত, তাহা আমি শুনিয়াছি ও দেখিয়াছি। মহারাজ, সেই শস্য কালে নষ্ট হইয়াছে, না অকালে? অকালে ভবত। যদি শিলাবৃষ্টিতে শস্য নষ্ট না হইত, তাহা হইলে শস্য কর্তন কাল প্রাপ্ত হইত। আক্ষরিক উপযুগে শস্য নষ্ট না হইলে পাওয়া যাইত। এই প্রকার যে অকালে মরে, সে আক্ষরিক বায়ুপিতাদি রোগে অকালে মরিয়া থাকে। যদি আক্ষরিক রোগাদিয়াক প্রতিপীড়িত না হয়, যথাসময়ে মৃত্যু হইয়া থাকে, তাহা হইলে অকাল মৃত্যু আছে বলিতে হইবে।

ভবত, নাগসন বড়ই আশ্চর্য, বড়ই অদ্ভুতভাবে অকাল মৃত্যুর বিবরণ উপমাদ্বারা সুদর্শিত হইয়াছে। বাস্তবিক অকাল মৃত্যু আছে। আপনার
একটি উপমাদ্বারাও অকাল মৃত্যু আছে বুঝিতে পারিবে। আমি প্রথমে একটি উপমাদ্বারাও বুঝিয়াছি, কেবল বিস্তৃতভাবে শুনিবার ইচ্ছায় সম্ভতি জাপন করি নাই।

পরিনির্বৃত চৈত্যে প্রাতিহার্য প্রশ্ন-মীমাংসা

ভবতে, সমস্ত পরিনিবৃত চৈত্যে প্রাতিহার্য হয়, না কোন কোনটিতে হয়? মহারাজ, কোন কোনটিতে হয়, কোন কোনটিতে হয় না। ভবতে, কোন কোনটিতে হয়, কোন কোনটিতে হয় না? মহারাজ, তিন প্রকার অধিষ্ঠানের মধ্যে যে কোনটিদ্বারা পরিনির্বৃত চৈত্যে প্রাতিহার্য হয়। সেই তিনটি কি? এই জগতে কোন কোন অরহতেরা দেব-মনুষ্যদের প্রতি দয়া করিয়া জীবিত থাকিতে অধিষ্ঠান করেন যে-“চৈত্যে এই রূপ প্রাতিহার্য হউক।”

তাহার সেই অধিষ্ঠনবলে চৈত্যে প্রাতিহার্য হইয়া থাকে। পুনরায় দেবতারা মনুষ্যদের প্রতি দয়া করিয়া পরিনির্বৃত চৈত্যে প্রাতিহার্য দেখাইয়া থাকেন যে—“এই প্রাতিহার্য প্রভাবে সদ্ভ চিরহার্য হইবে ও মনুষ্যেরা প্রসন্ন হইয়া কুশল প্রভাবে শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে।” এই প্রকার দেবগণের অনুভবে প্রাতিহার্য প্রদর্শিত হইয়া থাকে। পুনরায় কোন শ্রদ্ধা-প্রসন্ন, পণ্ডিত, বিচক্ষণ, মেধাবী, বুদ্ধিমান স্ত্রী পুরুষ একাইচিতে চিতা করিয়া পন্ন-মালা-বস্ত্র বা অন্য কিছু দ্বায় অধিষ্ঠান করিয়া চৈত্যে উৎক্ষেপন করিয়া বলে—“এই রূপ হউক।” তাহাদের অধিষ্ঠান বলেও পরিনির্বৃত চৈত্যে প্রাতিহার্য হয়। অরহতের, মঠাভিজ্ঞের, চিত্ত বশীভূত মহাপুরুষের অধিষ্ঠান না থাকিলে চৈত্যে প্রাতিহার্য হয় না। মহারাজ, প্রাতিহার্য না দেখিলেও মহাপুরুষগণের সুচিত কর্ম দেখিয়া “সুপরিণীত সত্ত্ব বলিয়া” শ্রদ্ধা উৎপাদন করা উচিত যে—“এই বুদ্ধ-পুত্র পরিনির্বাণ প্রাপ্ত।” সাধু ভবতে, নাগসেন।

ধর্মাভিসময় প্রশ্ন-মীমাংসা

ভবতে, যাহারা সম্বন্ধে শিলাদি পালন করেন, তাহাদের সকলেরই ধর্মাভিসময় হয়, না কাহারও হয় না? মহারাজ, কাহারও হয়, কাহারও হয় না। ভবতে, কাহার হয়, কাহার হয় না। মহারাজ, তীর্থকরের, প্রেতের, মিথ্যাদৃষ্টির, কুহকের, মাতৃতাত্ত্বির, পিতৃতাত্ত্বির, অরহত্যাত্ত্বির,
সমার্থক, লোহিত উৎপাদক, স্ত্রীলোকের জগতে (যাহারা নিজে নিজে প্রবৃত্ত হয়), তিনি দলকে প্রভাবকারী (বুদ্ধ শাসনে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি দলকে চালিয়া গেলে), ভিক্ষুর কৃষক (ভিক্ষুর কর্ম কেহ ব্যবহার করিলে), তেরিট ‘সংঘাদিতে আপনি’র মধ্যে যে কোনটি প্রাপ্ত হইয়া বিষয়-বিধান মন্ত্র ‘পরিবাস’ মানত, ‘আরাম’ কর্ম না করিলে তেমন ভিক্ষুর, পালকের ও স্ত্রী-পুরুষ লিঙ্গবিশিষ্ট উভয় ব্যাঙ্কের সমক্ষপথে শীলালিদি পালনেও ধর্মাভিষিক্ত (মার্গ-মলাদি লাভ) হয় না। যাহার বয়স সাত বৎসরের কম, সে সমক্ষপথে শীলালিদি পালন করিলেও তাহার ধর্মাভিষিক্ত হয় না। এই ১৬ প্রকার পুকুল শীলামালেও মার্গ-ফল লাভ করিতে পারে না।

ভুতে, এই ১৫জন শাসনের বিরুদ্ধে, তাহাদের ধর্মাভিষিক্ত হউক না হউক, কি করণে সাত বৎসরের কম বয়স্ক ব্যক্তির ধর্মাভিষিক্ত হয় না? বালকের কামরাজ, দেয়, মোহ, মান, মিথ্যাদৃষ্টি, অরতি, কামবিবর্তক নাই। কোন ক্রেশের সহিত সে মিশিত নহে। চারি আর্বসাত্ব জানিতে করিলে বালক অতিশয় উপযুক্ত। মহারাজ, এই করণেই আমি বলিতেছি, সাত বৎসরের কম বয়স্ক বালক শীল পালন করিলেও মার্গ-ফল লাভ করিতে পারে না। যদি সাত বৎসরের কম বয়স্ক বালক রমণীয় বিষয়ে রমিত হয়, দৃষ্টিগোত্র দৃষ্টিত হয়, মোহনীয় বিষয়ে মোহিত হয়, মদনীয় বিষয়ে মন্ত হয়, দৃষ্টিকে জানিতে পারে, রতি-অরতিকে জানিতে পারে, কুশলাকুশল বিষয়ে বিতর্ক উৎপাদন করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার ধর্মাভিষিক্ত হইবে। মহারাজ, সাত বৎসর অপূর্ণ বালকের চিন্তার অবল, দুর্বল, পরিত্যাগ, অল্প, মন্দ, অতিপূৰ্ব্ব। অসংক্ষেপ নির্বাণাধ্যুতে গুরু, ভারী, বিপুল, মহৎ। অপূর্ণ স্তম্ভ বৈষ্ণব বালক দুর্বলচিত্ত বিপুল নির্বাণ ধাতু অনুভব করিতে পারিবে না। কেমন মহারাজ, মহৎ, বিপুল, সুমধুর পর্বতে কেন পূর্বক্ষ প্রায়কৃতিক শক্তিজাত উদ্বরণ করিতে পারিবে কি? না ভুতে। কি করণে মহারাজ? পূর্ব দুর্বলচিত্ত, সুমধুর পর্বত মহৎ বলিয়া। এই প্রকার অপূর্ণ স্তম্ভ বৈষ্ণব বালক দুর্বল বিভাগ মহৎ নির্বাণ ধাতুকে অনুভব করিতে পারে না। মহারাজ, সুবিশুদ্ধতা মৃদুকা বিবদ্ধমাত্র জন্য কন্দমাক্ত করিতে পারিবে কি? না ভুতে। কি করণে মহারাজ? জলবিদ্যুত.
অল্প, মৃত্তিকা মহৎ বলিয়া। এই প্রকার অপূর্ণ সপ্তম বর্ষীয় বালক মহৎ নির্বাণ ধাতু অনুভব করিতে পারিবে না।

মহারাজ, সামান্য অগ্নির আলোকে সদেশেলশের অষ্টকার বিভ্রাস করিয়া আলোক প্রদর্শন করিতে পারিবে কি? না ভবে। কি কারণে মহারাজ? অগ্নি অল্প, জগৎ মহৎ বলিয়া। এই প্রকার অপূর্ণ সপ্তম বর্ষীয় বালক দুর্বল, মহৎ অবিদ্যা অগ্নিকারে আচ্ছাদিত, সেই কারণে জ্ঞানালোক দর্শন করা তাহার পক্ষে সুকঠিন।

মহারাজ, কুঞ্জরিয়া শালককৃ মৃত্তিকায় হস্তীকে গিলিবার জন্য টাঁতিতে লাগিল, সেই কৃমি হস্তীকে টাঁতিতে সমর্থ হইবে কি? না ভবে। কি কারণে মহারাজ? শালককৃ কুঞ্জরিয়া, হস্তী মহৎকায় বলিয়া। এই প্রকার যাহার বয়স সাত বৎসর হয় নাই, সে শীলবান হইলেও মহৎ নির্বাণ জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। সাধু ভবে, নাগসেন।

নির্বাণে অদৃঢ় মিশ্রত্বার প্রশ্ন-মীমাংসা

ভবে, নির্বাণে কেবল সুখ কি, না দৃঢ়ত্ব মিশ্রিত আছে? মহারাজ, নির্বাণে কেবল সুখ, দৃঢ়ত্ব তথ্যে নাই। ভবে, আপনার এই কথা আমার বিশ্বাস করিয়া পারিলাম না। আমাদের মনে হয়, নির্বাণ দৃঢ়ত্ব-মিশ্রিত। নির্বাণে যে দৃঢ়ত্ব-মিশ্রিত আছে, তাহ আমরা কারণতঃ দেখিতে পাই। মহারাজ, কারণ কি? ভবে, যাহারা নির্বাণ অনুসংবাদ করে, তাহাদের কায়-চিন্তার আত্মাপরিতাপ দেখা যায়, উপবেশন, চংকমণ, দাঁড়ানে ও শয়নে অতিশয় উদ্যোগ দেখা যায়, মিদের উপরোধ করিতে হয়, চক্ষু প্রভূতি আয়তনসমূহকে পীড়া প্রদান করিতে হয়, ধন-ধান্য, প্রিয় জাতি-মিত্রকে ত্যাগ করিতে হয়, যাহারা জগতে সুখী, তাহারা পঞ্চায়ণশার চক্ষু প্রভূতি আয়তনে রমিত হয়। মনোরম মনোরম বহুবিধ শুভ নিমিত্তশারা ও রূপস্থারা চক্ষুর করিতে করে, মনোরম শঙ্কা করিতে করে, মনোরম ফল-পত্র, তৃক, মূল, সারগুঞ্জশারা নামসিকাকে রমিত করে, মনোরম খাদ্য-ভোজ্য-লেখ্য-কোল ব্যাপীয় সাদাজায় রসস্থারা জিজ্ঞাসকে রমিত করে ও মনোরম অজ্ঞি, সুষ্ম, মূদু স্বপ্নস্থারা কায়কে রমিত করে, মনোরম কল্যাণ, পাপ, শুভ অশুভ বহুবিধ বিতর্কস্থারা মনকে রমিত করে। আপনারা সেই চক্ষু, শ্রোত্র, গ্রাণ, জিজ্ঞা, কায়, মনোজ নিমিত্তগুলিকে ধ্বংস করিতেছেন। সেই কারণে
মহারাজ, নির্বাণ দুঃখ-মিশ্র নহে। নির্বাণে কেবল সুখ, আপনি যে নির্বাণ দুঃখময় বলিতেছেন, বাত্সরিক নির্বাণে দুঃখ নাই। এই সমস্ত কার্য-কারণ নির্বাণ লাভের প্রথমেই করণীয়। ইহাই নির্বাণ অবশেষের পথ। নির্বাণ সুখময়, কখনই দুঃখ-মিশ্রিত নাই। আমি তাহার কারণ বলিতেছি।

মহারাজ, রাজাগণের রাজা সুখ নামে কিছু আছে কি? হা। ভত্তে, রাজাদের রাজা সুখ আছে। মহারাজ, সেই রাজা সুখ দুঃখ-মিশ্রিত কিঃ না ভত্তে। কেন মহারাজ, প্রত্যক্ষ রাজা কৃপিত হইলে রাজাগণ তাহাদের দর্শনের জন্য সৈন্য-সামগ্রী লইয়া প্রবাসে গমন করেন; তাহারা দাঙ্ক, মর্মক, বায়ু, রূপের কত্র উপদ্রব সহা করেন। সম-বিষম স্থানে দৌড়াই করেন, মহাযুদ্ধ করেন, এমন কি জীবন বাচান পরষ্টত দায় হইয়া পড়ে। ভত্তে, ইহা রাজা সুখ নাই। রাজা সুখ লাভার্থ ইহা প্রথমেই করণীয়। ভত্তে, রাজা অতি দুঃখে রাজ্যলাভ করিয়া রাজত্ন সুখ ভোগ করিয়া থাকেন। কিন্তু এই রাজত্ন সুখ দুঃখের সহিত মিশ্রিত নাই। রাজত্ন সুখ অন্য, দুঃখ অন্য। এই প্রকার মহারাজ, নির্বাণ কেবল সুখময়, দুঃখ-মিশ্রিত নাই। যাহারা নির্বাণ অবশেষ করেন, তাহারা কায়-চিত্রের উদ্দেশ্যে দাঙ্কনে-গমনে-শয়নে-উপবাসে ভোজনাদি প্রত্যক্ষ অধ্যাপে মিশ্রিত উপরোধ করেন, আয়তনসূচীকে নির্দীপণ করেন, শরীর ও জীবনের মমতা তাগ করিয়া অতি দুঃখের সহিত নির্বাণ অবশেষপূর্বক উহা লাভ করিয়া থাকেন-যেমন শক্তি ধ্বংস করিয়া রাজাগণ রাজত্ন সুখ ভোগ করেন। তাই নির্বাণ সুখময়, দুঃখ-মিশ্রিত নাই।

মহারাজ, আরেকটি কারণ শ্রবণ করুন, নির্বাণ সুখময়, দুঃখ-মিশ্রিত নাই। দুঃখ অন্য, নির্বাণ অন্য। মহারাজ, শিল্পাচার্য্যের শিখ-সুখ নামে কিছু আছে কি? হা। ভত্তে, আছে। সেই শিখ-সুখ দুঃখ-মিশ্রিত কি? না ভত্তে। কেন মহারাজ, শিক্ষাধীনের আচার দর্শনে অভিবাদন ও প্রত্যাখ্যান করিতে হয়, তাহাদের জন্য জল অনায়া, গৃহ সমারাজ্জন, দন্তকষ্ঠ প্রদান, মুখ প্রকাশনের জল প্রদান, উচ্চিষ্ট এপ্রহ, উৎসাদন, দ্বানোপকরণ প্রদান,
পদ সেবা প্রভূতি বীর বীর চিন্ত অনুযায়ী না করিয়া পরিচিত মত সম্পাদন করিতে হয়। তাহাদের দুঃখ শয্যায় শয্যন করিতে হয়, বিরুদ্ধ ভোজন করিতে হয় ও কায়কে নানাধর্য্যকারে দুঃখ দিতে হয়। ভত্তে, ইহা শিল্প সুখ নহে, শিল্প শিক্ষার প্রথম কলন্যায়। এই প্রক্রিয়তে তাহারা অতি দুঃখে শিল্প শিক্ষা করিয়া পরে সুখ ভোগ করিয়া থাকে। অতএব শিল্প-সুখ দুঃখ-মিশ্রিত নহে। শিল্প-সুখ অন্য, দুঃখ অন্য। এই প্রক্রিয়তে মহারাজ, নিবারণ একান্তই সুখময়, দুঃখ-মিশ্রিত নহে। যাহারা সেই নিবারণকে অনুস্মারণ করেন, তাহারা কায়-জীবনের মতো তাঙ্গ করিয়া বিবিধ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন। ইহাতে, বসিতে, শুইতে, দাড়াইতে, এবং আহারাদি করণ কালে মিষ্টাক্কে উপারোধ করেন, চক্ষু, প্রেমাদি আইতনগুলোকে নিশ্চিত করেন, কায়-জীবনের মতো তাঙ্গপূর্বক দুঃখ-মিশ্রিত নিবারণকে অনুস্মারণ করিয়া একান্ত সুখ নিবারণ লাভ করিয়া থাকেন। যেমন শিল্পাচার্য্‌গণ দুঃখ-লক্ষ্য শিল্প-সুখ ভোগ করেন। তাহি নিবারণ সুখময় দুঃখ-মিশ্রিত নহে। দুঃখ অন্য, নিবারণ অন্য। সাধু ভত্তে, নাগসেন।

নিবারণ প্রশ্ন-মীমাংসা

ভত্তে নাগসেন, আপনি নিবারণ নিবারণ যে বলিতেছেন-আপনি কি সেই নিবারণের রূপ, আকৃতি, বয়স, প্রমাণ, উপমা-কারণ-হেতু-নায়কদ্বারা দেখাইতে পারিবেন? মহারাজ, নিবারণ তুলনাতীত; তাই নিবারণের রূপ, আকৃতি, বয়স, প্রমাণ উপমাদিগে দেখাইতে পারিব না। ভত্তে, আমি আপনার এই মত ষ্ঠাণ করিতে পারিব না, যেহেতু নিবারণ বর্তমান থাকিলে আপনি তাহার রূপান্তর উপমাদিগে দেখাইতে পারিতেছেন না কেন? তাহা আমাকে কারণদ্বারা সংজ্ঞাপন করেন। তাহাই হউক। মহারাজ, মহাসমুদ্র আছে কি? ইহা ভত্তে, আছে। যদি আপনাকে কেহ জিজ্ঞাসা করে-মহারাজ, মহাসমুদ্র জল কি পরিমাণ আছে? কতগুলি সরু এই মহাসমুদ্রে বাস করে? যদি আপনি এইরূপ জিজ্ঞাসিত হন, তাহাকে কি উত্তর দিবন? ভত্তে, আমি তাহাকে এইরূপ বলিব-ওহে পুরুষ, তুমি আমাকে অজিজ্ঞাসা বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়েছ কেন? এইরূপ প্রশ্ন কাহারও জিজ্ঞাসা করা উচিত নহে। ইহা স্বীকারের প্রশ্ন। লৌকিক আচার্য্যদ্বারা মহাসমুদ্র অবিভক্ত। মহাসমুদ্রের জল প্রমাণ করা ও মহাসমুদ্র কত সত্ত্ব
アヘ、ハハバラ ドウザカデ イロ ヒナタベレ ウソト 華 ハハタケ アミ エイロウ ウオト リョダナ プラダン プラジンバ。 マハラーチ、 ハンミナ マハサムドレ バルマ ヨブフサ ニチホ、 エイロウ プラヌジュ ドリテウシ ケン？ ハハ アキ ガニナ プラジンバ バラ ユチテ ネヘ マハサムドレ ドウツショ、 エト スバロ アヘ？ ヒナタベ、 ハハハ バラ ヨアイバ ナ。 カーナン エイ ポス オビヒョ。 マハラーチ、 マハサムド ツド ニリバガセンア ヨブフサ バラ ワマ ナ。 ヤアハラ ウッジマ、 チト ヤアハデ ウンシフツ、 ヤアハラ マハサムドレ カト シユ、 カト スバロ アヘ、 ガニナ プラジンバ ニシテ ハラネン。 ケノト シエ ウッジマ マハプウユバテ ナツマ ニリバガセンテ ラパアチ プラハシ プラジンバ プラハシテ ハラネン ナ。

マハラーチ、 アヘニヘ ニラケン ラハフブ カロウ。 ニリバガ パラキレモ ニリバガセ ラパアチ デテハタテ ハラ ナ。 デベガニン メヘド オラフウ カヨク デバタアヘ シ？ イン ヒナタベ、 アヘ バリヤ シヌイハシ。 ハツイ オャラフウ カヨク デベガニン ロフ、 ヨフカト、 バワス、 プラマナ ユマバ-カヨン-ハトウ-ムバユバ デテハタテ パリヘン シ？ ナ ヒナタベ。 ハハ ハイテ マハラーチ、 オラフウ カヨク デバタ ナイ シ？ ヒナタベ、 アヘ。 ケノト ハタハデ ラパアチ ユマバ デテハタテ パリブ ナ。 シエイロウ オラフウ-カヨン カヨテ パラキレモ ハタハ ラパアチ ショマ デテハタテ ハラ ナ、 ペモナ ニリバガ パラキレモ デテハタテ ハラ ナ。

ヒナタベ、 カネアト シフマヨ ニリバガ ハクッ、 ニリバガセ ラパアチ ユマバハ プラハシ ナ カロウ、 テブ ニリバガセ シエ ヨマ ロフ アネ、 オフ ナイ シエ ヨマ プラハシ ブ パリヘナヘ ヤオルタ、 ユマバハ ナイ テハ ハタハ ナイ シ？ マハラーチ、 ハラフウ ブデ ナイ。 テブ ヨマ ブデ ユマ ニフシ ヨマ ヨブフ イマ ハセナ、 メイロウ ハミ ニリバガセ ヨマ ニャフ パリ ボリナ シヘ、 シエイロウ フイモア ハマラカ ブラネン、 ハマア ニドウ-ペリダナ ユラシ ポロウ カロウ。 ハモエン フイモ-フイモ-フイモバ バタ- フトウナ ハラフブ カロウ。

マハラーチ、 パマネ ワンナト ゲン ニリバガ プラビト ハイアヘ。 シエイロウ ヨマ ニ ドイユウ、 ヘガデ ボリバ、 マハサムドレ チナユウ、 ボケデの ファンコウ、 ハカハレ ドサカシ、 ハンミルデ ボリバ、 ネハヒ チマデ ボリバ、 ボリバ、 ポンディマコレ ボリバ、 ファンコウ、 ニリバガ プラビト ハイアヘ。
পদ্মের একগুণ

ভাবতে, পদ্মের একগুণ কি? মহারাজ, পদ্ম জলদ্বারা লিপ্ত হয় না, সেইকারণ নিবৃত্তকৃষ্ণদ্বারা লিপ্ত হয় না, এই একটি পদ্মের গুণ নির্বাচনে প্রবিষ্ট হইয়াছে।

জলের দুইগুণ

ভাবতে, জলের দুইগুণ কি? মহারাজ, জল শীতল, সর্বক্রেষ্ট পরিদাহ নিবাইয়া দেয়। সেইকারণ নির্বাচন শীতল, সর্বতোত্তম-পরিদাহ নিবাইয়া দেয়। জলের এই প্রথম গুণ নির্বাচনে প্রবিষ্ট হইয়াছে। পুনরায় মহারাজ, জল রূপ-তৃষ্ণ-ভিন্নাঙ্গ-মূর্তি তৎপর জনগণের পিপাসা নিবারণ করে, সেইকারণ মহারাজ, নিবাচন কামতৃষ্ণ-ভ্রতি-ভিন্নাঙ্গ-বিভিন্নাঙ্গ নিবারণ করে, এই জলের দ্বিতীয় গুণ নির্বাচনে প্রবিষ্ট হইয়াছে।

অগদের তিনগুণ

অগদের তিনগুণ কি? মহারাজ, অগদ বিষপঠিত সত্ত্বগণের প্রতি শরণ, এই প্রকার নির্বাচন ক্রেষ্টপঠিত সত্ত্বগণের প্রতি শরণ। অগদের এই প্রথমগুণ নির্বাচনে প্রবিষ্ট হইয়াছে। অগদ সর্বরোগ বিনাশক, এই প্রকার নির্বাচন সর্বদুঃখ বিনাশকর, ইহা অগদের দ্বিতীয় গুণ। অগদ অমৃত তুল্য, এই প্রকার নির্বাচনে অমৃত তুল্য, ইহা অগদের তৃতীয় গুণ। এই গুণাত্মক নির্বাচনে প্রবিষ্ট হইয়াছে।

মহাসমুদ্রের চারিগুণ

ভাবতে, মহাসমুদ্রের চারিগুণ কি? মহারাজ, মহাসমুদ্র সমস্ত মৃতদেহশূন্য, এই প্রকার নির্বাচন সমস্ত ক্ষেপ-কৃত্ত শূন্য, মহাসমুদ্রের এই প্রথম গুণ। পুনরায় মহাসমুদ্র মহৎ, তটহীন, সমস্ত নদীর জল মহাসমুদ্রে প্রবেশ করিলেও পূর্ণ হয় না, এই প্রকার নির্বাচন মহৎ, তটহীন, সমস্ত প্রাণী নির্বাচনে প্রবেশ করিলেও পূর্ণ হয় না। মহাসমুদ্রের এই দ্বিতীয় গুণ। পুনরায় মহাসমুদ্র মহাভূতগণের আরাস ভূমি, এই প্রকার নির্বাচন মহৎ অরহৎ বিভিন্ন ক্ষীণাঙ্গ ফলপ্রাপ্ত চিত্ত বশীভূত মহাভূতগণের আরাস স্বরূপ, মহাসমুদ্রের এই তৃতীয় গুণ। পুনরায় মহাসমুদ্র অপরিমিত বিবিধ বিপুল বীচিপুলপ্রস্থ।
পুষ্পিত, এইরূপ নির্বাণ অপরিমিত বিবিধ বিপুল পরিশৃঙ্খ বিদ্যা বিমুক্তি
পুষ্পদার্থ পুষ্পিত, মহাসমুদ্রের এই চতুর্থ গুণ। মহাসমুদ্রের এই চারিগুণ
নির্বাণে প্রবিষ্ট হইয়াছে।

ভোজনের পাচগুণ

ভতে, ভোজনের পাচগুণ কি? মহারাজ, ভোজন সমস্ত সুত্তগণের আয়ু
রক্ষা করে, এই প্রকার নির্বাণ প্রত্যক্ষ হইলে জরা, মরণ বিনাশ করিয়া আয়ু
ধারণ করে, ইহা ভোজনের প্রথম গুণ। পুনরায় ভোজন সর্ব সুত্তগণের বল
বর্ধন করে, এই প্রকার নির্বাণ প্রত্যক্ষ হইলে সর্ব সুত্তগণের ঋষিভিঃ বর্ধন
করে। ইহা ভোজনের দ্বিতীয় গুণ। পুনরায় ভোজন সকল সুত্তগণের বর্ণ
উৎপাদন করে, এই প্রকার নির্বাণ প্রত্যক্ষ হইলে সকল সুত্তগণের গুণবর্ণ
উৎপাদন করে, ইহা ভোজনের তৃতীয় গুণ। পুনরায় ভোজন সকল সুত্তগণের দর্থ
(বোদনা) উপশম করে, এই প্রকার নির্বাণ প্রত্যক্ষ হইলে
সমস্ত ক্রেশ-দুঃখ উপশম করে, ইহা ভোজনের চতুর্থ গুণ। পুনরায় ভোজন
সকল সুত্তগণের কুঠা দুর্বলতা নিরাধারণ করে, এই প্রকার নির্বাণ প্রত্যক্ষ
হইলে সকল সুত্তগণের সমস্ত দুঃখ-কুঠা-দুর্বলতা সারিয়া যায়, ইহা
ভোজনের পঞ্চম গুণ। ভোজনের এই পঞ্চগুণ নির্বাণে প্রবিষ্ট হইয়াছে।

আকাশের দশগুণ

ভতে, আকাশের দশগুণ কি? মহারাজ, আকাশ জ্যোত হয় না, জীবিত
থাকেন না, মরে না, চাহ হয় না, উৎপন্ন হয় না, দুঃখপ্রসারণ, অচার্যাধীন,
আশ্রয় শুন্য, বিহৃঙ্খল গমন পথ তুল্য, আবরণহীন ও অনিম্নঃ, এই প্রকার
নির্বাণে জাত হয় না, জীবিত থাকে না, মরে না, চাহ হয় না, উৎপন্ন হয়
না, দুঃখপ্রসারণ, অচার্যাধীন, আশ্রয়ন্য, আর্য্যগণের গমন পথবৃহৎ, আবরণহীন
ও অনিম্ন। আকাশের এই দশটিগুণ নির্বাণে প্রবিষ্ট হইয়াছে।

মণিরত্নের তিনগুণ

ভতে, মণিরত্নের তিনগুণ কি? মহারাজ, মণিরত্ন কামদ, এই প্রকার
নির্বাণও কামদ, ইহা মণিরত্নের প্রথম গুণ। পুনরায় মণিরত্ন দীক্ষিতকর, এই
প্রকার নির্বাণও দীক্ষিতকর, ইহা মণিরত্নের দ্বিতীয় গুণ। পুনরায় মণিরত্ন
উজ্জ্বলকর, এই প্রকার নির্বাণ ও উজ্জ্বলকর, ইহা মণিরন্দ্রের তৃতীয় গুণ। মণিরন্দ্রের এই তিনগুণ নির্বাণে প্রবিষ্ট হইয়াছে।

লোহিত চন্দনের তিনগুণ

ভত্তে, লোহিত চন্দনের তিনগুণ কি? মহারাজ, লোহিত চন্দন দুর্লভ, এই প্রকার নির্বাণও দুর্লভ, ইহা লোহিত চন্দনের প্রথম গুণ। পুনরায় লোহিত চন্দন অসম সুগন্ধ, এই প্রকার নির্বাণও অসম সুগন্ধ, ইহা লোহিত চন্দনের দ্বিতীয় গুণ। পুনরায় লোহিত চন্দন সজ্জন প্রশংসিত, এই প্রকার নির্বাণও আর্যজন প্রশংসিত, ইহা লোহিত চন্দনের তৃতীয় গুণ। এই তিনগুণ নির্বাণে প্রবিষ্ট হইয়াছে।

সর্পিলমগ্নের তিনগুণ

ভত্তে, সর্পিলমগ্নের তিনগুণ কি? মহারাজ, সর্পিলমগ্ন বর্ণসম্পন্ন, এই প্রকার নির্বাণ গুণ-বর্ণসম্পন্ন, ইহা সর্পিলমগ্নের প্রথম গুণ। পুনরায় সর্পিলমগ্ন গন্ধসম্পন্ন, এই প্রকার নির্বাণ শীল-গন্ধসম্পন্ন, ইহা সর্পিলমগ্নের দ্বিতীয় গুণ। পুনরায় সর্পিলমগ্ন রসসম্পন্ন, এই প্রকার নির্বাণও বিমুক্তিরসসম্পন্ন, ইহা সর্পিলমগ্নের তৃতীয় গুণ। সর্পিলমগ্নের এই তিনগুণ নির্বাণে প্রবিষ্ট হইয়াছে।

গিরিশিখরের পাঁচগুণ

ভত্তে, গিরিশিখরের পাঁচগুণ কি? মহারাজ, গিরিশিখর অত্যন্ত, এই প্রকার নির্বাণও অত্যন্ত, ইহা গিরিশিখরের প্রথম গুণ। পুনরায় গিরিশিখর অল্প, এই প্রকার নির্বাণও অল্প, ইহা গিরিশিখরের দ্বিতীয় গুণ। পুনরায় গিরিশিখর দুরারোহ, এই প্রকার নির্বাণও দুরারোহ, কারণ সর্ব ক্রেশকে অতিপ্রভূ করিয়া উঠিতে হয়, ইহা গিরিশিখরের তৃতীয় গুণ। পুনরায় গিরিশিখর সমস্ত বীজ গজায় না, এই প্রকার নির্বাণও সর্ব ক্রেশ গজায় না, ইহা গিরিশিখরের চতুর্থ গুণ। পুনরায় গিরিশিখর অনুনয়-ক্রোধ বিমুক্ত, এই প্রকার নির্বাণও অনুনয়-ক্রোধ বিমুক্ত, ইহা গিরিশিখরের পঞ্চম গুণ। গিরিশিখরের এই পাঁচটিগুণ নির্বাণে প্রবিষ্ট হইয়াছে। সাধু ভত্তে, নাগসেন।
নির্বাণ সাক্ষাৎ করণ প্রশ্ন-মীমাংসা

ভব্যে, আপনারা বলিয়া থাকেন-নির্বাণ অতীতে নহে, অন্যান্তে নহে, বর্তমানে নহে। নির্বাণ উৎপন্ন নহে, অনুপন্ন নহে, উত্তরাধিকার নহে। ভব্যে, এই জগতে যে কেহ বিশ্বরূপ শীল পালন করিয়া নির্বাণ সাক্ষাৎ করে, সে কি উৎপন্ন সাক্ষাৎ করে, বা উত্তরাধিকার করিয়া সাক্ষাৎ করে? মহারাজ, যে কেহ বিশ্বরূপ শীল পালন করিয়া নির্বাণ সাক্ষাৎ করে, সে উৎপন্ন সাক্ষাৎ করে না, উত্তরাধিকার করিয়াও সাক্ষাৎ করে না। অত্যন্ত এই নির্বাণ-ধাতু আছে, সাধুশীল পুরুষের বিন্দু সাক্ষাৎ করিয়াও থাকেন। ভব্যে, আপনি এই প্রশ্নের উত্তর দিবেন না, তাহাই আমাকে প্রকাশ করিয়া বলুন। আপনি সন্তান ও উৎসাহপূর্বক যাহা শিখিয়াছেন, সেই সমস্ত এখানে ছড়িয়া দিন। এই নির্বাণ সাক্ষাৎ প্রকাশে জনসঙ্গের মোহ, বিমতি, সংশয় উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই অস্তিত্ব-শেষ-শল্য ভাসিয়া দিন।

মহারাজ, সেই শান্ত-সুখ-প্রণীত, নির্বাণ-ধাতু আছে। সাধুশীল ব্যক্তি জিনানুশীলনের মধ্যে সংসারমূহূর্ত (সংসার) করিয়া প্রজা সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন। যেমন আচার্যের অনুশাসনে শিক্ষার্থী বিদ্যাকে প্রজা সাক্ষাৎ করে, এই প্রকার বুদ্ধের অনুশাসনে মুক্তিকামী ব্যক্তি প্রজা সাক্ষাৎ করিয়া নির্বাণকে সাক্ষাৎ করেন। এখানে নির্বাণ কি নিঃসরণে দ্বিত্বায়? নির্বাণ, নিরুত্তর, অবস্থা, ক্ষেত্র, শান্ত, সুখ, স্বাদ, প্রণীত, শুরু ও শেষ অবস্থা হইতে নির্বাণ দ্বিত্বায়।

যেমন মহারাজ, একস্থানে যা কাঠপুঞ্জে অগ্নি লাগিয়া ভীষণভাবে প্রজ্জলিত হইতেছে, কোন পুরুষ সেই ভীষণ অগ্নি হইতে সীমা উদ্যোগে মুক্ত হইয়া অগ্নিহীন স্থানে যাইয়া পরম সুখ লাভ করিল। এই প্রকার যিনি সাধুশীল পুরুষ, তিনি চিন্তার একাশ্বতাবলে ত্রিভূত অগ্নি-সম্পূর্ণ বিদূরিত করিয়া পরমসুখ নির্বাণ লাভ করিয়া থাকেন। এখানে অগ্নি তুল্য লোভ-ব্যতিরেকে, অগ্নিহত্য পুরুষ তুল্য, সাধুশীল ব্যক্তি তুল্য, অগ্নিহীন স্থান তুল্য নির্বাণ দ্বিত্বায়।

যেমন মহারাজ, সর্প, কুকুর, মনুষ্যের মৃতদেহ ও ময়লাপূর্ণ একটি দুর্গৃহ স্থান আছে। কোন পুরুষ সীমা উদ্যোগে সেই দুর্গৃহ স্থান হইতে মুক্ত হইয়া দুর্গৃহহীন স্থানে যাইয়া পরম সুখ লাভ করিল। এই প্রকার যিনি
সাধুশীল ব্যক্তি, তিনি চিন্তার একাধাতবলে ক্রম দুর্গন্ধ বিদৃষিত করিয়া নির্বাণ সাধারণ করিয়া থাকেন, এখানে দুর্গন্ধ তুল্য পঞ্চ কামগুণ দ্রব্য, দুর্গন্ধবশত পুরুষ তুল্য সাধুশীল ব্যক্তি দ্রব্য, দুর্গন্ধহীন স্থান তুল্য নির্বাণ দ্রব্য।

যেমন মহারাজ, কোন ভীত, ত্রাসিত, কষ্টিত, বিপরীত, বিভ্রান্ত চিন্ত পুরুষ স্বীয় উদ্যোগবলে তথা হইতে মুক্ত হইয়া দূঃ, স্বর্গ, অচল, অবহ স্থানে যাইতে পরমসুখ লাভ করিয়া থাকে, এই প্রকার সাধুশীল ব্যক্তি চিন্তার একাধাতবলে ভয়, সত্ত্বাস বিদৃষিত করিয়া পরম সুখ নির্বাণ সাধারণ করিয়া থাকেন। এখানে ভয় তুল্য জন্ম-জরা-ব্যাধি-মরণ হেতুতে অপরাপর প্রবর্তিত ভয় দ্রব্য, ভীত পুরুষ তুল্য সাধুশীল ব্যক্তি দ্রব্য, অভয় স্থান তুল্য নির্বাণ দ্রব্য।

যেমন মহারাজ, কোন ক্রুঁটি, মলিন কলার কর্মকান্ড স্থানে পতিত পুরুষ স্বীয় উদ্যোগবলে কলার কর্ম অতিক্রম করিয়া পরিশুদ্ধ বিমল স্থান গমনপূর্বক পরম সুখ লাভ করিয়া থাকে। এই প্রকার সাধুশীল ব্যক্তি স্বীয় একাধাতবলে ক্রেশমল-কর্ম বিদৃষিত করিয়া পরম সুখ নির্বাণ সাধারণ করিয়া থাকেন। এখানে কর্ম তুল্য লাভ-সৎকার-কীর্তি দ্রব্য, কর্মত পুরুষ তুল্য সাধুশীল ব্যক্তি দ্রব্য, পরিশুদ্ধ বিমল স্থান তুল্য নির্বাণ দ্রব্য।

সেই নির্বাণ সাধুশীল ব্যক্তি কি উপায়ে সাধারণ করেন? মহারাজ, যিনি সাধুশীল পুরুষ, তিনি সংক্ষারসূচীর উৎপত্তির কারণ (প্রবর্ত) মদন করেন, ঐ প্রবর্ত মদন করিয়া তিনি জন্ম, জরা, ব্যাধি, মরণকে দেখিয়া থাকেন। তিনি তথায় কিছু সুখ-স্বাদ দেখিয়া না, আদি, মধ্যে, অতীত কিছুই গ্রহণের উপযোগী দেখিয়া পান না, যেমন সমষ্টির সত্ত্বা লৌহ গোলকের আদি, মধ্য, অতীত, ধরিবার স্থান পাওয়া যায় না, এই প্রকার যিনি সংক্ষারসূচীর প্রবর্ত মদন করেন, তিনি তথায় কেবল জন্ম, জরা, ব্যাধি, মরণকেই দেখিয়া পান, উহাতে কোন সুখ-স্বাদ কিছুই দেখিয়া পান না; আদি, মধ্য, অতীত, তুল্ম গ্রহণের উপযোগী কিছুই দেখিয়া পান না। তথায় গ্রহণের উপযোগী না দেখিয়া তাহার চিত্তে অরতি (উৎকর্ষ, অনিষ্ট) সংস্থিত হয়। শরীরে দাহ উপস্থিত হয়। তিনি নিজের অশরুণ, অশরুণভূত তবে উৎকর্ষিত হয়। যেমন মহারাজ, কোন পুরুষ প্রজ্ঞালিত অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া সে তথায় নিজের অশরুণ, অশরুণভূত অগ্নিতে উৎকর্ষিত হয়,
তেমন তাঁহার গৃহযোগ্য না দেখিয়া চিন্তে অর্থতি আসিয়া সংস্থিত হয়, কার্যে দাহ উপস্থিত হয়, তখন সে নিজের অশরণ, অশরণভূত ভবে উৎকৃষ্টত হয়, সেই প্রবর্তকের প্রতি ভয়দর্শী ব্যক্তির এইরূপ চিত্ত উৎপন্ন হয় যে-এই প্রবর্তক সত্ত্বা, আদীন্দ্রী, সম্প্রজ্ঞালিত, বহুদঃখ, বহু উপায়াস পরিপূর্ণ, যদিও কেহ অপবর্ত লাভ করে, ইহাই শাস্ত, ইহাই প্রণীত, যেহেতু সমস্ত সংক্রান্ত উপশমে, সমস্ত উপধির ত্যাগে, তৃষ্ণাক্ষয় বিরাগ নিরোধ নির্বাণ লাভ হয়। এই উপায়ে তাঁহার অপবর্তে চিত্ত প্রধাবিত হয়, তিনি প্রস্নতা লাভ করেন। তখন তিনি আশ্রয় হন যে-আমার নিঃসরণ লাভ হইয়াছে। যেমন মহারাজ, পৃথিব্বী বিদেশগম্ভীী ব্যক্তি গমন-মার্গ দেখিয়া সেইদিকে প্রধাবিত হয় ও এই বলিয়া প্রস্নতা লাভ করে যে, “আমি গমন-মার্গ পাইয়াছি।” এই প্রকার প্রবর্তক ভীত ব্যক্তির অপবর্তে চিত্তে প্রধাবিত হয় ও প্রস্নতা লাভ হয়, কারণ তিনি ভাবেন-আমার নিঃসরণ লাভ হইয়াছে।” সেই হইতে তিনি অপবর্ত মার্গ গবেষণা করেন ও পুনরুদ্ধার ভাবনা, সমাধির শ্রীবৃদ্ধি করেন। তাঁহার সেই সমাধি হেতু সার্থী সংস্থিত হয় ও বীর্য প্রতি সংস্থিত হয়। তাঁহার চিত্তে অপবর্তের বিষয়ে নির্বিষ্ট হইতে প্রবর্তকে সমতিক্রম করে, অপবর্তে অবক্রমিত হয়। মহারাজ, অপবর্ত প্রাপ্ত সার্থীশীল ব্যক্তি নির্বাণ সাক্ষাৎ করেন বলিয়া কথিত হন। সাধু ভক্তে, নাগসনে।

নির্বাণ প্রস্থান প্রশ্ন-মিমাংসা

ভক্তে, পূর্বে, দক্ষিণে, পশ্চিমে, উত্তরে, উত্তরে ও পূর্বে, অধঃ, মধ্যদিকে এমন কি প্রদেশ আছে, যে স্থানে নির্বাণ আছে? না মহারাজ, তেমন প্রদেশ নাই।
যদি ভক্তে, তেমন নির্বাণের সম্মিলিত স্থান না থাকে, তাহা হইলে নির্বাণ নাই বলিতে হইবে। আর যাহারা নির্বাণ সাক্ষাৎ করিয়াছেন, তাহাদেরও সাক্ষাৎ করাতে মিছ। আমি ইহার একটি কারণ বলিতেছি-ভক্তে, এই জগতে ধান্য উৎপাদির ক্ষেত্র আছে, গম্ভীর উৎপাদির পুষ্প আছে, পুষ্প উৎপাদির ওলা আছে, ফল উৎপাদির বৃক্ষ আছে, রত্ন উৎপাদির আকর আছে, তাহারা যে বাহা ইচ্ছা করে, সে সেই বস্ত্রসমূহ তথায় গিয়া আহরণ করে। এই প্রকার ভক্তে, যদি নির্বাণ থাকে, সেই নির্বাণের উৎপত্তি স্থানও থাকা উচিত, যেহেতু নির্বাণের উৎপত্তি স্থান নাই, সেই কারণে নির্বাণ নাই।
বলিয়েছি, যাহাদের নির্বাণ সাক্ষাৎ হইয়াছে, তাহাদের সাক্ষাৎ করাই মিছা। মহারাজ, নির্বাণের সম্পূর্ণ স্থান নাই। অথচ নির্বাণ আছে।
সাধুশীল ব্যক্তি চিদের একাঙ্কাতাবলে নির্বাণ সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন। যেমন মহারাজ, অগ্নি আছে, অথচ তাহার সম্পূর্ণ স্থান নাই। যেমন দুই কাঠ
পরিসর ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি পাওয়া যায়, তেমন অগ্নি তুল্য নির্বাণও আছে, অথচ তাহার সম্পূর্ণ স্থান নাই। সাধুশীল ব্যক্তি চিদের একাঙ্কাতাবলে নির্বাণ সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন। যেমন মহারাজ, চক্রবর্তী রাজার চক্রবর্তী,
হস্তীরত্ন, অশ্বরত্ন, মণিরত্ন, স্তীরত্ন, গৃহপতিরত্ন ও পরিণায়ক (জ্যেষ্ঠ পুত্র)
রত্ন এই সঙ্গরত্ন আছে। সেই সঙ্গরত্নের সম্পূর্ণ স্থান নাই, কঠিন ধর্মশীল
ব্যক্তির প্রতিপত্তিবলে সেই রত্নসমূহ লাভ হইয়া থাকে। এই প্রকার নির্বাণ
আছে বটে। কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ স্থান নাই। সাধুশীল ব্যক্তি চিদের
একাঙ্কাতাবলেই নির্বাণ সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন।

ভব্য নির্বাণের সম্পূর্ণ স্থান নাই বা থাকুক, এমন কি স্থান আছে।
যাহারা সাধুশীল ব্যক্তি নির্বাণ সাক্ষাৎ করেন? ইঁহার মহারাজ, সেই
স্থান আছে। সেই স্থান কি? মহারাজ, শীলে নির্বাণের স্থান, শীলে প্রতিষ্ঠিত
পুরুষ চিদের একাঙ্কাতাবলে সকাশবন, চীন, বিলাত, অলসন্দ, নিকুদ, কাশী,
কোশল, কাশীর, গান্ধার, পূর্বত্র, ব্রাহ্মণ ও অন্যা যে কোন স্থানে
থাকিয়া নির্বাণ সাক্ষাৎ করিতে পারেন। মহারাজ, যে কোন চক্ষুমান পুরুষ
সকাশবনদিতে থাকিয়া আকাশ দেখিতে সমর্থ হয়। এই প্রকার শীলে
প্রতিষ্ঠিত সাধুশীল ব্যক্তি চিদের একাঙ্কাতাবলে যেই কোন স্থানে থাকিয়া
নির্বাণ সাক্ষাৎ করিতে পারেন। যেমন সকাশবনদিতে যেই কোন স্থানে
শ্রীম ব্যক্তির পূর্বপুক্তা আছে, এই প্রকার শীলে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা জানেন যে
যেই কোন স্থানে থাকিয়া নির্বাণ সাক্ষাৎ করিতে পারেন। সাধু ভব্য,
নাগসেন।
অনুমান-প্রশ্ন
অনুমান প্রশ্ন-মীমাংসা

অতঃপর মিলিন্দরাজ আযুক্ত নাগসেনের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে অভিবাদনপূর্বক একপ্রায়ে উপবেশন করিলেন। একপ্রায়ে বসিয়া জানিবার ইচ্ছায়, শ্রবণের ইচ্ছায়, ধারণের ইচ্ছায়, জ্ঞানালোক দর্শনের ইচ্ছায়, অজানতা বিনাশের ইচ্ছায়, জ্ঞানালোক উৎপাদনের ইচ্ছায়, ধৃতি, উৎসাহ, স্মৃতি, অমোহ বাহুল্যভাবে উপস্থাপন করিয়া আযুক্ত নাগসেনকে এইরূপ বলিলেন—

ভবে, আপনি বুদ্ধকে দেখিয়াছেন কি? না মহারাজ। তাহা হইলে আপনার আচারেরা বুদ্ধকে দেখিয়াছেন কি? না মহারাজ, ভবে, আপনিও বুদ্ধকে দেখেন নাই, আপনার আচারের বুদ্ধকে দেখেন নাই, তাহা হইলে ভবে, বুদ্ধ নাই। এখানেও বুদ্ধ দেখা যাইতেছে না। মহারাজ, প্রাচীন ক্ষত্রিয়গণ আছে কি, যাহারা আপনার ক্ষত্রিয় বংশের আদি পূর্ব? ইহা ভবে, তাহাতে কি সদেহ আছে, নিশ্চয় আমার পূর্বপুরুষ ক্ষত্রিয়গণ আছেন। মহারাজ, আপনি কি তাহাদিগকে দেখিয়াছেন? না ভবে। যেই পুরোহিত, সনাতন, অক্ষর, মহামায় আপনাকে অনুশাসন করিতেছেন, তাহারা দেখিয়াছেন কি? না ভবে। মহারাজ, যদি আপনিও পূর্ব ক্ষত্রিয়গণকে না দেখিয়া থাকেন, আপনার অনুশাসকের না দেখিয়া থাকেন, কোথায় আপনার সেই পূর্ব ক্ষত্রিয়? এখানে তাহাদিগকে ত দেখা যাইতেছে না। ভবে, পূর্ব ক্ষত্রিয়গণের অনুভূত পরিভোগ্য ভাসমূহ দেখা যাইতেছে। যথা—শ্রীতচ্ছল, উষ্ণীষ, পাদুকা, বালব্যাজনী, খড়গর্ত্ব ও মহার শয্যাসমূহ। যাহা দর্শনে আমরা জানিতেছি ও বিশ্বাস করিতেছি যে—পূর্ব ক্ষত্রিয়গণ আছেন। এই প্রকার মহারাজ, আমরাও ভগবানকে যে জানিতেছি ও বিশ্বাস করিতেছি, অবশ্য ইহার কারণ আছে, ভগবানও আছেন। সেই কারণ কি? মহারাজ, সেই জাত, দৃষ্ট ভগবান অরহৎ সম্যক সম্বুদ্ধ কর্তৃক অনুভূত পরিভোগ্য ভাও এই—চারিস্মৃতিশ্রাম, চারি সম্যক চেতনা, চারি জ্ঞানিগণ, পণ্ডিতদের, পণ্ডব, সপ্তবোধী, আর্য-জাতিগণ মার্গ। যেই কারণে সদেবলোকবাসী জানে ও বিশ্বাস করে, সেই ভগবান
আছেন। মহারাজ, এই কারণ, এই হেতু, এই ন্যায়, এই অনুমানন্তরা জানিবেন—সেই ভগবান আছেন।

বহুলেন করি তৃণ উপধি করিয়া ক্ষয় নির্ভূত সেই ভগবান,
অনুমানে করি জ্ঞান আছে বুদ্ধ জ্ঞান সবে দ্বিপদোত্তম মহাজ্ঞান।

ভবতে, উপম প্রদান করুন। মহারাজ, নগরবর্ধকী নগর নির্মাণের চিত্র প্রথম উচ্চ-নীচ ভূমির সমান করে, শরীর পাণ্য তুলনা ফেলে, উপলব্ধি করে, তৎপর নির্দেশ রমণীয় ভূমিভাগ অবলোকন করিয়া থাকে। উচ্চ-নীচ সমান করিয়া, স্থাপ-কর্তৃক বিশোধন করাইয়া তথায় সুশোভন সুবিভক্ত নগর নির্মাণ করাইয়া থাকেন। সেই সম চতুর্ভুজন নগরের চারিদিকে পরিখা খননে প্রাচীরন্দ্র বেষ্টন করেন। সেই নগরের দৃঢ় গোপুর অঞ্চলক প্রকোষ্ঠ, পৃথু চতুর চতুরুক সক্ষুষ্টক, শুটি সমতল রাজমার্গ, সুবিভক্ত অত্রাপণ; আরাম-উদ্যান-তড়াগ-পুককীৰ্ণীঃকূপ-সম্প্রসার সেই নগর বহুবিধ দেবকৃত্ব প্রতিমূর্তি ও সর্বদোষ বিরহিত; সেই বর্ধক নগরের বিপুলভাব প্রাপ্ত হইলে অন্য দেশে উপগমন করিয়া থাকেন।

কিছুদিন পরে সেই নগর উল্লাস, স্ফীত, সুভিভক্ত, ক্ষেম, সমৃদ্ধ, শিব, নির্বিশ্ল, নিরপদ্রব নানাজন সমকালে হইল। বহ ক্ষরিয়া-ক্ষরিয়া বৈশ্ব-শূদ্র হস্ত্যাঙ্গ, অশ্বারোহ, রথিক, পদাতিক, ধনুহারী, অশ্বারোহের স্থান নিদর্শন বালিকা, পিঠায়িকা, শ্রেষ্ঠ রাজপুত্র, প্রাধারী, মহানাগ, শূর, বলী, যোদ্ধা, দাসপুর, ভট্টপুর, মল্লতাত্ত, পাঠক, সুদ, নাপিতঝপক, চুন্ন, মালক, সুর্ণকারী, রৌপ্যকার, সীম্যকার, তীপুকার, লৌহকার, বর্তমাকার, অব্যক্ত, মনোকার, তম্ভুগার, কুয়াকার, লবণকার, চর্মকার, রথকার, দস্তকার, রজ্জুকার, চিরকারক, সূত্রকার, বৈশাকার, ধনুকার, জীর্ণকার, ইষুকার, চালকার, রঙ্কার, রজ্জা, তম্ভু গার, হিন্দিক, বন্যবসায়ার, গন্ধব্যবসায়ী, তৃণহরক, কাঠহরক, ভূতক, পশ্চিম, ফলিক, মূলিক, ভাত বিক্রেতা, পিঠ বিক্রেতা, মৎস্য বিক্রেতা, মাংস বিক্রেতা, মদ বিক্রেতা, নট-নমুকী, লজ্জা ঐত্রিজাতিক, বৈতালিক, মল্ল, শবদাহক, পৃথ্প পরিতালী, বৈন, নেয়াদ, গণিকা, লাসিকা, কুমুদরাস, সেই এই সম বাস করিত। সকলের, চীন, বিলাট, উজ্জ্যোনী, ভারুকচক, কাশী, কোশল, পরম্পর, মাগধক, সাক্ষেত্র, নৌস্ত্রিক, পাঠেয়াক, কোটুরার, মাধুরক, অলসন্দ, কাশীর ও গান্ধার বাসী লোকেরা সেই নগরে বাসার্থ উপস্থিত।
হইতেন। নানা প্রদেশের লোকেরা নূতন সুবিভক্ত নির্দোষ অনবদ রমণীয় সেই নগর দেখিয়া অনুমানে জানিতে পারে যে এই নগর নির্মাতা বর্ধকী সুদৃঢ়। এই প্রকার মহারাজ, সেই ভগবান অসম, অসম-সম, অগ্রতম, অসদৃশ, অলুল, অসংখ্য, অগ্রমায়, অপরিমায়, অপিরুণ, গুণ পার্মী প্রাপ্ত, অনন্তবৃত্তি, অনন্তত্ত্ব, অনন্তবীর্য, অনন্তবল, বুদ্ধ-বল পারমিগত, সংস্কৃত মারকে পরাজিত করিয়া ডুঃখিতপরা প্রদালন করিয়া অবিদ্যাকে ক্ষেপণ করিয়া বিদ্যাকে উৎপাদন করিয়া ধর্মীকায় ধারণ করিয়া সর্বত্র জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া নির্জিত বিজিত সংগ্রাম করিয়া ধর্ম নগর নির্মাণ করিয়াছেন।

মহারাজ, ভগবানের ধর্ম নগরের প্রাচীর শীলী, পরিখা লজ্জা, দ্বার প্রকোষ্ঠজান, অঞ্জলিক বীর্য, চৌকাট শ্রদ্ধা, দৌবারিক স্মৃতি, প্রাসাদ প্রজ্ঞা, চতুর সুন্দর, শৃষ্টিকৃত অভিধর্ম, বিনিময় বিনয়, বীর্য স্মৃতিপ্রস্থান।

মহারাজ, সেই স্মৃতি প্রস্থান রাষ্ট্রে এইরূপ কতকগুলি দোকান প্রাপ্তি হইয়াছে-পুষ্পাপণ গদ্যাঙ্গ ফলাঙ্গ অগাদিঙ্গ ও মাতাঙ্গ রত্নাঙ্গ ও সর্বাঙ্গ।

তবে, ভগবান বুদ্ধের পুষ্পাপণ কি? মহারাজ, সেই সর্বজ্ঞ ভগবানের আখ্যাত কতকগুলি আরম্ভা, বিভক্তি আছে। যথা :- অনিত্য, অনাত্মা, অহং, আত্মব্যবহার, প্রতিব, প্রবাণ, নিরোধ, সর্বলোকে অনিত্যি, সর্ব-সংক্রান্ত প্রতি অনিত্য সংহাতা, আনাপান স্মৃতি; স্ত্রীত মৃতদেহ, বিনাম্বিক, বিপৰ্য, বিচ্ছিদ্রিক, বিখয়িত, বিক্ষিপ্ত, হতিবিক্ষিপ্ত, লোহিত, কৃতি, অস্ত্র; মৈত্রী, করুণা, মুদুষ্যা, উপস্থা, সংখ্যা, মরণ-স্মৃতি ও কাৰ্য্যকান্তি-স্মৃতি, তন্নাশ্রয়ে যে কেহ জরা-মরণ হইতে মুক্তিকামী, সে যেই কোন একটি আরম্ভা গ্রহণ করিয়া থাকে। সেই আরম্ভাতেরারা কামরাগ হইতে বিমূঢ় হয়, ভ্রম-মহামূন, দৃষ্টি হইতে বিমূঢ় হয়, সংসার হইতে উত্তীর্ণ হয়, তৃষ্ণাপ্নোতের গতিরোধ করে, ত্রিবধ ময়লা বিশেধন করে, সমন্ত ক্রশ বিখ্যাত করিয়া অমল বিরহ শুঙ্গ পাপায় অজাতি অজাত-অমর সুখ শীতল অভ্য, নগরোত্তম নির্বাণ নগরে প্রবেশ করিয়া অরহতু ফল প্রাপ্ত হইয়া চিন্তা বিমোচন করে।

ইহাকেই বলে মহারাজ, ভগবানের পুষ্পাপণ।

ধর্মের আপাধে যাও কর্ম-মূল্য লয়ে,
আরম্ভা ক্রয় করি' যাও মুক্ত হয়ে।
ভগবান রুদ্রের গদ্ধাপণ কি? মহারাজ, সেই সর্বজন রুদ্রের আখ্যাত কতকগুলি শীল বিভক্তি আছে, যেই শীল-গদ্ধ দ্বারা অনুলিপ্ত ভগবানের পৃথক সদর্নেশ কেশিল্প হয়, সুবাসিত হয়, দিকে, অনুসারে অনুভাবে প্রতিবাদে প্রবাহিত করে এবং চারিদিকে সেই গদ্ধ পরিবাহিত হয়। সেই শীল বিভক্তি কি? শরণ-শীল, পঞ্চশীল, অষ্টাঙ্গশীল, দশশীল, পঞ্চ উদ্দেশ্য পূর্ণ প্রাতিরিক্ষ সংবর শীল। মহারাজ, ইহাকেই ভগবানের গদ্ধাপণ বলে। মহারাজ, দেবতাদেব ভগবান বলিয়াছেন যে-

সুগদ্ধ বিকীর্ণ করে মফিলক্যা ও তজর চন্দ্র
বাতাসের প্রতিকূলে কিং তাহা যায় না কখন;
অমল শীলের গদ্ধ বহে যায় দিশা বিদিশায়,
সজ্জনের যমোগন্ধ সবর্ণকে সবা বয়ে যায়।
চন্দ্র তজর আঁ উৎপল বার্ষিকী আদি যত,
সুগেদা উত্তম, কিংশীল-গদ্ধ উত্তম সতত।
অলমাত্র গদ্ধ হয় তজর চন্দ্র পুষ্প যত,
সুশীলের গদ্ধ বহে দেবলোকে উত্তম সতত।

ভগবান রুদ্রের ফলাপণ কি? মহারাজ, ফলসমূহ ভগবান কর্তৃক আখ্যাত হইয়াছে। যথা-প্রোতাপতি ফল, সক্তদামিনী ফল, অনাগামী ফল, অরহত ফল, শূন্তক-ফুল-সমাপতি, অনিমিত ফুল-সমাপতি, অগ্রিন্ত ফুল-সমাপতি। তনুধি যেই কেহ যেই রূপ ফল ইচ্ছা করে, সেই কৌম দিয়া প্রার্থিত ফুল ক্রম করে। যেমন মহারাজ, কোন পুরুষের নিত্য ফলিত আগ্রহ বৃষ্ট আছে, সে যাহ কিনিবার লোক না আসে, তাহ ফল বৃক্ত হইতে পাতিত করে না। যখন কিনিবার লোক আসে, তখন সে মূল্য গ্রহণ করিয়া এই রূপ বলে-হে পুরুষ, এই বৃক্ত নিত্য ফুল প্রদান করে, ইহা হইতে আপনি যত ইচ্ছা করেন, তত ফল গ্রহণ করন। শৈলাটু বা কাঁচা ফুল অথবাকু (দোবল), কেশযুক্ত (কেশক), কাঁচা বা পুঁক্ত আমের মধ্যে যে রকমের কোমটু ফুল সে নিজের প্রদান মূল্য অনুযায়ী যত ইচ্ছা তত গ্রহণ করে। এই প্রকার মহারাজ, যে মেই ফল ইচ্ছা করে, সে কৌমূল্য দিয়া প্রার্থিত ফুল গ্রহণ করে, ইহাকেই বলে মহারাজ, ভগবানের ফলাপণ।
মিলিন্দ-প্রশ্ন

জনগণ কর্মসমূহ করিয়া প্রদান,
সে অমৃত ফল থাকে করিয়া গ্রহণ,
যারা কিন্তু তথা হ'তে সে অমৃত ফল
মানব প্রধান সৃষ্টি হয় সে কারণ।

ভত্তে, ভগবান বুদ্ধের অগ্নিপাত কি? মহারাজ, ভগবান কর্তৃক অগ্নিসমূহ আখ্যাত হইয়াছে, সেই অগ্নিপাতে ভগবান সদেব লোককে ক্রেশ-বিষ হইতে পরিমোচন করেন। সেই অগ্নিসমূহ কি? মহারাজ, ভগবান যেই চারি আর্থ সত্য বায়া করিয়াছেন, যথা-দুঃখ আর্থ-সত্য, দুঃখ-সমুদয় আর্থ-সত্য, দুঃখ-নিরোধ আর্থ-সত্য ও দুঃখ-নিরোধগামিনী প্রতিপাদ্য আর্থ-সত্য। তমধ্যে য়াহারা অরহত ফল লাভ করিতে ইচ্ছুক হইয়া চারি সত্য ধর্ম শ্রবণ করেন, তাহারা জন্ম-জরা-মরণ-শোক-পরিদীর্ঘ-দুঃখ-দৌমনস্য-উপায়াস হইতে মুক্তিরূপ করেন। ইহাকেই বলে মহারাজ, ভগবানের অগ্নিপাত।

যে সব অগ্নি ভবে সব বিষ করয়ে হরণ,
নাহি ধর্মাণ সম তাহা পান কর বিভক্তগণ।

ভত্তে, ভগবান বুদ্ধের ঔষধপাত কি? মহারাজ, ঔষধসমূহ ভগবান কর্তৃক আখ্যাত হইয়াছে। যেই ঔষধপাতে সেই ভগবান দেব-মনুষ্যদিগকে চিকিত্সা করিয়া থাকেন। যথা-চারি স্মর্তি-পাশ্চাত্য চারি সম্যক প্রধান, চারি প্রধান পঞ্চদশ, পঞ্চদশ পঞ্চবিংশ, সপ্তবিংশ আর্থ অষ্টাঙ্গ মার্গ। এই ঔষধগুলির দ্বারা ভগবানের মন্যা দৃষ্টি, মিথ্যা সকল, মিথ্যা বাক্য, মিথ্যা কর্ম, মিথ্যা আজীব, মিথ্যা ব্যায়াম, মিথ্যাস্মৃতি ও মিথ্যা সমাধিকে বিরেচন করাইয়া থাকেন। লোভ, দ্রুষ্ট, মোহ, মান, দৃষ্টি, বিচিত্রিক্তা, ঔষধা, স্থানমিশ্র, নিলসিদ্ধ, নির্ভুলতা ও সর্বক্রেশকে বিনাশ করাইয়া থাকেন।

ইহাকেই বলে মহারাজ, ভগবানের ঔষধপাত।

যে সব ঔষধ লোকে বল্লবিষ বিদ্যমান,
ধর্মোধয়ম সম নাই, তাই ভিক্ষু কর পান।
পান করি ধর্মোধয় অজর অমর হবে,
সাধনে দর্শনে মুক্ত উপধি তাজিয়া সবে।

ভত্তে, ভগবান বুদ্ধের অমৃতপাত কি? মহারাজ, ভগবান কর্তৃক অমৃত ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যেই অমৃতদ্বারা সেই ভগবান সদেবলোককে অভিষিক্ত হইয়াছে।
করিয়াছেন। যেই অমৃতাভিষিক্ত দেব-মনুষ্য জাতি-জরা-ব্যাধি-মরণ-শোক-
পরিদেবন-দুঃখ-দৌীমন্য-উপায়াস হইতে পরিমুক্তি লাভ করিয়াছেন। সেই
অমৃত কি? কায়তাস্থ্রীতি। দেবাতিদেব ভগবান বলিয়াছেন—“ভিক্ষুগণ,
যাহারা কায়তাস্থ্রীতি পরিভোগ করে, তাহারা অমৃত পরিভোগ করে।”
ইহাকেই বলে মহারাজ, ভগবানের অমৃতাপণ।

ব্যাধিত জনতা নিরখি, খুলেছি অমিয় আপণ, 
কর্ম মূল্য দিয়া, অমিয় কিনিয়া, ভোজন করহে শ্রমণ।

ভতে, ভগবান বুদ্ধের রত্নাপণ কি? মহারাজ, ভগবান কর্তৃক রত্নসমূহ
ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যেই রত্ন-ভূষিত ভগবানের পুঞ্জাগুণ সদেবলোকে
প্রভাসিত হইয়া থাকেন। উদ্ধের্য, অধেঃ, মধ্যে আলোক প্রদর্শন করিয়া
থাকেন, সেই রত্নসমূহ কি? শীল, সামাধি, প্রজ্জ্বল, বিমূলক, বিমূলকভাবে
দর্শন, প্রতিসঞ্জিতা ও বোধকসমূহ। ভগবানের শীলরত্ন কি? প্রাতিমোক্ষ-
সংবরশীল, ইন্দ্রীয়-সংবরশীল, আজীব-পরিশীলিনী, প্রত্যয়-আশ্রিতশীল
(প্রত্যেক্ষণ), কৃঃম-মধ্যম-মহাশীল, মার্গশীল ও ফলশীল। মহারাজ,
শীলরত্ন বিভূষিত ব্যক্তিকে সদেবলোক, সমার সম্প্রস্ত, সশ্রম-ব্রাহ্মণ
প্রজাগুণ ভালবাসেন ও প্রার্থনা করেন। শীলরত্ন পরিহিত ভিক্ষু দিকে,
অনুদিকে, উদ্ধের্য, অধেঃ, মধ্যে বিরোচিত হইয়া থাকেন। নিঃ অবৈতি
উপরে ভবান, ইহার মধ্যে যাবতীয় রত্ন অতিক্রম করিয়া ও শীলগুণ
পরিব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত হইয়া থাকেন। এইরূপ শীলরত্নই মহারাজ,
ভগবানের রত্নাপণ প্রসারিত আছে। ইহাকেই বলে শীলরত্ন।

বুদ্ধের আপণে আছে এইরূপ শীলরত্ন যথ, 
কর্মগুণে লও কিনি, পরিধান কর অবিরত।

মহারাজ, ভগবানের সামাধিরত্ন কি? সবিতর্ক, সবিচার সামাধি, অবিদ্যা
বিচারমাত্র সামাধি, অবিভক্ত, অবিচার সামাধি, শূন্যতঃ সামাধি, অনিমিত
সামাধি ও অপ্রাণিত সামাধি। মহারাজ, সামাধিরত্ন পরিহিত ভিক্ষুর যেই
সমস্ত কাম-বিতর্ক, ব্যাপাদ-বিতর্ক, বিহিংসা-বিতর্ক, মান, উদ্দ্যোক্ষ, দৃষ্টি,
বিচিকিত্সা, রেশ-রক্ত, বিবিধ কুবিতর্ক, সেই সকলী সামাধিরত্ন প্রভাবে
বিস্মৃত হইয়া যায়, সংস্থিত থাকে না, উপলিঙ্গ হইতে পারে না। যেমন 
মহারাজ, পদ্মদলে জল পড়িলে বিকীর্ণ হইয়া যায়, তাহার কারণ পদ্মের 
পরিব্যাপ্ত। এই প্রকার সামাধিরত্ন পরিহিত ভিক্ষুর কাম বিতর্ককারণ সমস্ত
অকুশল সমাধি ভাবনাগুলো বিকীর্ণ হইয়া যায়। তাহার কারণ সমাধির পরিদৃশ্য। ইহাকেই মহারাজ, ভগবানের সমাধি-রত্ন বলে। এই প্রকার সমাধি-রত্ন ভগবানের রত্নাঙ্গে প্রসারিত।

ধ্যান-রত্ন-মালা পরিহিত যিনি
কুবিতক্র তাঁর জাত নাহি হয়,
বিকিণ্ড হয় না কলুচ চিত্ত তাঁর
ইহাই তেমরা কর পরিধান।

মহারাজ, ভগবানের প্রজ্ঞারত্ন কি? মহারাজ, আর্য-শ্রাবক যেই প্রজা প্রভাবে ইহা কুশল বলিয়া যথাভূত জানিতে পারেন, ইহা অকুশল বলিয়া যথাভূত জানিতে পারেন, ইহা সদেয়, ইহা নির্দেয়, ইহা সেবনীয়, ইহা হীন, ইহা প্রণীত ইহা কৃষ্ণ (পাপ), ইহা পুরু (পুণ্য), ইহা কৃষ্ণ-পুরু প্রতিভাগ বলিয়া যথাভূত জানিয়া থাকেন; ইহা দুঃখ বলিয়া, ইহা দুঃখ সমুদর বলিয়া, ইহা দুঃখ নিরোধ বলিয়া ও ইহা দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপাদা বলিয়া যথাভূত জানিয়া থাকেন; মহারাজ, ইহাকেই বলে ভগবানের প্রজ্ঞারত্ন।

প্রজ্ঞারত্ন মালা যিনি করে পরিধান,
ভবে বাস শীত্য তাঁর হয় অবসান,
তুরিতে অমৃত প্রাপ্তি হইবে তাঁহার
ভবে আগমনে রুচি না হইবে আর।

মহারাজ, ভগবানের বিমুকি-রত্ন কি? মহারাজ, বিমুকি-রত্নকেই অরহত্ব বলে। যেই ভিক্ষু অরহত্ব প্রাপ্ত, তিনি বিমুকি-রত্ন পরিহিত। যেমন মহারাজ, কোন পুরুষ মুক্তা-কলাপ-মণি-কনক-প্রবাল-আচরণ-প্রতিমন্ত্র, অঙ্গুর, তগর, তালীক, লোহিত চন্দন অমূলিণ্ড গাত্র, নাগ, পুন্ন্মণ, শাল, শলুল, চস্মক, যুষীকা, অতিমুক্ত পাতল উৎপল, বার্ধিকী মলিকা পুষ্প সজ্জিত, সে অপরাপর ব্যক্তির চেয়ে মালা গঙ্গা রত্নাঙ্গবর্ণে অতিশয় প্রভাসিত হইয়া থাকে, এই প্রকার অরহত্ব প্রাপ্ত ক্ষীণাসব বিমুকি-রত্ন পরিহিত। অপরাপর ভিক্ষুর চেয়ে তিনি প্রভাসিত হইয়া থাকেন। তাহা কিসের কারণ? মহারাজ, এই বিমুক্তি অলংকার পরিধানই, সমস্ত পরিধানের চেয়ে প্রেত। ইহাকেই বলে ভগবানের বিমুকি-রত্ন।
মণিমালা পরিহিত জনে গৃহবাসী করে নিরীক্ষণ,
যে পারে বিমুক্তি রাক্ত-মালা, কর তাঁরে সদেবে দর্শন।

মহারাজ, ভগবানের বিমুক্তি জন দর্শনকারু কি? মহারাজ, প্রত্যেকক্ষণে-
জন ভগবানের বিমুক্তি-জন দর্শন-রত্ন নামে কথিত হয়। যেই জন
প্রভাবে আর্য-শ্রাবক মার্গ-ফল নির্বাণ লাভ ও প্রহীন ক্রেক হইয়া অবিশিষ্ট
ক্রেকেক প্রত্যেকক্ষণ করিয়া থাকেন।

আর্যজন অরহত ফল যেই জনে পারেন বুঝিতে,
চেষ্টা কর জিনপুর্ণ সেই জন রতন লভিতে।

মহারাজ, ভগবানের প্রতিসজ্জিত-রত্ন কি? মহারাজ, প্রতিসজ্জিত চারি
প্রকার-অর্থ, ধর্ম, নিরুক্তি ও প্রতিভাগ প্রতিসজ্জিত। এই চতুর্ভুজ
প্রতিসজ্জিত-রত্ন সমৃদ্ধ ভিক্ষু ক্ষেত্র, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি, শ্রমণ পরিষদের
যেই কোল পরিষদে উপস্থিত হইলে অধঃপুরে থাকেন না, তাঁহারা নিতীক,
স্বদতাহীন, ব্রাহ্মীন ও লোমহর্ষ্যবিভীন অবস্থায় পরিষদে উপস্থিত হইয়া
থাকেন। যেমন মহারাজ, সংগমেশ্বর, পঞ্চায়েদ সজিত, ভ্যবহীন যোদ্ধা
সংঘে অতীর্থ হইয়া, যদি অমিতা দূরে থাকের, ঈশ্বরে নিঃপত
করিব, পার্শ্ববে থাকিলে শক্তিকরা প্রহার করিব, অব্য পার্শ্বে থাকিলে
কৃপান (করণসন) দ্বারা প্রহার করিব, মোক্ষাকর সমীপে আসিলে দ্বিতী হেয়ান
করিব অথবা কায়বদ্ধ ছুঁপিকারা বিষ্ঠ করিব। এই প্রকার মহারাজ, চারি
প্রতিসজ্জিত-রত্নগত ভিক্ষু নিতীকভাবে পরিষদে উপস্থিত হন। যেই কেহ
আমাকে অর্থ প্রতিসজ্জা সমস্ত প্রস্তুতি জিজ্ঞাসা করিবে, তাহাকে অর্থধারা
অর্থ বলিব। কারণধারা কারণ বলিব। হেতুধারা হেতু বলিব। নায়নধারা
নায় বলিব। তাহার সদেহ নিবারণ করিব। বিমতি বিসর্জন করাইব।
প্রশ্নতরক্ষে সত্যিক উৎপাদন করিব। যে আমাকে ধর্ম প্রতিসজ্জা সমস্তে
প্রস্তুতি জিজ্ঞাসা করিবে, তাহাকে ধর্মধারা ধর্ম বলিব। অমূলধারা অমূল ব্যাখ্যা
করিব। অসঞ্চিত ধারা অসঞ্চিত ব্যাখ্যা করিব। নির্বাণধারা নির্বাণ বলিব।
শূন্যধারা শূন্যতা বলিব। অননিমধারা অননিম বলিব। অভ্যন্তরধারা
অব্যাহত বলিব। অতৃপ্তধারা অর্থধারা বলিব। সংশযাহীন করিব, বিমতি
বিসর্জন করাইব, প্রশ্নতরক্ষে সত্যিক করিব। যে আমাকে নিরুক্তি
প্রতিসজ্জা সমস্তে প্রস্তুতি জিজ্ঞাসা করিবে, তাহাকে নিরুক্তি সমস্তে বলিব।
পদধারা পদ বলিব। অননিমধারা অনুপদ বলিব। অক্ষরধারা অক্ষর বলিব।
সলিদারা সদ্য বলিব। ব্যঞ্জনাধারা ব্যঞ্জন বলিব। অনুব্যাঙ্গনাধারা অনুব্যাঙ্গন বলিব। বর্ণাধারা বর্ণ বলিব। স্বরাধারা স্বর বলিব। প্রজাতিধারা প্রজাতি বলিব। ব্যবহারাধারা ব্যবহার বলিব। সনদেহ ভঙ্গন করিব। বিমিতি বিসর্জন করাইব। প্রশ্নাতরে সত্যোষ করিব। যে আমাকে প্রতিভাত প্রতিসঙ্গিদি সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে, তাহাকে প্রতিভাধারা প্রতিভাত বলিব। উপমাধারা উপমা বলিব। লক্ষণাধারা লক্ষণ বলিব। রসেরাধারা রস বলিব। সনদেহ দূর করিব। বিমিতি বিসর্জন করাইব। প্রশ্নাতরে সত্যোষ করিব।

ইহাকেই বলে মহারাজ, ভগবানের প্রতিসঙ্গিদি-রত্ন।

কিনিয়া যে জন প্রতিসঙ্গিদায় জানায়ে তাহা উপলক্ষি করে,
সেই ভয়শূন্য অনুবীক্ষণ জন সনদে মানবে শোভ তিরিতে।

মহারাজ, ভগবানের বোধাঞ্জল কি? মহারাজ, সাততি বোধাঞ্জল আছে।
স্মৃতি, ধর্মবিচয়, বীর, প্রীতি, প্রশ্রব্দি, সমাধি ও উপেক্ষা বোধাঞ্জল। এই সম্প্রতে বোধাঞ্জল প্রতিভান্ত ভিক্ষু সম্বন্ধ অধিদৃ মার্জন করিয়া সনদেবলোকে
প্রভাসিত হন, জানায় উৎপাদন করেন, ইহাকেই বলে মহারাজ, ভগবানের বোধাঞ্জল-রত্ন।

বোধাঞ্জল-রতন মালা পরে যেই জন,
সনদে মানব তাঁরে করে নিরীক্ষণ ।
কর্মমূল্যা কিনিয়াই এই শ্রোষ রতন,
কর পরিধান সবে বিমূঢ় কারণ।

ভালে, ভগবান বুদ্ধের সম্বাদণ কি? মহারাজ, সম্বাদণ ভগবানের নবাঙ্গ
বুদ্ধ বচন, শারীরীক, পারিভাষিক চৈত্য ও সঙ্গরত্ন।
মহারাজ, ভগবান সম্বাদণে জনু, ভোগ, আযু, আরোগ্য, বর্ণ, প্রজা, মনুষ্যসম্পত্তি দিবা ও
নির্বাণ সম্পূর্ণ প্রাসাদ করিয়াছেন। তনুম্বুর্য যাহারা সেই সম্পূর্ণ ইচ্ছা
করে, তাহারা কর্মমূল্য দিয়া প্রার্থিত প্রার্থিত সম্প্রতি কিনিয়া থাকে। কেহ
শীলাচরণ কর্মের দ্বারা কিনে, কেহ উপেক্ষা কর্মের দ্বারা কিনে। অলমাত
কর্মমূল্য দিয়াছ সম্পূর্ণ লাভ করিয়া থাকে। যেমন দোকানদীর দোকানে
অল তেল-মূগ-মাসা বা তপুল-মূগ-মাস তদনুরূপ মূল্য দিয়া লোকেরা গ্রহণ
করে, এই প্রকার ভগবানের সম্বাদণে অলমাত কর্মমূল্য দিয়াছ তদনুরূপ
সম্পত্তিমূহ লাভ হইয়া থাকে। ইহাকেই বলে মহারাজ, ভগবানের
সম্বাদণ।
মহারাজ, ভগবানের ধর্মনগরে এই একক ব্যক্তিগত প্রবেশ করিয়া থাকেন—সূত্রত্ত্ব, বৈদিক, আত্মবাচক, ধর্মকথিক, জাতক-দীর্ঘ-ধর্ম-সংযুক্ত-অক্ষর-খুদকাভাষণকারী, শীল-সংবাদ-প্রজনসম্পন্ন, বোধ্যাঙ্গ ভাবনারত, বিদ্বেষ ভাবনাকারী, সদ্যায়ুন্যত, আরণ্যক, নৃত্যসূচিক, মলক পণ্ডিত, পলায়নে বাসনকারী, শাশ্বতরী নৈতিক্‌, নৈতিক, ব্রত প্রতিপন্ন, ফলস্থ শেখ সামগ্রী বোধপায়, সূক্লাগুমী, অনাগামী, অরহৎ, বৈবিধ্য, যোদ্ধারত, সাজিরমান, প্রজাপারমীপূজ, নৃত্য-স্বীকার, সম্প্রদায়-ধর্ম, সাধনাগক, ইন্দ্রিয়, বলাদি কুশল ভাবনাযুত সেই অরহত্বরূপী আকুল, সমাকুল, আকীর্ণ, সমাকীর্ণ নবন শরবন তুল্য ধর্মনগর আছে। তথায় আছে :-

বীত-কাম-দ্বৈত-মোহ যাঁরা অনাসব
বীততৃষ্ণ, তৃষা বসে গেছ হীন যাঁরা,
ধর্ম নগর মাঝে তাঁরা বাস করে।
আরণ্যক বুধবার ধ্যানদেব যাঁরা
জীবিন চীর পরিহিত যাঁরা অবিরত,
বিবেকে নিরত সদা মৈচ্ছ দীর্ঘ,
ধর্ম নগর মাঝে তাঁরা বাস করে।
নৈতিকি সহতত্ত্ব দ্বারা গমনে,
পাঞ্চকূল বর্ধন্তার বে সব ধীরমাণ,
ধর্ম নগর মাঝে তাঁরা বাস করে।
শান্ত, তিন্তু মর আর চর্ম খুলদ্বারী
একাসনে উপবিষ্ট থাকেন যাঁহারা,
ধর্ম নগর মাঝে তাঁরা বাস করে।
অল্পেচ্ছক প্রজাবান যেই দীর্ঘগণ,
অল্পাহারে রত আর, লোভহীন যাঁরা,
লাভে ও অলাভে যাঁরা থাকেন সত্ত্বে,
সসাগরমহী কম্পনকারী, চন্দ্র, সূর্য পরিমর্দকারী, (বিকুলকাপিদঃ) ঐধিতে
সুদক্ষ, ঐন্দ্রি পারমীমেট, তাহারাই ভোগবানের ধর্মনগরের পুরোহিত।
মহারাজ, যেই ভিক্ষুকণ, ধৃতাঙ্গ্ধর, অলক্ষংক, সর্বদা সহস্ত, বিভিন্নত
অবেষ্টন নিদাকারী, সপদান পিড়িরী, ভোম যেমন পুষ্পগম্য অবশ্য
প্রবেশ করে, তাঁহারাও তেমন কায়-জীবনে নিরপেক্ষ হইয়া বিবিষ্ট কাননে
প্রবেশ করেন, অরহত ফল লাভ করেন, ধৃতাঙ্গ্ধণে অধ্যত প্রাপ্ত হন;
মহারাজ, এই প্রকার ভিক্ষুকণ ভোগবানের ধর্মনগরে অকঃদর্শ নামে কথিত
হন। মহারাজ, যেই ভিক্ষুকণ পরিশুদ্ধ, বিমল, ক্রেশশীন, জনা-মৃত্যু জানে
সুদক্ষ, দিব্যাচকু লাথে পারমিগত, ভোগবানের ধর্মনগরে ইহারা নগর
উজ্জ্বলকারী নামে কথিত হন। মহারাজ, যেই ভিক্ষুকণ, শরুণফু আগতাগম
(শার্নকং), ধর্মবাদ, বিনয়বাদ, মাতৃকাধর, শিখিল, ধনাত্ব, দীর্ঘ, ভ্রান্ত, গুরু,
লিন, অকান্ত রূপের কুশল, নবানু শাসনধর ভোগবানের ধর্মনগরে ইহারা
ধর্মনগৰের নামে কথিত হন। মহারাজ, যেই ভিক্ষুকণ, বিনায়ক, বিনায়ক,
নিদানপঞ্জকুশল, আপনি (পাপ), অনাপনি, গুরু, লিন, সাধকার, সুকিতাত,
উখান (১৩টি সাজিদিশে), দেশনা (বাণীত স্রষ্টা), নিঃথাহ, প্রতিকর্ম, প্রবেশকরণ,
বহিঃকরণ, প্রতিসারণ কুশল, বিনয় পারমিগত
ভোগবানের ধর্মনগরে ইহারা রূপদক্ষ নামে কথিত হন। মহারাজ, যেই
ভিক্ষুকণ বিমূঢ়করণ শ্রেষ্ট কুসুমমালা পরিহিত, বর প্রবর মহার শ্রেষ্ঠভাব
অনুপ্রস্থ, বহুজন-স্থিয় অভিপ্রায়িত, ভোগবানের ধর্মনগরে ইহারা
পুষ্পবিক্রেতা নামে কথিত হন। মহারাজ, যেই ভিক্ষুকণ চারি সত্যভিসময
জাত, দ্বিতীয় বিজাত-শাসন চারি শাম্যযাত্র সদেহাতিহত, ফল-
সন্তারী, অপর সদাচারসম্পন্ন ব্যক্তিকে সেই ফল বিভাগ করিয়া দেন।
তাহারা বুদ্ধের ধর্মনগরে ফল বিক্রেতা নামে কথিত হন। মহারাজ, যেই
ভিক্ষুকণ শীলবর সূণা অনুলিঙ্গ, বহুবিধ গুণধর, ছেশ-মল-সূত্রত
ধর্মকারী ইহারা ভোগবানের ধর্মনগরে গদ্ধ বিক্রেতা নামে কথিত হন।
মহারাজ, যেই ভিক্ষুকণ ধর্মকারী মৈত্রভাবসম্পন্ন, অধিধর্ম, অভিবিন্য, উজ্জ্বল,
প্রতিদ্বন্দ্বিতাসম্পন্ন, অর্ণৎ, বৃক্ষমূল, শূন্যাগারে গেলেও শ্রেষ্ঠ ধর্মনগর পান
করেন, কায়-বাকা-মন শ্রেষ্ঠ ধর্মনগর নির্মিত রাখেন, অধিকমাত্র
প্রতিদ্বন্দ্বিতাসম্পন্ন, ধর্মবিশ্বেষণ প্রতিপন্ন, যে কোন স্থানে অলক্ষং কথা, সমভ্র কথা, প্রবর্বক কথা, অসংসর্গ কথা, বীর্যাক্ষর কথা, শীল কথা, সমাধি কথা,
প্রজা কথা, বিমুতি কথা, বিমুতি-জ্ঞান-দর্শন কথারস পান করেন, ভগবানের ধর্মগত ইহারা সেই বা পিপাসু নামে কথিত হন। মহারাজ, যেই ভিক্ষু গণ রাধির প্রথম যামে ও শেষ যামে জাততর-যোগ-যুদ্ধ, উপবেশন, অবস্থান, চংকালনে দিবারাত্রি অতিবাহিত করেন, ভবনা- যোগ-যুদ্ধ, ক্রেতাজিত্বর কারণ সদর্শন (নির্বাণ) উৎপন্ন করিয়াছেন, ভগবানের ধর্মগত ইহারা নগররক্ষক নামে কথিত হন। মহারাজ, যেই ভিক্ষু গণ নবাং বৃদ্ধ বচন অর্থ-বাঙ্গা ভেদে, ন্যায়-কারণ ভেদে, হেতু উদাহরণ ভেদে শিক্ষা দেন, পুনঃপুন শিক্ষা দেন ও ভাষণ অনুভাবণ করেন, ইহারা ভগবানের ধর্মগত ধার্মাগনিক বা ধর্মের দোকানদার নামে কথিত হন। মহারাজ, যেই ভিক্ষু গণ ধর্মরত্ন-ভোগী, ত্রিতিক শাক্তিবিদ, ভ্রমভোগী, ধর্মধনে ধনী, নিদিষ্ট স্বর-বাঙ্গ-লক্ষণ জানে বিজ্ঞ নামে প্রকাশিত, ভগবানের ধর্মগত ইহারা ধর্মশ্রেষ্ঠী নামে কথিত হন। মহারাজ, যেই ভিক্ষু গণ উত্তম ধর্ম-কৃত্তিক মার্গ-ফলাদি সর্বজ্ঞ অভিজ্ঞ, আরম্ভ- বিভক্তি নির্দেশে পরিচিত ও শিক্ষাগুণে পারমী প্রান্ত, ভগবানের ধর্মগত ইহারা বিশ্রাম ধার্মিক নামে কথিত হন। মহারাজ, ভগবানের ধর্মগত এই প্রকারে সুবিভক্ত, সুনির্মিত, সুবিহিত, সুপরিপূর্ণ, সুব্যবস্থিত, সুরক্ষিত, সুগোপিত, প্রত্যাধী ও শক্রর নিম্পীড়ন সহ্য করিতে সমর্থ। মহারাজ, এই কারণে, এই হেতুতে, এই ন্যায়ে, এই অনুমানে জানা উচিত যে, সেই ভগবান আছেন।

সুবিভক্ত মনোরম নগর হেরিয়া, অনুমানে জানে যথা-বর্ধকী মহাত্ম; বুদ্ধের ধর্মপূর্ণ হেরিয়া সেরাপ।
অনুমানে জানে সবে আছেন সুগত, সাগরের উর্মি হেরি জানে অনুমানে,
সাগর মহত হবে উর্মি অনুকূলে,
সর্বত্র অপরাজিত শোকনুড যিনি,
তৃণক্ষয় অনুপাত্র ভক্ত প্রমোচক,
তিনি বৃদ্ধ ধর্মতল। দেব-নরলোকে
ধর্ম-উর্মি সুবিভক্ত হেরিয়া জানিবে, সর্বাপেক্ষা সেই বৃদ্ধ অতীত মহান।
অতুল্য হেরিয়া গিরি জানে অনুমানে হিমবান এই পর্বত হইবে নিষ্ঠুর, শৈত্যভূত নিরূপণ ধর্মগিরি হেরি অতুল্য আচল সেই ধরম পর্বত, হেরিয়া জানিতে পারে বুদ্ধই প্রধান।
গজরাজ পদচিহ্ন হেরিয়া ভাবুক অনুমানে জানে সবে গজেন্দ্র নিষ্ঠুর, বুদ্ধের চরণ হেরি বিভবী মানব, জানে তথা বুদ্ধ নাগ-অতীব মহান।
সন্ত্র হেরিয়া জানে, অন্য পঙ্কানে মৃগরাজ শব্দ শুনি হইয়াছে তীত, সন্ত্র তীর্থিক হেরি জানে অনুমানে বুদ্ধের গর্জন এরা শুনেছে নিষ্ঠুর।
ফ্রুট ধরা হেরি আর তৃণ পুর্ণ স্থান
মহাজল রাশি হেরি সকলেই জানে নিষ্ঠুর আচর রূপ হয়েছে মহীতে।
আমোদিত প্রমোদিত হেরিয়া মানব,
ধর্ম-মেহ বর্ষিয়াছে জানে অনুমানে।
পঞ্চলগ্ন কললাদ্র মহীতে হেরিয়া জলেরো ভূমে গেছে জানে অনুমানে।
পাপরজং পাপপঞ্চ তায় জনে হেরি’
ধর্ম নদী প্রবাহিত ধরম সাগরে
ধর্মমৃত লঙ্ঘ দেখি দেব নরগণ
ধর্মরাশি সমুৎপন্ন জানে’ অনুমানে,
সুগন্ধ আহ্রাণ পেয়ে জানে অনুমানে নিশ্চয় পুষ্পিত বৃক্ষ আছে এই স্থানে।
সেইরূপ দেবনে শীলের সৌরভ হইয়াছে প্রবাহিত জানে অনুমানে নিশ্চয় আছেন বুদ্ধ এই ধরাতলে।
এই প্রকার মহারাজ, শত কারণে, সহস্র কারণে, শত হেতুতে, সহস্র হেতুতে, শত ন্যায়ে, সহস্র ন্যায়ে, শত উপমায়, সহস্র উপমায় বুদ্ধিবল দেখান যাইতে পারে। যেমন মহারাজ, সুদক্ষ মালাকার নানা পুষ্পেরাগে আচার্যের অনুশাসন মতে পুরুষ শক্তি প্রয়োগে বিচিত্র মালারাশি চরম করে, তেমন বোধাণ বিচিত্র পুষ্পেরাগের ন্যায় অন্ত অধিমো ওঁসম্পন্ন। আমি বর্তমান জন-শাসনে মালাকারের ন্যায় পুষ্প গৃহীতকারী, গৃহীতকারীর প্রদর্শন পথে থাকিয়াও আমার বুদ্ধিবলে অসংখ্য কারণ অনুমানদারা বুদ্ধিবল প্রকাশ করিব। আপনি সদিচ্ছা জানিত করল শরীর করন। ভবে, অন্য কাহাও পক্ষে এইরূপ কারণ অনুমানদারা বুদ্ধিবল প্রদর্শন করা অতিশয় দুঃখ। ভবে, আপনার পরম বিচিত্র প্রশ্নের প্রকাশে আমি শান্তভাবে প্রাণ হইয়াছি।

ধুতপ্ত পরিপূর্ণ আরণ্যক ভিক্ষু,
গৃহীতকে অনাগামী রাজা দেখা যায়;
উভয়ে হেরি যা, মোর উপজে সংশয়
নিম্নল ধুতাপ্তপ্ত গৃহীতকে মাঝে
থাকি' যদি এইরূপ জ্ঞান লাভ হয়।

পরবাদ বিমুখ পিটিকে নিঃস্তন
কথী শ্রেষ্ঠ নাগসানে জিজ্ঞাসিনু আমি।

সংশয় খণ্ডন মোর করিবে স্বর্ণ।

অতঃপর মিলিন্দ রাজ যেখানে আয়ুর্ধান নাগসান, সেখানে উপষ্ঠিত হইয়া তাহাকে অভিবদনপূর্বক এক প্রাণে উপবেশন করিলন এবং তাহাকে বলিলেন- ভবে, গৃহীতের মধ্যে এমন কি কেহ আছেন, যাহারা আগারিক কামভোগী, পুত্র-দারারির্য হইয়া শয়নকারী; কাশিক চন্দন ভোগী,
মালা-গ্রথ-বিলেপনকারী, টাকা-পয়সা (সৌনারপা) গহ্যকারী, মণি-মূল্য-কাধন-জড়িত বিচিত্র বেণীবজ্ঞ, অথচ শান্ত পরমার্থ নির্বাণ সাক্ষাৎ করিয়াছেন? মহারাজ, তাহাদের সংখ্যা এক, দুই, তিন, চারি, পাঁচশত নহে, সহস্র লক্ষ, কোটিশত, কোটিসহস্র, কোটিলক্ষ নহে। মহারাজ, দশ, বিশ, শতসহস্রের কথা আর কি বলি, কত অভিসময় হইয়াছে। কী প্রকারে তাহার পরিচয় দিব, তাহা আপনি বলুন। তাহা হইলে মহারাজ, আমি এইরূপ বলিতে পারি-শতসহস্র, লক্ষকোটি, কোটিশত, কোটিসহস্র,
কোটিলক্ষণ হইবে। এই নবাঞ্জ বুদ্ধ বচনে সমস্ত সদচার, প্রতিপাদ্ধ ও স্নাতকশাস্ত্রিত কথা, সেই সমস্ত মহাপুরুষগণের মধ্যে আচরিত হয়।
তাহাদের গুণে সমষ্টিত হয়, যেহেতু নিস্ত-উচ্চ-সম-বিসম-সহাস্থল দেশে বর্তমান জল সমস্ত প্রাণে করিয়া মহাসাগরে একত্রিত হয়। মহারাজ, এই প্রকার সম্পদাদি থাকিয়া যে কোন নবাঞ্জ বুদ্ধ বচনে সদচারদি কথা সমস্ত একত্রিত হইবে। আমারও মহারাজ, বিচ্ছিন্ন বুদ্ধিবলে প্রকাশ্য করণ একত্রিত হইবে। সেই কারণে এই অর্থ সুবিধাজনক বিচুর, পরিপূর্নভাবে সম্পন্ন হইবে। যেমন অভিজ্ঞ চিন্তক নিজের সুশিক্ষা প্রভাবে চিত্রাঙ্কন করত খীয় বুদ্ধির পরিচয় দিয়া চিত্র পূর্ণ করিয়া থাকে ও সেই চিত্রায়িত বিষয়ের পরিপূর্ণ হইয়া থাকে, তাহাতে কোন নূতন দৌঁড় থাকে না। এই প্রকার আমারও বিচ্ছিন্ন বুদ্ধিবলে প্রকাশ্য করণ একত্রিত হইবে।
তাই এই অর্থ সুবিধাজনক, বিচুর, পরিপূর্ন পরিপূর্ণভাবে মানীত হইবে।

মহারাজ, শ্রাবণীর ভগবানের পাঁচ কোটি আর্য্যশাস্ত্রের মধ্যে তিনলক্ষ
সাতাল হাজার উপাসক-উপাসিকা অনাগামী ফলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।
তাহারা সকলেই গৃহী, কেহই প্রতিষ্ঠিত নাহ। পুনঃ শ্রাবণীর গণ্য বৃক্ষমূল
ভগবানের যমক প্রাপ্তিহর্ষ িদী প্রদর্শন সময়ে বিশেষক গ্ৰানির
ধর্মোত্সাহ মার্ফত লাভ। হইয়াছিল। পুনঃ রাহুল উপদেশ, মহামঙ্গল
সুতু, সমিতি পরিমায়া, পরাভব সুতু, পুরাতন সুতু, কলহবিবাদ সুতু,
চূলবৃহ সুতু, মহারাজ সুতু, তুর্ক সুতু, সারীপুত্তল সুতু উপাসনাকালে অগণিত
দেবগণের ধর্মীয়সময় হইয়াছিল। রাজপুত্ত নগরে তিনলক্ষ পঞ্চাশ হাজার
আর্য্যশাস্ত্র ভগবানের উপাসক, উপাসিকা ছিলেন। পুনঃ সেই রাজগৃহে
ধনপাল হতি যখন ভগবান দর্শন করিয়াছিলেন, তখন নবরায় কোটি
গ্রানি, পারাণ্য সমাগমে পাণ্য চৌভস্তে চৌদ্দকোটি গ্রানি, পুনঃ ইন্দ্রশাল
গৌরাহারী অণিতি কোটিদেবতা, পুনঃ বারাণসীর ঋষিপতন মৃণালময় প্রথম
dেবগণের আটার কোটি মহাব্রহ্ম ও অগণিত দেবগণ, পুনঃ তাবতিংস
ভবনে পাঞ্জকধর্ম শিলায় অভিধর্ম দেবনাকালে আশি কোটি দেবতা,
দেবোহারকালে সাঙ্গাশ নগরদারে লোক বিবর্ণ প্রাপ্তি হইয়াছিল প্রসন্ন ধ্রু
কোটি দেব নগরের ধর্মীয়সময় হইয়াছিল। পুনঃ কপিলবাস্কর নিগোধারামে,
শাক্যরাজে বুদ্ধবংশ দেবনাকালে ও মহাসাগরে সুতু দেশনা সময়ে
গণনাতীত দেবগণের ধর্মীয়সময় হইয়াছিল। পুনঃ সুমনমালাকর
সমাগমে, গরহদিন্ত, আনন্দ শ্রেষ্ঠ, জমলুক আজিবক, মঙ্কুক দেবপুর, মজুরকুলিনী, সুদেশা নগরশালিনী, সিরিমা নগরশালিনী, পেশাকার স্বাতা, চুল সুধীরা, শাকেত ব্রাহ্মণের শশাঙ্গ দর্শন, সুচাপর্কক, সক্ষরশ্র, তিরোকুল্লত, রতন সুন্দর সমাগমে এক একটিতে চুরাশী হাজার করিয়া প্রাণিগণের ধর্মোৎসবে হইয়াছিল। মহারাজ, ভগবান যতদিন জগতে ছিলেন, ততদিন বিহিব মধ্যে, বোধ মহাজননগরে এই সেই স্থানে ভগবান বাস করিতেন, সেই সেই স্থানে বাহ্যিকভাবে দুই, তিন, চারি, পাঁচ, শত, সহস্র, লক্ষ দেবমনুষ্যগণ পরমার্থ নির্বাণ সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। মহারাজ, তাহাগুলি গৃহী, প্রোজিত নাহে। এই প্রকার মহারাজ, অনেক কোটি শত সহস্র দেবতা গৃহী নির্বাণ সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।


মহারাজ, ২৮টি কারণে ধুতাঙ্গণ অন্যান্য গুণ হইতে শ্রেষ্ঠ, সর্ববুদ্ধিগণের প্রিয় ও প্রার্থনীয়। সেই ২৮টি কি? ধুতাঙ্গ পরিশোভা জীবিকা, সুখবলদায়ক, নির্দোষ, অপরকে দুঃখ দেয় না, অভয়, পীড়া প্রদান করে না, শ্রীবৃদ্ধিগুলি, অপরিহার্যক, মাযাহীন, রক্ষণশীল, প্রার্থিত বিষয় প্রদান করে, সর্বসুত্ত দমনশীল, সংযমকর, প্রতিরুপ, অনাশ্রয়, বিশ্বমুক্ত, কামরাগ
ক্ষয়কর, দ্রেষ্টয়কর, মোহক্ষয়কর, মান ত্যাগকর, কুবিতক ছেদনকারী, সংশয় উদ্যাটনকারী, আলস্য বিনাশকর, উৎকষ্ঠা দূরকারী, ক্ষমাশীল, অতুল, অগ্রমাণ ও সর্ব দুঃখস্ত করে পালন করেন, তাহারা এই ২৮টি গুণে অলঘ্নী হন। সেই ২৮টি কি কি? তাহাদের আচার বিদ্রুপ হয়, প্রতিপদা পরিপূর্ণ হয়, কায়-বাক্য সুরক্ষিত হয়, মানসিক আচার সুবিদ্ধ হয়, বীর্য সৃষ্টি হয়, ভয় উপস্থিত হয়, আত্মারূপ দূরীভূত হয়, আঘাত উপরত হয়, মৌচুঙ্গ উপস্থিত হয়, আত্ম পরিহর হয়, সর্বদলের গোরুবনী হয়, ভোজনে মাত্র হয়, জাতবশীল হয়, অনিকেতনশীল হয়, যেখানে নিরাপদ সেখানে বাস করে, পাপনিন্দুক হয়, বিবেকানামে সুরত হয়, সতত অগ্রমাণ হয়।

মহারাজ, দশ প্রকারের পুণ্ডর হৃদয় পালনের উপযোগী হয়। সেই ১০ প্রকার কি? শ্রুত্রিশীল, লজ্জাশীল, ধৈর্যশীল, আমায়বী, অর্থী, নিরালোচী, শিক্ষাকামী, দৃঢ় বীর্যপূর্ণ, অনিদ্রুক ও মৌচুঙ্গ বিহারী।

মহারাজ, যেই সমস্ত গৃহী নির্বাচন সাধ্য করিয়াছেন, তাহারা পূর্ব পূর্ব জন্মে হাতে দণ্ড হৃদয় পালন করিয়াছিলেন। তাহাদের আচার প্রতিপধিত শোধন করিয়া বর্তমানে গৃহী অবস্থায় নির্বাচন সাধ্য করিয়াছেন, যেমন মহারাজ, সুদর্শন ধনুষর্ক শিয়াগৃহেক্ক প্রথমে উপাসন বা বাণিকে (পাদার্থের) শালায় চাপড়েদ, চাপারোহে ধারণ, মুক্তি প্রতিপালন, অস্ত্রী বিনাশন, পাদার্থান, শর ধারণ, সন্ধি (সন্ধি অকর্ষণ, সন্ধর্ণ, লক্ষ্য স্থানে ফেলি, 

তৃণ, পুরুষ, গোমায় তৃণপল্লু মূলকাপুঞ্জ ফলকের প্রতি লক্ষ্য ভেদ করিয়া শিক্ষা করিয়া রাজার নিকটে পত্র দেখাইতে আনে, সে রাজাকে ধনুবিদ্যা সম্পূর্ণ করিয়া আজাদিয়ে, রথ, গজ, অশ্ব, ধন, ধান্য, হিন্দু, সুর্য, দাস, দাসী, ভার্চক শ্রেণি গ্রাম লাভ করিয়া থাকে। এই প্রকার মহারাজ যেই সমস্ত গৃহীরা নির্বাচন সাধ্য করিয়া রাজারা সকলে পূর্ব জন্মে হৃদয় ভলিয়া ও সদাচরসূত্র ছিলেন। তাই আজ গৃহীরা অবস্থায় নির্বাচন সাধ্য করিয়াছেন।

মহারাজ পূর্ব জন্মে হৃদয় সেবায় ব্যতীত কেহ একই জন্মে অরহত লাভ করিতে পারে না। উত্তম বীর্য, উত্তম প্রতিপত্তি, তদ্রুপ আচার্য, কল্যাণমিত্র লভে অরহত ফল লাভ হইয়া থাকে। যেমন মহারাজ শল্য চিকিৎসার্থী আচার্য ক্ষেন ও সেবা শুশ্রুষার্থী সমূহ করিয়া সম্পূর্ণ ধৃষ্ট, ছেদন, লেখন (আচারণ), বিদ্ধকরণ, শল্য উদ্ধরণ, ব্রহ্মাধিকরণ, শোষণ,
ভৈষজ্য লেন, বন্ধ, বিরেচন, পরিবাহন কার্যাদি শিল্পকা করিয়া যখন সিদ্ধ হস্ত হয়, তখন রোগীর নিকট চিকিৎসার্থ উপস্থিত হয়, মহারাজ, এই প্রকার গৃহীত যে নির্বাসন সাক্ষাৎ করে, তাহা তাহাদের পূর্বক্ষেত্র ধৃতাঙ্গণ-প্রভাবে।

যাহাদের ধৃতণাম অপরিষ্কার তাহাদের ধর্মবিসময় হয় না। যেমন জল বিনা বীজ গজায় না, তেমন ধৃতণাম বিষণ্ড না হইলে ধর্মবিসময় হয় না। যাহার কুশল কর্ম নাই ও কল্যাণুষাণ নাই, তাহার সুগতি গমন হয় না। তদ্রূপ ধৃতণাম বিষণ্ড না হইলে ধর্মবিসময় হয় না।

মহারাজ, ধৃতণাম বিশ্বস্তকামী ব্যক্তিদিগকে পৃথিবী তুল্য প্রতিষ্ঠা দান করে, জল তুল্য সমস্ত ক্রেশ-মল ধৌত করে, তেজস্তুল্য সমস্ত ক্রেশবন দণ্ড করে, বায়ুতুল্য সমস্ত ক্রেশ-মল-রাজ্য প্রবাহিত করে, অগাস্তুল্য সর্ব ক্রেশ ব্যাধি উপশম করে, অমৃততুল্য সমস্ত ক্রেশ বিষ বিনাশ করে, ক্ষুধাতুল্য সমস্ত শাম্পাত্রণ গুণ শস্যা অনুপ্রাপ্ত করে, মনোহর প্রাপ্ত ইচ্ছিত সমস্ত শ্রেষ্ঠ সম্পতি দান করে, মহা নৌকাতুল্য সংসার মহাসুন্দরের অন্যা পারে নিয়া যায়, ভীত ভাষাকারী সম জরা-মরণ-ভীত ব্যক্তিগতে আশ্রয় করে, মাতৃতুল্য ক্রেশ দুঃখ প্রতিপীড়িতদিগকে অনুগৃহীত করে, পিতৃতুল্য কুশল বৃহদ্বিকামীদের সমস্ত শাম্পাত্রণ গুণ উৎপাদন করে, মিত্রতুল্য সমস্ত শাম্পাত্রণ গুণ অবিকষ্ট অবিসংবাদিত করে, পায়তুল্য সমস্ত ক্রেশ মললাভা অনুপস্থিত করে, চারি জাতীয় শ্রীত সুগন্ধ তুল্য ক্রেশ দূর্গন্ধ বিনোদন করে, গিরিতুল্য তুল্য অঙ্গ লোক ধর্ম বায়ুলাভা করিতে হয় না, আকাশ তুল্য সর্ব বিষয়ে গ্রহণ বিরহিত, সুবিকৃত সুমহৎ প্রতিষ্ঠা প্রদান করে, নদী তুল্য ক্রেশ-মল প্রবাহিত করে, মার্গ প্রদর্শক তুল্য জনঃকান্তার ও ক্রেশবন গন্ধ হইতে নিশ্চায় করিয়া দেয়, মহাসার্থবাহ তুল্য সর্বভয় শূন্য ক্ষেন অভয় বর প্রবর নিরাম্য নগর প্রাঙ্খ করয়, সুমার্জিত বিমল আয়না তুল্য সংকারসমূহের যথাস্থায় দর্শন করয়, ফলক তুল্য সমস্ত ক্রেশ, লঙ্গ, শর, শক্তি প্রতিবাহন করে, ছত্র তুল্য ক্রেশ বর্ষণ ত্রিভূষণ অল্পি সমতাপ প্রতিবাহন করে, চন্দ্র তুল্য স্পৃহায় ও প্রান্তগুণা, সূর্য তুল্য মোহ তমঃ তিনির বিনাস্থ করে, সাগর তুল্য অনেক প্রকার শ্রেষ্ঠ শাম্পাত্রণ গুণ রত্ন উৎপাদন করে। এই প্রকারে অপরিমিত, অসংখ্য আমঘাতভেদে ধৃতণাম ফল দান করিয়া থাকে।

মহারাজ, এই প্রকার ধৃতণাম বিশ্বস্তকামীদের বহু উপকারী। এই ধৃতণাম সর্ব দর্শ পরিদাহ অগ্নোদন, উৎকষ্ঠা দূরকরণ, তো ভয় দূর, চিয়িখিল
অপসারণ, পাপমাল বিসর্জন, শোক অপনাদন, দুঃখ-কাম-রাগ-দ্বেঢ়-মোহ-মান-দৃষ্টি সমস্ত অকুশল ধর্ম দূরীভূত করে। ধুতাঙ্গ যশাবহ, হিতাবহ, সুখাবহ, নিরাপদকর, প্রীতিকর, যোগক্ষেমকর, নির্দেশজক, ইষ্ঠ-সুখ বিপাকমূলক, শুল্যাশি, শুল্যপুঞ্জ, অপরিমিত অগ্রমেয় গুণ প্রদান করে, তাই ধুতাঙ্গ বর, প্রবর ও অগ্র ।

যেমন মহারাজ, মনুষ্যেরা দেহের একটি আশ্রয় হেতু খাদ্য ভোজন করে, হিত কারণে ভৈষ্ণ সেবন করে, উপকার লাভের ইচ্ছায় মিথা সেবা করে, উত্তরাহিম হইবার ইচ্ছায় নৌকায় উঠে, সুপন্ড লাভ কারণে মালাগ্রাহ ব্যবহার করে, অভয় কারণে ভয় গ্রাণকারীর আশ্রয় গ্রহণ করে, প্রতিষ্ঠা কারণে পৃথিবীর উপর আত্মনিভার করে, শিল্প শিক্ষার জন্য আচার্যের সেবা করে, যশঃ লাভ কারণে রাজ সেবা করে, কামনা পূর্ণ কারণে মণিত্রে ব্যবহার করে, এই প্রকার শ্রামণ্যগুণ-প্রদ বলিয়া আর্য্যগণ ধুতাঙ্গ সেবা করেন।

যেমন মহারাজ, জল বীজাঙ্কুর গজানের, অগ্নি দাহনের, আহার বল সংহের, লতা বন্ধনের, অক্ষ জেদনের, পানীয় পিপাসা নিবারণের, নিধি আমাসাস প্রাদানের, নৌকা তীর প্রাপ্তির, ভৈষ্ণ ব্যাধি উপশমের, যান সুখে যাত্রার, ভয় গ্রাণকারী ভয় বিনীতনের, রাজা রক্ষণাবেক্ষণের, ফলক-দঙ্গ-চিন্ত-লংড়-শর-শত্রু প্রতিবাহনের, আচার্য অনুশাসনের, মাতা গোষ্ঠের, আয়না দর্শনের, অলাভ শোভনের, বসত আচার্যদের, সোপান আরোহণের, তুলা নিক্ষেপনের, মন্ত্র পরিক্রমায়, আয়ুধ শাস্ত্র প্রতিবাহনের, প্রদীপ অনন্তকার বিধ্বংসনের, বায়ু পরিদাহ নিবারণের, শিল্প জীবিকা অর্জনের, অগ্নি জ্বাল রক্ষণের, আকার রত্ন উৎপাদনের, রত্ন অলঙ্কারের, আদেশ অনন্তক্রমের ও ঐশ্বর্য বাধ্যতা প্রতিবাহনের জন্য গৃহীত হয়, এই প্রকার মহারাজ, ধূতগুণ শ্রামণ্য-গুণ-বীজ অনুরাগের কারণে, ক্রিয়া-মল দাহন কারণে, ঋষিবিলাস আহরণ কারণে, স্মৃতি-সথ্যম নিবন্ধন কারণে, বিভিন্ন বিচিত্রিণ্ডা সমুচ্ছেদ কারণে, তৃষ্ণা পিপাসা বিনয়ন কারণে, অভিসাময় (মার্গফল) আমাসাস প্রদান কারণে, চারি ও ঘি হইতে নিম্নাংশ কারণে, ক্রিয়া-ব্যাধি উপশম কারণে, নিবারণ সুখ লাভ কারণে, জল-জলার-ব্যাধি-মরণ-শোক-পরিদৃষ্ট-দুঃখ-সৌন্দর্য-উপাসনাভয় বিনীতনের কারণে, শ্রামণ্যগুণ পরিক্রমা কারণে, অর্তি কুবিতক প্রতিবাহন কারণে,
সকল শ্রাম্যার্থ অনুশাসন কারণে, সর্ব শ্রামণ্যগুলি পোষণ কারণে, শমথ-বিদ্রশ্য-মার্গ-ফল নিবারণ দর্শন কারণে, সকল লোক স্ত্রী স্তোত্র মহতী শোভা বিকাশ কারণে, সমস্ত অপায় আহ্বান কারণে, শ্রামার্থরূপ শৈল শিখার অরোহণ কারণে, ক্রু-কুটিল বিষয় চিন্ত নিকেপ কারণে, সেবনীয় অসন্তোষীয় ধর্ম সুনদর মতে সাধ্যায় কারণে, সমস্ত ক্রু প্রতিষ্ঠাক তর্জন 
কারণে, অবিদায়কার বিখ্যাতনাম কারণে, বিবিধ অশ্লীল সমাপ্ত পরিদৃশ্য নির্বাপন কারণে, মদ্য, সুক্ষ্ম, শান্ত, সমাপতি নিম্পাদন কারণে, সকল শ্রামণ্যগুলি পরিক্ষণ কারণে, বোধ্য শ্রেষ্ঠরত উৎপাদন কারণে, 
যোগীজনালঙ্কার কারণে, অনবদ, নিপুণ, সুক্ষ, শান্তি-সুখ অন্তিক্রমণ 
কারণে, সকল শ্রমী আর্থ ধর্মানুষ্ঠান কারণে, এক একটি ধুততন্ত্র প্রাপ্ত
করিতে হয়। তাই এই ধুততন্ত্র অতুলনীয়, অগ্রস্র, অসম, অগ্রাহ্য, 
অগ্রতিপাত, অগ্রতিপ্রশংসা, উত্তম, শ্রেষ্ঠ, বিশিষ্ট, অধিক, আয়ত, পৃথবুল, 
বিশারদ, বিতৃত, গো, ভারী, ও মহৎ।

মহারাজ, যেই ব্যক্তি পাপীচূ, স্বৰূষাচারী, কুহক, লোকে, পেটক, 
লাভকামী, যশোকামী, কীর্তিকামী, অযুত, অগ্রস্র, অগ্রাহ্য, অগ্রাহ্য, 
অগ্রতিপাত হইয়া ধুততন্ত্র গ্রহণ করে, সে দ্বিতীয় দৃষ্ট গ্রাহ্য হয়, তাহার 
যাবতীয় ঘণ্ট ধর্মস হয়, ইহকলত তুচ্ছভাঙ্গ, নিন্দা, উপহাস, সংগুন ত্যাগ, 
বহিঃক্রম নির্বাসনাদি লাভ করে, পরকালে শতযোজন পরিমাণ 
অধি মহানিরিয়ে পতিত হয়, অধি নির্যাত ভীষণ তত্ত্ব প্রতিপূর্ণ অন্তর্ভুক্ত 
অনেক কোটিশত সহস্র বৎসর একবার উদ্ধ একবার অধঃ একবার মধ্যে 
ফেণ তুল্য পরিবর্তিত হইয়া অশ্লীল জলালয় পরিপূৰ্ণ হয়। তত্ত্বর অধি 
হইতে মুক্ত হইলে দেখা যায়, তাহার অঙ্গ প্রতিপূৰ্ণ কৃষ-কর্ণ হইয়াছে। 
পরে আবার শরীর ফুলিয়া উঠে, সুচ প্রশান্ত যুদ্ধ ছিলখ হয়, মস্তক গর্ভতৃল হয়, 
অতিশয় ক্ষুধা, পিপাসিত হয়, চেহারা অতিশয় বিরুপ হয়, কর্ণ- 
নাসিকা ভেঙ্গ হয়, উমীলিত-নিম্মিলিত নেতা হয়, সমস্ত শরীরে ক্ষুণ হয়, 
শরীরখানি পক্ষ হয়, সমস্ত শরীরখানিতে কৃমি ব্যাপ্ত হয়, বায়ুমূখে প্রজ্জলিত 
অগ্নিনিঃপত্ত তুল্য দেহের ভিতরে বাহিরে জ্বলিতে থাকে। তখন সকল রূপে 
আর্ধনাদ করে, নিন্ধাম তৃষ্ণিক মহাশ্রমণ প্রেতরূপে কাঁদিয়া কাঁদিয়া 
পৃথিবীতে বিচরণ করে।
মহারাজ, যে পুরুষ যুক্ত, নিস্ত, উপাধি, আলোচনা, সমাধ, প্রবিধ, অসংসর্গ, আরণ্যবিশী, নির্বাণ গত চিন্ত, অর্থ, অমায়ারী, গ্রীক নাহ, লা০-যশ-কীর্তিকামী নাহ, শ্রদ্ধানাথ, শ্রীত্ব প্রবৃত্তি, জরা-মরণ হইতে মুক্তিমান, বুদ্ধ শাসন অবলম্বন করিবার ইচ্ছায় ধুতঞ্জ গ্রহণ করে, তিনি দ্বিগুণের দেব-মনুর্গের পূজা লাভ করেন। তাহার অধিক সকলে প্রার্থনা করে। তিনি সুমন-মল্লিকা পুরস্কার ন্যাযুক্ত ও অনুলিখ্য, তিনি কুথারে প্রণীত ভোজন, পিপাসিতের শীতল-বিমল-সুতরি পানীয়, বিপালার শ্রেষ্ঠ উষ্ণ, শীত্র গমনকামীর আজ্ঞানয়, শ্রেষ্ঠত্ব, অর্থকারী মনেহর মণ্ডল, অভিজ্ঞকারীর পাঠ্য বিমল শ্রেষ্ঠত্ব, ধর্মকামীর অরহত ফলাফল অনুন্ডর পদতুল্য তাহার চারি স্বী-প্রস্থান ভাবনা পরিপূর্ণ হয়, চারি আল্পপাদ, পঞ্চদ্রীত্ব, পঞ্চবল, সত্ত বোধল, আর্য-অষ্টাঙ্গ-মার্গ ভাবনা পরিপূর্ণ হয়। তিনি শহী বিদর্শন ভাবনা লাভ করেন। তাহার অধিক প্রতিপত্তি পরিপূর্ণ হয়, চারি শ্রমণ ফল, চারি প্রতিসিদ্ধিতা, বিধিবদ্ধ, যড়ভিত্তিক সমন্ত শ্রমণ ধর্ম তাহার আয়ত্ত হয়। তিনি বিমুক্তির পাঠ্য-বিমল-শ্রেষ্ঠত্বে অভিজ্ঞতা হয়।

মহারাজ, মহী কুলীন ক্ষীরিয়া রাজার অভিষেক কালে সমস্ত জনপদবালী সৈন্য সামগ্রিস্ত সতী রাজ পরিবর্ত, নট-নর্তকী, মঙ্গলাশীর্বাদকামী শ্রমণ-ব্রাহ্মণ পরিবারকে আগমন করিয়া থাকেন, সেই সর্বজ্ঞানীষ্ঠিত ক্ষীরিয়ার সমস্ত রাজ্য অনুশাসন করিয়া সকলের স্মৃতির দেবতার পরিবর্তে বরিত হন, এই প্রকার ধুতাঙ্গারী বিমুক্তির শ্রেষ্ঠত্বে অভিজ্ঞতা হয়।

মহারাজ, তের প্রকার ধুতাঙ্গ। এই ধুতাঙ্গ প্রভাবে বিন্ধ ব্যক্তিগণ নির্বাণরূপ মহাস্মুদ্রে প্রবেশ করিয়া বহুবিধ ধর্মকৃত্তিতে রাখ হইয়া থাকেন।
তিনি রুপারুপ অষ্টমাপন্তি পরিভাষাকরেন, ঝিমিয়ি, দিবা শোভা ধারে, পরিচিত বিজানন, পূর্ববাস্তব স্মৃতি, দিব্যচিন্তা ও সর্ববস্বক্ষয় জান লাভ করিয়া থাকেন। সেই এইযোগান ধুতাঙ্গ কি? পাংকুলিক, তৈচীবরিক, পিখাপাতিক, সপদানচারিক, একাসনিক, পারপিক, খলুপচারভ্যক্তি, আরণ্যিক, বৃক্ষমূর্তিক, অভ্যস্তকাণ্ডিক, শাস্তিক, যথাসৃষ্টিক ও নৈপুণ্যিক অঙ্গ। এই এইযোগান ধুতাঙ্গ পূর্ব জন্ম, আসবিত, নিসবিত, আচরিত, পরিচিত, চরিত, উপচরিত, পরিপূর্ণ হইলে সমস্ত শ্রীমান্যগুণ লাভ করিতে পারে, এমন কি তাঁহার সমস্ত শ্রী-সুখ সমাপন্তি অাইতে হইয়া থাকে।

যেমন মহারাজ, সন্ধিন নাবিক পটানে (নৌঘাটে) পূষ্প প্রদান করিয়া মহাসমুদ্র প্রবেশপূর্বক বঙ্গ, তেকোল, চীন, সৌরাষ্ট্র, সুতাট, অলসন্দ, কোল-পটান ও সবর্ণ ভূঁইতে গমন করে, এমন কি অন্যান্য নৌকারোহণ সদৃশ। এই এইযোগান ধুতাঙ্গ পূর্ব জন্মে আচরিত হইলে শ্রীমান্যফল লাভ হইয়া থাকে।

যেমন মহারাজ, কৃষ্ণ প্রথম ক্ষেত্র দেবকার তৃণ-কাঠ-পাষাণ অনিয়ন করিয়া কর্মণ-বপন করে, তারপর ক্ষেত্রে জল প্রবেশ করাইয়া সুরক্ষিত করে, দানী পুকু হইলে কর্তন-মর্দন করিয়া বহুবার্ষিক প্রাপ্ত হয়, তখন যে কোন অধীন-কৃপণ-দরিদ্র-দুঃখতজন তাহার অধীন হয়, এইরূপ পূর্বতনে এইযোগান ধুতাঙ্গ পালনে সমস্ত শ্রীমান্য ফল লাভ হইয়া থাকে।

যেমন মহারাজ, অতিজাত কুলীন ক্ষত্রিয় ছোলন-ভেলন অনুশাসনধারা জন-সম্মেলের উপর প্রভুত স্থাপন করে ও ইচ্ছামত শাসন করে, সমস্ত মহাপৃথিবী তাঁহার করায়ত হয়, এই প্রকার পূর্বজনে এইযোগান ধুতাঙ্গ পালনে যাবতীয় ফলের অধিকারী হয়। মহারাজ, আপনি কি জানেন না, বঙ্গতৃতু উপসেন চিবির শীলত্রু ধুত্তগুণ পূর্ণ করিবার জন্য শাসনকে সম্প্রদায় কথিকা (সংজ্ঞাপনা) গ্রহণ না করিয়া সংরক্ষণ বিবেক স্থান নাওকারী নরদমন সারথি ভূগবানের নিকট উপস্থিত হওত তাঁহার পাদ বন্দনাপূর্বক একপ্রাপ্তে উপবেশন করিলেন। ভূগবান সেই সুবিনীত পরিষদ দেখিয়া পুষ্ট চিত্তে পরিষদের সহিত ব্যক্তিকে আলাপ করত বলিলেন-উপসেনা তোমার পরিষদ বড়ই আনন্দ দান করিতেছে, তুমি তোমার পরিষদে কি প্রকারে বিনীত করে? তুমি সর্বজ্ঞা দেশবাল দেবাত্মের কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইলে যথাভূত নিয়মে ভূগবানের এইরূপ
বলিলেন-ভবঃ, যে কেহ আমার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রবজ্জ্যা বা আশ্রয় যাচ্ছে করায়, তাহাকে আমি এইরূপ বলিয়া থাকি—আরোপ, আমি আর্য্যক, পিণ্ডাতিক, পাংশুকীলিক, তৈজিত্বরিক। যদি তুমি আমার যন্ত্র ধৃতাঙ্গাদি রক্ষা কর, তাহা হইলে তোমাকে প্রবজ্জ্যা দিব ও আশ্রয় দিব। ভবঃ, যদি সে আমার কথা শুনিয়া আনন্দিত হয়, রমিত হয়, তাহাকে প্রবজ্জ্যা ও আশ্রয় দিয়া থাকি, যদি সে আমার কথায় সহজে হইতে না পারে, তাহাকে প্রবজ্জ্যা-আশ্রয় প্রদান করি না। এই প্রকার মহারাজ, জিনশাসনে ধৃতাঙ্গ শ্রেষ্ঠ সমারদন, সমস্ত শাস্ত-সুখ সমাপতি ধৃতাঙ্গাদিতর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

যেমন মহারাজ, পম অভিপূর্ব পরিশৃঙ্খল, উদ্যো জাতি প্রভাব, ঝীঝী মুদ্র লোভনীয় সূচনা, প্রিয়, প্রাথিত প্রশ্নিত, জল-কর্দম-অনুলিপিত, অনুপির কেশর কর্ণকাতিনত, অমরগণ সেবিত ও শীতল সাহিত সংবিধিত, এই প্রকার ধৃতাঙ্গ পরিবর্জ্যে আচরিত হইলে আর্য্যাগত ক্রিয়া শ্রেষ্ঠ গুণে অলঙ্কৃত হইয়া থাকেন, সেই ক্রিয়াটি গুণ কি? তাহারা, ভীস্ত-মৃদু-মদ্দ গুণমুক মৈত্রী চিত্তসম্পন্ন হন, হত-নিহত বিহত ক্রেষ্ট হন, হত-নিহত-মান দর্শ হন, আচল দৃঢ় নিবিষ্ট নিঃসন্দেহ শ্রদ্ধাসম্পন্ন হন, পরিপূর্ণ কোমল প্রকৃতি, বাণীনীয়, শান্ত-সুখ সমাপতি লাভী হন, শীলবর, প্রবর অসম শীর্ণ পরিভাবিত হন, দেব-মনুকাদের প্রিয় মনোজ্ঞ হন, কীর্তিসাব আর্য্য-বর-পুদাল প্রাথিত ও দেব-মনুকাদের বদিত পূজিত হন, দৃঢ়-বিবুধ পতিতজ্ঞের স্তুতি স্বরূপ, স্ত্রীমতি প্রশংসিত হন, ইহলোকে অনুপলিপ হন, সামান্য দোষে ভায়শ্রী হন, বিপুলবর্ষ সম্পত্তিকারীদের মার্গ-ফলের শ্রেষ্ট সাধন করেন, আচিত্ব-বিপুল-গ্রাণী ঘিষার ভোগী হন, যথায় তথায় শয়ন স্থান লাভ করেন, শ্রেষ্ঠ ধানতপঃ বিহারী হন, ক্রেষ্টজলে বিজিত করেন, তাহার নীবরণ সঞ্চিত ভঙ্গ ছিল হয়, ধর্ম অকৃতিগত হয়।

তিনি উত্তম আর্য্যবসে রত হন, নিরীষ্ট ভোগী হন, গতি বিমূজ্জ হন, সমস্ত বিচিক্ষা ওতীর্ণ হন। তাহার বিমূঢ় ধ্যান লাভ হয়, চতুর্বর্ষ সত্য ধর্ম দৃঢ় হয়, তিনি অচল দৃঢ় ভয় তাছী হন, অনুষর্বা বা ছাড় তৃষ্ণাসমূহ সমুচিত করেন-সর্বসাধারণ ক্ষম প্রাপ্ত হন, শাস্ত-সুখ সমাপতি বিশ্বাসুল হন ও সমস্ত শ্রমীগণে অলঙ্কৃত হন। ধৃতাঙ্গাদিত এই ক্রিয়াটি গুণে পরিশোভিত হইয়া থাকেন।
মহারাজ, আপনি কি জানেন না যে, সারাধৃত স্বর্য দশ সহস্র
লোকমণ্ডলে অঘ্যুত? লোকচার্য দশবল বাতিত কেহই তাহার সমক্ষ
নহেন। তিনি অপরিমিত অস্বখ্যকলে কৃষ্ণ মূল সংহয় করিয়াছেন,
কুলীন ব্রাহ্মণকুলে জনুপ্রহণ করিয়াছেন, মনোহর কামবতি এবং অনেক
শত স্বর্ণক শ্রেষ্ঠধন তার করিয়া জিন্দাসানে পরীক্ষিত হইয়াছেন,
এরোদশ ধুতাঙ্গুণে কায়-বাক্য-চিচ্ছ দরস করিয়া বর্তমানে অনন্ত গুণমন্দি
গৌতম ভগবানের শ্রেষ্ঠ শাসনে ধর্মচক্রকে অনুপ্রবর্তন করিয়াছিলেন। তাই
দেবাতিদেব ভগবান একাঙ্কুরে বলিয়াছেন-ভিক্ষুকণ্ড, আমি অন্য
একজনের দেখিতে নাই, যে তথাগতের প্রবর্তিত অনুন্ত ধর্মচক্র
সম্বন্ধে অনুপ্রবর্তন করিতে পারে, যেমন এই সারাধৃত পারিবে।
ভিক্ষুকণ্ড, সারাধৃতই তথাগত প্রবর্তিত ধর্মচক্র অনুপ্রবর্তন করিতে সম্ভব।

সাধু ভদ্র নগেন, যাহা কিছু নবাঙ্গ বুদ্ধ বচন, যাহা লোকচার্য ক্রিয়া,
যাহা জগতে অফিগম বিপুল শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি, সেই সমস্ত আরোদশ ধুতাঙ
গুণের অভ্যতারে প্রবিষ্ট হইয়াছে ওঁ

উপমা কথা প্রশ্ন

ভদ্র, কয়টি গ্রন্থ অলক্ষী অরহত ফল সাধক করিতে সম্ভব হন?
মহারাজ, অরহত ফল লাভ করিতে হইলে-গার্দভের ১ গণ, কুসুমের ৫,
কাঠ বিড়ালের ১, দীপিনির ১, দীপির ২, কুমর ৫, বাঁশের ১, ধনুর ১,
কাখের ২, বানরের ২, অলাবুলতার ১, গজের ৩, বিজের ২, শাল
কল্যাণীর ১, নৌকার ৩, নগরের ২, পালাদের ১, কর্ণাথের ৩, দুঃজির ১,
সমুদ্রের ৫, পৃথিবীর ৫, জলের ৫, ভেজের ৫, বায়ুর ৫, পর্বের ৫,
আকাশের ৫, চন্দ্রের ৫, সূর্যের ৭, শক্তের ৩, চক্রবর্তী ৪, উপচিকার ১,
বিড়ালের ২, ইদুরের ১, বৃষিকের ১, নকুলের ১, জড় শৃঙ্গালের ২, মৃণের
৩, গরব ৪, ব্যবহার ২, হতীর ৫, সিংহের ৭, চক্রবাকের ৩,
অলপক্ষকের (দীর্ঘ চন্দ্র পদ্মী) ২, গৃহ কলোমের ১, পেচকের ২,
শতপত্রের ১, বাদুদের ২, জলচ্যাকার ১, সরের ৩, অজগরের ১, পাল্ম
মাকড়শার ১, তন্মাতার বালকের ১, চিত্রধল কুম্রের ১, পাবনের ৫, বৃষের
৩, মেঘের ৫, মণিবেলের ৩, মৃগাকারীর ৪, বীরের ২, সূর্যধরের ২,
কুষ্টের ১, কলেক্সার ২, ছব্রের ৩, ক্ষেতের ৩, অগাদের ২, ভোজনের ৩,
মাতৃকা সমাপ্ত 

******

গদ্ভের এক গুণ

ভঙ্গে, গদ্ভের এক গুণ (অঞ্জ) যে এই হার করিতে বলিতেছেন, সেই এক গুণ কি? মহারাজ, গদ্ভে ময়লাসাহেব, চতুর্জীগানে, শৃঙ্গাটকে, ধনোদারে ও তুল্যরাশিতে বা যে কোন স্থানে শয়ন করিয়া থাকে। গদ্ভ অধিকক্ষণ শয়ন করে না, এই প্রকার যোগী তৃণ-পত্র বিস্তৃত স্থানে কাঠমণ্ডকে ভূমিতে বা যে কোন স্থানে চমৎকার পাতিয়া শয়ন করিয়া থাকেন, তিনি বশীকরণ শয়ন করেন না, গদ্ভের এই এক গুণ গৃহীত ব্যবহার করে এবং অপ্রমাণে দৃঢ় বীর্যের সহিত ধ্যানেন শয়ন করিয়া থাকে। তাই ধর্মসেনাপতি সারীপুত্র স্বপ্তির বলিয়াছেন:-

পদ্মাসনে বসিয়া যেহেতু বালকে করে ধ্যান
জানু তদা কন্ঠন যতিদী বা করে,
তথাপি নিবিদ্ধে ধ্যানে হয় অগ্রসর
নির্বাণ প্রবন্ধ চিত হয় সেই ভিক্ষুর।
কূকুটের পাঁচগুণ

ভতে কূকুটের পাঁচ গুণ কিছু মহারাজ কূকুট যথাসময়ে নিদ্রা যায়, এইরূপ যোগী যথাসময়ে চৈত্যাঙ্গণ, সমার্জন, পানীয় পরিবেশগুলি জল স্থাপন, শরীরের কৃত্য সম্পাদন, চৈত্য বন্দনা, বৃদ্ধ ভিক্ষুদের দর্শনার্থ গমন ও যথাসময়ে শূন্যাগারে প্রবেশ করিয়া থাকেন। ইহা কূকুটের প্রথম গুণ। পুনরায় কূকুট যথাসময়ে জাগ্রত হয়। এই প্রকার যোগী যথাসময়ে জাগ্রত হইয়া চৈত্যাঙ্গণ সমার্জনং কৰ্ম্ম সম্পাদন করত শূন্যাগারে প্রবেশ করেন। ইহা কূকুটের দ্বিতীয় গুণ। পুনরায় কূকুট পৃথিবী খনন করিয়া আহার গ্রহণ করে৷ এই প্রকার যোগী প্রত্যেকে কৰিয়া করিয়া আহার গ্রহণ করেন। তাহার সেই আহার দারা মুহুর্ত মুহুর্ত বিভূষণের জন্য নহে৷

এই কায় স্থির জন্য, কায়-কৃত্রিম নিবৃদ্ধির জন্য ও প্রাঙ্গণের অনুবাদের জন্য। তিনি ভাবেন, আমি পুরাতন বেদনা বিনাশ করিব ও নূতন বেদনা উৎপাদন করিব না, ইহাতে আমার জীবন্যাত্রা পরিত্যাহ্রিয় ও নিরাপদ হইবে, ইহা কূকুটের তৃতীয় গুণ। ভগবান বলিয়াছেন-

কান্তার পুনর্বর্ণন মাংস, অক্ষ অভ্যন্ত যথা
আহার গ্রহণে যোগী মনেতে ভাবেন তথা।

পুনরায় কূকুট চঙ্কুত্মান হইলেও রাজ্যেতে অস্থ হয়, এই প্রকার যোগী
অস্থ না হইয়া অস্থ তুল্য হইবেন, অরণ্যে, বিচরণ গ্রহণে ও পিতৃচরণে
রঞ্জনীয়, রূপ-শীত-গৌর-রস-স্পর্শ-ধর্মে অস্থ-বিধি-মূক তুল্য হইবেন।
নির্দিষ্ট গ্রহণ করিবেন না। হাসি হত-পথচিহ্ন প্রভৃতি অনুবাদে গ্রহণ
করিবেন না। ইহা কূকুটের চতুর্থ গুণ। তাই মহাকাচ্ছায়ণ স্বভির বলিয়াছেন
:-

চঙ্কুত্মান অস্থ তুল্য বিহার করিবে
কর্ণ বর্তমানে যেন বিহী হইবে;
রসনা থাকিতে হবে মূক তুল্য তথা
দেহে বল আছে বটে দুর্বল সত্যতা।
অত্যন্ত গমন কাল আপিবে যখন,
নিষ্পাপ সংযত চিতে করিবে শয়ন।
পুনরায় কুকুট চিল-ঢাঙ-লঁজুড়-মুকার দ্বারা ভাড়িত হইলেও স্বীয় গৃহ ত্যাগ করে না, এই প্রকার যোগী চীরকর্ম, নবকর্ম, ব্রত-প্রতিস্ত শিক্ষা গ্রহণ শিক্ষা দান করিয়াছেন। তাহার পুত্র মনোমিত মনসিকার ইহা কুকুটের পঞ্চম গুণ। তাই ভগবান বলিয়াছেন— "ভিক্ষুণ! ভিক্ষুদের স্বর্গীয় পিতৃগোচর বিষয় কি? একমাত্র চারি স্মৃতিপ্রস্থান।

পুনরায় ধর্মসনাতনি সাহিত্য স্বর্গ বলিয়াছেন:—
মাতঙ্গ সুধীর যথা স্বীয় শৌণ্ড না করে মর্দন, স্বীযু বৃতি অনুরূপ ভক্ত্যভক্ত্য জানে অনুক্ষণ।
সেই রূপ রূপ-পুত্র অষ্ঠ মাত্র রূপের ধর্ম, না মর্দিন যথাজ্ঞানে মানসের নিবেশ উত্তম।

কাঠ বিড়ালের এক গুণ

ভাবে, কাঠ বিড়ালের এক গৃহ কি? মহারাজ, কাঠ বিড়ালের প্রতিষ্ঠিত তাহাকে আক্রমণ করিয়া, সে নিঃশ্কারো নাড়া দিয়া ফুলাইয়া তোলে, সেই নিঃশ্কারা প্রতিষ্ঠিত করিয়া পরাজিত করে। এই প্রকার যোগীকে ক্রেশ-আক্রমণ করিয়া, তিনি স্মৃতি-প্রস্থান নিঃশ্কারো নাড়িয়া ফুলাইয়া তোলেন, সেই স্মৃতি-প্রস্থান, নিঃশ্কারা সমস্ত ক্রেশকে পরাজিত করেন। কাঠ বিড়ালের এই এক গৃহ। তাই চুল পশ্চা স্বর্গির বলিয়াছেন—

শ্রমণের গুণ ধর্মে ক্রেশ য়েবে হয় সমাগত,
স্মৃতির স্থাপন বলে বারে বারে করিবে বিহত।

দীপিনীর এক গুণ

ভাবে, দীপিনীর এক গৃহ কি? মহারাজ, দীপিনী একবার মৈথুনেই গর্ভ গ্রহণ করে, বার বার পুরুষের নিকট গমন করে না। এই প্রকার যোগী ভাবী জন্ম, উৎপত্তি, গত্রস্থ ভাব, ভূত, ভেদ, ক্ষয়, বিনাশ, সংসার ভাব, দুঃখ তিত, বিষম, নিম্প্রীড়িত স্বভাব দেখিয়া মনে করেন— ‘পুনর্জন আর জন্ম হণ করিব না, চিনের একাত্তরা সাধন একাত্তর করণীয়।’ ইহাই দীপিনীর এক গৃহ। তাই ভগবান সুতু নিপাতে ধনিয় গোপাল সুতু বলিয়াছেন—
মিলিন্দ-প্রশ্ন

বসন্ত ছেড়ে করি বৃষ্ণের সম
নাগতুল্য পৃতিলতা করিয়া দলন,
না আসির পুনঃ আমি গর্ভ শায়নেতে,
যদি ইচ্ছা কর মেঘ করহ বর্ষণ।

দীপির দুই শুণ

ভতে, দীপির দুই শুণ কি? মহারাজ, দীপি অরণ্যে তৃণ-বন-পর্বত গহন আশ্রয়ে লুকিয়া মৃগদিগকে ধরিয়া থাকে। এই প্রকার যোগী বিবেক সেবন করিবেন। অরণ্য, বৃক্ষমূল, পর্বত, কন্দর, গিরি গুহা, শাশান, বন-পথ, আকাশতাল পলাশ পৃষ্ঠ শর্দ-নির্মোহিনী, জলবায়ু শৃঙ্গ মনুষ্যের শায়ন উপযুক্ত বিবেকানুকূল স্থানে ধ্যান রত হন। সেই বিবেক সেবন ফলে যোগী অচিরেই ষড়ভিজায় সিদ্ধি লাভ করেন। ইহা দীপির প্রথম শুণ। তাই ধর্ম সংশ্রোকারী স্ববিগণ বলিয়াছেন—

দীপি যথা লুকি’ বনে মৃগ পশ্চাদ, যোগীত বৃষ্ণ-পুত্র সেইরূপ বিহরে।
অরণ্যে প্রবেশ করি সেই যোগীবর
দীপি তুল্য ফল লতে উত্তম প্রবর।

পুনরায় মহারাজ, দীপি যে কোন পশ্চা বধ করিয়া বাম দার্শন পার্শ্বে পাতিত হইলে ভক্ষণ করে না। এই প্রকার যোগী সুরু, পত্র, পুষ্প, ফলানবন্ত, মৃতিকা, (সাবান), চুর্ণ, দাত্তকাশ ও মুখ প্রকাশনের জলদানে, চাঁদকর কর্ম, সত্য-মিথ্যা-ভাষণ জ্যোত্যাচিত কর্ম, সংবাদ আদান প্রদানে, প্রহীন গমনের দ্বারা, প্রতিপল্লি দানে, বৈদ্যকর্মে, দূতকর্মে দান অনুসারান্দে, বাংল বিদ্যা, নক্তুল বিদ্যা, অন্য যে কোন অঙ্গ বিদ্যায় ও বৃষ্ণ গর্ভি মিথ্যা জীবিকা দ্বারা নিস্প্রাদিত ভোজন পরিসূচন করেন না। ইহা দীপির দ্বিতীয় শুণ।
তাই ধর্ম সন্তাপতি সারীপুত্র স্ববিগ্ন বলিয়াছেন—

মম যাঞ্জা হেতু জাত এ মধু পায়স
যদি ভৃত্নি হবে মোর জীবিকা গর্বিত।
যদি অত্র ছিরি মোর বহির্গত হয়,
প্রাণবায়ু যদি মম দেহ ছাড়ি যায়,
তথা পি জীবিকা নাশ না করিয়া আমি।
কূর্মের পাঁচ গুণ

ভুতে, কূর্মের পাঁচ গুণ কি? মহারাজ কূর্ম জলচর, জলেই বাস করে। এই প্রকার যোগী সমস্ত প্রাণী ভূত পুকুরের প্রতি করুণাপূর্বক মৌলিক সহগত বিপুল, মহান, অধ্যম, অবৈর, অব্যাপার চিত্তে সমস্ত জগতকে ব্যাপ্ত করিয়া বাস করিবেন। ইহা কূর্মের প্রথম গুণ। পুনরায় কূর্ম জলে ভাসিবার সময় মস্তকটুকু তুলিয়া থাকে। যদি কেহ তাহাকে দেখে, তৎক্ষণাৎ ভূবিয়া যায় এবং এইরূপ চিত্ত করিয়া গভীরের জলে সে প্রবেশ করে যে-'তাহারা আমাকে পুনঃ দর্শন না করক'। এই প্রকার যোগী ক্রেশ আক্রমণের আশঙ্কা দেখিলে 'আরাম সরবরাহে ভূবিয়া যাইবেন, এমন ভাবিয়া গভীর আরামে ভূবিয়া বে-আমাকে ক্রেশসমূহ পুনঃ দর্শন না করক' ইহা কূর্মের দ্বিতীয় গুণ। পুনরায় কূর্ম জল হইতে উঠিয়া শরীর গমন করে, এই প্রকার যোগী উপবেশন-শয়ন-চাঁচক্রমণ স্থান হইতে চিত্ত বাহির করিয়া বীর্যরূপ তাপে উহাকে উত্তীর্ণ করিবেন। ইহা কূর্মের তৃতীয় গুণ। পুনরায় কূর্ম মাটি খণ্ড করিয়া বিবিক্ত স্থানে বাস করিয়া থাকে, এই প্রকার যোগী লাভ-সৎকার-কীর্তি ত্যাগ করিয়া শুনো, বিবিক্ত স্থানে, কাননে, বন-পথে, পর্বতে, কন্দরে, গিরি-গুহায়, শনি নির্ধোষীন স্থানে বাস করিয়া থাকেন। ইহা কূর্মের চতুর্থ গুণ। তাই বিস্তার পুত্র উপসেন বিবৃতি বলিয়াছেন—

বিবিক্ত নির্ধোষীন হিঠো জাতি সমুকল স্থানে,
সেবে যোগী শয্যাসন অহরহ বিবেক করাণে ।

পুনরায় কূর্ম বিচরণ কালে যদি কাহাকে দেখে ও শরীরে চারিপদ ও সর্বদেশ যোগী কপালে লুকাইয়া শরীর রক্ষা করত নীরবে অবস্থান করিয়া থাকে। এই প্রকার যোগী সর্বত্র রূপ-শব্দ গম্ভীর রহস্য দ্বারা আক্রমণ হইলে হয়তো সম্মতরূপ দরজা উদ্দ্বৃত্ত করেন না। সুদৃঢ় চিত্তে সম্মানলপ্ত করিয়া সৃষ্টি-সহকারে বাস করিয়া থাকেন এবং সত্ত শ্রমণর্থ অনুরক্ত করিয়া থাকেন। ইহা কূর্মের পঞ্চম গুণ। তাই ভগবান সংযুক্ত নিকায়ে কূর্মোপম সূত্রে বলিয়াছেন—

কচ্ছর কপালে শীঘ্র অঙ্গ ঢাকে যথা,
মনের বিতর্কে ভিক্ষু স্থাপি চিত্ত থাকা।
অন্যেক না দিয়া পীড়া বিতৃষ্ণ হইবে
মিলিন্দ-প্রশ্ন

পরিনির্বাণিত, কিছু নিন্দা না করিবে।

বাঁশের এক গুণ

ভঙ্গে, বাঁশের এক গুণ কি? মহারাজ, বাঁশ বান্ধা অনুকূলে বুঝিয়া পড়ে, অন্যদিকে যাহতে পারে না, এই প্রকার যোগী বুদ্ধ-বাহিত নবাঙ্গ শাস্তা শাসনের দিকে বুঝিয়া সুযোগ্য নির্দোষে বিষয়ে অবশ্যিত হন ও শ্রমণ ধর্মকে অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। ইহ বাঁশের এক গুণ। তাই রাহুল স্বয়ির বলিয়াছেন—

শাস্ত্র নবাঙ্গ বচনে সদা হইয়াছি নত আমি, অনুরূপে আর নির্দোষ থাকিয়া অপারে পারগামী।

ধনুর এক গুণ

ভঙ্গে, ধনুর এক গুণ কি? মহারাজ, যেই ধনু সুন্দররূপে তৎক্ষণ করা হইয়াছে, সম্পরিমিত, সেই ধনু মূল হইতে অথ পূর্বক সমানভাবে অনুন্মিত হয়, শক্ত হইয়া থাকে না, এই প্রকার যোগী-স্বয়ির-নবীন-মধামপদ্ধালের প্রতি অনুনন্মিত হইবেন, তাহাদের উপর উদ্ধত্ত প্রদর্শন করিবেন না। ধনুর এই এক গুণ। তাই ভগবান বিধুর পুনর জাতকে বলিয়াছেন—

চাপ তুল্য নম্র হবে ধীর, বংশ তুল্য অনুকূলে যাবে, প্রতিকূলে যাবে না কখন নৃপ কাছে সেইভাবে রবে।

বায়সের দুই গুণ

ভঙ্গে, বায়সের দুইগুণ কি? মহারাজ, বায়স সঞ্চিতত্যুক্ত-প্রযুক্তভাবে বিচরণ করে, এই প্রকার যোগী সঞ্চিত ব্যাত-সমান্তভাবে স্মৃতিসহকারে সংযতেন্দ্রিয় হইয়া বিচরণ করিবেন। ইহা বায়সের প্রথম গুণ। পুনরায় বায়স যে কোন ভোজন দেখিয়া জ্ঞাতিরের সহিত বিভাগ করিয়া ভোজন করে, এই প্রকার যোগী ধর্মনাড় দ্বারা, এমন কি পাত্রহিত যে কোন দ্রব্য শীলবান স্ববন্ধাচারীদের সহিত বিভাগ করিয়া ভোজ করিবেন। বায়সের এই দ্বিতীয় গুণ। তাই ধর্মসেননাপতি সারীপুত্র স্বয়ির বলিয়াছেন—

যখালঙ্ক বস্তু দিলে তপস্বী সুজন
বিভাগ করিয়া সবে করিনু ভোজন ।

বানরের দুই গুণ

ভরতে, বানরের দুই গুণ কি? মহারাজ, বানর এমন স্থানে বাস করে যে-যে গাছটি মহৎ, যে স্থান প্রবিষ্টক, শাখা-পল্লব-পরিপূর্ণ, অথচ ভয়
শূন্য, এই প্রকার যোগী লজ্জা প্রাণী, প্রিয়শীল, পীলবান, কল্যাণধার্মিক, বঙ্গীশ্চুত, ধর্মধর, প্রিয় গুরুভাবানী, বন্ধ, বাকাপটু, উপদেষ্টা, বিজ্ঞাপক, ধর্মাবধি, 
ধর্মার্থাবাহী, উৎসাহ দাতা, ধর্মরত্ব বর্ষণকারী এইরূপ কল্যাণমিত্র আচার্যকে
আশ্রয় করিয়া বাস করিবেন। ইহা বানরের প্রথম গুণ। পুনরায় বানর
বৃক্ষেই বিচরণ করে, অবস্থান করে, উপবেশন করে, যদি মিষ্ট আক্রমণ
করে, তখায়ই রাত্রি বাস করে। এই প্রকার যোগীর বনাভিমুখে থাকা
উচিত, বনেই অবস্থান চক্রমণ-উপবেশন করা ও নিদ্রা যাওয়া উচিত।
বনেই স্মৃতি-প্রস্থান ভাবনা করা বিধেয়। ইহা বানরের দ্বিতীয় গুণ। তাই
ধর্মসনাতি সারীপুত্ত হুবির বলিয়াছেন—

চক্রমণে শয়নেতে উপবিষ্ট হয়ে কিংবা স্থিত,
বনে শোভা পায় ভিক্ষু তাই বন হয প্রশংসিত।

প্রথম বর্ণ।

অলাবুলতার এক গুণ

ভরতে, অলাবুলতার একগুণ কি? মহারাজ, অলাবুলতা তৃণে, কাঠে বা
লতায় শৌল্ডারা অবলম্বন করিয়া তদবধি বর্ধিত হয়। এই প্রকার যোগী
অরহত্তে বর্ধিত হইবার ইচ্ছায় মনের দ্বারা ‘আরম্ভকে’ আশ্রয় করিয়া
অরহত্ত ফল লাভে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিবেন। ইহাই অলাবুলতার এক গুণ।
তাই ধর্মসনাতি সারীপুত্ত হুবির বলিয়াছেন—

তৃণ-কাঠ লতা মাঝে অলাবু বন্ধুরী
শৌল্ড্যোগে অবলম্বি’ তাদের উপর,
যেমন বর্ধিত হয়; তথা বুদ্ধ-পুত্র
অরহত্ত ফলকামী, করিয়া আশ্রয়
‘আরম্ভা’, অরহত্ত ফল লাভ তরে,
শ্রী-বর্ধিত হয়ে থাকে ‘অশেখ ফলনেতে’।
পদ্মের তিন গুণ

ভবন, পদ্মের তিন গুণ কি? মহারাজ, পদ্ম জলে জাত, জলে বর্ধিত অথচ জলদ্বারা অনুপলিপ্ত। এই প্রকার যোগী কূপ-গণ-লাৰ্ড-বশঃ-সৎকার-সম্মান-পরিভোগ্য বদ্ধতে লিপ্ত হইবেন না। ইহা পদ্মের প্রথম গুণ। পুনরায় পদ্ম জলকে অতিক্রম করিয়া উপরে অবস্থিত হয়, এই প্রকার যোগী সর্ব লোককে অভিভব করিয়া উপরে উঠিয়ে ও লোককের ধর্মে অবস্থিত হইবেন। ইহা পদ্মের দ্বিতীয় গুণ। পুনরায় পদ্ম অল্পমাত্র বাতাসে চালিত হইয়া থাকে, এই প্রকার যোগীর অল্পমাত্র ক্রেষ্টে সংযম করণীয় ও ভয়দৃষ্টি হইয়া বাস করা উচিত। ইহা পদ্মের তৃতীয় গুণ। তাই ভগবান বলিয়াছেন- “অল্পমাত্র দোষে ভয়দৃষ্টি হইবে ও শিক্ষাপদদসমূহ প্রতিপালনে যত্নমেব হইবে।”

বীজের দুই গুণ

ভবন, বীজের দুই গুণ কি? মহারাজ, অল্পমাত্র বীজ উত্তম ক্ষেত্রে বসিত হইলে সৃষ্টিও যদি হয়, বহুফল দিয়া থাকে। এই প্রকার যোগীর যথা সম্পাদিত শৈল যাহাতে সমস্ত শ্রমণ্য ফল প্রদান করে, এইভাবে সম্যকমর্যপে ব্রতাদি শৈল পালন করা উচিত। ইহা বীজের প্রথম গুণ। পুনরায় বীজ সুপরিশোধিত ক্ষেত্রে রোপিত হইলে শৈল গজাইয়া উঠে, এই প্রকার যোগীর মানস সুপরিগৃহিত হইলে ও শূন্যাগারে পরিশোধিত হইলে শৃঙ্গ স্থৃত-প্রস্থান ক্ষেত্রে উপ্ত হইয়া গজাইয়া উঠে, ইহা বীজের দ্বিতীয় গুণ। তাই অনুরুদ্ধ স্ববির বলিয়াছেন-

পরিশোধ ক্ষেত্রে বীজ হলে প্রতিষ্ঠিত,
সুবিপুল ফল হয় কৃষক নিদিত,
তথা যোগী চিত্ত হলে শুদ্ধ শূন্যাগারে,
স্থৃতি ক্ষেত্রে গজাইয়া শৈল উঠে বেঁধে।

শাল কল্যাণীর এক গুণ

ভবন, শাল কল্যাণীর এক গুণ কি? মহারাজ, শালকল্যাণী শত্বহস্ত বা
তোধিক হইলেও পৃথিবীর মধ্যেই শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে, এই প্রকার যোগী
চারি শ্রামণ্যফল, চারি প্রতিসশিদা, ছয় অভিজ্ঞা ও সমস্ত শ্রমণ্য ধর্ম
মনিল্ল-প্রশ্ন

শূন্যাগারেই পরিপূর্ণ করিবেন। শালকল্যাণীর এই এক গুণ। তাই রাহুল
স্বার্থ বলিয়াছেন—

শালকল্যাণী পাদপ ধরণীতে জাত
শত হস্ত বৃদ্ধি পায় পৃথিবী মাঝারে,
যথাকালে সেই বৃক্ষ পরিপূর্ণ হয়ে,
শত হস্ত বেড়ে উঠে—দিবসের মাঝে।
সেইরূপ মহাবীর শাল বৃক্ষ সম,
করিনু শ্রীবৃদ্ধি লাভ আমি ধর্ম মতে
শূন্যাগার অভ্যস্তরে করি মহাধ্যান।

নৌকার তিন গুণ

ভূতে, নৌকার তিন গুণ কিঃ মহারাজ, বহুদারু সমবায়ে নির্মিত নৌকা
বহজনকে পার করিয়া দেয়, এই প্রকার যোগী আচারশীল গুণ, ব্রত-
প্রতিবেদ বহু ধর্ম সমবায়ে সদৰ্শ লোককে পার করিয়া দিবেন। ইহা
নৌকার প্রথম গুণ। পুনরায় নৌকা বহু তরঙ্গবেগ সহ্য করিয়া থাকে, এই
প্রকার যোগী বহু ক্রেশ তরঙ্গস্রোত-লাভ, সৎকার, যশ, কীর্তি, পূজা,
বন্ধনা, পরকুলের নিম্না, প্রশংসা, সৌখ, দুঃখ, স্মার্ন, অপমান বহুবিধ দেশ
উন্মিতবেগ সহ্য করিবেন। ইহা নৌকার দ্বিতীয় গুণ। পুনরায় নৌকা
অপরিমিত গভীর, মহানিধিত্বজনক, তিনি তিনিপলক মকর মৎস্য সঞ্চিত
মহাসমুদ্র বিচ্ছিন্ন করে, এইরূপ যোগী ত্রিপরিবর্ত (চারি আর্য সস্তো সত্য-
কৃত্য-কৃত-জ্ঞান) দ্বাদশাকার, চারি সত্যাভিসময় ‘প্রতিবেদ’ রূপ মানস
সমুদ্রে সঞ্চরণ করিবেন। ইহা নৌকার তৃতীয় গুণ। তাই ভগবান সংযুক্ত
নিকায়ে সচ্চ সমুদ্রে বলিয়াছেন :- “ভিক্ষুগণ, তোমরা বিতর্কবলে ইহা
দুঃখ বলিয়া বিতর্ক উৎপাদন করিবে, ইহা দুঃখ সমুদয় বলিয়া বিতর্ক
উৎপাদন করিবে, ইহা দুঃখ নিরোধ বলিয়া বিতর্ক উৎপাদন করিবে, ইহা
দুঃখ নিরোধ-গামিনী প্রতিপদা বলিয়া বিতর্ক উৎপাদন করিবে।”
নজরের দুই গুণ

ভন্ত, নজরের দুই গুণ কি? মহারাজ, নজর বহু তরসমালাকুল বিকোভিত সলিল তলে মহাসুমারের মধ্যে তরণীকে ধারণ করে, দিক বিদিকে গমন করিতে দেয় না, সেইরূপ যোগী কামরাগ-দেহ-মোহ-তরসজালে মহা বিতর্ক প্রহারে চিন্তকে স্থাপন করিবেন, দিক বিদিকে গমন করিতে দিবেন না। ইহা নজরের প্রথম গুণ। পুনরায় নজর প্রাপ্ত করে না। শত হস্ত পরিমিত জলেও নিমগ্ন থাকিয়া নৌকাকে স্থান চাঁত হইতে দেয় না, এই প্রকার যোগী লাভ-সৎকার, বন্দনা, পূজা, সমান, লাভ, বশের শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইলেও স্ফীত হইয়া উঠিবেন না, মাত্র শরীর রক্ষণোপযোগী বস্ত্রের সন্তোষ থাকিবেন, ইহা নজরের দ্বিতীয় গুণ। তাই ধর্মসনাতিতি সারাপুত্র হবিব বলিয়াছেন–

সমুদ্রে নজর যথা নাই ভাসে, রহে নিমজ্জিয়ে,
লাভ ও সৎকারে তথা না ভাসিয়া রহিবে ছুবিয়ে।

পালদণ্ডের এক গুণ

ভন্ত, পালদণ্ডের এক গুণ কি? যেমন মহারাজ, নৌকার পালদণ্ড রঙ্গ* বন্ধ ও বস্ত্র বা পাল ধরণ করে, তেমন যোগী স্মৃতিসহকারে গমনাগমনে, সমুখ দর্শনে, পশ্চিদার্শনে, সংকেচনে-প্রসারণে, সজ্জাটি, পাত্র-চীবর ধারণে, আহার-পানীয় খাদ-যাদনিয় বস্ত্র গহণে, পায়ঃকানা-প্রস্রাব কর্মে, গমনে-দাঁড়ানে-উপবেশনে, নির্দিষ্টকে, জাগতকালে, বাক্যব্যয়ে, তুষ্ণীভবে সতকর্তা অবলম্বন করিবেন। ইহা পালদণ্ডের এক গুণ। তাই ভগবান বলিয়াছেন :– “ভিক্ষুগণ, তোমরা সৃষ্টি ও জ্ঞানসহকারে বাস করিবে, ইহাই আমাদের অনুশাসন।”

কর্ণধারের তিন গুণ

ভন্ত, কর্ণধারের তিন গুণ কি? মহারাজ, কর্ণধার দিবারাত্রি অথবা ও সংযত থাকিয়া সাবধানে নৌকা পরিচালন করিয়া থাকে, এইরূপ যোগী

* চামড়ার দাড়ি।
চিন্তকে দিবারাত্রি অপ্রমত্তভাবে ও স্মৃতিসহকারে পরিচালন করিবেন। ইহা
কর্ণধারের প্রথম গুণ। তাই ভগবান ধর্মপদ এথে উপদেশ দিয়াছেন :-
হও অপ্রমাদ-পরায়ণ, চিত্ত রক্ষা কর অনুক্ষণ,
পাপ হতে রক্ষা আপনারে পক্ষলঘু হৃদীর মতন।

মহারাজ, পুনরায় কর্ণধার যে মন সমুদ্রের ভল-মন্দ-অভাব জানিয়া
থাকে, তেমন যোগী কুশলাকুশল, সদোষ-নির্দোষ, হীন-শ্রেষ্ঠ, পাপ-পুণ্য
সম্প্রদায় যাবতীয় বিষয় জানিয়া রাখিবেন। ইহা কর্ণধারের দ্বিতীয় গুণ।
পুনরায় কর্ণধার এমন একটি নিষেধ পত্র দেয় 'কেহ এই যুগ স্পর্শ করিও
না।' এইরূপ যোগী চিন্তা এমন সংস্মরণ নিষেধ পত্র দিবেন 'কোন
অকুশল বিতর্কে চিন্তকে বিতর্কিত করিও না।' ইহা কর্ণধারের তৃতীয় গুণ।
তাই ভগবান সংযুক্ত নিকায়ে উপদেশ দিয়াছেন :- “ভিক্ষুগণ, পাপ ও
অকুশল বিতর্কে চিন্তকে বিতর্কিত করিও না। যথা-কাম বিতর্ক, ব্যাপাদ
বিতর্ক ও বিহিংসা বিতর্ক।”

দাঁড়ির এক গুণ

ভবে, নাবিক ভূতের বা দাঁড়ির এক গুণ কি? মহারাজ, দাঁড়ি এইরূপ
চিন্তা করে যে-’আমি এই নৌকায় চাকরী করিতেছি এবং বাহুবলের উপর
নির্ভর করিয়া বেতন পাইতেছি, ইহাতে আমার প্রমাদিত হওয়া উচিত নহে,
খুব সাবধানে আমাকে নৌকার দাঁড় টানিয়ে হইবে।’ এইরূপ যোগী চিন্তা
করিয়ে যে, “আমি এই চারি মহাভূতবিশিষ্ট কায়কে সংমর্নপূর্বক সতত
সংমর্নসহকারে অগ্রসর, জাতীয়তার সমাহার, একত্রিত হইয়া জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত্যু-শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপারাস হইতে পরিমুক্ত
হইব। অগ্রসর থাকাই আমার কর্তব্য।” ইহা দাঁড়ির এক গুণ। তাই
সার্বপুরুষ স্বর্গ বলিয়াছেন—
কায় কর সংমর্নণ পুনঃপুন কর পরিজ্ঞান,
কায়ার যত্নে হেরি সর্ব দুঃখ কর অবসান।

সমুদ্রের পাঁচ গুণ

ভবে, সমুদ্রের পাঁচ গুণ কি? মহারাজ, মহাসমুদ্র মৃত বস্ত্র সঙ্গে বাস
করে না, সেইরূপ যোগী কামরাগ দ্বেষ-মোহ-মান-দৃঢ়-মৃক্ক-পলাশ-ঈশ্বা-
মাত্সর্গ-মায়া-শঠতা-কুটিলতা, বিষম দুঃখরিত ও ক্রেত্ত-মলের সহিত বাস করিবেন না। ইহার সমুদ্রের প্রথম গুণ। পুনরায় সমুদ্র মুক্তা-মণি-বৈদ্যুত-শঙ্খ-শিলা-প্রবাল-ফটিক মণি বিভিন্ন ধরণপূর্ণ ঢাকিয়া রাখে, বাহিরে বিকীর্ণ করে না, এই প্রকার যোগী মার্গ-ফল-ধ্যান-বিমোক্ষ-সমাধি-রূপ, ভিন্ন ভিন্ন লাভ করিয়া আবৃত করিয়া রাখেন, বাহির করেন না। ইহার সমুদ্রের দ্বিতীয় গুণ। পুনরায় সমুদ্র মহাভূতের সহিত বাস করিয়া থাকে। এই প্রকার যোগী অল্পার্ধ-সম্পূর্ণ-ভূতবাদী-সংলগ্নতাতীত-আচার্যেশিলার, নজরি-শ্রীরাম, গ্রু ভাবিতপুদাল, বজ্র-বাক্যপঞ্চ-সত্ত্বভাব-পাপানিদুক, উপদেহী-অনুশাসনক, বিজ্ঞাপক, ধর্মগ্রহণ, ধর্মহীন, উৎসাহী-দাতা, ধর্মরত্ন বর্ণকারী, কল্যাণমিত সর্বচারীকে আশ্রয় করিয়া বাস করিবেন। ইহার সমুদ্রের তৃতীয় গুণ।

পুনরায় সমুদ্র নব সলিল সম্পূর্ণ গঙ্গা, যমুনা, আচরিত, সরু, মহী প্রভুতি শত ষড় নদীর জল ও অতীতের সুলভ ধারায় পূর্ণতা লাভ করিয়া স্থীর বেলাভূমি অতিক্রম করে না। এই প্রকার যোগী লাভ-সত্যক-কীর্তি-বনন-মানন-পূজাদি লাভের জন্য জীবন ধ্রুব হইলেও শিক্ষাপদ লাভ করিবেন না। ইহার সমুদ্রের চতুর্থ গুণ। তাই ভগবান বলিয়াছেন—

“যেমন পহারাদ, মহাসমুদ্র স্বরূপকৃতি বেলাভূমি অতিক্রম করে না, এই প্রকার পহারাদ, আমি শাবকদের যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞা করিয়াছি, তাহা আমার শাবকগণ জীবন ধ্রুব হইলেও অতিক্রম করে না।

পুনরায় সমুদ্র, গঙ্গা, যমুনা, আচরিত, সরু, মহী প্রভুতির জল ও অতীতের জলবর্ধন পূর্ণ হয় না, এই প্রকার যোগী পালি আবৃতি, অতীত জিজ্ঞাসা, শ্রবণ-ধারণ-বিনিশ্চয়, অভিধর্ম্ম-বিনয়-সুমৃত্ত বিগ্রহ পদনিক্ষেপ, পদসঞ্চাল, পদমিনিমত নবাব্দ জিনশাসন শ্রবণ করিয়া পূর্ণতা লাভ করেন না। ইহার সমুদ্রের পঞ্চম গুণ। তাই ভগবান সুসমুদ্র জাতকে বলিয়াছেন—

অগ্নি যথা তৃণ কাঠ করিয়া দাহন
তৃষ্ণ কভু নাহি পায়। তথা, নদীজলে
সাগর হয় না পূর্ণ ওহে রাজবর,
সুরূপ ধর্ম শুনি পরিত সকল
তৃষ্ণ হতে নাহি পারে, সুবাক্য শুনিয়া।

দ্বিতীয় বর্ণ।
পৃথিবীর পঞ্চ গুণ

ভবে, পৃথিবীর (মৃত্তিকা) পঞ্চ গুণ কি? মহারাজ, পৃথিবীতে ইষ্টানিষ্ট কর্মূর-অগুর-তাগ-চন্দন-কুম্বুম প্রভৃতি বিকীর্ণ করিলেও পিতৃ-শ্রেমা-পূঁ-রক্ত-স্বদ-মেদ-থুথি-শিখি-লস-কুল-বিষ্টা তাগ করিলেও এক অবস্থাই থাকে, এই প্রকার যোগী ইষ্টানিষ্ট লাভালাভে-যশোরধে-নিন্দা, প্রশাসন, সুখ-দুঃখে সর্ব্বত্র এক অবস্থাতেই থাকিবেন। ইহা পৃথিবীর প্রথম গুণ। পুনরায় পৃথিবীকে মন্নি বিভূষণ করিলেও তাহা চলিয়া যায়, সীমা গন্ধেই পরিভাবিত হয়, এই প্রকার যোগী সুভূষণ তাগ করিয়া সীমা শীলগঙ্গে পরিভাবিত হইয়া থাকেন। ইহা পৃথিবীর দ্বিতীয় গুণ। পুনরায় পৃথিবী নিরন্তর ছিদ্রহীন, গর্তহীন, গতহীন, ঘন ও বিকীর্ণ, এই প্রকার যোগী নিরন্তর অখণ্ড, অচিত্ত, নিস্তার, গত, ঘন, বিকীর্ণ শীলে থাকিবেন। ইহা পৃথিবীর তৃতীয় গুণ। পুনরায় পৃথিবী অম-নিগম-নগর-জনপদ-বৃক্ষ-বর্ত-নদী-তড়াগ-পৃষ্ঠের-মৃুপুক্কর-নর-নাগাদ ধারণ করিলেও ক্ষত্ত হয় না। এই প্রকার যোগী উপদেশ কালে, অনুষাসন কালে, বিজ্ঞাপন কালে, ধর্ম দর্শন কালে, ধর্ম হ্রদ কালে, সমুৎসাহিত কালে, ধর্মরত্ন বর্ষণ কালে, ধর্ম দেশনা কালে ক্ষত্ত হইবেন না, ইহা পৃথিবীর চতুর্থ গুণ। পুনরায় পৃথিবী অন্ততঃ প্রতিয বিমুখ, এই প্রকার যোগী অনুযায় প্রতিয বিমুক্ত হইয়া পৃথিবী সম চিন্তে বাস করিবেন। ইহা পৃথিবীর পঞ্চম গুণ। তাই উপাসিকা চুল সুভূষা শ্রামণ্য গুণ পরিকীর্তন সময়ে নিজে বলিয়াছিলেন:–

ক্রোধভরে একহস্তে বাসি লয় করিলে তক্ষণ,
হষ্ঠিতে অন্যা হস্তে সুগদা করিলে বিলেপন,
অমুকের প্রতি ক্রোধ, রাগ নাহি অমুকের প্রতি,
পৃথিবীর সম চিন্ত হেন মম ভিক্ষুকণ মতি।

জলের পঞ্চ গুণ

ভবে, জলের পঞ্চ গুণ কি? মহারাজ, জল সুসংস্থত, অকস্মিত, অলুলিত স্বভাব ও পরিচর্দ, এই প্রকার যোগী কৃহন, লপন, নিনিত, নিঃপেক্ষিত অগনীত করিয়া সৃষ্টি, অকস্মিত, অলুলিত স্বভাব ও পরিচর্দ আচারসম্পন্ন হইবেন। ইহা জলের প্রথম গুণ। পুনরায় জল শীতল
মিলিন্দ-প্রশ্ন

সভাব ও সাংস্থিত, এই প্রকার যোগী সমস্ত সকলের প্রতি মৈত্রী-দয়া-সম্পন্ন হিতৈতী ও অনুক্ষেপ্তীল হইবেন। ইহা জলের দ্বিতীয় গুণ । পুনরায় জল অষ্টধূমকে শুচী করে, এই প্রকার যোগী গ্রামে, অরাণ্যে, আচার্য উপাধায়ের প্রতি, আচার্য স্বনীয় ব্যক্তির প্রতি সর্বত্র অধিকরণ করিবেন না ও বিবাদের সুখো চাহিবেন না। ইহা জলের তৃতীয় গুণ। পুনরায় জল বহুজনের প্রার্থিত, এই প্রকার যোগী অল্পক্ষা সম্পন্ন, সত্যই, বিবিধ, বিবেক বাস গুণ । সতত সর্বলোক প্রার্থিত থাকিবেন। ইহা জলের চতুর্থ গুণ। পুনরায় জল কাহারও অহিত সম্পাদন করে না, এই প্রকার যোগী অপরের সহিত কলহ বিগ্রহ বিবাদ করিবেন না। ধ্যান শুন্য অবস্থায় থাকিবেন না, অর্থ উৎপাদন করিবেন না, কায়-বাক্য-চিত্তে পাপানুষ্ঠান অকরণীয় মনে করিবেন। ইহা জলের পঞ্চম গুণ। তাই ভগবান কেশভৃজনকে বলিয়াছেন—

বর যদি দিবে শক্ত ওহে সর্ব ভূতের ঈশ্বর,
মন বা শরীর যেন মম হেতু কাহারো কখন,
উপহর নাহি হয়, শক্ত মৌর্যে দেও এই বর।

তেজের পঞ্চম গুণ

ভবে, তেজের (অগ্নির) পঞ্চম কি? মহারাজ, তেজ তৃণ-কাঠ-শাখা পত্র দহন করে, এইরূপ যোগী বায়ু ভাবন্ত ক্রেশ, ইষ্টনিষ্ঠ আরম্ভ অনুভূতি প্রভৃতি জ্ঞানগ্রন্থ দ্বারা দপ্তর করিবেন। ইহা তেজের প্রথম গুণ। পুনরায় তেজ নিদর্শ অক্রোণিক, এইরূপ যোগী সমস্ত ক্রেশের প্রতি করণী প্রদর্শন করিবেন না। ইহা তেতার দ্বিতীয় গুণ। পুনরায় তেজ শীত বিবিধ করে, এইরূপ যোগী বীর্য-সেবাপ-তেজ উৎপাদন করিয়া ক্রেশসমূহ বিবিধ করিবেন। ইহা তেজের তৃতীয় গুণ। পুনরায় তেজ অনুনান প্রতি যজ্ঞ বিমুক্ত ও উষ্ণাত উৎপাদন করিয়া থাকে, এইরূপ যোগী অনুনান প্রতি যজ্ঞ বিমুক্ত ও তেজ তুল্য চিত্তে বাস করিবেন। ইহা তেজের চতুর্থ গুণ। পুনরায় তেজ অন্নকার বিবিধ করে ও আলোক প্রদর্শন করে; এইরূপ যোগী অবিদ্যালাভকার বিবিধ করিয়া জ্ঞানলোক প্রদর্শন করিবেন। ইহা তেজের পঞ্চম গুণ। তাই ভগবান সীতা পুত্র রাহুলকে উপদেশ দিয়াছিলেন—“রাহুল,
তেজ সম ভাবনা উৎপাদন কর, রাহুল তেজ সম ভাবিয় হইলে অনুপম যদি দিবে শক্ত ওহে সর্ব ভূতের ঈশ্বর,
মন বা শরীর যেন মম হেতু কাহারো কখন,
উপহর নাহি হয়, শক্ত মৌর্যে দেও এই বর।

তেজের পঞ্চম গুণ

ভবে, তেজের (অগ্নির) পঞ্চম কি? মহারাজ, তেজ তৃণ-কাঠ-শাখা পত্র দহন করে, এইরূপ যোগী বায়ু ভাবন্ত ক্রেশ, ইষ্টনিষ্ঠ আরম্ভ অনুভূতি প্রভৃতি জ্ঞানগ্রন্থ দ্বারা দপ্তর করিবেন। ইহা তেজের প্রথম গুণ। পুনরায় তেজ নিদর্শ অক্রোণিক, এইরূপ যোগী সমস্ত ক্রেশের প্রতি করণী প্রদর্শন করিবেন না। ইহা তেজের দ্বিতীয় গুণ। পুনরায় তেজ শীত বিবিধ করে, এইরূপ যোগী বীর্য-সেবাপ-তেজ উৎপাদন করিয়া ক্রেশসমূহ বিবিধ করিবেন। ইহা তেজের তৃতীয় গুণ। পুনরায় তেজ অনুনান প্রতি যজ্ঞ বিমুক্ত ও উষ্ণাত উৎপাদন করিয়া থাকে, এইরূপ যোগী অনুনান প্রতি যজ্ঞ বিমুক্ত ও তেজ তুল্য চিত্তে বাস করিবেন। ইহা তেজের চতুর্থ গুণ। পুনরায় তেজ অন্নকার বিবিধ করে ও আলোক প্রদর্শন করে; এইরূপ যোগী অবিদ্যালাভকার বিবিধ করিয়া জ্ঞানলোক প্রদর্শন করিবেন। ইহা তেজের পঞ্চম গুণ। তাই ভগবান সীতা পুত্র রাহুলকে উপদেশ দিয়াছিলেন—“রাহুল,
তেজ সম ভাবনা উৎপাদন কর, রাহুল তেজ সম ভাবিয় হইলে অনুপম যদি দিবে শক্ত ওহে সর্ব ভূতের ঈশ্বর,
মন বা শরীর যেন মম হেতু কাহারো কখন,
উপহর নাহি হয়, শক্ত মৌর্যে দেও এই বর।
অকুশল ধর্ম উৎপন্ন হয় না। উৎপন্ন অকুশল ধর্ম চিন্তাকে অবলম্বন করিয়া থাকে না।

বাষ্মুর পঞ্চ গুণ

ভবে, বাষ্মুর পঞ্চ গুণ কি? মহারাজ, বাষ্মু, যেমন সুপশ্চিন্ত বন গহনে প্রবাহিত হইয়া থাকে, এইরূপ যোগী বিমুক্তিরূপ শ্রেষ্ঠ কসুম-পুষ্পিত ‘আরম্ভণ’ বন মধ্যে রমিয় হইবেন। ইহ বাষ্মুর প্রথম গুণ। পুনরায় বাষ্মু ধরণী হিত পাদপপণ্যকে মথিত করে, এইরূপ যোগী বনায়ে গমন করিয়া সংক্ষরসমূহ পরিক্ষা করিয়া লইবেন ও ক্লেশ সকল মহুএন করিবেন। ইহ বাষ্মুর দ্বিতীয় গুণ। পুনরায় বাষ্মু আকাশ বিচরণ করে, এইরূপ যোগী লোকান্তর ধর্মে যীয় মানস সংকালন করিবেন। ইহ বাষ্মুর তৃতীয় গুণ। পুনরায় বাষ্মু গন্ধ অনূর্ধ্ব করিয়া থাকে, এইরূপ যোগী যীয় শীল সৌরভ অনুভব করিবেন। ইহ বাষ্মুর চতুর্থ গুণ। পুনরায় বাষ্মুর কোন আশ্রয় নাই, ঘর নাই, এইরূপ যোগী আশ্রয় শৃণ্য, গৃহহীন, মিত্রবিহীন সর্বত্র বিকৃত অবস্থায় থাকিবেন। ইহ বাষ্মুর পঞ্চম গুণ। তাই ভগবান সুত্ত নিপাতে বলিয়াছেন—

মিত্র হইতে ভয় গৃহশ্রয়ো রাজ্ঞ জাত হয়,
মিত্র, গৃহ শৃণ্য যিনি মুনি নামে তাঁরি পরিচয়।

পর্বতের পঞ্চ গুণ

ভবে, পর্বতের পঞ্চ গুণ কি? মহারাজ, যেমন পর্বত অচল অকম্পিত, এদিক ওদিক আন্দোলিত হয় না, তেমন যোগী সম্মানে-অগমানে, সত্কারে-সত্ত্বকারে, গৌরবকর-অগৌরবকর বিষয়ে, যশে-অযশে, নিদর্শ-প্রশংসায়, সুখে-দুঃখে, ইষ্টে-অষ্টে সরব্রূপ রূপ-শব্দ-গান-রস-স্পর্শ-ধর্মে কমিত হইবেন না। রমণীয় বিষয়ে রমিয় হইবেন না। দূষণীয় বিষয়ে দৃষ্টিহীন হইবেন না। মোহনীয় বিষয়ে মোহিত হইবেন না। কম্পনীয় বিষয়ে কমিত হইবেন না। পর্বতের নায় অচলভাবে থাকিবেন। ইহা পর্বতের প্রথম গুণ। তাই ভগবান বলিয়াছেন—

একবন্ধ শৈল যথা বাষ্মুবেগে হয় না কমিত,
তথা নিদর্শ প্রশংসায় সুপশ্চিন্ত নহে বিচিত।
পুনরায় পর্বত শত্রু কাহারও সহিত সংগ্রাম হয় না; এইরূপ যোগী পাপ বিষয়ে শত্রু ও অসংগ্রামিতভাবে থাকিবেন। কাহারও সহিত সংসর্গ করা উচিত নহে। ইহা পর্বতের দ্বিতীয় গুণ। তাই ভগবান বলিয়াছেন—

gৃহস্থ সহিত যেবা সংসর্গ না করে,
অনাগারে সদা বাস বেই জন করে।

gৃহ শূন্য ইচ্ছাহীন ধারিক সুজন,
তাহাকেই বলি আমি নিষ্প্রাণ ব্রাহ্মণ।

পুনরায় পর্বতে যেমন বীজ গজায় না, এইরূপ যোগী ত্রীয় মানসে ক্রোককে অনুরুতি করিবেন না। ইহা পর্বতের তৃতীয় গুণ। তাই সুভূতি স্থবির বলিয়াছেন :-

যদা কামরাগ চিত্তে উপজে আমার,
একাকী সজ্জানে দমি আমি অনিবার।
রামণীয় বন্ধ হেরি হইলে রসিত,
দৃষ্ণীয় বিষয়েতে হইলে দৃষ্টিত;
মোহনীয় নিমিত্তেতে হ'লে মুহূর্মান,
এখনি এবন হ'তে করহ প্রস্থান।

বিশ্বচ্ছ মহর্ষিগণ আছেন এই বনে,
বিশ্বদি করণানা নাশ যাও এইক্ষণে।

পনুরায় পর্বত অত্যুচ্চ, এইরূপ যোগী জানবলে উচ্চতা লাভ করিবেন।

ইহা পর্বতের চতুর্থ গুণ। তাই ভগবান বলিয়াছেন :-

অপরমাদ বলে বেই পান্তিত সুজন,
প্রমত্তা করে দূর যতে সর্বক্ষণ;
প্রজার প্রাসাদের উঠি অশোক সুমিষর
শোকার্ত্ত প্রাঙ্গে হেরে সেই ধর্মবীর।

পর্বত হইতে যথা ভূমিবাসী হেরে,
সেইরূপ অঙ্গামে নিরীক্ষণ করে।

পুনরায় পর্বত যেমন অনুভূত ও অনবসন্ত, তেমন যোগী চিত্তকে উচ্চ-
নীচ করিবেন না। ইহা পর্বতের পঞ্চম গুণ। তাই উপাসিকা চূলসুভ্রদ্র 
স্বৰূহ্য শ্রমণের প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন :-

295  মিলিন্দ-প্রশ্ন
ভবনে, আকাশের পঞ্চগুণ কি? মহারাজ, আকাশ সর্বদা কিছুই গ্রহণ করে না, এইরূপ যোগী সর্বদা ক্রেতারদায়ক কিছুই গ্রহণ করিবেন না। ইহা আকাশের প্রথম গুণ। পুনরায় আকাশ ঋষি-তাপস-তৃত্ত-ধিবগণের অপরিণীত স্থান, এইরূপ যোগী সংকরসমূহে অতিন্তা, দৃঢ়, অনুভূত ভাবনায় চিন্তা নিয়োগ করিবেন। ইহা আকাশের দ্বিতীয় গুণ। পুনরায় আকাশ সত্যাসনীয়, এইরূপ যোগী সমস্ত ভবপ্রতিসন্ধিমূহে মানস উদ্ধিত করিবেন, ভবরসে আস্বাদ গ্রহণ করিবেন না, ইহা আকাশের তৃতীয় গুণ। পুনরায় আকাশ অনুষ্ঠ, অপ্রমাণ, এইরূপ যোগী অনুষ্ঠ শীলে, অপরিমিত জ্ঞানে উন্নত হইবেন। ইহা আকাশের চতুর্থ গুণ। পুনরায় আকাশ কিছুর সঙ্গে অলঙ্ক, অপ্রতিষ্ঠিত ও অজ্ঞাত, এইরূপ যোগী কুল-গণ-লাভ-আবাস-উপদ্রব উপকরণে ও সমস্ত ক্রেতাসমূহে সর্বত্র অলঙ্ক থাকিবেন। কিছুরই সঙ্গে জড়িত থাকিবেন না। ইহা আকাশের পঞ্চম গুণ। তাই ভূমান শীঘ্র পুত্র রান্ধনকে উপদেশ দিয়াছিলেন—“রান্ধন, যেমন আকাশ কিছুতেই প্রতিষ্ঠিত নহে, এইরূপ তুমি আকাশ সম ভবনানুঠান কর; রান্ধন, তুমি আকাশ সম ভবনানুঠান করিলে, তোমার উৎপাক উৎপন্ন মনোজ্ঞ মনোজ্ঞ স্পর্শ চিন্তাকে অবলম্বন করিয়া থাকিবে না।”

চন্দ্রের পঞ্চগুণ

ভবনে, চন্দ্রের পঞ্চগুণ কি? মহারাজ, চন্দ্র শুরুপক্ষে উদিত হইয়া উত্তরঘুতে শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এইরূপ যোগী আচার, শীলগুণ, বুদ্ধি-প্রতিবুদ্ধি দ্বারা শাল জ্ঞানে বিনে, স্মৃতিপ্রশান্ত, ইম্বুস সংহামে, ভোজনে মাতামাত্তায় ও জাহুরানুযায়ে উত্তরঘুতে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিবেন। ইহা চন্দ্রের প্রথম গুণ। পুনরায় চন্দ্র রাজাধিরাজের ন্যায়, এইরূপ যোগী শ্রেষ্ঠ চন্দ্রসমাধিকে অধিপতিরূপে বরণ করিবেন। ইহা চন্দ্রের দ্বিতীয় গুণ। পুনরায় চন্দ্র নিশিতে বিচরণ করে, এইরূপ যোগী প্রবিবেকপরিয়াণ হইবেন। ইহা চন্দ্রের তৃতীয় গুণ। পুনরায় চন্দ্র শীঘ্র প্রিয় বিমানকে কেতুরূপে
ধারণ করে, এইরূপ যোগী শীলকে কেতুরাপুরে ধারণ করিবেন। ইহা চন্দ্রের চতুর্থ গৃহ। পুনরায় চন্দ্র অ্যাচিত অন্তর্ভুতেই হইয়া উদিত হয়, এইরূপ যোগী অ্যাচিতভাবে পিপ হেতু কুলসমূহে উপস্থিত হইবেন। ইহা চন্দ্রের পঞ্চম গৃহ। তাই ভগবান সংযুক্ত নিকায়ে বলিয়াছেন:—

ভিক্ষুগণ, চন্দ্র তুল্য নিত্য নবকুলে কায়মনোবাক্যে সংযত হইয়া পিপুলাদ হেতু উপস্থিত হও।

সূর্যের সাত গৃহ

ভদ্রে, সূর্যের সাত গৃহ কি? মহারাজ, সূর্য সমস্ত জল শোষণ করে, এইরূপ যোগী সমস্ত ক্রেষ্ণ নিঃশেষভাবে শোষণ করিবেন। ইহা সূর্যের প্রথম গৃহ। পুনরায় সূর্য গাঢ় অদ্বন্নার বিধান্ত হইবে, এইরূপ যোগী সমস্ত কামরাগ, দেবী, মহো, মান, দৃষ্টি, ক্রেষ্টমঃ ও সমস্ত দুঃখিত তমঃ বিধান্ত হইবেন। ইহা সূর্যের দ্বিতীয় গৃহ। পুনরায় সূর্য সর্বদা বিচরণ করে, এইরূপ যোগী সর্বদা চিন্তা করিবে দ্বারা এক জন্যোগে বিচরণ করিবেন, ইহা সূর্যের তৃতীয় গৃহ। পুনরায় সূর্য রশিমালী, এইরূপ যোগী ‘আরম্ভ’ রশিমাণ খাকিবেন। ইহা সূর্যের চতুর্থ গৃহ। পুনরায় সূর্য মহাজননসজ্জকে উত্তর দিতে দিতে বিচরণ করে, এইরূপ যোগী আচার শীলগুলো ব্রত-প্রতিবেদনের ও ধ্যান বিমোক্ষ, সমাধি সমাপতি ইন্দ্রিয় বল বোধ্যঙ্গ, স্বৰ্তি প্রাণহ সমক্ষে প্রাণে লঙ্কিপাদ দ্বারা সদেবলোক উত্তর করিবেন। ইহা সূর্যের পঞ্চম গৃহ। পুনরায় সূর্য রাহুরায় তীত হইয়া বিচরণ করে, এইরূপ যোগী দুঃখিত দুঃখিত বিমোক্ষ কাদার, বিপাক বিনিপাত ক্রেষ্ট জাল জটিত, দৃষ্টি সন্তান সাঙ্গিন্তা, কুপথ প্রধানবিত ও কুমার্গ প্রতিপাল সমুদ্রেরকে দেখিয়া মহৎ সংবেগ ভয়ে চিন্তকে উদিত। ইহা সূর্যের ষষ্ঠ গৃহ। পুনরায় সূর্য কল্যাণকারীকে ও পাপকারীকে দেখাইয়া দিবে, এইরূপ যোগী ইন্দ্রিয় বল, বোধ্যঙ্গ, স্বৰ্তি-প্রাণহ, সমক্ষে প্রাণ, লঙ্কিপাদ ও লৌকিক লোককের ধর্মসমূহ প্রদর্শন করিবেন। ইহা সূর্যের সপ্ত গৃহ। তাই বসীশ স্থবির বলিয়াছেন—

তপন উদিয়া রূপে করে প্রদর্শন
যথা প্রাণিগণে। তথা-ধর্মধর ভিক্ষু
শুটি ও অশুটি কল্যাণ ও পাপ,
অবিদ্যা আবৃত জনে নানাবিধ পথ
করে প্রদর্শন যথা তপস্ন উদয়ে।

শক্রের তিন গুণ

হেন্দে, শক্রের তিন গুণ কি? মহারাজ, শক্র অতিশয় সুখভোগে রত
থাকেন, এইরূপ যোগী অতিশয় বিশেষ সুখে রত থাকিবেন। ইহা শক্রের
প্রথম গুণ। পুনরায় শক্র দেবতাদিগকে দেখিয়া উৎসাহিত ও সম্মুখ করিয়া
থাকেন। এইরূপ যোগী কুশলধর্মসমূহে অসংকোচিত অতিব্রতভাবে
শান্তচিত্তে ধারণ করিবেন ও ততপ্রতি হর্ষোৎপাদন করিবেন। কুশল লাভ
হেতু যথাসাধ্য উদ্যোগ উৎসাহ করিতে থাকিবেন। ইহা শক্রের দ্বিতীয়
গুণ। পুনরায় শক্রের অনভিনিত উৎপাদ হয় না। এইরূপ যোগী শূন্যাগারে
অনভিনিত উৎপাদন করেন না। ইহা শক্রের তৃতীয় গুণ। তাই সুভূতি
স্বয়ির বলিয়াছেন—

যবে আমি মহাবীর শাসন মাঝারে, হইয়াছি প্রবিজিত,

নাহি জানি আমি মানস মাঝারে কামরাগ কষ্টু কি উদিত।

চক্রবর্তীর চারি গুণ

ভবন্তে, চক্রবর্তীর চারি গুণ কি? মহারাজ, চক্রবর্তীরাজা চারিটি উপকারী
বিশেষ জনসঙ্গের হিতসাধন করিয়া থাকেন, এইরূপ যোগী চারি পরিষদের
চিত রক্ষা করিবেন এবং তাহাদিগকে অনুগৃহীত ও আনন্দিত করিবেন, ইহা
চক্রবর্তী রাজার প্রথম গুণ। পুনরায় চক্রবর্তী রাজার রাজ্যে চৌর উৎপন্ন
হয় না, এইরূপ যোগী চিত্তে কামরাগ, ব্যাপাদ, বিহিংসা, বিতর্ক উৎপাদন
করিবেন না। ইহা চক্রবর্তী রাজার দ্বিতীয় গুণ। তাই ভগবান বলিয়াছেন—

বিতর্কশেষে রত যেই জন, যেবা করে সদা অশুভ ভাবনা,

তৃষ্ণার বিনাশ করে সেই জন, তাহার মায়ার বন্ধন থাকে না।

পুনরায় চক্রবর্তী রাজা কল্যাণ ও পাপকর্ম পরীক্ষা করিতে করিতে
দৈনিন্দিন আসমুদ্র পৃথিবী গমন করিয়া থাকেন, এইরূপ যোগী কায়-বাক্য-মনোকর্ম দৈনিন্দিন পরিদর্শন করিবেন যে—“আমার কায়-মনো-বাক্যে
নিদোষভাবে দিনাতিমিত হইতেছে কিনা?” ইহা চক্রবর্তীর তৃতীয় গুণ।
তাই ভগবান অঙ্গের নিকায়ে বলিয়াছেন-আমার রাত্রি-দিন কীভাবে
অতিরাহিত হইতেছে, প্রবৃত্ত মাত্রাই ইহা নিত্য পরিদর্শন করিবে।
পুনরায় চক্রবর্তী রাজা রাজ্যের ভিতরে বাহিরে উভয়রূপে রক্ষিত থাকে,
এইরূপ যোগী ভিতর বাহির ক্রেশসমূহ হইতে চিত্তের রক্ষা করিবার জন্য
স্মৃতিরূপী দৌবারিক স্থাপন করিবেন। ইহা চক্রবর্তীর চতুর্থ শব্দ। তাই
ভগবান বলিয়াছেন—“ভিক্ষুষণ, স্মৃতি দৌবারিক-সম্পন্ন আর্য্যস্বাক্ষ অকুশল
ত্যাগ করেন, কুশল ভাবনা করেন, সাবধান ত্যাগ করেন, অনবদ্য ভাবনা
করেন ও নিজকে দুঃখভাবে রক্ষা করেন।”

তৃতীয় বর্গ

উপচারকর এক শুদ্ধ

ভদ্র, উপচারক (উইয়ের) এক শুদ্ধ কি? মহারাজ, উপচারক উপরে
আচ্ছাদন করত নিজকে ঢাকিয়া আহারাবেষণ করিয়া থাকে, এইরূপ যোগী
শীল সংযম আচ্ছাদনে মনকে আচ্ছাদিত করিয়া পিঘচরণ করিবেন।
মহারাজ, শীল সংযমাচ্ছাদিত যোগী সর্বভাবকে অতিক্রম করেন। ইহা
উপচারকর এক শুদ্ধ। তাই স্বহির বন্দায়ুপুরে উপসনে বলিয়াছেন :-
মানস ঢাকিয়া শীল আচ্ছাদনে
লোক সন্তে লিপ্ত না হইয়া যোগী,
যাহ কিছু দোষ ত্যাগ প্রাগাণ্ডে
হয়ে থাকে তিনি সর্বভয় ত্যাগী।

বিড়ালের দুই শুদ্ধ

ভদ্র, বিড়ালের দুই শুদ্ধ কি? মহারাজ, বিড়াল ওহা-গহর-হর্ম্য ভিতরে
গিয়াও ইংরাজকে অবর্জন করে। এইরূপ যোগী ওহার-অরণ্য-বৃক্ষমূল-
শূন্যাগারে গিয়াও সতত অশ্রমতাতে সহিত কায়ণতস্মৃতি ভোজনই
অনুসন্ধান করিবেন। বিড়ালের এই প্রথম শুদ্ধ। পুনরায় বিড়াল আস্ত্রেই
আহারাবেষণ করিয়া থাকে, এইরূপ যোগী এই পঞ্চ উপাদান কঁদে উদয়-
বায় (জন্ম-মৃত্যু) দশী হইয়া বাস করিবেন। এইটি রূপ, এইটি রূপের
সমুদয়, এইটি রূপের অত্যামিতা বা বিলয়। সেইরূপ বেদনা-সম্মুক-
সংকার-বিজ্ঞানের সমুদয় (উৎপত্তি) অস্তগামিতা দর্শন করিয়া থাকেন। ইহা
বিড়ালের দ্বিতীয় শুদ্ধ। তাই ভগবান বলিয়াছেন :-
দেহ হ’তে দুরে চেয়ে, আছে কিবা ফল,
ভবান্ত দেখিয়া কিবা হইবে সুকুল।
বর্তমান দেহ-মাঝে করহ বিচার,
জন্ম-মৃত্যু বিনা কিবা আছে দেহে আর।

মূষিকের এক গুণ

ভত্তে, মূষিকের এক গুণ কি? মহারাজ, মূষিক এদিক ওদিক বিচরণ
কালে আহারের অর্ণ লইয়া বিচরণ করে, এইরূপ যোগীর ইতঃসত্ত বিচরণ
কালে জ্ঞানাতিবিনীতের অর্ণ লওয়া উচিত । মূষিকের এই একগুণ। তাই
বঙ্গস্তপুত্ত উপসেন হিবির বলিয়াছেন :-

শির সম ধর্ম্মগুণে বিদর্শক হেরি,
বিহার করেন সদা হয়ে স্মৃতিমান,
দৃঢ়বীর সহকারে উপশান্ত চিতে।

বৃষ্টিকের এক গুণ

ভত্তে, বৃষ্টিকের এক গুণ কি? মহারাজ, বৃষ্টিক লাঞ্চুমায়ুধ, সে লাঞ্চু
তুলিয়া বিচরণ করে, এইরূপ যোগী জ্ঞানাযুধসম্পন্ন হইবেন। জ্ঞান
উদ্ধৃতিকে করিয়া বাস করিবেন। বৃষ্টিকের এই একগুণ। তাই উপসেন
হিবির বলিয়াছেন—

জ্ঞান খড়ুগ লয়ে করিব, বিদর্শক বিচরণ,
সর্বভয় হতে মুক্ত অজেয় সেই জন হন।

নকুলের এক গুণ

ভত্তে, নকুলের এক গুণ কি? মহারাজ, নকুল সর্পে নিকট উপগমন
করিতে হইলে ভৈষ্ণজ্ঞাদরা শরীর পরিভাবিত করিয়া উহাকে ধরিবার জন্য
নিকটে গমন করে, এইরূপ যোগী ক্রোধ আঘাতবহুল, কলহ, বিখ্রু,
বিবাদ, বিরোধ অভিভূত লোকের নিকট উপস্থিত হইতে হইলে মেঘে-
ভৈষ্ণজ্ঞা চিতে লেপন করিবেন। নকুলের এই এক গুণ। তাই ধর্ম্মসনাতন
সারিপুত্ত হিবির বলিয়াছেন :-
মিলিন্দ-প্রশ্ন

ধীর পর প্রতি কর এই মেহিলা ভাবনা,
মেহিলা চিন্তে কর বাস-বুদ্ধের দেশনা।

জড়শৃঙ্গালের দুই গুণ

ভদ্রে, জড়শৃঙ্গালের দুই গুণ কি? মহারাজ, জড়শৃঙ্গাল ভোজন লাভ করিয়া যুদ্ধ না করিয়াই যত প্রয়োজন আহরণ করিয়া থাকে, এইরূপ যোগী ভোজন লাভ করিয়া অগৃহিত চিন্তে শরীর রক্ষণ প্রাপ্তি পরিভোগ করিয়া থাকেন। ইহা জড়শৃঙ্গালের প্রথম গুণ। তাই মহাকশ্যাপ স্বর্বের বলিয়াছেন:—

শব্দে হ’তে নামি যাই মাজে পিওতরে,  
পৌঁছি এক গৃহসরে, কুষ্ঠ এক তথা  
ভোজনেতে ছিল রত। হস্তে কিন্তু তার  
পক্তি ব্রণ তুল্য কুষ্ঠ। দিল সেই হাতে  
এক পানি পিও মারে, সেই পিও সনে  
ছিন্নাঙ্গা ঘুঘ তার পাচিল পাত্রেতে।  
বসি এক শালা মাঝে করিনু ভোজন,  
ছিন্নাঙ্গা ঘুঘ মোর নাহি উপজিল।

পুনরায় জড়শৃঙ্গাল ভোজন লাভ করিয়া ভাল-মন্দ বলিয়া বাড়াবাছি করে 
না, এইরূপ যোগী ভোজন পাইয়া ভাল-মন্দ বিচার করিবেন না। যাহা 
পাওয়া গিয়াছে, তাহাতেই সম্ভব থাকিবেন। ইহা জড়শৃঙ্গালের দ্বিতীয় গুণ। 
তাই উপসেন স্বর্বের বলিয়াছেন:—

হীনাহারে তৃপ্তি লাভ কর সাধুজন,  
না যাচিও রস বহু, রস লোল যেবা  
ধ্যান-রত মন তাঁর কভু নাহি হবে।  
যাহা কিছু লাভ হয়, তাতেই সম্ভাব,  
তা হ’লে শ্রামণ্য তাঁর হইবে পূর্ণ।

মৃগের তিনগুণ

ভদ্রে, মৃগের তিন গুণ কি? মহারাজ, মৃগ দিনে অরণ্যে রাত্রিরে মুক্ত 
স্থানে বিচরণ করে, এইরূপ যোগী দিনে অরণ্যে এবং রাত্রে মুক্ত স্থানে বাস
করিবেন। মূলের এই প্রথম গুণ। তাই ভগবান লোমহংস পর্যায়ে (জাতকে) বলিয়াছেন :-

“সারীপুত্রো, আমি হেমন্তকালে যেই রাত্রিতে শীতে বেশী, তুষার পাত হয়, সেই রাত্রিতে মুক্ত স্থানে বাস করি, দিনে বন গহনে বাস করি। তৃতীয়কালের পশ্চিম মাসে দিনে মুক্ত স্থানে, রাত্রে বন গহনে বাস করি।”

পুনরায় মূর্গ শক্তি বা শরে প্রহারিত হইলে ব্যাধকে বঞ্চনা করে, পলাইয়া যায় ও শরীরকে সুরক্ষিত করে, এইরূপ যোগী ক্লেশদারা প্রহারিত হইলে উহাকে বঞ্চনা করিবেন, পলায়ন করিবেন ও চিত্তকে সুরক্ষিত করিবেন। ইহা মূর্গের দ্বিতীয় গুণ। পুনরায় মূর্গ মনুষ্য দেখিয়া যেদিকে পারে সেদিকে পলায়ন করে, ‘তাহারা আমাকে দর্শন না করিকে।’ এইরূপ যোগী কলহ-বিত্র্যাজ-বিবাদশীল, দুঃশীল, আলস্য-পরায়ণ, জন-সঙ্গ-প্রিয় ব্যক্তিদিগকে দেখিয়া যেদিকে পারেন, সেদিকে পলায়ন করিবেন। ‘তাহারা আমাকে দর্শন না করবে এবং আমিও তাহাদিগকে দর্শন না করিকে।’ ইহা মূর্গের তৃতীয় গুণ। তাই ধর্মসনাতক সারীপুত্র স্বর্ব বলিয়াছেন :-

পাপালস্য হীন-বীর্য যারা পরায়ণ,
তাহাদের সনে দেখা না ইচ্ছি কখন।
অপ্লুখত অনাচারী যারা সম্ভত,
তাদের হইতে দূরে থাকিব সতত।

গরুর চারি গুণ

ভবত্তে, গরুর চারি গুণ কি? মহারাজ, গরু শীর্ষ গৃহ ত্যাগ করে না, এইরূপ যোগী অনিতা, উৎসাদন, পরিমদন, ভেদন, বিকীরণ, বিধংসন স্বভাব এই কায়কে ত্যাগ করেন না। ইহা গরুর প্রথম গুণ। পুনরায় গরু ধূর্গাহী, সুখে-দুঃখে ধূর বহন করিয়া থাকে, এইরূপ যোগী প্রকার্যগাহী, সুখে-দুঃখে আজীবন আমরণ ব্র্যাহ্মণ্য আচরণ করিবেন। ইহা গরুর দ্বিতীয় গুণ। পুনরায় গরু প্রথমে ইচ্ছাপূর্বক আর লইয়া পালন পান করে, এইরূপ যোগী আচার্য উপাধ্যায়গণের শাসনানুশাসন ব্যেছয় প্রেম প্রসাদের সহিত বরণ করিয়া লইবেন। ইহা গরুর তৃতীয় গুণ। পুনরায় গরু যে কিছু বহন করাইলে বহন করিয়া থাকে, এইরূপ যোগী স্ববির, নবীন, মধ্যম ভিক্ষুদের
এবং গৃহী উপাসকেরও উপদেশ অনুশাসন অবনতশিবে গ্রহণ করিবেন।
ইহা গরুর চতুর্থ গুণ। তাই ধর্মসনাপতি সারীপুত্র স্বর্বির বলিয়াছেন :-
সপ্তম বর্তমান শাস্ত্র প্রবলিত যিনি,
তিনিও আমারে অনুশাসন করিলে
অবনত শিবে তাহা করিব গ্রহণ।
হেন জনে দেখি তীর্থ রুচি প্রেম আর
গৌরব স্বপন কর, আচার্যের স্থানে,
রাখি তাঁরে পুনঃপুনঃ করিবে সৎকার।

বরাহের দুই গুণ

ভানে, বরাহের দুই গুণ কি? মহারাজ, বরাহ সত্ত্ব, নিদর্শণ গীতিকালে
জলের নিকটে গমন করে, এইসকল যোগী দোষদ্বারা চিত্ত আলোড়িত হলিত
বিশ্রাম সত্য হইলে শীতল আমৃত প্রণিত মৈত্রি ভাবনার নিকটে গমন
করিবেন। ইহা বরাহের প্রথম গুণ। পুনরায় বরাহ কর্মকাল জলে গমন
করিয়া নাসিকাধারা পৃথিবী খণ্ড করত দ্রোহী নির্মাণপূর্বক তাহাতে শয়ন
করিয়া থাকে। এই ত্রৈকাল যোগী চিতায় কায় নিক্ষেপ করিয়া ‘আরমণ’ মধ্যে
শয়ন করিবেন। ইহা বরাহের দ্বিতীয় গুণ। তাই পিণ্ডেল ভারতাজ স্বর্বির
বলিয়াছেন :-

কায়ের স্বভাব হেরি বিদর্শক জন,
‘আরমণ’ মধ্যে একা করিবেন শয়ন।

হস্তীর পঞ্চ গুণ

ভানে, হস্তীর পঞ্চ গুণ কি? মহারাজ, হস্তী বিচরণ কালে পৃথিবী দলন
করে, এইরূপ যোগী কায় সংমর্শন কালকে সমস্ত ক্রেশকে দলন করিবেন।
ইহা হস্তীর প্রথম গুণ। পুনরায় হস্তী সমস্ত শরীর দ্বারা গমন পথ দেখিয়া
থাকে, সোজা দর্শন করে, দিগবিদিকে অবলোকন করে না, এইরূপ যোগী
সর্বকালীন দর্শন করিবেন, দিগবিদিকে দর্শন করিবেন না, উৎর্থ অধঃ
দিকে দেখিবেন না, চারি হাতের মধ্যে চক্ষুদৃষ্টি রাখিবেন, ইহা হস্তীর দ্বিতীয়
গুণ। পুনরায় হস্তী সর্বদা এক স্থানে শয়ন করে না, আহার্য্য গমন করিয়া
পুনঃ পূর্ব্বস্থানে বাস করিতে আসে না, নিত্য প্রতিষ্ঠান তাহাদের নাই।
এই রূপ যোগী সর্বদা একসঙ্গে থাকিবেন না, নিরালয়ভাবে পিণ্ডচরণে যাইবেন, যদি বিদর্শন উপযুক্ত মনোভাব, প্রতিভারূপ, মূণ্ড, বুদ্ধিমান, ওহা ফি স্থান দর্শন করেন, তখন বাসার্থ গমন করিবেন, নিত্য একসঙ্গে অবস্থান করিবেন না। ইহা হস্তীর তৃতীয় গূণ। পুনরায় হস্তী জলে অবগাহন করিলেও শুচি-বিমল-শীতল সালিল পরিপূর্ণ, কুমূদ, উৎপল, পদ্ম, পুষ্পরীক সমাচ্ছন্ন মহৎ পদ্ম-সরোবরে জলক্রীড়া করে, এই রূপ যোগী শুচি-বিমল-বিরসন-অনাবিল ধর্মরূপ শ্রেষ্ঠবারি পরিপূর্ণ বিমৃত্তি কুসুম আচ্ছন্ন মহা স্মৃতি-প্রস্তান পুক্করীণেতে অবগাহন করিয়া জানন্দরা সংকারসমূহ বিধৃতিত করিবেন ও যোগক্রীড়া করিবেন। ইহা হস্তীর চতুর্থ গূণ। পুনরায় হস্তী স্মৃতিশীল হইয়া পদাতিন্ত ও পদক্ষেপ করে, এই রূপ যোগী স্মৃতিশীল হইয়া গমনগমনে পা তুলিবেন ও ফেলিবেন। অত্রপ যাতায়ত করিবার কালে সংকোচনে প্রসারণে সর্বত্র স্মৃতিশীল হইবেন। ইহা হস্তীর পঞ্চম গূণ।

তাই ভগবান সংযুক্ত নিকায়ে বলিয়াছেন:--

কায়ের সংযম সাধু, সাধু বাক্যের সংযম,
মনের সংযম সাধু, সাধু সর্বত্র সংযম,
সর্বত্র সংযম যিনি লজ্জা সুরক্ষিত।

(সকলের হন তিনি নিত্য প্রশংসিত।)

চতুর্থ বর্গ

সিংহের সাতগুণ

ভস্ম, সিংহের সাতগুণ কি? মহারাজ, সিংহ যোমন শ্বেত-বিমল-পরিহর্দ-পাঞ্জুর, তেমন যোগী শ্বেত-বিমল-পরিহর্দ-পাঞ্জুর চিত্রে অনুপস্থ-সন্দেহ দূরীভূত করিবেন। ইহা সিংহের প্রথম গুণ। পুনরায় সিংহ চারি চরণবিভিন্ন ও বিক্রান্তচারী, এই রূপ যোগী চারি মিলিতপাদ আচরণে রত থাকিবেন। ইহা সিংহের দ্বিতীয় গুণ। পুনরায় সিংহ অবিরূপ রূচির কেশরী, এই রূপ যোগী অবিরূপ রূচির শীত-কেশরী হইবেন। ইহা সিংহের তৃতীয় গুণ। পুনরায় সিংহ জীবন নাশ করিলেও কাহারও নিকট অবনমিত হয় না, এই রূপ যোগী চীবর পিণ্ডবাহ শয়নসান রোষীর পথে ভৈষজ্যাদির জন্য কাহারও নিকট যাচ্ছেশীল হইবেন না বা বীচতা বীর্য করিবেন না। ইহা সিংহের চতুর্থ গুণ। পুনরায় সিংহ পাটি পাটি ক্রমে ভক্ষণ করে, যেই
স্থানে পতিত হয়, তথায়ই যত প্রয়োজন ভক্ষণ করিয়া থাকে। শ্রেষ্ঠ মাংস বাছিয়া বাছিয়া ভক্ষণ করে না, এইরূপ যোগী পার্থ পার্থ অনুমানী চালিবো, কুল বাছিতে যাইবেন না, পূর্ব গুহ ত্যাগ করিয়া অন্য গুহে উপস্থিত হইবেন না। ভেজনেও ভাল মন্দ বাছিবেন না, যেই স্থানে গ্রাস গ্রহণ করে, সেই স্থানে শরীর রক্ষণ উপযোগী ভোজন করিবেন। শ্রেষ্ঠ ভোজন বাছিয়া ভোজন করিবেন না। ইহা সিংহের পঞ্চম গুণ। পুনঃ সিংহ জমা রাখিয়া ভোজন করে না, একবার কোন বস্তু খাইয়া, পুনঃ তথায় গমন করে না। এইরূপ যোগী জমা রাখিয়া ভোজন করিবেন না অর্থাৎ সঘর্ষী হইবেন না। ইহা সিংহের ষষ্ঠ গুণ। পুনরায় সিংহ ভোজন না পাইয়া দৃঢ়ত হয় না, ভোজন পাইলেও তাহাতে লোভ-মোহ উৎপন্ন না করিয়া নিরপেক্ষত্বে ভোজন করে। এইরূপ যোগী ভোজন না পাইয়া দৃঢ়ত বা বাঁধিত হইবেন না, ভোজন পাইলেও তাহাতে লোভ-মোহ উৎপন্ন না করিয়া নিরপেক্ষত্বে ভোজনের দোষ ও সেই আহারে বিমুক্তি-জ্ঞান লাভ হইবে ভাবিয়া পরিভাগ করিবেন। ইহা সিংহের সপ্তম গুণ। তাই ভগবান সংযুক্ত নিকাযে স্বন্ত মহাকাশ্যপের গুণ কীৰ্ত্তনে বলিয়াছেন—“ভিক্ষুণগণ, এই কাশ্যপ এত সম্ভো যে, সে যথালক্ষা পিঘ্রে, ধর্মং লঙ্কা পিঘ্রে প্রশস্ত পাইলেও কুঞ্জহিত হয় না। পিঙ্গ পাইলেও লোভ-মোহ উৎপন্ন না করিয়া নিরপেক্ষত্বে দোষদণ্ডী ও বিমুক্তি-জ্ঞান লাভ কারণে পরিভাগ করিয়া থাকে।”

চক্রবক্ষের তিন গুণ

ভদ্রে, চক্রবক্ষের তিন গুণ কি মহারাজ, চক্রবক্ষ, যে পর্যন্ত জীবন দেহে থাকে, তাহে শ্রী ত্যাগ করে না, এইরূপ যোগী আজীবন চিত্রে একোতা ত্যাগ করিবেন না। ইহা চক্রবক্ষের প্রথম গুণ। পুনরায় চক্রবক্ষ শৈবাল-পানা ভক্ষণ করে, তাই সে যথালক্ষা বস্তুতে সম্ভো থাকে, সেই সম্ভোবলে তাহার বর্ণ ক্ষয় হয় না। এইরূপ যোগীর যথালক্ষা বস্তুতে সম্ভো থাকার দরকার, মহারাজ, যথালক্ষা সম্ভো যোগী শীল ভূষ্য হয় না, সমাধি-প্রজা-বিমুক্তি-বিমুক্তি-দর্শনে পরিহীন হয় না। এমন কি সম্ভো কুঞ্জল ধর্মে পরিহীন হয় না। ইহা চক্রবক্ষের দ্বিতীয় গুণ। পুনরায় চক্রবক্ষ কোন প্রাণীকে পীড়া প্রদান করে না, এইরূপ যোগী দণ্ড-অক্ত ত্যাগ করিবেন,
সর্ব্যাগ্রীর প্রতি দয়া প্রদর্শন করিবেন। ইহা চক্রবাকের তৃতীয় গুণ। তাই ভগবান চক্রবাক জাতকে বলিয়াছেন:—

হত্যা ঘাত পরাজয় অনিষ্ট কামনা,
যেই জন নাহি করে সদা হিত মনা;
সকল প্রাণীর প্রতি অহিংসক জন,
সংসারে তাহার শক্র না থাকে কখন।

দীর্ঘ চক্রুর দুই গুণ

ভদ্রে, দীর্ঘ চক্রুর পক্ষীর দুই গুণ কি? মহারাজ, দীর্ঘ চক্রু বীয় পতির প্রতি ঈর্ষা করিয়া শাবক গোপন করে না, এইরূপ যোগী বীয় চিত্তে ক্রেশ জাত হইলে ঈর্ষা করিবেন না, স্মৃতি-প্রত্যাহারা সংযোগ চিত্তে ক্রেশকে নিক্ষেপ করিয়া মনোদ্বারে কায়গতা-মৃত্তিকে ভাবনা করিবেন। পুনরায় দীর্ঘ-চক্রু বনে সারাদিন আহারার্থ বিচরণ করিয়া সায়ংকালে পক্ষিগণের সহিত আত্মার্কার জন্য চলিয়া আসে। এইরূপ যোগী একানে বিবিক সেবন করিবেন, যাহাতে সংযোজন হইতে মুক্তি লাভ করেন। যদি তথায় রতিলাভ অসম্ভব হয়, উপবাস ভয় হইতে মুক্তির জন্য সংক্ষেপের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদের রক্ষায় বাস করা উচিত। ইহা দীর্ঘ চক্রুর দ্বিতীয় গুণ। তাই সহস্রণ মহাবৃক্ষা ভগবানের নিকট বলিয়াছেন:—

নির্জন শয়নানন্দ করিবে সেবন,
সংযোজন মুক্তি তরে কর বিচরণ।
যদি রতি সেই স্থানে লাভ নাহি হয়,
সংক্ষেপ রক্ষায় বাস করিবে নিশ্চয়।

গৃহ-কপোতের এক গুণ

ভদ্রে, গৃহ-কপোতের এক গুণ কি? মহারাজ, গৃহ-কপোত পরগৃহে বাস করিয়া, সেই গৃহের কোন ভাঙ্গণে করে না, সংজ্ঞাবুদ্ধি হইয়া মধ্যস্থভাবে বাস করে। এইরূপ যোগী পরমেশ্বরে উপস্থিত হইয়া, তথায় স্তু, পুরুষ্য, মঘ, পীঠ, বন্ধ, অলঙ্কার, উপায়, পরিভাষা ও ভোজ্যদ্বৃত্ত কোন নিমিত্ত গৃহণ করিবেন না। মধ্যস্থভাবে থাকিবেন। শ্রমণ সংজ্ঞা হদয়ে জাত্রত
রাখিবেন। ইহা গৃহ-কাপোতের একাংশ। তাই ভগবান চুলনারদ জাতকে বলিয়াছেন :-

পরকুলে পশি যোগী পান ভোজনতে।
মিতাহারী হবে, মন না দিবে রূপতে।

পেচকের দুই গুণ

ভতে, পেচকের দুই গুণ কি? মহারাজ, পেচক কাকের শক্তি, সে রাত্রিতে কাক-সঙ্গের মধ্যে গমন করিয়া কাকদিগকে হত্যা করে, এইরূপ যোগী অজানন্তার প্রতি-বিরুদ্ধতা আচ্ছাদন করিবেন, একাকি নির্জনে বসিয়া অজানন্তাকে মর্দন করিবেন ও মূলে উঠেছে করিবেন। ইহা পেচকের প্রথম গুণ। পুনরায় পেচক সর্বসা নির্জনে থাকিতে ভালবাসে। এইরূপ যোগী বিবেকারমে নিত্য বাস করিবেন। ইহা পেচকের দ্বিতীয় গুণ। তাই ভগবান সংযুক্ত নিকায়ে বলিয়াছেন :-

“ভিক্ষুগণ, বিবেকারমে ভিক্ষু ইহা দুঃখ, ইহা দুঃখ সমুদয়, ইহা দুঃখ নিরোধ ও ইহা দুঃখ নিরোধ-গামিনী প্রতিপদা বলিয়া যথাযোগ্য জানিয়া থাকে।”

শতপত্রের এক গুণ

ভতে, শতপত্রের এক গুণ কি? মহারাজ, শতপত্র প্রথমে শব্দভার অথবা নিরাপদ বা ভয় জ্ঞাপন করিয়া থাকে। এইরূপ যোগী অথবা ধর্ম ব্যাখ্যা সময়ে বিনিমিতকে ভয়োপে ও নির্বাণকে নিরাপদরূপে দেখাইবেন। ইহা শতপত্রের এক গুণ। তাই পিণ্ডো ভারতাণ শুরি বলিয়াছেন :-

নিরাময়ে দেখাও ভয়, নির্বাতে বিপুল সুখ,
উভয়ে দেখাও যোগী কিবা সুখ কিবা দুঃখ।

বাদুরের দুই গুণ

ভতে, বাদুরের দুই গুণ কি? মহারাজ, বাদুর গৃহে প্রবেশপূর্বক বিচরণ করিয়া বাহির হইয়া যায়, তথায় আসত থাকে না, এইরূপ যোগী গ্রামে পিণ্ডো প্রবেশ করিয়া পাটি পাটি বিচরণপূর্বক যাহা পায় তাহা লইয়া শীঘ্র।
বাহির হইয়া যান। তথায় জড়িত হইয়া থাকেন না, ইহা বাদুরের প্রথম গুণ। পুনরায় বাদুর পরগুহে বাস করিলেও তাহাদের পরিস্থিতি করে না, এইরূপ যোগী গৃহীকুলে উপস্থিত হইয়া অতিশয় যাচাই করিবেন না, বিজ্ঞাপিত কায়-দোষ বহুল হইবেন না, অতিরিক্ত কথা বলিবেন না। সুখ-দুঃখের সমস্তা দেখাইবেন না। গৃহীদের অনুমান উৎপাদন করিবেন না। তাহাদের মূল কর্মের ক্ষতি করিবেন না। সর্বদা তাহাদের শ্রীবৃদ্ধিই ইচ্ছা করিবেন। ইহা বাদুরের দ্বিতীয় গুণ। তাই ভগবান দীর্ঘ নিকায়ে লক্ষণ সূত্রে বলিয়াছেন:–

শ্রদ্ধা, শীল, ক্রুতি, জ্ঞান শ্রীবৃদ্ধির তরে,  
ত্যাগে ধর্মে বহুবিধ সাধু অনুষ্ঠানে,  
ধন-ধান্য ক্ষেত্র বক্ত পুঠার সহ  
চতুর্পদ জন্ম আর জাতি মিত্র বদ্ধ,  
বলে বর্ণে সুখে সবি ইহ পর্যায়ে  
অনিদ্র্য যাহাতে নয় তাহই ইচ্ছবে,  
সমৃদ্ধি অন্তঃ তরে করিবে প্রচেষ্টা।

জলৌকার এক গুণ

ভবত, জলৌকার এক গুণ কি? মহারাজ, জলৌকা মেথানে লাগিয়া যায়,  
সেখানে দৃঢ়ভাবে লাগিয়া রক্ত পান করে, এইরূপ যোগী যেই ‘আরম্ভণ’  
মনোনিবেশ করিবেন, সেই আরম্ভণকে বর্ণ-আকৃতি-দিক-স্থান-পরিচাছ-ধ 
চিহ্ন ও নিমিত্ত যোগে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া অমিশ, বিমূর্ত রস পান 
করিবেন। ইহা জলৌকার এক গুণ। তাই অনুরূপ স্বর্বর বলিয়াছেন:–

পরিষ্ঠা চিত্ত যোগে আরম্ভণে হয়ে প্রতিষ্ঠিত,  
সে চিত্ত করিবে পান, বিমূর্তি রস অমিশ।

সর্পের তিন গুণ

ভবত, সর্পের তিনগুণ কি? মহারাজ, সর্প বুকের উপর ভার করিয়া চলে,  
এইরূপ যোগী প্রজার উপর ভার করিয়া চলিবেন। মহারাজ, প্রজার উপর 
ভার করিয়া চালিলে, যোগীর চিত্ত ন্যায়ে বিচরণ করে, বিরুপ লক্ষণ বর্জন 
করে, স্বরূপ লক্ষণ ভাবনা করে। ইহা সর্পের প্রথম গুণ। পুনরায় সর্প
বিচরণকালে উষ্ণ হইতে দূরে থাকিয়া বিচরণ করে, এইরূপ যোগী দুষ্টতর পরিবর্জন করিয়া বিচরণ করিবেন। ইহা সর্বের দ্বিতীয় গুণ।

পুনরায় সর্প মনুষ্যদিগকে দেখিয়া অনুভূত হয়, শোক করে ও চিন্তায়ুক্ত হয়। এইরূপ যোগী কুর্বিতকে বিতর্কিত হইয়া অর্থে উৎপাদনপূর্বক অনুভূত হওয়া উচিত। তাহার শোক করা ও চিন্তা করা উচিত যে—“সারাদিন প্রমত্তভাবে আমার দিন অতিবাহিত হইয়াছে, পুনঃ এই দিন পাইতে পারিব না।” ইহা সর্বের তৃতীয় গুণ। তাই ভগবান ভদ্রাটিয় জাতকে দুইজন কিন্নরকে উপলক্ষ করিয়া বলিয়াছেন :-

হে ব্যাধ যে রাত্রি আমি ভিন্নাসা করি,
অনিচ্ছা পরম্পরে যথাযথ স্মরি;
সেই রাত্রি অনুভূতে করিয়া ক্ষেপণ,
না পাইব সেই রাত্রি আবার কখন।

অজগরের এক গুণ

ভতে, অজগরের একগুণ কি? মহারাজ, অজগরের শরীর অতি মহৎ।
সে বহুদিনক উনাদরের থাকে, উদরপূর্ণ আহার পায় না, সর্বদা অপরিপূর্ণ
থাকে, কোন প্রকারে শরীর রক্ষা করিয়া থাকে। এইরূপ তিক্ষাচর্বরত, পরিপূর্ণ উপগত, পর্যন্ত বসন্ত প্রত্যাশী, বেছা গ্রহণে বিরত যোগীর উদর পূর্ণ আহার দূরলভ। হিতকামী কুলপুত্র চারি পাঁচ গ্রাস ভাল কম ভোজন করিয়া অবশ্যিতং জলাবরা উদর পূর্ণ করেন, ইহা অজগরের এক্তুণ।
তাই ধর্মসত্যাপতি সারাপূর্ণ স্বস্ব বলিয়াছেন :-

মহাভোগে অভায় হবে না, আর শুক্ত পরিবর্জন করি,
উনাদর তিফ্ফু মিতাহারী বিচরণ কর ধর্ম স্মরি।
চারি কিংবা পাঁচ গ্রাস না ভুজ্জিয়া পূরাবে জলেতে,
নিবর্ণ-গত-গ্রাণ তিফ্ফু তাহে বিহরে সুখেতে।

পঞ্চম ধর্ম

পাল্ল্য মাক্কুন্দার এক গুণ

ভতে, পাল্ল্য মাক্কুন্দার একগুণ কি? মহারাজ, পাল্ল্য মাক্কুন্দা পথের
উপরে বিচারের জল পাতিয়া রাখে, যদি তাহাতে কৃমি, মক্ষিকা, পতঙ্গ
লাগে, তাহাকে ধরিয়া ভক্ষণ করে। এইরূপ যোগী চক্ষু প্রভৃতি হয়দ্বারে স্মৃতি-প্রস্তানরূপ জল বিতান পাতিয়া যদি তথায় ক্রপ মক্ষিকা বদ্ধ হয়, তৎক্ষণাৎ তাহাকে হত্যা করিবেন। ইহা পাণ্ডু মাকড়সার একগুণ। তাই অনুরূপ স্বরির বলিয়াছেন :-

ষড়বিধ দ্বারে রাখ স্মৃতি-বা গুরা-বিতান,
যদি লাগে ক্রপ হত্যা কর সাধক বীমান।

স্তন্যপায়ী শিশুর এক গুণ

ভবতে, স্তন্যপায়ী শিশুর এক গুণ কি? মহারাজ, স্তন্যপায়ী শিশু নিজের হিতার্থ লাগিয়াই থাকে এবং ক্ষীরের জন্য রোদন করিয়া থাকে, এইরূপ যোগী সদর্থে লাগিয়া থাকিবেন; পালি আরুতিত, অর্থবোধ, প্রশ্ন, সম্প্রযোগ, প্রবেশ, গুরু সংবাস, কল্যাণিতে সেবনে সমস্ত ধর্ম-জানান্তর্জনে লাগিয়া থাকিবেন। স্তন্যপায়ী বালকের এই এক গুণ। তাই ভগবান দীর্ঘ নিকায় পরিনির্বাণ সূত্রে বলিয়াছেন :– “আনন্দ, তোমরা সদর্থ (নির্বাণ) লাভের চেষ্টা কর, অনুযুক্ত হও, অগ্রমণ্ড, বীর-সম্পন্ন ও নির্বাণ প্রবণ চিত্তে বাস কর।”

চিদঘর কুর্মের এক গুণ

ভবতে, চিদঘর কুর্মের একগুণ কি? মহারাজ, চিদঘর কুর্ম জল ভয়ে জল ত্যাগ করিয়া বিচ্যুতি করে, সেই জল ত্যাগের দর্শন তাহার আউর পরীক্ষা হয় না। এই প্রকার যোগী প্রামাণ্য ভয়বশতি হইবেন, অপ্রামাণ্য গুণ দর্শন করিবেন। সেই ভয় দর্শনে শ্রমণ্যের পরীক্ষা হয় না, রবং নির্বাণের নিকটে উপস্থিত হইতে থাকেন। চিদঘর কুর্মের এই একগুণ। তাই ভগবান ধর্মপ্রণদেব বলিয়াছেন :–

অপ্রামাণ্যত ভক্ষু প্রমাণে করিন ভয়,
নাহি হয় পরীক্ষা নির্বাণ সমীপে রয়।

বনের পাঁচ গুণ

ভবতে, বনের পাঁচ গুণ কি? মহারাজ, বন অগ্রচ-জনকে আচ্ছাদন করে, এইরূপ যোগী প্রাপ্ত স্পৃহিত অপরাধকে আচ্ছাদন করিবেন, দোষকে
খুলিয়া বলিবেন না। ইহা বনের প্রথম গুণ। পুনরায় বন একেবারে জল শূন্য, এইরূপ যোগী কামরাগ, দেশ-মোহ মান-দৃষ্টি-জাল ও সমস্ত ক্রেত্ত শূন্য হইবেন। ইহা বনের দ্বিতীয় গুণ। পুনরায় বন বিবিধ ও জনতাবিবিরহিত এইরূপ যোগী পাপ অকুশল ধর্ম হইতে বিবিধ থাকিবেন। ইহা বনের তৃতীয় গুণ। পুনরায় বন শাস্ত পরিশুদ্ধ, এইরূপ যোগী শাস্ত পরিশুদ্ধ হইবেন। মান-মৃকবীহীন হইবেন। ইহা বনের চতুর্থ গুণ। পুনরায় বন আর্যজন সেবিত, এইরূপ যোগী আর্যজন-সেবিত হইবেন। ইহা বনের পঞ্চম গুণ। তাই ভগবান সংযুক্ত নিকায়ে বলিয়াছেন :-

প্রবিবিধ, আর্য, ধানী, যাহাদের প্রাণ মোক্ষগত, হেন বুধ সনে বাস কর যাঁরা উদোগী নিয়ত।

**বৃষ্কের তিন গুণ**

ভদ্রে, বৃষ্কের তিন গুণ কি? মহারাজ, বৃষ্ক মাত্রই পুষ্প-ফলধর, এইরূপ যোগী বিমুল্ক পুষ্প ও শ্রামণ্য ফল ধারণ করিবেন। ইহা বৃষ্কের প্রথম গুণ। পুনরায় বৃষ্ক সমগ্র জনগণকে ছায়াদান করে, এইরূপ যোগী সমগ্র জন-সঙ্গে আমিশ-সঙ্গে ও ধর্ম সঙ্গে উপদেশ দিবেন। ইহা বৃষ্কের দ্বিতীয় গুণ। পুনরায় বৃষ্ক ছায়া দান করিতে ভেদ-জ্ঞান আনে না, এইরূপ যোগী চোর বধক ও শত্রুর প্রতি আত্ম-সম মৈত্রি ভাবনা করিয়া থাকেন। কি প্রকারে সত্যগণ, শক্তি শূন্য হইবে, ব্যাপার শূন্য ও নির্দেশব্যাপার হইবে এবং নিজেকে সুখে রক্ষা করিবে, ইহা বৃষ্কের তৃতীয় গুণ। তাই ধর্ম সনাপতি সারাপুত্ত স্বপ্নে বলিয়াছেন :-

হত্যাকারী দেবদত্ত ঘাতক অঙ্গুলিমালা, ধনপাল রাহুলের প্রতি, ইত্যাদি বিশেষ নাই, সর্বত্র সমান দয়া, মুনিদের এইরূপ মত।

**মেহের পাঁচ গুণ**

ভদ্রে, মেহের পাঁচ গুণ কি? মহারাজ, মেহ উৎপন্ন রজ-রেণু উপশম করে, এইরূপ যোগী ক্রেত্ত-রজ-রেণুকে উপশম করিবেন, ইহা মেহের প্রথম গুণ। পুনরায় মেহ পৃথিবীর উষ্ণতা নির্বাপিত করে, এইরূপ যোগী মৈত্রী ভাবনাধীন সদেব লোককে নির্বাপিত করেন। ইহা মেহের দ্বিতীয় গুণ। পুনরায় মেহ সমস্ত বীজ অনুষ্ঠিত করে, এই প্রকার যোগী সর্ব সতুঃগণের
মণিরমণ্ডলের তিন গুণ

তবে, মণিরমণ্ডলের তিন গুণ কি? মহারাজ, মণিমণ্ডল অতিশয় পরিশোধ। এইরূপ যোগী অতিশয় পরিশোধ জীবনায়াপান করিবেন। ইহা মণিরমণ্ডলের প্রথম গুণ। পুনরায় মণিরমণ্ডল কিছুই সহিত মিশ্রিত হয় না, এইরূপ যোগী পাপী ও পাপীরসহায় সহিত মিশিবেন না। ইহ মণিরমণ্ডলের দ্বিতীয় গুণ। পুনরায় মণিরমণ্ডল সমাজীয় রত্নের সহিত যোজিত হইয়া থাকে। এইরূপ যোগী উন্মত্ত জাতির সহিত বাস করিবেন। মার্গফল লাভ করিতে যতনশীল এবং প্রাতাপন সক্রীয় অনাগামী অধীন-বিশিষ্ট যোগীকৃতি-শ্রমণ মণিরমণ্ডলের সহিত বাস করিবেন। ইহা মণিরমণ্ডলের তৃতীয় গুণ। তাই ভগবান সুত্ত নিপাতে বলিয়াছেন:-

বিশুদ্ধ বিশুদ্ধ সনে কর বাস হয়ে স্মৃতিমান,
হইয়া একতাবদ্ধ কর বুধ দুঃখ অবসান।

মাগবিকের চারি গুণ

তবে, মৃগায়াকারীর চারি গুণ কি? মহারাজ, মৃগায়াকারী (মাগবিক) মিদ্ধ স্বভাব ত্যাগ করে, সেইরূপ যোগী মিদ্ধ স্বভাব ত্যাগ করিবেন। ইহা মাগবিকের প্রথম গুণ। পুনরায় মাগবিক মৃগের প্রতিই চিন্তা উপনিবেদন
করিয়া থাকে। এইরূপ যোগী আরম্ভে চিঠ্ড় উপনিবসন করিবেন। ইহা মাগবিকের দ্বিতীয় গুন। পুনরায় মাগবিক কাব্যের একটি সময় জানে, এইরূপ যোগী বিবেকের একটি কাল জানিবেন। এই বিবেক অবলম্বনের কাল, এই বাহির হইবার সময়। ইহা মাগবিকের তৃতীয় গুন। পুনরায় মাগবিক মূৰ্ত্তি দেখিয়া আনন্দ উৎপাদন করিয়া থাকে, এইটি পাইব। এইরূপ যোগী আরম্ভে রমিত হইবেন ও হর্ষেৃৎপদন করিবেন, নিশ্চয় মার্গফলাদির বিশেষত লাভ করব। ইহা মাগবিকের চতুর্থ গুন। তাই মোহরাজ স্বরির বলিয়াছেন:—

নির্বাণ প্রবে ভিক্ষু লভিয়াই ‘আরম্ভণ’
মার্গফল লাভ তরে হর্ষ করে উৎপাদন।

বড়শীকের দুই গুন

ভত্তে, বড়শীকের দুই গুন কি? মহারাজ, বড়শীক, বড়শীদ্বারা মৎস্য তুলিয়া থাকে। এইরূপ যোগী, জানরূপ বড়শীদ্বারা উত্তরাস্তর শ্রামণ্য ফল তুলিয়া থাকেন। ইহা বড়শীকের প্রথম গুন। পুনরায় বড়শীক অল্পমাত্র বধ করিয়া বিপুল লাভ করিয়া থাকে। এইরূপ যোগী অল্পমাত্র লোকামিষ ত্যাগ করিবেন। তাহা হইলে তিনি বিপুল শ্রামণ্য ফল লাভ করিতে পারিবেন। ইহা বড়শীকের দ্বিতীয় গুন। তাই রাহুল স্বরির বলিয়াছেন,

নিরত হইয়া শুন্যতায়, অনিমিত অগ্রিমমিত মোক্ষ ভাবনায়
লোকামিষ করিয়া বজন-লাভ কর চারিফল মোর অভিজ্ঞতায়।

সূত্রধরের দুইগুণ

ভত্তে, সূত্রধরের দুইগুণ কি? মহারাজ, সূত্রধর কাল সূত্রার চিহ্ন অনুযায়ী বৃক্ষ তক্ষণ করে। এইরূপ যোগী জিন-শাসনরূপ চিহ্ন অনুযায়ী শীল পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হইত শ্রদ্ধাহস্তে প্রজাবাসী লহীয়া ক্রমশমূহ তক্ষণ করিবেন। ইহা সূত্রধরের প্রথম গুন। পুনরায় সূত্রধর বঙ্গল ত্যাগ করিয়া সার প্রহ করিয়া থাকে। এইরূপ যোগী শাহী উদ্দিদ, সেই জীব সেই শীর্ষ, অন্য জীব অন্য শীর্ষ, তাহাও উত্তম, অন্যাও উত্তম, অকৃত, অভিয, অপুরাক্ষকার, অগ্নিকার্য্য বাস, সত্ত্ব বিনাশ, নবদৃষ্ট প্রাণার্থ, সংকার শাক্ততায়, যে করে সে অনুভব করে, অন্যে করে অন্য অনুভব করে,
কর্মফলদশী ও ক্রিয়া-ফলদশী, এই প্রকার ও অন্যান্য প্রকার বিবাদ পথ অপনীত করিয়া সংকারসমূহের স্বভাব, পরম শূন্যতা, নিরীহ নিজীবতা, অত্যন্ত শূন্যতা গ্রহণ করিবেন। ইহা সূত্রধরের দ্বিতীয় গুণ। তাই ভগবান সুতুনিপাতে বলিয়াছেন :-

করণের করহ বাহির, দুষ্ট্মলা কর পরিহার,  দুষ্ট তুষ উভাইয়া দাও, অশ্রমণ শ্রমণ মানীকে,  পাপ ইচ্ছা ধ্রংস করি’ পাপাচার রাখিয়া দূরেতে  শূন্য শূন্যসহ হাস কর স্মৃতি রাখি শূন্য চিতে।

ষষ্ঠ বর্ণ

কুঞ্জের এক গুণ

ভবে, কুঞ্জের এক গুণ কি? মহারাজ, কুঞ্জ পরিপূর্ণ হইলে শব্দ করে না। এইরূপ যোগী শাসব্রজানে, মার্গজানে ও প্রাণমণ্যফলে পারমিতা প্রাপ্ত হইলে শব্দ করিবেন না। কিছুতেই মান করিবেন না, দর্প দেখাইবেন না, মান- দর্পহীন হইবেন, রাজ, অমুখর ও উচ্চারাহীন হইবেন। এইটি কুঞ্জের একগুণ। তাই ভগবান সুতুনিপাতে বলিয়াছেন :-

উন যাহা তাই শব্দ করে, পূর্ণ থাকে সদাই প্রশাস মূৰ্ত্ত উন কুঞ্জের সমান, পূৰ্ণ হৃদ সমান পণ্ডিত।

কলহচের দুইগুণ

ভবে, কলহচের দুইগুণ কি? মহারাজ, কলহচ নিদ্রিতাবস্থায়ও বহন করে, এইরূপ যোগী মানীকে সজ্জানে অভিনিবেশ-সহকারে সংযোগ করিয়া বহন করিয়া। ইহা কলহচের প্রথম গুণ। পুনরায় কলহচ জাল একবার পান করিলে আর বমন করে না, এইরূপ যোগীর একবার মাত্র প্রসাদ উৎপন্ন হইলে, তিনি পুনঃ বমন করিবেন না, উদার সেই ভগবান সমস্ত বহন ধর্ম সুচারূরপে আথাত, সঞ্চ সুপ্রতিপন্ন। রূপ-বেদনা- সংজ্ঞা-সংস্কার-বিজ্ঞান অনিতা। যেই জান একবার উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা পুনঃ বমন করিবেন না। ইহা কলহচের দ্বিতীয় গুণ। তাই ভগবান বলিয়াছেন :-

---
ছন্দে ছন্দে তিন গুণ কি? মহারাজ, ছন্দ মন্দকের উপর থাকে, এইস্তে যোগী ক্রেতের মাধ্যম উপর বিচরণ করিবেন। ইহা ছন্দের প্রথম গুণ। পুনরায় ছন্দ মন্দকের উপরে স্থিত থাকে, এইস্তে যোগী জানার রূপে স্থিত থাকিবেন। ইহা ছন্দের দ্বিতীয় গুণ। পুনরায় ছন্দ বায়ু-রূদ্র-মেঘ বৃষ্টি নিবারণ করে, এইস্তে যোগী নানাবিধ দৃষ্টি, বহু শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের মত রূপ বায়ু, অগ্নি-সত্ত্ব ক্রশ দৃষ্টি নিবারণ করিবেন। ইহা ছন্দের তৃতীয় গুণ।

তাই ধৰ্মসনাতনি সারীপুত্ত স্ববির বলিয়াছেন:-

যোগী বিপুল ছন্দ স্থির, ছিদ্রহীন যাহা
বায়ু-রূদ্র মেঘ বৃষ্টি নিবারণ করে তাহা,
গুচ্ছ শীল-ছত্রধারী তথা বুদ্ধের নন্দন
ক্রশ-বৃষ্টি ত্রিভূজাঙ্গি করে থাকে নিবারণ।

ক্ষেত্রের তিন গুণ

ভত্তি, ক্ষেত্রের তিন গুণ কি? মহারাজ, ক্ষেত্র যোগী মাতৃকাযুক্ত হয়, এইস্তে যোগী সুচরিত বৃত-প্রতিবৃত মাতৃকাযুক্ত হইবেন। ইহা ক্ষেত্রের প্রথম গুণ। পুনরায় ক্ষেত্রের চারিদিকে বাঁধ থাকে, সেই বাঁধের দরুন জল রক্ষা করিয়া ধানের পক্ষে সাহায্য করা হয়। এইস্তে যোগী শ্রমণ্য ক্ষেত্রে শীল ও লজ্জার বাঁধ দিবেন, সেই শীল-লজ্জার বাঁধে শ্রমণ্য ক্ষেত্র রক্ষা করিয়া চারি শ্রমণ্য ফলগ্রহণ করিবেন। ইহা ক্ষেত্রের দ্বিতীয় গুণ। পুনরায় ক্ষেত্র যদি উঁচু হয়, তাহা হইলে অল্পমাত্র বীজ বপিত হইলে বহু ফল প্রদান করত কৃষকের হর্ষোপাধ্যায় করিতে সমর্থ হয়। এইস্তে যোগী উঁচুর ক্ষেত্র তুল্য হইবেন এবং বিপুল ফল দান করিয়া দায়করণের হর্ষোপাধ্যায় করিবেন। অল্পমাত্র দানে বহু ফল হয়, বহু দান করিলে বহুতর ফল হয়। ইহা ক্ষেত্রের তৃতীয় গুণ। তাই বিনয়ধর উপালি স্ববির বলিয়াছেন :-
ক্ষেত্র তুল্য হবে যোগীবর, বিপুল উর্বর নিয়ত,
যিনি দেন সুবিপুল ফল, ক্ষেত্র শ্রেষ্ঠ তিনি অভিহিত।

অগদের দুই গুণ

ভবতে, অগদের দুই গুণ কি? মহারাজ, অগদে কৃষ্ণসমুহ থাকিতে পারে না। এই প্রকার যোগী চিত্তে ক্রেশ বা তৃষ্ণা থাকিতে দিবেন না। ইহা অগদের প্রথম গুণ। পুনরায় অগদ দষ্ট, স্পৃষ্ট, দৃষ্ট, ভক্ষিত, গীত, খাদিত, স্বাদিত সমস্ত বিষ বিবাদ করিয়া থাকে। এই প্রকার যোগী কামরাগ, দেহ, মোহ, মান, দৃষ্টিরূপ বিষ সমস্ত বিবধ করিবেন। ইহা অগদের দ্বিতীয় গুণ।

সংক্রান্ত স্বতান্ত ধর্ম দর্শন তরে যোগীজন,

হইবে অগদ তুল্য ক্রেশ-বিষ করি বিবাদ।

ভোজনের তিন গুণ

ভবতে, ভোজনের তিন গুণ কি? মহারাজ, ভোজন সর্ত্তাণের একমাত্র অষ্ঠায়ির রূপ, এই প্রকার যোগী সর্ত্তাণের মার্গিত লাভার্থ অষ্ঠায়ির রূপ হইবেন। ইহা ভোজনের প্রথম গুণ। পুনরায় ভোজন সর্ত্তাণের বল বৃদ্ধি করে, এই প্রকার যোগী সর্ত্তাণের পুণ্য বৃদ্ধি করিবেন। ইহা ভোজনের

দ্বিতীয় গুণ। পুনরায় ভোজন সর্ত্তাণের একমাত্র প্রার্থী বস্ত। এই প্রকার যোগী সমস্ত লোকবাসীর প্রার্থনীয় হইবেন। ইহা ভোজনের তৃতীয় গুণ।

তাই মহামোগ্গুল্লায়ন স্বত্ব বলিয়াছেন:–

সংযম নিয়মে আর শীল প্রতিপত্তি আদি গুণে,

প্রার্থনীয় হবে যোগী কাম রূপ অরুপ ভূবনে।

ধানুকীর চারি গুণ

ভবতে, ধানুকীর চারি গুণ কি? মহারাজ, ধানুকী শরপাট সময়ে উভয়পদ

পৃথিবীতে দৃষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত করে, জানু বিকল করে না, শরকলাপ

কটির সঙ্গিনী হৃদয় হতে, শরির সুদৃঢ় হতে, দুই হস্ত সঙ্গিনী

আরোপিত করে, মুখ নিস্পৃহ করে, অঙ্গুলি ঠিকভাবে রাখে, গীর্দারী

করে, চফ্ক, মুখ বদ্ধ করে, নিমিত্ত ঘাস করে, বিদ্ধ করিবার কামনায় উৎফুল্ল

হয়, এই প্রকার যোগী শীল পৃথিবীতে বীর-চরণ প্রতিষ্ঠাপন করিবেন,
ঞ্জাতিজীবিতার বিকল্পা করিবেন না, সংখ্যমে চিন্তা স্থাপন করিবেন, সংখ্যম নিয়মে দেহ রক্ষা করিবেন, ইচ্ছা মূঢ়কে নির্দীপ্ত করিবেন, চিন্তা নিয়ত জানাতিনিবেশ অনন্য করিবেন, বীর্য ধারণ করিবেন, ছয়বার বদ্ধ করিবেন, সম্মুখ উপাধিয় করিবেন, জানাতীর্থ দ্বারা সমস্ত ক্রেতা কবেশ করিব বলিয়া হর্ষের উৎপাদন করিবেন। ইহা ধানুকীর প্রথম গুণ। পুনরায় ধানুকী আদ্ধক (দুইটি চিবাইবার শলাকা যেখান) রাখিবেন, বক্ত-কুটিল তীরকে সোজা করিবার জন্য। এই প্রকার যোগী এই দেহে বক্ত-কুটিল, চিন্তাকে সোজা করিবার জন্য সম্মূহ-প্রভালুপ ‘আদ্ধক’ ধারণ করিবেন। ইহা ধানুকীর দ্বিতীয় গুণ। পুনরায় ধানুকী লক্ষ্য স্থির করে, এই প্রকার যোগী এই দেহে অনিষ্ট-দূর্কেন্দ্র-অরাত্র লোম-গও-শল্য-যাধব, বিখ্যাত, উপপ্রব, ভয়, উপসর্গ, সচল, প্রভূতা, অপরাধ, অংশ্রুণ, আলেঙ্গ, অশ্রুণ, অশ্রুণীভূত, রিক্ত, শূন্য, দোষ, অসার, পাপমূল, বধক, সার, অগ্নি, জন্মধ্যম, জরাধর্ম, বায়ুধর্ম, মরণধর্ম, শোকধর্ম, পরিদৃশণগত-ধর্ম, উপায়াসগত, সংক্রেশ-ধর্ম প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য করিবেন। এই প্রকারে মহারাজ, যোগী কাজার মধ্যে এইরূপের প্রতি লক্ষ্য করিবেন। ইহো ধানুকীর তৃতীয় গুণ। পুনরায় ধানুকী সায়-প্রাতে লক্ষ্য করে, এই প্রকার যোগী সায়-প্রাতঃ আরম্ভের’ প্রতি লক্ষ্য করিবেন। ইহো ধানুকীর চতুর্থ গুণ। তাই মহারাজ, ধর্মেনামেরতি সারীপুত্র স্তব্ধবি বলিয়াছেন:

সায়ঃ প্রাতঃ ধানুকীরা লক্ষ্য স্থির রাখে সদা,
লক্ষ্য বাদ নাহি দিয়া বেতন লভয়ে তদা।
কায়ামৃতি ভাবি তথা, যথা আছে বুদ্ধ-সুত,
না দিয়া ভাবনা বাদ ফল লভে অরহত্ত।

রাজার চারিকৃষ্ণ*

উপমা কথা-প্রশ্ন সমাপ্ত।

**********

*রাজার গুণ হইতে সমরের গুণ পর্য্যন্ত৩৮টি উপমার কথা মূল গ্রহে নাই। কি কারণে ৩৮টি উপমা বাদ পড়িয়াছে, তাহা জানা যায় না।
উপসংহার

এই যাত্রায় কাঙ্গে দ্বারিখণ্ড বর্গ প্রতিপন্ন ও ২৬২টি প্রশ্ন এই পুস্তকে আগত। অনাগত ৪২টি প্রশ্ন এই পুস্তকে গৃহীত। আগত-অনাগত সমস্ত প্রশ্ন সমগুলি ৩০৪টি। এই সমস্ত মিলিন্ড-প্রশ্ন নামে কথিত হয়।

মিলিন্ডরাজ ও নাগসেন স্বীকারের প্রশ্নের আবাদনে ৮৪ লক্ষ যোজন গভীর মহাগুণবিক জলের চরম সীমা পর্যন্ত হয়তাপে কমিত হইয়াছিল। বিদ্যালীত্ব নিঃসৃতঃ হইয়াছিল। দেবগণ পুথিপ্রষ্ঠ করিয়াছিলেন, মহাব্যক্তি সার্কুদ দিয়াছিলেন। মহাসমূহ কৃত্তিচে মেঘ নিয়োগ তুল্য মহাশাম হইয়াছিল, সপ্তরিণ রাজা মিলিন্ড শিরে অঙ্গলি স্থাপনপূর্বক বন্দনা করিয়াছিলেন।

প্রথমটি অথবা সুপরিচিত-মান-হদয় মিলিন্ডরাজ বুদ্ধ-শাসনে সারমতি হইলেন, রত্নব্রতী নিঃসন্ধেহ হইয়া স্বীকারের শুণ, প্রবর্ত্তন, প্রতিপন্ন ও ইর্ষাপথে অভিষিক্ত প্রসন্ন, বিবেদ্ধ, নিরালয়, নিহত-মান-দুঃখ ও উদ্ধৃত-দুঃখ ভূজপ্রস্ত তুল্য হইয়া বলিলেন—সাধু সাধু ভূষণ নাগসেন, বুদ্ধসম্প্রদায় প্রশ্নের আপনি উভয় প্রদান করিলেন। এই বুদ্ধ-শাসনে ধর্ম্মোপাধ্যায়ি সরীপুত্ত স্বীকার ব্যতিত অন্য কেহ আপনার নায় প্রশ্নের প্রদান করিতে পারিবে না। ভূষণ, নাগসেন, আমার দোষ, আমার অন্যায় বা অপরাধ ক্ষমা করুন। ভূষণ, নাগসেন, আম হইতে জীবনের চরমসীমা পর্যন্ত তিরলের শরণাগত হইতেছি, আমাকে উপাসক বলিয়া ধারণা করুন।

তখন রাজা বলিয়া সহিত নাগসেন স্বীকারের সেবা করিতে লাগিলেন এবং মিলিন্ড-বিহার নির্মাণ করিয়া স্বীকারের চারি প্রত্যেক চীবর, পিঙ্গ, বাসস্বরূপ, উষ্ণ সহিত অপর্ণ করিলেন। তৎপর কোটিতে স্বীকারের ভক্তি সহিত নাগসেন স্বীকারের পরিচয়া করিতে লাগিলেন। পুনরায় স্বীকারের প্রশ্নে প্রসন্ন হইয়া পুঠি হইতে রাজতৃ সমর্পণ করতঃ আগর ত্যাগ করিয়া অনাগারে প্রবর্তনে গ্রহণপূর্বক বিদায় ভাবনার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া অরসুত্যক প্রাপ্ত হইলেন। সেই কারণে কথিত হইয়াছে :-

প্রত্যা প্রশংসিত লোকে এই ধর্মঃ-কথা

সন্ধ্য স্তম্ভের তরে হইয়াছে বর্ণিত।

প্রত্যাবলে বিমিতার করিয়া উচ্চেদ
মিলিন্দ-প্রশ্ন

শান্তি লাভ করে থাকে পণ্ডিত সুজন।
যেই ক্ষণে স্বাভ প্রজ্ঞा, সৃতির পূর্ণতা
যেথা সদা বিদ্যমান, তিনিই জগতে
পূজনীয় শ্রেষ্ঠ অতি, তিনি অনুতর;
সে কারণে সুপণ্ডিত আত্মায় হেরিয়া
প্রজ্ঞাবানে কর পূজা; যথা-চৈত্যা পূজে।

ইতি-মিলিন্দ ও নাগসেনের
প্রশ্নোত্তর প্রকরণ,
সমাপ্ত
পরিশিষ্ট

অলকমদা- বৈশ্ববন দেবরাজের রাজধানী।

উত্তর কুরু- সাধারণের এই পর্যন্ত আবিষ্কৃত ভূতাঙ্গকে জনুপ্রীপ বলে।
ইহা ব্যতীত আরও ৩টি মহাদীপ আছে, উত্তরকুরু, পূর্ব-বিদেহ ও অপর-
গোয়ান।

বুদ্ধান্তর কল্প- একবুদ্ধের পরিনির্বাণ হইতে অপর বুদ্ধের উৎপত্তি কাল
পর্যন্ত সময়কে বুদ্ধান্তর কল্প বলে।

যুগঘর- সিনের পর্বত অতি ক্ষয় কি হইয়া ৭টি পর্বত শ্রেণী উহাকে
বিদ্ধন করিয়া আছে। তন্মধ্যে সর্ব কনিষ্ঠ পর্বতটির নাম যুগঘর পর্বত।

তারিংস- সিনের পর্বতের উপরিভিত্তি, ১০ হাজার যোজন বিদ্ধত, 
দেবরাজ ইন্দ্রের রাজধানীকে তারিংস পুরী বলে। তদ্যোগত তারিংস
স্থানে নাম শত শত অকাশ বিমান বিদ্যমান আছে।

ধর্মচক্র- গ্রোতাপতি মার্গকে ধর্ম চক্র বলে, কেননা উহার দ্বারাই
সর্বপ্রথম নির্বাণ দৃষ্ট হয়।

পটিসভিদা- পটিসভিদা চারি প্রকার:-(১) অথ পটিসভিদা, (২) ধর্ম
পটিসভিদা, (৩) নিত্য পটিসভিদা ও (৪) পটিভান পটিসভিদা। নানা
অর্থে জ্ঞান-অর্থ প্রতিসভিদা, নানা ধর্মে জ্ঞান-ধর্ম প্রতিসভিদা, নানা ভাষা
ব্যাখ্যায় জ্ঞান-নিত্য প্রতিসভিদা, উক্ত জ্ঞানের অর্থ অভিজ্ঞতা
প্রতিভাগ প্রতিসভিদা।

ধর্মবোধ- একই ক্ষণে চতুর্দশত্তে জ্ঞান লাভকে ধর্মাদিত্যসময় বা
ধর্মবোধ বলে, উহাই গ্রোতাপতি মার্গ নামে অভিহিত।

পঞ্চ আনন্দীর কর্ম- মাতৃ হত্যা, পিতৃ হত্যা, অরহৎ হত্যা, বুদ্ধের
চরণ হইতে রক্তপাত ও সজ্জা-ভেদ।

পঞ্চ ইন্দ্রিয়- শর্করা, বীর্য, স্ত্রীলোক, সমাধি ও প্রকৃত এই সকল যখন
অন্যান্য ধর্মের উপর আধিপত্য করে, অধ্যাত্ম প্রাধান্যভাবে সৌরভ সহকারে
ভাবিত হয়, তখন ইন্দ্রিয়কে ইন্দ্রিয় বলে।

পঞ্চবল- ঐ পাচটি যথায় স্থির, অকষ্টি ভাব ধারণ করে, তখন
উহাদিগকে পঞ্চবল বলে।
মিলিন্দ-প্রশ্ন

সম্প বোধ্য- স্মৃতি, ধর্মবিচার, বীর্য, প্রীতি, প্রশান্তি, সমাধি ও উপেক্ষা এই সাতটির নাম সম্প বোধ্য।

চারি মার্গ- প্রোতাপতি, সূক্তদাগামী, অনাগামী ও অরহৎ মার্গ।

চারিস্মৃত্যাপ্তঃ (১) দেহের ভবাবের উপর স্মৃতি স্থাপন। (২) সুখ দুঃখাদি অনুভূতির উপর স্মৃতি স্থাপন। (৩) পাপাকান্ত বা নিপ্পাপ চিত্তের উপর স্মৃতি স্থাপন এবং (৪) কুশলাকুশল ও অপ্রকাশিত ধর্মের উপর স্মৃতি স্থাপন।

চারি সম্যক চেতা- অনুপন্ন অরুলের অনুপন্নির চেতা উৎপন্ন অকুশলের পরিতাড়ের চেতা, অনুপন্ন কুশল উৎপাদনের চেতা ও উৎপন্ন কুশলের স্তিতি ও বৃদ্ধির চেতা।

চারি আজ্ঞাপদ- ছন্দ বা ইচ্ছাশক্তির প্রাধান্যাযুক্ত আজ্ঞা, বীর্যের প্রাধান্যাযুক্ত আজ্ঞা, চিত্তে প্রাধান্যাযুক্ত করিয়া আজ্ঞা ও মীমাংসায় প্রাধান্যাযুক্ত আজ্ঞা।

চারি ধ্যান- প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান ও চতুর্থ ধ্যান।

অষ্ট বিমোক্ষ- (১) রূপী রূপ সকল দেখে। (২) আধ্যাত্মিক অরুণ সংক্ষেপসম্পন্ন হইয়া বাহিক রূপ সকল দেখে। (৩) শুভ বলিয়া নির্ধারণ করে। (৪) সর্বতোভাবে রূপ সংক্ষে বিগত, প্রতিপ সংক্ষে নিরূপণ ও নান্দন সংক্ষে অচিন্তিত হার্য এবং 'অন্ত আকাশ' এই ভাবনায় আকাশান্ততায়তন ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করে। (৫) আকাশান্ততায়তন অতিক্রম করিয়া বিজ্ঞানমায়তন। (৬) বিজ্ঞানমায়তন অতিক্রম করিয়া অক্ষদ্যান্ততন। (৭) অক্ষদ্যান্ততন অতিক্রম করিয়া নেবসংস্কর্ত নাসংস্কর্ত। (৮) নেবসংস্কর্ত নাসংসান্ততন অতিক্রম করিয়া সংস্কর্ত বেদময়িত নিরোধ সমাপতি লাভ করে। এই আটটিকে অষ্ট বিমোক্ষ বলে।

চারি সমাধি- চারি ধ্যান, আলোক সংস্কর্ত, বেদনা সংস্কর্ত ও বিতর্কের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিলয় সম্বন্ধে জ্ঞান এবং উদয় ব্যাপারনীতে জ্ঞান, এই চারিটিকে চারি সমাধি বলে।

অষ্ট-সমাপতি- চারি রূপাবচর ধ্যান ও চারি অরূপাবচর ধ্যানকে অষ্ট-সমাপতি বলে।

প্রাতিমোক্ষ- যে পালন করে তাহার দুঃখ হইতে মোচন করে বলিয়া ভিক্ষুগণের শীল সংগৃহীত পুস্তকের নাম প্রাতিমোক্ষ।
পঞ্জী নীরবত্ব- কামচন্দ, ব্যাপার বা ক্রোধ, তন্দ্রাস্য, উদ্দেশ্যানুশোচনা ও সন্দেহ।

শ্রম- পাপ উপশম করে বলিয়া ৪০ প্রকার কর্মশ্রান্ত ভাবনার নাম শ্রম ভাবনা।

বিদিশন- অনিতা দুঃখ ও অনায়া এই ত্রিবিধ লক্ষণ বিদিশাকারে দর্শন করা হয়, বিশেষভাবে দর্শন করা হয় বলিয়া উহাদের নাম বিদিশন।

বিদ্যা- পূর্বনিবাসানুমৃতি, দিব্যচক্ষু ও আসবক্ষয় জ্ঞান; ইহাদের নাম বিদ্যা।

বিমুক্তি- চিন্তা পাপ হইতে সম্যক জ্ঞানের দ্বারা মুক্ত হইলে বিমুক্তি লাভ হয়।

গৃহজাত আনন্দ ৬টি- রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ও ধর্ম সংযোগে কামজনিত আনন্দের নাম গৃহজাত আনন্দ।

গৃহজাত নিরানন্দ ৬টি- এ বিশ্বাসল সংযোগের নাম গৃহজাত নিরানন্দ।

নৈক্তম্যাজাত আনন্দ ৬টি- এ বিশ্বাসল আদর্শ অর্থাৎ নৈক্তম্যাজা উদ্বাননের নাম নৈক্তম্যাজাত হয় আনন্দ।

নৈক্তম্যাজাত নিরানন্দ ৬টি- এ সমুদ্র উৎকষ্ঠিত হইয়া নির্বাণপারায়ণ হওয়ার নাম নৈক্তম্যাজাত নিরানন্দ।

গৃহজাত উপেক্ষা ৬টি- এ যুক্তবিষয়ে জ্ঞানবিন্যাস উপেক্ষার নাম গৃহজাত উপেক্ষা।

নৈক্তম্যাজাত উপেক্ষা ৬টি- এ যুক্তবিষয়ে জ্ঞানযুক্ত উপেক্ষার নাম নৈক্তম্যাজাত উপেক্ষা।

১০৮টি বেদনা- উক্ত যোগ বিষয় সংযোগে ছয়টি সুখ, ছয়টি দুঃখ ও ছয়টি উপেক্ষা এই ১৮টি বেদনা। সকাল ও ম্যাত ভেদে ৩৬টি, ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের ভেদে ১০৮টি বেদনা।

পঞ্জায়তন- চক্ষ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও কায়্যতন।

কুটাগার- চূড়া শোভিত গৃহ।

পঞ্জস্থান- কাম, ক্রোধ, সত্যকার দৃষ্ট, সন্দেহ ও হীন-শীলতাতে কামনাবিহীন স্থান।

পঞ্জসংযোজন- কাম ক্রোধাদি ঐ পাঁচটিকে পঞ্জ সংযোজন বলে।
দশমানে— ঐ পাঁচটিসহ রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, উদ্ধত্তা ও অবিদ্যা।
এই দশ সংখ্যারকারী স্থানে।

চারি বৈশারদে— (১) ভগবন সম্যকরূপে সমুদ্ধ। শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেবতা
মার বা ক্ষত্রার অথবা অপর কাহারও মধ্যে কেহ যে দেখাইতে পারিবে,
অমুক বিষয় আপনি জাননা না তাহা সম্ভব নহে, সম্পূর্ণ অসম্ভব। (২)
ভগবন কীর্তিসর। শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা, মার, ক্ষত্র বা অপর সকলের
মধ্যে কেহ যে দেখাইতে পারিবে-আপনার অমুক আসব ক্ষয় হয় নাই বা
অমুক পাপ পরিত্যক্ত হয় নাই-তাহা সম্ভব নহে, কেননা তাহার হেতু
বিদ্যমান নাই। (৩) ভগবান অবিহিতকর দুঃখক্ষয় ধর্ম সকল দেখাইয়াছেন,
শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা, মার, ক্ষত্র বা অপর কাহারও মধ্যে কোন কেহ যে
বলিতে পারিবে-আপনি যে সকল ধর্মকে অবিহিতকর বলিতেছেন তাহা
অবিহিতকর নহে-উহা কখনও মত্ত নহে, কেননা তাহার কারণ বিদ্যমান
নাই। (৪) ভগবান দুঃখক্ষয়কর দুঃখক্ষয় ধর্ম সকল দেখাইয়াছেন-কোন
শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা, মার, ক্ষত্র বা অপর কাহারও মধ্যে কোন যে কেহ
বলিতে পারিবে-আপনি যে সকল ধর্ম দুঃখক্ষয়কর বলিতেছেন তাহা
সেইরূপ নহে-উহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কেননা উহার কারণ বিদ্যমান নাই।

আঠার প্রকার বুদ্ধ ধর্ম-ভূত, ভবিষ্যত্ত ও বর্তমান বিষয়ে অপ্রতিহত
জ্ঞান, সেই জ্ঞানযুক্ত বুদ্ধগণের কায়মনোবাক্যে জ্ঞানযুক্ত কার্য, সেই
ষড় জ্ঞানলব্ধত ভগবনের ছুদ, বীর্য, ধর্মদেশনা, সমাধি, প্রাপ্তি ও বিমুখিতের
হানি নাই। এই দ্বাদশ প্রকার ধর্ম ভবিষ্যত ভগবনের কৌতুক, বৃথাবাক্য,
ভগ্নোৎসাহ, অতিবেগ, মান বা জ্ঞান বিনিঃস্ত উপেক্ষা নাই। এই আঠার
প্রকার ধর্মযুক্ত ভগবনকে সদায় নায় মার লোকে কেহ পরাজিত করিতে
পারে না। সকল বুদ্ধগণ এই আঠার প্রকার ধর্মের দ্বারা অজ্ঞেয় অপরাজিত
হন, তাই ইহাদিগকে অষ্টাদশ প্রকার বুদ্ধধর্ম বলে। ইহাদের অপর নাম
আবেদিক গুণ।

দশমান- কারণাকারণ জ্ঞানবল, তৈরকালিক কর্ম-বিপাকে জ্ঞানবল, সর্বত্র
গামিনী প্রতিপদা বা আচারণে জ্ঞানবল, স্বভূগলের চিত্রচারে জ্ঞান,
স্বভূগলের অভিপ্রয়ে জ্ঞান, ধ্যান সকলের হীনতা ও উৎকৃষ্টতায় জ্ঞান, পূর্ব
নিবাস জ্ঞান, দিব্যচক্ষু জ্ঞান, বিবিধ ঋদ্ধি জ্ঞান ও আসবক্ষয় জ্ঞানবল।
মযমক প্রাতিহার্য— মযমকভাবে বিসাদৃশ্য অগ্নি জল যেই ঋদ্ধীরিহারা শরীরের প্রত্যেক অংশ হইতে নির্গত হইয়া দশ সহস্র চক্রবাল প্রাপ্তে পতিত হয় ও তরা হইতে আবার দেহাভাস্তরে প্রবেশ করে, তাহার নাম মযমক প্রাতিহার্য।

অধিকদ- মার্গফল লাভ।
অসদিদ দান- তুলনাবিহীন দান।
প্রতিপন্থ ধর্ম- যথাধর্মচরণীয় নীতি।
অধিশীল- আধ্যাতিক শীল সংযম।
অধিচিন্ত- আধ্যাতিক চিত্ত সংযম বা সমাধি।
অধিক্রজ- বিদর্শন জ্ঞান।
চারিত- অনুভাষণ শীল সকল আচরণ।
বারিত- নির্বারিত শীল লজ্জা হইতে নিরূপণ।
অযুক্তগ- নরগণের যথ্য যতদূর আয়ো বর্তমান থাকে, তথ্য উহা আযুক্তগ নামে অভিহিত হয়।

শিক্ষাপদ- শিক্ষানীয় বিষয় বলিয়া শীলসমূহের নাম শিক্ষাপদ।

ধ্বন্ত- অন্যায়কৃত অপরাধ।

ধ্বর্তাক- অন্যায়ভাষ্য অপরাধ।

নরটা অনুপূর্বক বিহার- চারি রূপাবচর ধ্যান, চারি অরূপাবচর ধ্যান ও নিরোধ সমাপ্তি।

কাণা কচ্ছের উপমা- দীর্ঘকাল পরে উদাহ শীল সুন্দরিত কাণা কচ্ছের চক্ষুর সহিত একটি ছিদ্রযুক্ত কাঁচের ছিদ্রের মিলন যেরূপ অসমত, মুনুষ্য জন্ম লাভও তরুণ অসমত, তরুণ দুর্লভ।

সত্যকাল দৃষ্টি- রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংকালে ও বিজ্ঞানের যে কোনটিকে আত্মা মনে করা বা আত্মার মনে করা অথবা আত্মাতে ঐ সকল অবস্থিত বলিয়া মনে করার নাম সত্যকাল দৃষ্টি।

নিশ্চ্যপঞ- প্রপঞ্চ তিন প্রকার- তৃষ্ণাপ্রঞ্চ, দৃষ্টিপ্রঞ্চ ও মান প্রঞ্চ।

যেখানে তৃষ্ণা দৃষ্টি ও মন নাই, সেই নির্বাণকে নিশ্চ্যপঞ্চ বলে।

অসায়- অভিন্ন, যাহাকারও দ্বারা প্রস্তুত হয় নাই।

প্রজ্জাত- বিজ্ঞাপিত।
ছয় অসাধারণ জ্ঞান- সত্ত্বগণের আশ্রয়ানুষ্যে জ্ঞান, সত্ত্বগণের তীক্ষ, মৃদু শ্রদ্ধাদি ইন্দ্রিয় বিষয় জ্ঞান, মহাকরণা সমাপতি জ্ঞান, যমক প্রাতিহার্য জ্ঞান, সর্বত্রতা জ্ঞান ও অনাবরণ জ্ঞান।

চৌদ্ধ প্রকার বুদ্ধ জ্ঞান- দুঃখ জ্ঞান, দুঃখ সমুদয় জ্ঞান, দুঃখ নিরোধে জ্ঞান, দুঃখ নিরোধ গামিনী প্রতিপদায় জ্ঞান, অর্থ প্রতিসংবাদ জ্ঞান, ধর্ম প্রতিসংবাদ জ্ঞান, নিরক্তি প্রতিসংবাদ জ্ঞান, প্রতিভাঃ প্রতিসংবাদ জ্ঞান, সত্ত্বগণের আশ্রয়ানুষ্যে জ্ঞান (অনুূষয়-কামরাগদি সপ্ত অনুূষয়ে জ্ঞান, এই সকল বিষয়ে বিস্তৃত জ্ঞানিতে হইলে প্রতিসংবাদ মার্গ ১০০৫ হইতে প্রতিভাঃ) সত্ত্বগণের ইন্দ্রিয় বিষয় জ্ঞান, মহাকরণা সমাপতি জ্ঞান, যমক প্রাতিহার্য জ্ঞান, সর্বত্রতা জ্ঞান ও অনাবরণ জ্ঞান।

প্রাতিহার্য- অশ্বং সদেহ সমোহাভিনিবেশ, প্রতিহরণ করে বলিয়া আদ্যক্ষ প্রদর্শনীর প্রতিহার্য।

ধৰ্মমুদ্রময়- দুঃখ সত্যের অভিজ্ঞা ও পরিজ্ঞা, সমুদয় সত্যের পরিত্যাগ নিরোধ সত্যের সাক্ষাৎকার ও মার্গ সত্যের ভাবনাত্মীয়ের দ্বারা অপূর্ব অপুর্ব একই ক্ষণে অতিসময় বা বিশেষভাবে বহু চতুবার্য সত্য ধর্মের জ্ঞান হয়, তা ই প্রাতিপত্য মার্গকে ধৰ্মমুদ্রময় বলে।

মিথ্যা দৃষ্টি- কর্ম কর্মফল বিশ্বাস না করা এবং চতুবার্য সত্যকে মিথ্যা বলিয়া ধারণার নাম মিথ্যাদৃষ্টি, ইহা সর্বাপেক্ষা মারাত্মক পাপ। কল্প ধ্বংসের সময় কীট পিপীলিকা পর্যন্ত মুক্ত হইয়া ব্রক্ষলোকে যায়, কিন্তু নিয়ত মিথ্যাদৃষ্টিরা নিরিয়ানলে জ্ঞাত থাকে।

সর্বক্রেণ- বাঙ্গালা ক্রেণ শদের অর্থ কষ্ট। পালিতে কারণ উপাচারের দ্বারা যাহারা ক্রেণ প্রদান করে তাহাদিগকেও ক্রেণ বা ‘কিলেসা’ বলা হয়।

সর্বক্রেণ-সমস্ত দর্শনমত ক্রেণ। দর্শনমত ক্রেণ যথা-লোভ, দ্রোণ, সৌহ, মান, দৃষ্টি, বিচিক্ষেৎ, আলস্য, ভোজন, নিরলজ্জ, নির্ভারত।

প্রবর্ত- প্রবর্তিত বা চলিত হয় বলিয়া ভবচক্রকের প্রবর্ত বলে।

অপ্রবর্ত- নির্বাণে প্রবর্তিত হয় না বলিয়া নির্বাণের নাম অপ্রবর্ত।

আর্থ অঙ্গমূল মার্গ- সমার্থ দৃষ্টি, সমার্থ সংকল্প, সমার্থ বাক্য, সমার্থ কর্মসূচ, সমার্থ আজীব, সমার্থ ব্যায়াম, সমার্থ মৃত্যু ও সমার্থ সমাধি।

অভ্যবকাশিক- যাহারা আচারদাহিবিনী মুক্ত স্থানে বাস করিবার ধৃতাঙ্গ ব্রত গ্রহণ করেন।
নৈশিদ্যে- যাঁহারা শয়ন না করিয়া উপবেশনে দিবারাত্রি অতিবাহিত করিবার ধৃতাঙ্গ ব্রত গ্রহণ করেন।

ত্রিবিদ্য- যাঁহারা পূর্ব নিবাসানুস্মৃতি জ্ঞান, দিব্যচক্ষু জ্ঞান ও আসবক্ষয় জ্ঞান এই ত্রিবিদ্যা লাভ করিয়াছেন।

ষড়ভিজ্ঞ- যাঁহারা ছয় প্রকারের অভিজ্ঞ লাভ করিয়াছেন। ছয় প্রকারের অভিজ্ঞ যথা-পূর্ব নিবাসানুস্মৃতি জ্ঞান, দিব্যচক্ষু, দিব্যকর্ণ, পরচিত বিজানন জ্ঞান, বিবিধ শঞ্জি ও আসবক্ষয় জ্ঞান।

পরিশিষ্ট সমাপ্ত

**********************